দ্য

ড্রেসডেন ফাইল্‌স

ফুলমুন

জিম বুচার

অনুবাদ:

তানজীম রহমান

মোহতাসিম হাদী রাফী

হ্যারি ড্রেসডেনের দিনকাল ভালো যাচ্ছে না। পেট এবং পকেট দুটোই খালি। কোথাও কোনো কাজ নেই। আর এ সবকিছুর সাথে যোগ হয়েছে নতুন এক ঝামেলা–ভয়ঙ্কর এক খুনের মামলায় জড়িয়ে গেছে সে। ছিন্নভিন্ন এক লাশের পেছনে কি আসলে কোনো মানুষের হাত আছে? নাকি অন্য কিছু? খুন কি একটা হয়েছে না আরও বেশি? কে ফাঁসাতে চাইছে হ্যারির সবচেয়ে কাছের বান্ধবিকে? হ্যারির জীবন-মরণ নির্ভর করছে এই প্রশ্নগুলোর ওপর। শিকাগো'র একমাত্র জাদুকর গোয়েন্দা হ্যারি ড্রেসডেন কি বাঁচতে পারবে এই বিপদ থেকে? বাঁচাতে পারবে ওর সব বন্ধুকে?

জিম বুচারের জনপ্রিয় 'ড্রেসডেন ফাইল্‌স' সিরিজের দ্বিতীয় উপন্যাস 'ফুল মুন' পাঠককে আগের চেয়েও বেশি তৃপ্তি দেবে।

'খুবই উপভোগ্য একটি উপন্যাস...জিম বুচার যেরকম সাবলীল ভঙ্গিতে গল্পটি বলেছেন, পাঠক মুগ্ধ হতে বাধ্য।'

–লিন ফ্রিউয়িং

'ড্রেসডেন ফাইলস-এর দ্বিতীয় বইটিই নির্ধারণ করে দিয়েছে এই সিরিজের ভবিষ্যৎ খুবই উজ্জ্বল।'

– সানডে টাইমস

'এটা খুবই উপভোগ্য একটি সিরিজ হতে চলেছে।'

–টাইম

'হ্যারি ড্রেসডেনকে পাঠক ভালো না বেসে পারবে না...চমৎকার একটি গল্প।'

–বুকপোস্ট

বইয়ের আলোয় আলোকিত হোন...

ISBN 984872944-0
9789848729410

http://www.facebook.com/pages/batighar-prokashoni

ড্রেসডেন ফাইল্‌স

ফুলমুন

জিম বুচার

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

অনুবাদঃ

তানজীম রহমান
মোহতাসিম হাদী রাফী

বাতিঘর প্রকাশনী

দ্য ড্রেসডেন ফাইল্‌সঃ ফুলমুন

মূলঃ জিম বুচার

অনুবাদঃ তানজীম রহমান এবং মোহতাসীম হাদী রাফী

The Dresden Files: FoolMoon

Copyright© 2017 by Jim Buthcer

স্বত্ব © বাতিঘর প্রকাশনী

প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০১৭

প্রচ্ছদ : ডিলান

বাতিঘর প্রকাশনী, ৩৭/১, বাংলাবাজার (বর্ণমালা মার্কেট তৃতীয় তলা), ঢাকা-১১০০ থেকে মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন কর্তৃক প্রকাশিত; মুদ্রণ : একুশে প্রিন্টার্স, ১৮/২৩, গোপাল সাহা লেন, শিংটোলা, সূত্রাপুর ঢাকা-১১০০; গ্রাফিক্সঃ ডট প্রিন্ট, ৩৭/১, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মূল্য : দুইশত সত্তুর টাকা মাত্র

The Online Library of Bangla Books

BANGLA BOOK.ORG

উৎসর্গ :

রিভী, শাহজাহান সৌরভভাই, ফাহমি, রিজওয়ান খলিলভাই, শুভাগত দীপভাই আর ফাহাদ জুলকারনাইনকে...
এদের প্রত্যেকের সাথে আমার পরিচয় বইয়ের মাধ্যমে, তবে এখন তাদেরকে বন্ধু ভাবতে পছন্দ করি।

–তানজীম রহমান

উৎসর্গ :

বইয়ের জগতে প্রবেশ করার সময় যার উৎসাহ সবচেয়ে বেশি পেয়েছি:
আমার বাবা মোঃ আব্দুল হাই আলহাদীকে...

–মেহতাসিম হাদী রাফী

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

অধ্যায় ১

আমার মনে ছিলো না, পূর্ণিমা চলে এসেছে। চাঁদের ব্যাপারে আমার আগ্রহ কম। তবে এই পূর্ণিমার ব্যাপারটা আমার জন্য কতো জরুরি হতে যাচ্ছে সেটা জানলে অবশ্যই আগ্রহ বাড়ানোর ব্যবস্থা নিতাম।

এখন বসে আছি ম্যাক অ্যানালি'স পাব অ্যান্ড গ্রিল নামে একটা জায়গায়। খাবার পাওয়া যায় এখানে, মদও পাওয়া যায়। ঘরের সিলিংটা বেশ নিচু, সেখানে কয়েকটা ফ্যান ঘুরছে ধীর গতিতে। দেয়ালে তেরোটা জানালা, প্রতি জানালার পাশে একটা করে থাম। মোট টেবিলও তেরোটা। টেবিলগুলো খুব ভেবেচিন্তে সাজানো। জাদু নিয়ে আগ্রহি মানুষের প্রচুর আনাগোনা এখানে। এমন মানুষগুলো বেশিরভাগ সময়ই আধপাগল হয়। তারা যেন হঠাৎ খেপে কোনো ঝামেলা করতে না পারে, ছুটে এদিক-ওদিক যেতে না পারে তাই টেবিলগুলো এভাবে সাজানো হয়েছে।

আমি তেরোটা টেবিলের একটার সামনে বসে আছি। পালিশ করা ওক কাঠের টেবিল। আমার উলটোদিকে বসে আছে একজন মেয়ে। মেয়েটার নাম কিম ডিলানি। ও মরার পাঁয়তারা করছে, আর সে ব্যাপারে আমার সাহায্য চায়।

কিম একটা কাগজ বাড়িয়ে ধরেছে আমার দিকে। কাগজের গায়ে তিনটা চক্র আঁকা, মাঝখানে বড়সড় একটা মাকড়সার প্রতীক। আমি সেটার দিকে একবার নিস্পৃহ দৃষ্টি দিলাম। তারপর বললাম 'না, এই জিনিস নিয়ে আমি মাথা ঘামাতে চাই না।' কাগজটা ভাঁজ করে ওর দিকে ঠেলে দিলাম।

কপাল থেকে কয়েকটা চুল সরিয়ে আমার দিকে ঝুঁকে পড়লো ও। কিম অন্যান্য মেয়েদের তুলনায় বেশ লম্বা। মাথাভর্তি চকচকে কালো চুল। গোলগাল সুন্দর মুখ। বেশ ফর্সা। হাসলে দুই গালে অসম্ভব কিউট দুটো টোল পড়ে।

'হ্যারিইইই...' আপাতত না হেসে ও নিজের আহ্লাদি সুরটা ছুঁড়লো আমার দিকে। 'পুরো শহরে তুমি বাদে আর কোনো পেশাদার জাদুকর নেই। এক তুমিই আমাকে সাহায্য করতে পারবে।' আরও একটু ঝুঁকে

এলো ও। 'এই সিম্বলগুলোর কোনো রেফারেন্স খুঁজে পাচ্ছি না আমি। পরিচিত কেউই চিনতে পারছে এগুলো কীসের প্রতীক। শহরের বাইরেও কোনো জাদুকর আমি চিনি না। প্লিজ, হ্যারি। আমি কি খুব বেশি কিছু চেয়েছি?'

'না,' আবার বললাম। 'এসব নিয়ে ঘাটাঘাটি বাদ দিয়ে অন্য কিছুতে মনোযোগ দাও।'

'কিন্তু–'

এরপরে ও কী বললো আমি আর খেয়াল করলাম না। কারণ বারের ওপাশ থেকে ম্যাক আমার দিকে তাকিয়ে হাত নাড়া শুরু করে দিয়েছে।

ধোঁয়া ওঠা খাবারভর্তি দুটো প্লেট আর ব্রাউন এইল বিয়ারের দুটো বোতল রাখা ম্যাকের সামনে, বারের কাউন্টারের ওপর। প্লেটগুলো দেখেই আমার জিভে পানি চলে এলো। গুড়গুড় শব্দ হলো পেটের ভেতর। ভালোই খিদে পেয়েছে। অনেকক্ষণ কিছু খাই না। আমার মানিব্যাগ আর পেট দুটোই খালি আজকে।

আচ্ছা, না, একটু ভুল বললাম। মানিব্যাগ পুরোপুরি খালি না। আজ রাতের খাবারের দামটা দিয়ে দিতে পারবো কোনোমতে। কিন্তু কিম নিজ থেকেই আজ আমাকে খাওয়াতে চাইলো। বুঝলাম তেলাচ্ছে কেন। ওই চক্রগুলোর ব্যাপারে জানতে চায়।

আমি ভেবে দেখলাম প্রস্তাবটা। এমনিতে সামান্য খাবারের বিনিময়ে আমার পরামর্শ পাওয়া যায় না। কড়কড়ে ক্যাশ লাগে। কিন্তু কিমের বিষয়টা আলাদা। ওর সাথে কথা বলে মজা আছে, তাছাড়া এক হিসেবে ও আমার ছাত্রি। আমাদেরকে বন্ধু-বান্ধবিও বলা যেতে পারে। ওকে দুই-একবার ছিল দিতেই পারি।

তবে পেটে যতোই গুড়গুড় করুক, খাবার দিয়েছে দেখেই লাফ দিয়ে উঠলাম না। কোনো ওয়েটার প্লেটগুলো এখানে দিয়ে গেলে ভালো হতো। সেটার উপায় নেই অবশ্য। ম্যাক অ্যান্ড্রিস পাব অ্যান্ড গ্রিলে কোনো ওয়েটার কাজ করে না। ম্যাকের মতে যাদের উঠে নিজের খাবার নিয়ে আসতে আলসেমি লাগে তাদের ওর দোকানে আসার দরকার নেই। কিন্তু আমি বসে রইলাম কিছুক্ষণ। আমার একটা দাম আছে না? খাবার দেখেই ছ্যাঁচড়ার মতো ছুটে গেলে সে দাম থাকবে?

'দেখো, হ্যারি,' কিম বললো। 'আমি কোনো সিরিয়াস জাদুর জন্য

BanglaBook.org

এসব ব্যবহার করবো না। কথা দিচ্ছি। শুধু জানতে চাই চক্রগুলো কি। কৌতুহল হচ্ছে ভীষণ। অনেকদিন ধরেই এই এগুলো খোঁচাচ্ছে আমাকে।' ঝুঁকে আমার হাত ধরলো ও। তারপর মুখের দিকে তাকালো, কিন্তু চোখে চোখ মেলালো না। নতুন জাদুকরদের জন্য এই ব্যাপারটা জানা জরুরি। আমার চোখে যে তাকাবে আমি তার আত্মার ভেতর দেখতে পাবো। সে-ও আমার আত্মার খানিকটা দেখতে পাবে।

কিমের মুখে আবার হাসি ফুটে উঠেছে। গালের টোলগুলো সোজা আমার চোখ বরাবর তাক করা।

আমার পেটে আবার মোচড় দিয়ে উঠলো। কাউন্টারের ওপর রাখা খাবারগুলোর দিকে আরেকবার দৃষ্টি হানলাম। 'তুমি শিওর? শুধুই কৌতুহল? জাদু চালাবে না তো?'

'বিশ্বাস হচ্ছে না আমার কথা? আমাকেও বিশ্বাস করো না তুমি?' অভিমানের সুরে বললো ও।

আমি আমতা আমতা করতে লাগলাম, 'জানি না জিনিসটা নিয়ে ঘাটানো উচিত হবে কিনা...'

হেসে উঠলো কিম। 'আচ্ছা, হ্যারি। তুমি কি ভেবেছো এটা নিয়ে কথা না বললে আমি তোমাকে খাওয়াবো না? একদমই তা না কিন্তু। গত বছরের ওই ঘটনার পর থেকে যে তোমার টানাটানি চলছে সেটা জানি তো।'

চোখ গরম করে তাকালাম কিমের দিকে। অবশ্য ওর ওপর রাগ করে কী হবে? দোষটা ওর না। মারফি যে গত একমাস ধরে আমাকে কাজে ডাকে না সেটার পেছনে তো কিমের হাত নেই।

ক্যারিন মারফি শিকাগো পুলিশ ডিপার্টমেন্টের স্পেশাল ইনভেস্টিগেশনস দপ্তরের ডাইরেক্টর। অনেকদিন ধরে এই স্পেশাল ইনভেস্টিগেশনের জন্য আমি পরামর্শক হিসেবে কাজ করেছি। যেসব কেস ওদের অতিরিক্ত উদ্ভট লাগতো সেগুলোতে সাহায্য করতাম। কিছু টাকা-পয়সা আসতো সেখান থেকে।

কিন্তু গত বছর শহরের এক মাদক ব্যবসায়িকে নিয়ে বিরাট ঝামেলা হয়েছিলো। আমিও ফেঁসেছিলাম সে ঝামেলায়। তখন থেকে মারফি আমাকে কোনো কাজ দিচ্ছে না। আর পুলিশের কাজ বাদে আমার কাছে এমনিতেও কেস বেশি আসে না। শুকিয়ে চিমসে মেরে গেছে আমার মানিব্যাগ।

BanglaBook.org

গত কয়েক সপ্তাহ ধরে সস্তা নুডল্‌স বাদে কিছু খাওয়ার সুযোগ হয়নি। আজ ম্যাকের পাবে ভাজা মাংসের ঘ্রাণটা একদম স্বর্গিয় লাগছে। রুমের অন্য পাশ থেকেও গন্ধ পাচ্ছি। পেটটা গজরে উঠে তাগাদা দিচ্ছে বার বার।

ঠিক আছে। সিদ্ধান্ত নিলাম। খাবো কিমের টাকায়। আর ওকে কিছুটা হলেও বলবো চক্রগুলোর ব্যাপারে। খেয়ে না বললে বা মিথ্যা বললে কাজটা ভালো হবে না। এমন না যে আমি খুব সৎ, সাধুমার্কা লোক। কিন্তু কাউকে ঠকানোটা আমার কাছে বীরত্ব বলে মনে হয় না।

'ঠিক আছে, ঠিক আছে,' দীর্ঘশ্বাস ছাড়লাম। 'আগে খাবার নিয়ে আসি তারপর যা জানি সব বলছি।'

কিমের গালে আবার টোল পড়লো। 'থ্যাংকস হ্যারি, তুমি অনেক ভালো।'

'হুঁ,' বিড়বিড় করলাম।

উঠে বারের দিকে আগাতে শুরু করলাম। অন্য দিনগুলোর চেয়ে আজকে পাবে লোক একটু বেশিই। ম্যাক এমনিতে হাসে খুব কম। কিন্তু আজ ওর মুখে স্মিত হাসি। এতো কাস্টমার, খুশি হওয়ার কথাই।

আমি চুপচাপ খাবারের প্লেট আর বিয়ার তুলে নিলাম। নিজের যখন খারাপ সময় যাচ্ছে তখন বন্ধুর সাফল্য দেখলে মনে একটু খোঁচা লাগেই। জানি এমন লাগাটা ভালো কথা নয়, কিন্তু কী করবো। মানুষ তো আমি।

মাংস ভাজা, আলু আর মটরশুঁটি ভর্তি প্লেট দুটো নিয়ে টেবিলে বসলাম। খাওয়া শুরু করলাম আমি আর কিম।

কিছুক্ষণ কোনো কথা না বলে শুধু খেলাম আমরা। খেতে খেতে কয়েকবার চোখ তুলে তাকালাম কিমের দিকে। খাওয়ার ধরন দেখে মনে হচ্ছে আমার মতো সেও অনেক ক্ষুধার্ত।

'তো,' অবশেষে নীরবতা ভাঙলো ও। 'কিছু বলতে পারবে এটার ব্যাপারে?' ও কাগজটার দিকে ইঙ্গিত করলো।

আমি খাওয়া থামিয়ে এক ঢোক বিয়ার গলায় ঢাললাম। তারপর তুলে নিলাম কাগজটা। 'ঠিক আছে, বলছি। এটা অনেক উঁচু পর্যায়ের ম্যাজিক সিম্বল। তিনটা চক্র, একটা আরেকটার ভেতর। এটা হচ্ছে তিন ধরনের জাদুর প্রতীক। জাদুচক্রের ব্যাপারে কী বলেছিলাম মনে আছে?'

কিম মাথা ঝাঁকালো। 'মনে আছে। এসব চক্র হয় কোনো কিছু ভেতরে ধরে রাখে, নয়তো কোনো কিছুকে বাইরে ঠেকিয়ে রাখে।' একটু থেমে ও

BanglaBook.org

যোগ করলো 'জাদুচক্র অন্য জাদুশক্তি বা জাদুর আঘাত ঠেকাতে পারে। নেভারনেভারের প্রাণীদেরও ঠেকাতে পারে। কিন্তু আমাদের পৃথিবীর সাধারণ প্রাণীদের বিরুদ্ধে কাজ করে না।'

'ঠিক।' আমি একমত হলাম। 'এই যে কাগজে বাইরের দিকে যে চক্রটা আঁকা দেখছো, সেটা হচ্ছে এমন জাদুচক্রের প্রতীক। যে কোনো ম্যাজিকাল পাওয়ার বা ম্যাজিকাল প্রাণীকে ঠেকিয়ে রাখার চক্র।'

কিম সায় দিয়ে মাথা নাড়ল। 'ঠিক আছে, এটা বুঝেছি। পরেরটা?'

'দ্বিতীয়টাও একটা দেয়াল, বা বাধা টাইপের। তবে শুধু জাদু দিয়ে এ ধরনের দেয়াল বানানো সম্ভব না। এটা বানাতে বিশেষ টাইপের পাথর লাগে, নাহলে রত্ন।'

'এই দেয়ালের কাজ কী?' কিম একবার কাগজের দিকে তাকালো, তারপর আবার আমার দিকে।

'এটা অদৃশ্য দেয়াল,' জবাব দিলাম। 'কিন্তু এটার কাজ অনেকটা ইট পাথরের দেয়ালের মতোই। এই দেয়াল ভেদ করে জাদু যেতে পারবে, কিন্তু অন্য কোনো কিছু পারবে না। সরাসরি কোনো মানুষ ঢুকতে পারবে না, ইট-পাথর বা বুলেট ছুঁড়লেও কাজ হবে না।'

কিমের চোখ উত্তেজনায় চকচক করছে। 'জানতাম, জানতাম আমি! আন্দাজ করেছিলাম। আর শেষ চক্রটা?'

কাগজের দিকে আবার তাকালাম আমি। 'কোথাও একটা ভুল হয়েছে মনে হচ্ছে।'

'মানে?'

'মানে এই চক্রটা এমন কেন ঠিক বুঝতে পারছি না। ঠিকমতো এঁকেছো তো?'

কিমের ভ্রু কুঁচকে উঠলো। 'ঠিক মতোই এঁকেছি। ঠিক এরকমই ছিল। আমার মনে আছে।'

ওর দিকে এক মুহূর্ত তাকিয়ে রইলাম। 'যতোটুকু বুঝতে পারছি শেষ চক্রটা একটু অন্য রকম। জাগতিক বা অজাগতিক কোনো কিছুকে এটা আটকাবে না। বরং এ দুটোর মাঝামাঝি কিছু যদি থেকে থাকে তাহলে সেটাকে আটকাবে।'

কিমের ভ্রু এখনো কুঞ্চিত। 'ঠিক কী ধরনের প্রাণী হতে পারে সেগুলো?'

BanglaBook.org

আমি কাঁধ ঝাঁকালাম। 'এমন কিছু নেই।'

কথাটা পুরোপুরি সত্য নয়। পৃথিবীতে ডেকে আনা যাবে এমন যে কোনো জাদুর প্রাণীর ব্যাপারে কথা বলার বিষয়ে জাদুকরদের ওপর নিষেধ আছে। হোয়াইট কাউন্সিলের নিষেধাজ্ঞা। এমন প্রাণী ডাকা ভয়ংকর বিপজ্জনক। প্রাণীগুলো পৃথিবীতে এসে মানুষের শরীর দখল করে নিতে পারে। এদের আটকানোর জন্য প্রথম চক্রটাই যথেষ্ট।

তবে কিছু প্রাণী আছে যেগুলো আরো মারাত্মক। অন্যরকম। অসম্ভব শক্তিশালী। তৃতীয় চক্রটা আঁকা হয়েছে এদের জন্যই। সহজ ভাষায় বলতে গেলে তৃতীয় চক্রটার কাজ হচ্ছে কোনো দেবতা বা দেবদূতকে ঠেকানো।

'তাহলে শুধু শুধু এই চক্র কেউ কেন আঁকবে, হ্যারি?' কিম প্রশ্ন করলো।

আবার কাঁধ ঝাঁকালাম। 'মানুষ তো বিচিত্র। আমরা কখন কী করি কোনো ঠিক আছে?'

কিমের ঠোঁট বাঁকা হলো। 'হ্যারি, আমি বাচ্চা নই। এসব খোঁড়া যুক্তি আমাকে না দেখালেও পারো।'

'তুমি যে এসব নিয়ে কেন মাথা ঘামাচ্ছো সেটাই বুঝলাম না এখনো।'

আমার দিকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টি হানলো ও, তারপর এক ঢোক বিয়ার গিলে নিয়ে কাঁধ ঝাঁকালো। 'ঠিক আছে। কিন্তু চক্রগুলোকে তো প্রথমে জাদু দিয়ে চালু করতে হবে, তাই না? নাহলে তো কাজ করবে না কোনোটাই।'

'অবশ্যই।'

'তো এগুলোকে চালু করে কিভাবে?'

আমি নীরবে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলাম ওর দিকে।

'হ্যারি?'

'তোমার সেটা জানার কোনো দরকার নেই। এসব ব্যাপারে কৌতূহল না দেখানোই ভালো। তোমার মনে কী চলছে আমি জানি না, কিম। কিন্তু যাই হোক না কেন, সেটা মনের ভেতরই রেখে দাও। আমি চাই না তোমার কোনো ক্ষতি হোক।'

'হ্যারি, আমি কোনো–'

'এটুকুই থাক,' আমি বললাম। 'তুমি একটা খাঁচায় ঢুকতে চাচ্ছো, কিম।' কথায় জোর দেবার জন্য আঙুল দিয়ে কাগজটা টেবিলে চেপে ধরলাম। 'যদি তুমি না চাও, খাঁচায় তোমার পিছে পিছে একটা বাঘ ঢুকে পড়ুক, তাহলে আর এই ব্যাপারটা নিয়ে মাথা ঘামিও না।'

BanglaBook.org

কিমের চেহারা গম্ভীর হলো। 'তোমার মনে হয় আমি নিজেকে সামলাতে পারবো না?'

'তোমার কিছু ক্ষমতা আছে ঠিকই,' আমি মাথা নাড়লাম। 'কিন্তু কোনো ট্রেইনিং নেই। যথেষ্ট অভিজ্ঞতা নেই। স্কুলের ছাত্রি নিশ্চয়ই ইউনিভার্সিটির ক্যালকুলাস পারবে না। পারবে?' একটু সামনে ঝুঁকে এলাম। 'এই ব্যাপারটা ছেড়ে দাও, কিম। তুমি অনেক শক্তিশালী জাদুকর হলেও বলতাম ছেড়ে দিতে। এটাতে জড়ালে শুধু তুমি না, আরও অনেক মানুষের ক্ষতি হতে পারে।'

'আমি কী করবো সেটা আমার ব্যাপার, হ্যারি।' ওর চোখে অভিমান ফুটে উঠলো আবার। 'সেটা নিয়ে চিন্তা করা তোমার দায়িত্ব না।'

'উঁহু,' খুব বিচক্ষণ ভঙ্গিতে মাথা নাড়লাম । 'তুমি যেন উলটোপালটা করে ভেজালে না পড়ো সেটা খেয়াল রাখা অবশ্যই আমার দায়িত্ব।'

কিম একটা কাঁটা চামচ মুঠোতে ধরলো শক্ত করে। জেদ করছে।

'দেখো, কিম,' আমি আবার বললাম। 'কিছুটা সময় নিয়ে ভাবো। যখন আরও বড় হবে, আরও কিছু অভিজ্ঞতা হবে...'

'তুমি অতোও বড় না আমার চেয়ে।' কিম বাধা দিলো।

আমি হোঁচট খেলাম। কিভাবে আমাকে থামাতে হয় এই মেয়ে শিখে ফেলেছে। তাড়াতাড়ি বললাম: 'কিন্তু আমার ট্রেইনিং তোমার চেয়ে বেশি। অনেক বেশি। সেই ছোটবেলা থেকে শিখছি ।' নিজের ক্ষমতা নিয়ে কথা বলতে আমার ভালো লাগে না। আর নিজের অতীত মনে করতে তো আরো ভালো লাগে না। তাই প্রসঙ্গ পালটাবার চেষ্টা করলাম: 'তুমি ওই ঝর্ণার জন্য টাকা তুলছো না এখনো? কতো উঠলো?'

কিম বেশ পরিবেশ সচেতন। একটা প্রায়-মৃত জলপ্রপাত বাঁচাবার জন্য টাকা তোলার চেষ্টা করছিলো।

'উঠছে না,' ও সিটে হেলান দিলো। 'অনেক চেষ্টা করেছি ঝর্ণাটাকে বাঁচাতে। চিঠি পাঠিয়েছি অনেকের কাছে, বলেছি ঝর্ণাটা না থাকলে আমাদের কতো ক্ষতি হবে। সবাই হায় হায় করে ঠিকই কিন্তু কাজের বেলায় ঠনঠন।' ওর চোখ বিষন্ন হলো এক মুহূর্তের জন্য। 'এতো চেষ্টা করলাম, কিন্তু–'

'কিম, বাসায় গিয়ে রেস্ট নাও কিছুদিন। এসব চক্র-ফক্র নিয়ে মাথা

BanglaBook.org

ঘামানো বন্ধ করো।' একটু ঝুঁকে এলাম ওর দিকে। 'ঠিক আছে? কথা দাও আমাকে।'

কিম ন্যাপকিনটা ভাঁজ করে রাখলো। তারপর খাবারের বিলটা টেবিলে রেখে উঠে দাঁড়ালো। 'খাবার শেষ করো, হ্যারি,' বললো ও আহত গলায়। 'আমি ভেবেছিলাম তুমি আমাকে সাহায্য করবে।'

আমিও সাথে সাথে উঠে দাঁড়ালাম। থামাবার চেষ্টা করলাম ওকে: 'আচ্ছা, এক মিনিট–'

ও পাত্তাই দিলো না। সোজা দরজা বরাবর হাঁটতে শুরু করলো। লম্বা চুলগুলো দুলছে হাঁটার তালে তালে, সাথে দুলছে ওর স্কার্ট। পেছন থেকেও বোঝা যাচ্ছে যে ওর শরীর কাঁপছে রাগে।

পাব থেকে বের হয়ে কিম পেছনে জোরে ধাক্কা দিয়ে দরজাটা লাগিয়ে দিলো। সাথে সাথে পাবের সবাই একবার দরজার দিকে তাকালো। তারপর তাদের দৃষ্টি ফিরলো আমার দিকে। সবার চোখে কৌতুহল।

আমি ধপ করে বসে পড়লাম। ধুর!

জাদুর প্রতিভা আছে এমন অল্প কিছু মানুষকে আমি কিছুদিন শেখানোর চেষ্টা করেছি। কিম তাদেরই একজন। কাজেই ওকে সবকিছু না জানানোটা কেমন যেন লাগছে। আবার এটাও সত্য যে ও আগুন নিয়ে খেলতে চাইছে। সেটা করতে দেয়া আমার উচিত হবে না।।

যেসব ব্যাপারে কিম জানতে চায়, সেসব নিয়ে কথা বলায় নিষেধ আছে। জাদুকররা শুধু অন্য পেশাদার জাদুকরদের সাথে এ বিষয়ে কথা বলতে পারবে, অন্য কারো সাথে নয়। হোয়াইট কাউন্সিলের পরিস্কার নির্দেশ। কোন সময় কোন দুর্ঘটনা ঘটে যায় তা তো আর বলা যায় না। হোয়াইট কাউন্সিল কোনো ঝুঁকি নিতে চায় না।

আমি ঠিক কাজই করেছি। কিমকে সব বলে দেয়াটাই বরং বোকামি হতো। বলে দিলে কোন বিপদে পড়তো কে জানে!

কিন্তু তারপরও একটা তিক্ত অনুভূতিতে মনটা ছেয়ে গেল। ক্ষুধাটা একদম গায়েব হয়ে গেছে। এখন আর কোনো কিছু খেতেই ভাল লাগবে না। কারণ খাবারটা আর নিজের উপার্জনের মনে হচ্ছে না। মনে হচ্ছে কিমকে ঠকিয়েছি।

বিয়ারের বোতল হাতে নিলাম। কিমের কাগজটা পড়ে আছে টেবিলের

BanglaBook.org

ওপর। দেখেই আবার মেজাজ খারাপ হলো আমার। ছুঁড়ে ফেললাম জিনিসটা। বেশি দূরে গেলো না, ভেসে আবার টেবিলের কাছেই মেঝেতে পড়লো।

পাবের দরজাটা আবার খুললো কেউ। ঘুরে তাকাবার ইচ্ছে হলো না। একা বসে আছি, সেটাই ভালো।

একজন মানুষের ছায়া এসে পড়লো আমার ওপর।

'এভাবে বসে আছো যে?' মারফি বললো।

মুখ তুলে ওর দিকে তাকালাম। মারফির উচ্চতা পাঁচ ফিটের বেশি হবে না। কাজেই নিজের মুখটা খুব বেশি উঁচু করতে হলো না আমার।

মারফির সোনালি চুলগুলো কাঁধ পর্যন্ত এসে ঠেকেছে। সামনে চুলগুলো আবার ছোট, কপাল পর্যন্ত। নীল চোখ, সুন্দর নাক। কালো জিন্স, ফ্লানেলের শার্ট, বুট আর জ্যাকেটে দারুণ দেখাচ্ছে ওকে। বেল্টের বকলসের জায়গায় আটকে রেখেছে পুলিশের ব্যাজটা।

নিচু হয়ে মারফি টেবিলের কাছ থেকে কাগজটা তুলে নিলো। বাড়িয়ে ধরলো আমার দিকে। আমি হাত বাড়ালাম না। ও জিনিসটা ভাঁজ করে নিজের পকেটে রেখে দিলো, তারপর মুখ খুললো কথা বলার জন্য।

'কেমন আছো, মারফি?' আমি আগেই বলে উঠলাম। তারপর এক ঢোক বিয়ার গিলে বললাম: 'অনেকদিন দেখা-সাক্ষাৎ নেই।' কণ্ঠটা যতোটুকু সম্ভব কোমল রাখারই চেষ্টা করেছি। কিন্তু আমি শিওর সেখানে যে একটা ক্ষোভ মিশে আছে সেটা মারফির কান এড়ায়নি।

'দেখো হ্যারি–' ও শুরু করলো।

'ডেইলি ট্রিবিউনে যে খবরটা ছেপেছে পড়েছিলে নাকি?" ওকে থামিয়ে দিলাম। 'হ্যারি ড্রেসডেন নামে এক আধ-পাগলার পেছনে পুলিশ ডিপার্টমেন্টের টাকা নষ্ট করার কারণে তোমাকে তো একদম ধুয়ে ফেলেছে। পড়েছো নিশ্চয়ই। ওই খবর ছাপানোর পর থেকেই তোমার দেখা পাচ্ছি না আর।'

মারফির চোয়াল শক্ত হয়ে গেলো। 'আমার ওসব পড়ার সময় নেই।'

কথাটা না শোনার ভান করলাম। 'আমি অবশ্য তোমাকে দোষ দিই না। মানে, শিকাগোতে যাদের থেকে ট্যাক্স নিয়ে পুলিশ ডিপার্টমেন্ট চলে তাদের বেশিরভাগই জাদুতে বিশ্বাস করে না। একসাথে যখন আমরা কাজ

BanglaBook.org

করেছি, যখন তোমাকে বার বার মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়েছি, তখন তুমি যা দেখেছো তার কিছুই তো ওরা দেখেনি। তাই না?'

'তোমাকে দরকার আমার। একটা ঘটনা ঘটেছে,' ও গম্ভীর গলায় বললো।

'আমাকে তোমার দরকার? এক মাস ধরে আমাদের একটা কথা পর্যন্ত হয়নি, আর আজ হুট করে এসে বলছো আমাকে তোমার দরকার? আমার একটা অফিস আছে, সেখানে টেলিফোন লাইনও আছে। আমার সাথে যোগাযোগ করার জন্য যা যা প্রয়োজন সবই জানা আছে তোমার। খাওয়ার সময় এসে বাগড়া দেয়ার মানেটা কী?'

'পরের বার খুনিকে বলে রাখবো যেন লাশ ফেলার সময় তোমার অফিসটাইম খেয়াল রাখে।' মারফি জবাব দিলো। 'কিন্তু সেটা বলতে হলে আগে ওকে ধরতে হবে। আর ওকে ধরার জন্য তোমাকে আমার দরকার।'

মুহূর্তে সোজা হয়ে বসলাম। 'খুন হয়েছে কেউ? কীরকম? উদ্ভট কোনো কিছু? জাদু-টাদু জড়িত?'

মারফির মুখে এবারে একটা হাসি ফুটে উঠলো। 'মনে হচ্ছে তোমার আর কোনো জরুরি কেস নেই এখন।'

আমি মুখ বাঁকালাম। 'না, নেই।'

'ঠিক আছে তাহলে,' ও বললো। 'চলো, যাওয়া যাক।'

BanglaBook.org

অধ্যায় ২

মারফি আমার পুরনো নীল রঙের ভোক্সওয়াগেন বিটল গাড়িতে চড়তে রাজি হলো না।

বিটলটা এখন অবশ্য আর নীল নেই। আরও একটা দরজা বদলানো হয়েছে, এবারের দরজার রং সবুজ। আরেকপাশের দরজা সাদা। হুডটা কীভাবে যেন পুড়ে গিয়েছিলো। আমার মেকানিক মাইকের কাছে গাড়িটা নিয়ে গিয়েছিলাম। সে আগের হুড বদলে নতুন একটা লাগিয়েছে, সেটার রঙ লাল।

তবে সেগুলো বিষয় না। বিষয় হলো: গাড়িটা এখনো চলে। যদিও বেশ আলসে ভঙ্গিতে, আরাম করতে করতে চলে, কিন্তু আমার জন্য সেটাই যথেষ্ট। মাইকের মতে ভোক্সওয়াগেন সারানো হচ্ছে পৃথিবীর সবচেয়ে সহজ কাজ। প্রতিবার ওর কাছে নিয়ে আসার পর আট-দশ দিন গাড়িটা ঝামেলা দেয় না। তারপর অবশ্য আবার মাইকের কাছে ফেরত আনতে হয়।

বর্তমান যুগ প্রযুক্তির যুগ হলেও জাদুকরদের সাথে প্রযুক্তির বেশি বন্ধুত্ব নেই। যদি কেউ সুইচে চাপ দিলে লাইটটা না জ্বলে ফেঁটে যায়, কিংবা রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাবার সময় সব ট্রাফিক লাইট উলটোপালটা হয়ে যেতে থাকে, কেমন লাগবে তখন? এগুলো তো তাও কমই বললাম। মাঝেমধ্যে তো সিরিয়াস বিপদে পড়ি এসবের কারণে। একবার মারাও যেতে নিয়েছিলাম। লিফট বন্ধ হয়ে গিয়েছিলো আমি ওঠার পর। সঙ্গত কারণেই আমি প্রযুক্তি দেখতে পারি না, আর প্রযুক্তিও আমাকে দেখতে পারে না।

তাই মারফি যখন বললো আমাকে ওর গাড়িতে নিয়ে যেতে চায়, আমি একটু ইতস্তত করলাম। যদি গাড়ি নষ্ট হয়ে যায় হঠাৎ করে? কিন্তু ও জোর দিয়ে বললো সমস্যা নেই। ঠিক আছে, ওর সমস্যা না থাকলে আমারও সমস্যা নেই।

ড্রাইভিংয়ের সময় মারফি বেশি কথা বলে না। আর এখন তো একদম গুলির বেগে গাড়ি চালাচ্ছে। গাড়িগুলোকে যেভাবে সাইড কাটিয়ে এক একটা বাঁক নিচ্ছে তাতে আর সিটবেল্ট না লাগিয়ে থাকার সাহস হলো না আমার। তাও ভালো ওর মোটরসাইকেলে যাচ্ছি না। গাড়িতে সিটবেল্ট থাকে অন্তত। মোটরসাইকেলে থাকলে নিশ্চিত হার্ট ফেইল করতাম।

BanglaBook.org

'মার্ফ,' আমি বললাম। 'এতো তাড়া কীসের?'

মারফি আমার দিকে তাকালো এক নজর। 'আমি চাই অন্য কেউ দেখার আগেই তুমি ওখানে সবকিছু দেখো।'

'কে দেখার আগে? সাংবাদিক?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

ও কাঁধ ঝাঁকালো। 'যে কেউ।'

আমি আর জোর করলাম না। এখন আর কোনো কথা বলবে না ও। মারফি এমনিতেও আমার সাথে খুব বেশি কথা বলে না।

বাকি পথ দু-জনই চুপ থাকলাম। মাঝে মধ্যে শুধু ওর গাড়িটার গিয়ার বদলানোর শব্দ নীরবতা ভাঙলো।

একটা ছোট শপিং মলের পার্কিংলটে গাড়ি থামালো মারফি। এখনো বিল্ডিংটা পুরোপুরি তৈরি হয়নি। নির্মাণ চলছে।

গাড়ি থেকে একসাথে নামলাম দু-জনে।

একটা প্লেন উড়ে গেলো মাথার ওপর। বেশ নিচু হয়ে উড়ছে। এখান থেকে ও'হ্যারা এয়ারপোর্ট খুব বেশি দূরে নয়, কয়েক মাইল পশ্চিমে।

প্লেন থেকে দৃষ্টি সরিয়ে মারফির ওপর ফেললাম। চাঁদটা পুরোপরি গোল হতে এখনো সামান্য বাকি। সেই চাঁদের আবছা আলোয় আমার ছায়া দেখা যাচ্ছে। সেটার মাথা মাড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে মারফি। ওর ছায়াও লম্বা হয়েছে একই দিকে।

'মারফি, আমি বললাম। 'আমরা কি শহরের বাইরে নাকি?'

'হুঁ,' ছোট করে জবাব এলো।

'তাহলে...মানে, তোমার ডিউটি তো শহরের ভেতর। এখানে কি তোমার কোনো ক্ষমতা আছে? এই এলাকার পুলিশের দায়িত্ব না এ খুনের তদন্ত করা?'

'কোথায়, কখন কার সাহায্য লাগে তার কি কোনো ঠিক আছে, ড্রেসডেন? তাছাড়া খুন শিকাগোতেও হয়েছে। লোকাল ফোর্সের সাথে আগেই কথা বলে নিয়েছি আমরা। তাই এখানেও আমরা আগে কাজ করার সুবিধা পাবো। তুমি যেটা বললে সেটা বড় কোনো ঝামেলা নয়।'

'শিকাগোতেও খুন হয়েছে মানে?' আমি বললাম। 'কয়েকটা? একটার বেশি? মারফি, ভেঙে বলো।'

কিন্তু মারফি জবাব দিলো না। আমাকে নিয়ে সোজা ঢুকলো একটা দালানের ভেতর। এই দালানটাও পুরোপুরি তৈরি করা হয়নি। বাইরের

BanglaBook.org

দিকের কাজ প্রায় শেষ কিন্তু ভেতরে কাজ বাকি আছে। কয়েকটা জানালা এখনো তক্তা দিয়ে ঢাকা। একদম কাছে না যাওয়া পর্যন্ত সামনের দরজাটা পর্যন্ত দেখতে পেলাম না।

'ভার্সিটি?' আমি অবাক হলাম। 'ভার্সিটি নাইটক্লাব? আমি তো ভেবেছিলাম মার্কোন গত বছর এ জায়গাটা পুড়িয়ে দিয়েছে।'

'মমম-হুমম,' মারফি মাথা ফেরালো আমার দিকে। 'নতুন করে বানানো হচ্ছে এখানে।'

গোটা শিকাগোতে জনি মার্কোনের সমকক্ষ আরেকজন অপরাধি খুঁজে পাওয়া যাবে না। ভয়ংকর তার ক্ষমতা। ব্যবসার খাতিরে এমন কোনো কাজ নেই যা সে করে না।

গত বছর একটা ড্রাগ নিয়ে বেশ মাতামাতি হচ্ছিলো। মার্কোনের ব্যবসা মার খাচ্ছিলো ড্রাগটার কারণে। আমার সাথেও মার্কোনের একটা ঝামেলা হয়েছিলো। ভুল বোঝাবুঝি টাইপের। মার্কোনের একটা নাইটক্লাব ছিলো, ভার্সিটি নাম। আমার আর ওর ছোট্ট একটা লড়াই হয় এখানে, তারপর ভার্সিটিতে আগুন ধরে যায়।

পরে যখন পুরো ঘটনাটা শেষ হলো তখন দেখা গেলো জনি মার্কোন আসলে আমার শত্রু নয়। আমাদের দু-জনেরই পিছে লেগেছিলো এক লোক। সে লোকটাকে আমিই থামিয়েছি।

সেসময় শহরে একটা গুজব রটেছিলো যে আমি নাকি মার্কোনের অনুরোধেই কাজটা করেছিলাম। যদিও সেটা সত্যি না, কিন্তু আমি কোনো চেষ্টা করিনি গুজবটাকে চাপা দিতে। আমার লাভই হচ্ছিলো। মার্কোনের বন্ধু ভেবে সবাই একটু সমঝে চলতো আমাকে।

বিল্ডিংয়ের ফ্লোরগুলো এখনো সিমেন্ট বা টাইলস দিয়ে মসৃণ করা হয়নি। ছাদে কয়েকটা হ্যালোজেন লাইট লাগানো। পুরোটা জায়গাতেই প্রচুর ধুলো জমে আছে। চুনকাম করার জন্য প্লাস্টিকের বালতি, শ্রমিকদের যন্ত্রপাতি–এইসব হাবিজাবি পড়ে আছে এখানে সেখানে।

মারফি আমার হাত ধরে টান দিলো হঠাৎ। আমি তাকাতে ও মেঝের দিকে ইশারা করলো। রক্তের ছোপ। আরেকটু হলে পা দিচ্ছিলাম।

'দেখে চলো, ড্রেসডেন,' শক্ত কণ্ঠে বললো মারফি।

রক্তের ছোট একটা পুকুর তৈরি হয়েছে মেঝেতে। শুরু হয়েছে আমার পায়ের কাছ থেকেই। আলোতে কালচে লাগছে সেই রক্ত।

BanglaBook.org

পুকুরের ওপর পড়ে আছে একজন মানুষ।

না, মানুষ ছিলো। এখন দেখে মানুষ হিসেবে চিনতে কষ্ট হচ্ছে। মনে হচ্ছে ছেঁড়া ন্যাকড়ায় জড়ানো একটা মাংসপিণ্ড।

নিজের অজান্তেই এক পা পিছিয়ে এলাম। মনে হলো যা খেয়েছি সব এখনি পেট থেকে উগড়ে আসবে। দুই চোখ চেপে ধরলাম জোরে। স্থির হতে একটু সময় লাগলো আমার।

কিছুক্ষণ পর একটু স্বাভাবিক হলাম। তাও লাশটার দিকে তাকাতে ইচ্ছে করছে না। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললাম। তাকাতে তো হবেই। কাজ শুরু না করলে মারফি চেঁচাবে এখনই।

কিছুটা দূরত্ব রেখে লাশটার চারপাশে একবার ঘুরে এলাম। মনোযোগ দিয়ে দেখলাম মাংসপিণ্ডটাকে। কয়েকটা বৈশিষ্ট্য চোখে পড়তে শুরু করলো।

বয়স তিরিশের মতো হবে। বেশ লম্বা। ছোট ছোট চুল। হাতগুলো মাথার ওপর তোলা। চেহারা দেখতে পাচ্ছি না, অন্য পাশে ফেরানো। লাশ থেকে সাত-আট ফুট দূরে একটা ছোট্ট অটোমেটিক পিস্তল পড়ে আছে। লোকটার নাগালের বাইরেই বলা যায়।

রক্ত এড়িয়ে ঘুরে উলটোদিকে গিয়ে দাঁড়ালাম, লোকটার চেহারা দেখার জন্য।

একে যা-ই খুন করে থাকুক না কেন, সেটা মানুষ না।

লোকটার মুখ আর মুখের জায়গায় নেই, ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে। ঠোঁটদুটো যেন উপড়ে তুলেছে কেউ। রক্তে ভেজা দাঁতগুলো দেখা যাচ্ছে ভেতরে। নাকের এক পাশ কাটা হয়েছে কোনো কিছু দিয়ে। আর ভারি কিছুর আঘাতে থেঁতলে দেয়া হয়েছে পুরো মাথা।

চোখজোড়াও জায়গামতো দেখতে পেলাম না, উপড়ে ফেলা হয়েছে। কোটরের চারপাশে আঁচড়ের দাগ দেখা যাচ্ছে।

চোখ বন্ধ করে গভীর একটা শ্বাস নিলাম। পুরো জায়গাটা থেকে বিচ্ছিরি একটা গন্ধ আসছে। মনে হচ্ছে এখনই বমি করে দেবো। পেটের ভেতর যা আছে সব বেরিয়ে আসতে চাচ্ছে।

চোখ বন্ধ করার পরও পুরো ক্রাইম সিনটা মনের মধ্যে ভেসে উঠলো। লাশের জ্যাকেট আর শার্টের কয়েকটা জায়গা ছিঁড়ে গেছে। হাত-পায়ের থেকে যেন খুবলে নেয়া হয়েছে মাংস। রক্তে লেপটে আছে পুরো শরীর,

BanglaBook.org

যেন কেউ বালতিভর্তি কাঁচা রঙ ঢেলে দিয়েছে লোকটার গায়ে। তার সাথে আবার যোগ হয়েছে নাড়িভূড়ি-ছেঁড়া পচা একটা দুর্গন্ধ।

লাশটার দিকে পিঠ দিয়ে দাঁড়ালাম, তারপর চোখ খুললাম। সোজা তাকাবার সাহস হলো না তাও, মেঝের দিকে তাকিয়ে আছি।

'হ্যারি,' লাশের ওপাশ থেকে মারফি ডেকে উঠলো। কণ্ঠে একটা কাঠিন্য যোগ হয়েছে। আমি যখন পুরো সিনটা পরীক্ষা করে দেখছিলাম তখন ও একটা কথাও বলেনি, এক পা-ও সরেনি নিজের জায়গা থেকে।

'আমি লোকটাকে চিনি,' বললাম। 'অন্তত তাই মনে হচ্ছে এখন। দাঁতের রেকর্ড বা অন্য কিছু চেক করে শিওর হতে হবে তোমার।'

ভ্রুকুটি করলো ও। 'তাই? কে ছিলো এই লোক?'

'আসল নাম জানি না। ওর চুলগুলো দেখতে ছিলো কাঁটার মতো, তাই আমি ওকে স্পাইক বলে ডাকতাম। কাঁটা। জনি মার্কোনের বডিগার্ড ছিলো।'

মারফি এক মুহূর্ত চুপ করে রইলো। তারপর বিড়বিড় করলো: 'শিট!'

'কী হয়েছে, মার্ফ?' আমি ঝট করে ওর দিকে তাকালাম।

মারফির মুখে উদ্বেগ ফুটে উঠেছে, নীল চোখজোড়া একদম স্থির। যেন ভুত দেখেছে চোখের সামনে।

পরমুহূর্তেই সেটা মিলিয়ে গেলো। আমি যে পেছনে ফিরবো সেটা ও আশা করেনি হয়তো। 'আরেকবার দেখো, তারপর বলবো।' আস্তে করে জবাব দিলো ও।

'কী দেখবো?' জানতে চাইলাম।

'দেখলেই বুঝবে,' ও বললো। একটু থেমে ফিসফিস করে যোগ করলো, 'আশা করি বুঝতে পারবে।'

পুরো ঘরটায় একবার নজর বুলিয়ে নিলাম। একপাশের একটা জানালা ভেঙে ফ্লোরের ওপর পড়ে আছে। এগিয়ে গেলাম সেটার দিকে।

ভাঙা কাঁচের গুড়ো ছড়িয়ে আছে মেঝেতে। ভাঙা কাঁচ ঘরের ভেতরে পড়ে আছে, তার মানে জানালা ভেঙে ভেতরে ঢুকেছে কিছু একটা। কয়েকটা কাঁচের টুকরোয় রক্ত লেগে আছে।

একটা টুকরো তুলে নিলাম আমি। টকটকে লাল রক্তের ছোপ সেটার গায়ে। এখনো পুরোপুরি শুকায়নি। পকেট থেকে সাদা একটা রুমাল বের করে কাঁচে ভালোভাবে পেঁচিয়ে টুকরোটা ওভারকোটের পকেটে ভরলাম।

BanglaBook.org

তারপর হাঁটু গেড়ে ফ্লোরে পড়ে থাকা ধুলোর দিকে নজর দিলাম। একটা জায়গায় ধুলো নেই বললেই চলে। কিছু একটা ঘষা খেয়েছে সেখানে। সম্ভবত যে লোক বা প্রাণী জানালা ভেঙে ঢুকেছিল সে-ই ওখানে পিছলে গিয়েছিলো।

একটু দূরে একটা জায়গায় পায়ের ছাপের মতো কিছু একটা দেখতে পেলাম। জায়গাটায় হ্যালোজেন বাতির আলো পৌঁছাচ্ছে না, চাঁদের রূপালি আলোয় আলোকিত হয়ে আছে।

কাছে গিয়ে ঝুঁকলাম সেটার পাশে। সাথে সাথে বুঝলাম ছাপটা কিসের।

সাইজে আমার হাত ছড়িয়ে ধরলে যতটুকু হবে ততোটুকু। থাবার সাথে বড়বড় নখের ছাপও আছে।

জানালা দিয়ে বাইরে তাকাতেই রূপালি চাঁদটা নজরে পড়ল। দেখেই বোঝা যাচ্ছে পূর্ণিমার বেশি দেরি নেই।

'শিট!' আমি মারফির কথার পুনরাবৃত্তি করলাম। 'খুব খারাপ। খুব খারাপ ব্যাপারটা।'

মারফি এগিয়ে এসে আমার পাশে নীরবে এক মুহূর্ত অপেক্ষা করলো। আমি সোজা হয়ে দাঁড়ালাম। বললাম: 'তোমার কপালে ভোগান্তি আছে সামনে, মার্ফ।'

'খুলে বলো, ড্রেসডেন।' মারফি চাপা কণ্ঠে বললো।

আমি কাঁধ ঝাঁকিয়ে জানালার দিকে ইঙ্গিত করলাম। 'আক্রমণকারি সম্ভবত জানালা দিয়ে ভেতরে ঢুকেছে। ঢুকেই সোজা ভিকটিমের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে, পিস্তলটা ওর থেকে দূরে সরিয়েছে, তারপর খুন করেছে। খুন হওয়ার আগে কিছুক্ষণ ধ্বস্তাধস্তি হয়েছে। তারপর স্পাইক উঠে দাঁড়িয়ে দরজার দিকে দৌড় দিয়েছে। কিন্তু পালাতে পারেনি। তার আগেই–'

থেমে গেলাম। মার্ফির দিকে ঘুরে তাকালাম গম্ভীরভাবে। 'তুমি না বললে আরো কয়েকটা খুন হয়েছে? আমার ধারণা সবগুলো হয়েছে ঠিক একইভাবে। এর আগের খুনটা হয়েছে খুব সম্ভবত চার সপ্তাহ আগে, পূর্নিমায় বা তার আগের কোনো দিনে।'

মারফি আমার চোখের দিকে তাকিয়ে রইলো দীর্ঘ একটা মুহূর্ত। তারপর মাথা নাড়লো। 'হুঁ, ঠিক চার সপ্তাহ আগে খুনটা হয়েছে।'

'এটা তো নিশ্চয়ই দেখেছো,' আমি বললাম। আঙুল তাক করেছি

BanglaBook.org

পায়ের ছাপটার দিকে। 'তোমার নিশ্চয়ই আন্দাজ করতে অসুবিধা হচ্ছে না এটা কীসের পা।'

মারফি চুপ করে রইলো কিছুক্ষণ। ভ্রু কুঞ্চিত।

'হ্যারি,' অবশেষে ও নীরবতা ভাঙলো। 'মায়ানেকড়ে বলতে সত্যিই কি কিছু আছে?' বলতে বলতে কপাল থেকে কয়েকটা চুল সরিয়ে কানের পেছনে গুঁজলো। তারপর হাতদুটো পেটের কাছে নিয়ে এক হাত দিয়ে আরেক হাত চেপে ধরল। শীত করছে হয়তো।

আমি মাথা নাড়লাম। 'আছে, সিনেমাতে যেমন দেখো ঠিক তেমন নয় অবশ্য, তবে আছে। আর এই ঘটনাও কোনো মায়ানেকড়েই ঘটিয়েছে।'

মারফি জোরে একবার নিশ্বাস ফেললো। 'ঠিক আছে তাহলে। ঠিক আছে। আর কী বলতে পারবে? মানে আমার আর কী কী জানা দরকার?'

জবাব দেবার জন্য মুখ খুললাম কিন্তু বলার সুযোগ হলো না।

বাইরে থেকে ভেসে এসেছে একটা হুংকার।

পরমুহূর্তে দড়াম করে একটা শব্দ হলো। বিল্ডিংয়ে ঢোকার প্রধান দরজা খুলে গেছে।

মারফির চোয়াল শক্ত হয়ে গেলো। 'শালার!' বলে উঠলো ও। 'এই হারমাজাদারা এতো তাড়াতাড়ি খবর পায় কিভাবে?'

কী হচ্ছে দেখার জন্য সামনে এগিয়ে গেলাম। স্যুট পরা চারজন লোক হেঁটে আসছে, অনেকটা মিলিটারি ভঙ্গিতে। সামনের লোকটা আমার সমান লম্বা না হলেও ছয় ফুট তিন-চার ইঞ্চি তো হবেই। কালো চুল, বাদামি চোখ। গাঢ় নীল রঙের স্যুটটা ওকে বেশ মানিয়ে গেছে। স্যুটের একপাশে বড় আকারে সেলাই করে লেখা: 'এফবিআই'।

'চারদিকে নজর রাখো, কেউ যেন ভেতরে আসতে না পারে,' ঢুকেই বাকিদের আদেশ দিলো লোকটা। 'লেফটেন্যান্ট মারফি, এই এলাকা আপনার তদন্তসীমার বাইরে। এখানে কী করছেন, জানতে পারি?'

'কেমন আছেন, এজেন্ট ডেন্টন?' কাটা কাটা স্বরে মারফি প্রশ্ন করলো। 'ঘুরতে এলাম একটু, শহরের বাতাস তো পচে গেছে। এখানে হাওয়া খেতে এসেছি।'

'আমি আগেই বলেছি এই কেসটা আপনার নয়,' আগের মতোই আদেশের সুরে বললো ডেন্টন। 'আপনার সাথে এটা কে?' আমার দিকে ইশারা করলো ও।

BanglaBook.org

'আমি হ্যারি–' জবাব দিতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু বাকিটা মারফির গলা খাঁকাড়ির আওয়াজে চাপা পড়ে গেলো।

'কেউ না।' মারফি বললো। বেশ বোঝা যাচ্ছে যে ও চাইছে আমি চুপ করে থাকি।

'হ্যারি ড্রেসডেন,' আমি কথা শেষ করলাম। মারফি একবার বিষদৃষ্টি হানলো আমার দিকে।

'আহ্,' ডেন্টন বললো। 'আপনার সেই ভুতের ওঝা?' মারফির ওপর থেকে সরে ওর দৃষ্টি আমার ওপর পড়লো। 'আপনি তো বিখ্যাত মানুষ। খবরের কাগজে নাম দেখেছি আপনার। ট্রিবিউন কতো ভালো ভালো কথা লিখেছে।' আবার মারফির দিকে ঘুরলো সে। 'আপনি আর আপনার এই আধপাগল বন্ধু এখন যেতে পারেন। কেসটা আর পুলিশের হাতে নেই। এফবিআই'র হাতে।'

মারফি আর আমি দু-জনই ভ্রু কুঁচকে ওর দিকে তাকালাম। কিন্তু তাতে ওর মধ্যে কোনো ভাবান্তর এলো না। মারফি কঠোর দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো ডেন্টনের দিকে, ডেন্টনও তাকিয়ে রইলো নির্বিকার ভঙ্গিতে।

'এজেন্ট বেন!' হঠাৎ ডেন্টন ডাকলো।

সবুজ চোখ আর লম্বাটে মুখের এক মহিলা এগিয়ে এলো আমাদের দিকে। হয়তো তিরিশ বছরের মতো হবে বয়স।

'জি, স্যার,' কাছে এসে বললো সে। কণ্ঠস্বরে কোনো অভিব্যক্তি নেই। মারফি বা আমি কারও দিকে তাকিয়েও দেখেনি এর মধ্যে।

'এই দু-জনের এখানে কোনো কাজ নেই। ওনাদের ক্রাইম সিনের বাইরে নিয়ে যাও তো,' আমাদের দেখালো ডেন্টন।

এজেন্ট বেন একবার মাথা ঝাঁকালো, তারপর তাকালো আমাদের দিকে। আমি যাবার জন্য পা বাড়াচ্ছিলাম, কিন্তু মারফিকে দেখে থেমে গেলাম। রীতিমতো ফুঁসছে ও। যেকোনো মুহূর্তে ডেন্টনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে।

'মারফি,' কোমল কণ্ঠে ডাকলাম। 'চলো বাইরে যাই।'

'খুনি যে-ই হোক না কেন, সে গতমাসে আধ ডজন মানুষ মেরেছে। আমি এই লোকটার পেছনে পড়ে আছি একদম শুরু থেকেই, রোজমন্ট ডিপার্টমেন্টও আমাকে এখানে থাকার অনুমতি দিয়েছে। কাজেই আমাকে বের করে দেয়ার অধিকার তোমার নেই।' এক নিশ্বাসে বলে গেল মারফি।

BanglaBook.org

'আপনার কাছে লিখিত কিছু আছে?' ডেন্টন জিজ্ঞেস করলো। 'নাকি আপনি চান যে আমি আপনার বসের কাছে অভিযোগ করি? বলবো, যে আপনি এফবিআই'র কাজে বাধা দিচ্ছেন?'

'আমার সাথে লাগতে এসো না, ডেন্টন,' মারফি বললো। এর আগের কথাতেই সম্পর্ক আপনি থেকে তুমিতে নামিয়ে ফেলেছে।

'মারফি,' ওর কাঁধে হাত রাখলাম আমি। 'শুধু একটা মিনিটের জন্য বাইরে আসো।'

'নিয়ে যাও ওদের,' এজেন্ট বেনকে আদেশ দিলো ডেন্টন।

বেন কোনো কথা না বলে সোজা এগিয়ে এলো মারফির দিকে। হাত তুললো ধাক্কা দেবার জন্য। কিন্তু ধাক্কাটা মারফির গায়ে লাগলো না। ও চট করে সরে গেছে। পরমুহূর্তে ও খপ করে এজেন্ট বেনকে ধরে ফেললো, তারপর বেনের মাথা আছড়ে ফেললো একটা দেয়ালে। মারফি খুব ভালো জুডো জানে। ওর সাথে হাতাহাতি করতে যাওয়া বিপজ্জনক।

বেন মেঝেতে পড়ে গিয়েছিলো। সে উঠে বসলো ঝট করে। ওর চেহারায় প্রথমে বিস্ময় খেলে গেলো, তারপর রাগ। কিন্তু আধ সেকেন্ড পরেই চেহারা আবার আগের মতো ভাবলেশহীন হয়ে গেলো। এক টানে স্যুটের ভেতর থেকে একটা পিস্তল বের করলো বেন, তারপর গুলি চালালো মারফির দিকে।

প্রচণ্ড শব্দে কেঁপে উঠলো ছাদে লাগানো হ্যালোজেন লাইট। মারফি বুঝতে পারেনি বেন আসলেই গুলি চালাবে। বিস্ময় যেন ওকে মূর্তি বানিয়ে দিয়েছে। আমি কিছু চিন্তা না করে লাফ দিলাম ওর দিকে। এক ধাক্কায় মারফিকে মেঝেতে ফেললাম। বুলেটটা গেঁথে গেলো দেয়ালে।

'বেন!' ডেন্টন চেঁচিয়ে উঠলো। তারপর সোজা বেন আর আমাদের মাঝামাঝি এসে দাঁড়ালো। নিচু, ধারালো গলায় বেনকে নির্দেশ দিতে শুরু করলো। ওদের থেকে বেশ কয়েক ফিট দূরে আছি আমি। তাই কী বলছে শুনতে পেলাম না।

'তোমরা কি পাগল?' আমি চেঁচিয়ে উঠলাম। 'সমস্যা কী তোমাদের?'

বাকি দু-জন এফবিআই এজেন্ট আর বাইরে থেকে পুলিশ অফিসার দৌড়ে এলো। মারফিও এর মধ্যে উঠে দাঁড়িয়েছে।

'কী হয়েছে এখানে?' ধূসর চুলের এক বয়স্ক পুলিশ অফিসার জিজ্ঞেস করলো।

BanglaBook.org

ডেন্টন শান্তভাবে অফিসারের দিকে ঘুরে দাঁড়ালো। 'মিস ফায়ার হয়েছে। একটা ভুল বোঝাবুঝি হয়েছিলো। এজেন্ট বেন দুর্ঘটনাবশতঃ গুলি চালিয়েছে।'

অফিসারটা এবারে মারফির দিকে ফিরলো। 'তাই, লেফটেন্যান্ট?'

'এরা দু-জন–' আমি চেঁচিয়ে শুরু করলাম।

মারফির কনুইয়ের একটা শক্ত খোঁচা আমার পেটে এসে লাগলো। কথা শেষ করতে পারলাম না।

'হ্যা, তাই।' মারফি বললো। 'এজেন্ট ডেন্টন যা বললেন ঠিক তাই হয়েছে। জাস্ট একটা অ্যাক্সিডেন্ট, আর কিছু না।'

আমি মারফির দিকে তাকালাম, 'মার্ফ, থামো। এই মহিলা–'

'ওর অস্ত্র বের করতে গিয়ে ভুলে ফায়ার করেছে।' মারফি কঠিন স্বরে থামালো আমাকে আবার। 'সেফটি ক্যাচ অফ ছিল হয়তো। হতেই পারে এমন।'

ডেন্টন মারফির দিকে এক সেকেন্ড তাকিয়ে থেকে তারপর কাঁধ ঝাঁকালো। 'রোজ, জর্জ, লেফটেন্যান্ট ঠিক আছেন কিনা একটু দেখো তো। গাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে এসো ওনাকে।'

'ঠিক আছে, ফিল,' রোগা, বাচ্চামতো দেখতে লোকটা বলে উঠলো। 'আহ্, মি. ড্রেসডেন, লেফটেন্যান্ট মারফি, চলুন বাইরে গিয়ে একটু বাতাস খাই।' একটু থেমে যোগ করলো: 'আমি রজার হ্যারিস, আর ও এজেন্ট উইলসন।'

এফবিআইয়ের চতুর্থ লোকটার বয়স চল্লিশের মতো হবে। মোটা করে। আমাদের নিয়ে ওরা দরজার দিকে এগিয়ে গেলো। তার আগে মারফি ডেন্টনের দিকে তাকালো একবার। কিছু বললো না। তারপর সোজা দরজার দিকে হাঁটা ধরলো। ওর পিছে পিছে আমিও।

'আমার এখনো বিশ্বাস হচ্ছে না। তুমি ঠিক আছো তো? ভেতরে কী হয়েছে সবাইকে বললে না কেন?' মারফির দিকে তাকিয়ে কঠিন স্বরে প্রশ্ন করলাম।

'ওই হারামজাদির সাহস কতো বড়,' মারফি জবাব দিলো। 'আমাকে ধাক্কা মারতে চেয়েছিলো!'

'ধাক্কা? ও তোমাকে গুলি করতে চেয়েছিলো, মার্ফ!' আমি চেঁচিয়ে উঠলাম প্রায়।

BanglaBook.org

মারফি একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে হাঁটতে লাগলো। আমি আরেকবার পেছনে তাকালাম, লাশটার দিকে। ইতিমধ্যে পুলিশ টেপ দিয়ে পুরো জায়গাটা সিল করে দিয়েছে যাতে কেউ ভেতরে না যায়। দরজার ফাঁক দিয়ে দেখতে পেলাম ডেন্টন বেনের পাশে হাঁটু গেড়ে বসে আছে। দৃষ্টি আমাদের দিকে।

আমিও তাকিয়ে রইলাম ওর দিকে। হুট করে একটা জিনিস মাথায় এলো। ডেন্টন কিছু একটা লুকোচ্ছে। ও কিছু একটা জানে কিন্তু বলছে না। কেন আমার এই কথা মনে হলো আমি নিশ্চিত না। কিন্তু অনুভূতিটা তীব্র, ঝেড়ে ফেলা গেলো না সহজে।

'আম্‌ম্‌...' হ্যারিস বলে উঠলো। দৃষ্টি ফেরালাম ওর দিকে। প্রধান দরজার কাছে চলে এসেছি আমরা। হ্যারিস দরজা খুলে ধরেছে, অপেক্ষা করছে আমাদের বের হওয়ার জন্য।

আমরা বেরিয়ে এলাম।

'কিছু মনে করবেন না।' হ্যারিস বললো। 'খুনগুলোর পর থেকেই ওর মাথাটা খারাপ হয়ে আছে। একজন নাকি ওর চেনা ছিপলভ। গত এক মাসে ঠিকমতো ঘুমাতেও পারেনি ও।'

'চুপ করো, হ্যারিস,' এজেন্ট উইলসন বলে উঠলো বিরক্ত স্বরে। তারপর আমাদের দু-জনের দিকে ফিরে বললো, 'এখান থেকে সোজা বের হয়ে যান। আপনাদের যেন আর আশেপাশে না দেখি। আর ভেতরের সমস্যা বাইরে আসবে না আশা করি। এলে কী হবে সেটা আপনি জানেন লেফটেন্যান্ট মারফি। তাই না?'

উলটো ঘুরে বিল্ডিংয়ের ভেতর চলে গেলো উইলসন। হ্যারিস বোকা বোকা একটা হাসি দিয়ে দরজাটা লাগিয়ে দিলো।

আমি আকাশের দিকে তাকালাম। কোনো মেঘ নেই। বড় গোল চাঁদটা দেখা যাচ্ছে। সবকিছু কেমন খাপছাড়া, অদ্ভুত লাগছে।

মায়ানেকড়ের হামলা, মারফিকে গুলি করার চেষ্টা, এফবিআই'র হুমকি...আজকে সকালেও বুঝতে পারিনি যে রাতটা এমন যাবে।

BanglaBook.org

অধ্যায় ৩

লাশটার কথা ভেবে আবার পেটের ভেতর মোচড় দিয়ে উঠলো। গুলির শব্দটা এখনো কানে বাজছে। প্রচণ্ড দুর্বল লাগছে হঠাৎ করেই।

ওভারকোটের পকেটে হাত ঢুকালাম। রুমালে প্যাঁচানো কাঁচের টুকরোটা ওখানেই আছে। ভাগ্য ভালো বলতে হবে। মারফিকে বাঁচানোর জন্য যখন ধাক্কা দিলাম তখন পড়ে যায়নি।

মুখ তুলে ওপরে তাকালাম। স্নিগ্ধ বাতাস বয়ে যাচ্ছে।

চোখ বন্ধ করে নিজেকে শান্ত হতে বললাম। বড় বড় শ্বাস টানলাম কয়েকটা, তারপর আস্তে করে ছাড়লাম। যাক, নিশ্বাস পড়ছে। তার মানে মরিনি এখনো। স্পাইকের মতো লাশ হয়ে পড়ে নেই মেঝেতে। আমার শরীরে গুলিও লাগেনি। আমি বেঁচে আছি, মারফিও ঠিক আছে। স্পাইকের লাশটাও আমার আর দেখতে হবে না।

না, এই শেষের ধারণা ভুল ছিলো। মনের চোখে আবার ভেসে উঠলো ওই ছিন্নভিন্ন মৃতদেহটা। গন্ধটা যেন এখনো নাকে লেগে আছে। রক্তভেজা ময়লা মেঝে, আর ভাঙা জানালা। কোনো কিছুই ভুলতে পারছি না। সন্ধ্যায় যা খেয়েছি সব গলা পর্যন্ত উঠে আসছে বার বার।

চিৎকার করার প্রচণ্ড ইচ্ছে হচ্ছে। ইচ্ছে হচ্ছে দৌঁড়ে পালিয়ে যাই কিংবা মন শান্ত না হওয়া পর্যন্ত কোনো কিছুতে একের পর এক লাথি মারতে থাকি। এজেন্ট বেনের অবস্থাটা আমি বেশ বুঝতে পারছি। একবার রক্ত দেখলে মানুষের মধ্যে বারবার রক্ত দেখার একটা অদ্ভুত ইচ্ছা হয়। একটা আজব লালসা। বেনেরও হয়তো সেরকম কিছুই হয়েছে।

জোরে জোরে শ্বাস নিতে থাকলাম। ঠাণ্ডা বাতাস শরীরে কাঁপুনি ধরিয়ে জানান দিচ্ছে শীত আসতে আর বেশি দেরি নেই। অক্টোবর মাসে শিকাগোর সন্ধ্যাগুলো হয় হৈ চৈ-এ ভরা, হাসিখুশি। বছরের এই সময়টা আমার খুব পছন্দ।

এসব ভাবতে ভাবতে একটু পরে নিজে থেকেই পুরোপুরি শান্ত হয়ে গেলাম। মারফিও মনে হয় এতোক্ষণ একই কাজ করেছে। দু-জন একসাথে ওর গাড়ির দিকে আগাতে শুরু করলাম। কোনো কথা হলো না।

BanglaBook.org

'আমি–' মারফি কিছু একটা বলতে শুরু করেই থেমে গেলো। আমি ফিরে তাকালাম না, কোনো কথাও বললাম না।

'আমি দুঃখিত, হ্যারি।' মারফি বলো অস্ফুট কণ্ঠে। 'আমি নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছিলাম। এজেন্ট ডেন্টন একটা আস্ত বদমাশ, কিন্তু নিজের কাজটা ভালোই জানে। তাছাড়া ও ঠিক বলেছে, ক্রাইম সিনে আমার থাকার কথা ছিলো না।' এক মুহূর্ত চুপ করে রইলো ও। তারপর বললো: 'মানে তোমাকে নিয়ে গেছি এজন্য নয়। এমনিতেই আমার ওখানে থাকার কথা না। এখন এটা এফবিআই কেস।'

চাবি দিয়ে গাড়ির দরজা খুললো ও। আমি প্যাসেঞ্জার সিটে উঠে বসলাম। মারফি উঠলো ড্রাইভিং সিটে।

গাড়ি স্টার্ট দেয়ার জন্য ও চাবিসহ হাত তুললো। কিন্তু তার আগেই আমি ওর হাত চেপে ধরলাম। মারফি অবাক হয়ে তাকালো আমার দিকে।

ওর হাতে চাপ দিলাম একটা, নিচে নামাতে ইঙ্গিত করলাম। 'একটু চুপ করে বসো তো। আমাদের কথা বলা দরকার।'

'এখানে না, হ্যারি।' ও বললো।

'যে লোক দুইবার তোমার জীবন বাঁচিয়েছে তার জন্য একটু সময় দিতে পারবে না?'

'এরা কীভাবে কাজ করে সেটা তুমি জানো না,' মারফি জবাব দিলো বিষন্ন স্বরে। কিন্তু সে সাথে হাতও নামিয়ে নিলো। গাড়ি স্টার্ট দেয়ার চেষ্টা করলো না।

ও উইন্ডশিল্ড ভেদ করে দৃষ্টি ফেললো বাইরে। পুলিশ, ফরেনসিক আর এফবিআই এজেন্টরা বিল্ডিংয়ের সামনে ছুটোছুটি করছে। দু-জনই বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলাম।

মারফি আর আমার মধ্যে যথেষ্ট দূরত্ব এসেছে। সেটা শুধু খবরের কাগজের ওই আর্টিকেলটার কারণে নয়। আজ সন্ধ্যায় কিম আমার সাথে যে বিষয়টা নিয়ে খেপে গিয়েছিলো, মারফিও আমার ওপর একই কারণে খেপে ছিলো বেশ কিছুদিন। হয়তো রাগটা এখনো যায়নি।

একটা তদন্তের জন্য ওর কিছু তথ্যের দরকার ছিলো। শহরে থ্রি আই নামে একটা মাদক এসেছিলো, সেটার ব্যাপারে। আমি ওকে তথ্যগুলো দিতে পারতাম, কিন্তু এসব জানলে ও বিপদে পড়তে পারে ভেবে বলিনি। বরং নিজেই কেসটা সমাধানের চেষ্টা করেছি। তখন থেকেই মারফি আর

BanglaBook.org

আমার সম্পর্ক শীতল। ওকে বাদ দিয়ে যে কাজটা করেছি তাতে ও একদমই খুশি হয়নি।

হয়তো এখন আবার আমাদের সম্পর্কটা ঠিক করার সময় এসেছে।

'দেখো, মার্ফ,' আমি বললাম। 'গত বছর যেটা হয়েছে সেটা নিয়ে আমরা এখনো কথা বলিনি।'

'যখন হচ্ছিলো তখন তো কিছু বলোনি,' জবাব দিলো মারফি। শীতের পাতার মতো শুকনো ওর কণ্ঠস্বর। 'আমার এখন কথা বলার কী ঠেকা পড়েছে? এক বছর চলে গেছে মাঝখানে, হ্যারি। একটা বছর।'

'আমার দিকটা একটু বোঝার চেষ্টা করো, মারফি। আমি তোমাকে সবই বলতে চেয়েছিলাম, কিন্তু সেটা সম্ভব ছিলো না।'

'কেন, জানতে পারি?' ও বললো। 'দাঁড়াও, জবাব দিতে হবে না। আমি আন্দাজ করি। কেউ তোমার জিভ কেটে নিয়েছিলো? টেপ দিয়ে আটকে রেখেছিলো তোমার মুখ? নাকি তোমাকে বেঁধে ফেলে দিয়েছিলো সমুদ্রের নিচে?' ওর কণ্ঠে যেন মধু ঝরে পড়ছে। 'নাকি তোমার বন্ধু মার্কোন মানা করেছিলো?'

'তুমি ভালো করেই জানো মার্কোন আমার বন্ধু নয়। কাজটা করেছি আমি নিজের খাতিরে। আর তোমার জন্য। তোমাকে বাঁচাতে গিয়ে আমি মরতে বসেছিলাম।'

মারফি মাথা নাড়লো। ওর দৃষ্টি আমার ওপর স্থির। 'কথা সেটা না।'

'না? তাহলে কথা কোনটা?'

'কথা হলো তুমি আমাকে মিথ্যা বলেছিলে। আমার যে ইনফরমেশন দরকার ছিলো সেটা তুমি দাওনি। যখন আমি তোমাকে নিয়ে কোনো তদন্তে যাই তখন বিশ্বাস করেই নিয়ে যাই। কিন্তু তুমি সেই বিশ্বাসটা নষ্ট করেছো। আমি এখন আর কাউকে বিশ্বাস করি না।' তার পরের কথাটা বলার সময় মারফি দৃষ্টি অন্যদিকে সরিয়ে নিলো। 'অন্তত আগের মতো না।'

এক হিসেবে ও ঠিকই বলেছে, দোষটা আমারই। 'আমি যতোটুকু জানতে পেরেছিলাম...তোমাকে জানানোটা বিপজ্জনক ছিলো, মার্ফ। তুমি মারাও যেতে পারতে।' বললাম

মারফির নীল দুই চোখের দৃষ্টি বুলেটের মতো ছুটে এলো আমার দিকে। আমি সিঁটিয়ে গেলাম।

'আমি তোমার গার্লফ্রেন্ড নই, ড্রেসডেন,' একদম কোমল শান্ত গলায়

BanglaBook.org

বললো ও। 'আমি কোনো চিনামাটির পুতুলও না যে আমাকে শো-কেসে সাজিয়ে রাখবে। আমি একজন পুলিশ অফিসার। বিপদে পড়াই আমার কাজ। যদি আমার শরীরে একটা বুলেট ঢোকে, তাহলে এটা ভেবে খুশি থাকবো যে সেটা সাধারণ মানুষের শরীরে ঢুকছে না। আর আমার নিরাপত্তার জন্য এটা আছে।' বলতে বলতে খাপ থেকে ওর পিস্তলটা বের করলো। একবার দেখিয়ে রেখে দিলো আবার আগের জায়গায়। 'তোমার হিরোগিরির দরকার নেই আমার।'

'মারফি,' আমি দ্রুত বলে উঠলাম। 'সে কথা কিন্তু বলিনি। আমি তোমার বন্ধু...সবসময়ই ছিলাম।'

বাইরে এক পুলিশ অফিসার ফ্ল্যাশলাইট হাতে হেঁটে যাচ্ছে। মারফি আমার থেকে মুখ ফিরিয়ে ওর দিকে তাকালো। 'তুমি আমার বন্ধু ছিলে, ড্রেসডেন। এখন...' মাথা নাড়ল ও। 'আমি জানি না।'

আমি আর কিছু বললাম না। তবে তার মানে এই না যে আমি বিষয়টা ছেড়ে দিচ্ছি। মারফি যেভাবে ঘটনাটা দেখছে, আমি সেভাবে দেখছি না। ও কোনো জাদুকর নয়। অতিপ্রাকৃত জগত সম্পর্কে ওর প্রায় কিছুই জানা নেই। ওর দুনিয়ার সবচেয়ে বড় ধর্ম হল বিজ্ঞান। বিজ্ঞান ওকে সব ধরনের অস্ত্র দিয়েছে।

কিন্তু একটা জিনিস দিতে পারেনি। এ দুনিয়ার বাইরে যা আছে, সেসবের ব্যাপারে ধারণা।

ও স্পেশাল ইনভেস্টিগেশন টিমের দায়িত্বে আছে। মেয়রের নিজের বানানো গোয়েন্দা বিভাগ। সবচেয়ে জটিল, উদ্ভট কেসগুলো যে বিভাগের কাছে আসে। এ ধরনের কেসে বেশিরভাগ সময়ই দেখা যায় ফরেনসিক টিম মাথা নাড়ানো বাদে আর কোনো কাজ করতে পারছে না। এই কেসগুলোতে ওর সাহায্য দরকার হয়। আমার কাছে আসে। ওকে সাহায্য করিও সবসময়। কিন্তু ওই একবার...

এর আগে স্পেশাল ইনভেস্টিগেশন টিমের যতো নেতা ছিলো, তাদের সবার চেয়ে বেশিদিন ধরে এই পদে টিকেছে মারফি। যতোগুলো কেসের সমাধান করেছে তা আর কেউ পারেনি। এর একটাই কারণ, ও এ দেশের একমাত্র প্রফেশনাল জাদুকরের কাছ থেকে ও সাহায্য চেয়েছে...আর পেয়েছে।

তবে আমাকেও যে ও অনেকবার সাহায্য করেনি তা তো নয়।

BanglaBook.org

কী বলব বুঝে উঠতে পারলাম না। মুখ থেকে আপনা-আপনিই দুটো শব্দ বের হলো: 'সরি, ক্যারিন।'

অনেকক্ষণ গাড়ির বাতাস ভারি করে রাখলো নীরবতা।

অবশেষে মারফির মুখে ছোট্ট এক চিলতে হাসি ফুটলো।

পরমুহূর্তেই সে আবার মাথা নেড়ে গম্ভীর হয়ে গেলো। 'ঠিক আছে,' ও বললো। 'কিন্তু এর পরে যদি তুমি কিছু গোপন করো, তোমার খবর আছে। আমার বিপদ হোক আর যা-ই হোক।'

চাঁদের স্নিগ্ধ আলো ওর ওপর এসে পড়ল। দূরে স্ট্রিট লাইট দেখা যাচ্ছে। নিশ্চুপ, ছবির মতো একটা মুহূর্ত। সব মান অভিমান ভাঙার জন্য বিধাতা সেরা সময়টাই দিয়েছেন আমাদের।

'মারফি,' আমি বললাম। 'এই কথা আমি দিতে পারবো না। আমি কীভাবে তোমাকে বিপদে–'

ওর মুখে এবার কপট রাগ ফুটে উঠলো। ঝট করে আমার একটা হাত টেনে নিলো। তারপর একটা মোচড় দিয়ে কী করলো কে জানে। আমার আঙুলগুলোতে তীব্র যন্ত্রণা ঝিলিক দিয়ে উঠলো।

ওর দিকে চোখ বড়বড় করে তাকাতেই বুঝলাম দুষ্টুমির ছলে করছে। মুখে রাগের ছাপ থাকলেও চোখ ঠিকই খুশিতে ঝলমল করছে। আমি কঁকিয়ে উঠলাম। মারফির হাসিটা চোখ থেকে ঠোঁট পর্যন্ত এলো। 'কী বুঝলে?' ও জিজ্ঞেস করলো।

'ছাড়ো, ছাড়ো, ব্যথা পাচ্ছি–'

'হিরোগিরি'র দরকার নেই আমার, হ্যারি।' বলে ও ছেড়ে দিলো আমাকে। আমি আঙুলগুলোতে হাত বুলোতে লাগলাম। মারফি গাড়ি স্টার্ট দিলো।

'ঠিক আছে,' বললাম ওকে। 'কোনোকিছু লুকিয়ে রাখবো না আর, কথা দিচ্ছি।'

আমার দিকে এক নজর তাকালো ও। তারপর আবার নজর সামনে ফিরিয়ে নিয়ে গাড়ির গতি বাড়ালো। 'আগেই বলে দিচ্ছি, যতোটুকু সাহায্য তুমি করতে পারবে তার পুরোটাই আমার দরকার হবে। কারণ এই কেসটা সলভ করতে না পারলে, আই মিন এই মায়ানেকড়েকে পাকড়াও না করতে পারলে আমি আমার চাকরি যাবে। আর–' দীর্ঘশ্বাস ফেললো ও। 'তোমার হয়তো যেতে হবে জেলে।'

BanglaBook.org

অধ্যায় ৪

'জেল?' বিস্মিত কণ্ঠে পুনরাবৃত্তি করলাম। 'এসব কী বলছো, মার্ফ?'

আমরা মেইন রোডে উঠে এসেছি। রাস্তার উলটোদিক থেকে ছুটে আসা গাড়িগুলোর হেডলাইটের আলো মাঝে মধ্যে মারফির মুখের ওপর পড়ছে। 'এটা নিয়ে এখন কিছু জানতে চেয়ো না, হ্যারি। গত মাসটা খুব বাজে কেটেছে।'

এক ডজনেরও বেশি প্রশ্ন আমার মুখ দিয়ে বের হবার জন্য প্রতিযোগিতা শুরু করেছে। যে প্রশ্নটা জিতলো সেটা হচ্ছে: 'অন্য খুনগুলো যখন হয়েছে তখন আমাকে ডাকোনি কেন?'

মারফি রাস্তার দিকে ওর নজর ফেরত নিল। 'চেয়েছিলাম ডাকতে, বিশ্বাস করো। কিন্তু পারিনি। গত বসন্তে জনি মার্কোন আর ভিক্টর সেলসের ওই ঘটনা নিয়ে থানায় বেশ বাজে ব্যাপার হয়েছিলো। কে জানি বসকে বলেছিলো যে আমি মার্কোনকে সাহায্য করেছি। ওর প্রতিদ্বন্দ্বি কমানোর ব্যবস্থা করেছি।'

'তুমি? কিন্তু–'

'ভিক্টর সেলসের থ্রি আই ব্যবসা যখন বন্ধ হলো, তখন কার লাভ হয়েছে সবচেয়ে বেশি? মার্কোন। অনেকে ধরে নিয়েছিলো মার্কোন আমার সাথে প্ল্যান করে পুরো ব্যাপারটা ঘটিয়েছে। আর এটা নিয়ে কম ঝামেলা পোহাতে হয়নি আমার।'

আমার মুখটা তেতো হয়ে গেলো। মারফির ওপর আঙুল কেন উঠেছিলো আন্দাজ করতে পারছি।

'এ সবকিছুর জন্য আমি দায়ি, তাই না?' অনেকটা আপনমনেই বললাম। 'তুমি আমার নামে ওয়ারেন্ট বের করেছিলে কিন্তু পরে আবার সেটা তুলে নিয়েছো। আর তখনই গুজব রটেছে যে মার্কোন আর আমি একসাথে কাজ করেছি, মাঝখান দিয়ে ফেঁসে গেছো তুমি..'

মারফি ঠোঁট কামড়ে ধরে মাথা ঝাঁকালো। 'হুমম।'

'তার মানে...খুনের কেসগুলোতে তুমি আমাকে আগে জড়ালে মানুষ ধরে নিতো ওদের সন্দেহ ঠিক। আমরা দোসর।' কপালের দুইপাশে আঙুল

BanglaBook.org

ঘষলাম। মারফি আসলে আমাকে বাঁচানোর জন্যই ডাকেনি এতোদিন! আমি কল্পনাও করিনি মার্কোনের সাথে আমার কাজ করার গুজব তৃতীয় কারও জন্য কাল হয়ে দাঁড়াতে পারে।

'হুঁ। তুমি বোকা নও, ড্রেসডেন।' মারফি বলে উঠলো । 'সাদাসিধে হতে পারো, কিন্তু বোকা নও। আন্দাজ করেছো ঠিকই। এটাও তো আন্দাজ করেছো যে থানার ভেতরে আর বাইরে অনেকেই তোমাকে পছন্দ করে না? মার্কোনের এই ব্যাপারটার প্রমাণ পায়নি কেউ, স্বাভাবিকভাবেই, কিন্তু এই অজুহাত দিয়ে তোমাকে পুলিশ কেস থেকে দূরে রাখতে চেয়েছিলো। তোমাকে যে এখন ডেকেছি, সেটাতেও যথেষ্ট ঝামেলা হতে পারে।'

'এজন্যই তুমি এজেন্ট বেনের ব্যাপারটা চেপে গেলে? ও যখন গুলি করলো?' আমি অনুমান করলাম। 'তুমি ওদেরকে সুযোগ দিতে চাও না। সুযোগ পেলেই ওরা আমার পিছে লাগবে। তোমারও।'

'ঠিক তাই,' মারফি জবাব দিলো। 'ইন্টারনাল অ্যাফেয়ারের কথা তো জানো? পুলিশের যে বিভাগটা পুলিশের দুর্নীতি নিয়ে তদন্ত করে? ওরা যদি কোনোভাবে জানতে পারে আমি এতোটা বেপরোয়া হয়ে গেছি; আমার অবস্থা খারাপ করে দেবে একদম। আর ডেন্টনকে একটা শুওরের বাচ্চা, কিন্তু ও এটা অন্তত জানে যে আমার সাথে মার্কোনের কোনো সম্পর্ক নেই।'

আমি একটা নিশ্বাস ছাড়লাম। জীবনে যে ঝামেলা কোনদিক থেকে আসবে তা আগে থেকে বোঝা অসম্ভব। মারফি গাড়িটাকে একটু বাঁক খাওয়ালো, ঢুকিয়ে দিলো একটা ফাঁকা লেনে। আমি ওর দিকে ঘুরে বসলাম।

'খুনগুলোর ব্যাপারে একটু বলো তো আমাকে।'

'শুরু হয়েছে গতমাসে। পূর্ণিমার আগের রাতে। বেইসবো বিচে দু-জন গুন্ডাকে কেউ একজন ছিড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলে গিয়েছিলো। প্রথমে মনে হয়েছিলো কোনো বন্য হিংস্র প্রাণীর আক্রমণ। কিন্তু পরে বিষয়টা সন্দেহজনক মনে হওয়ায় আমার ওপর তদন্তের ভার দেয়া হয়।'

'তারপর?'

'পরের রাতে, এক বয়স্কা মহিলা ওয়াশিংটন পার্কে হাঁটতে বেরিয়েছিলো। সে একই ভাবে মারা যায়। জিনিসটা একটু গোলমেলে দেখাতে শুরু করে তখনই। ফরেনসিক রিপোর্টে তেমন কিছু পাওয়া যায়নি। তখন আমিই এফবিআইয়ের সাথে যোগাযোগ করি। ওদের কাছে সবসময়ই

BanglaBook.org

এমন কিছু সুবিধা থাকে যেগুলো আমাদের কাছে থাকে না। যেমন ওদের ফরেনসিক ল্যাবের আমাদের ল্যাবের চেয়ে দুইশ' গুণ ভালো।'

'কিন্তু ওদের ল্যাবের রিপোর্টও অনেক অদ্ভুত ছিলো, তাই না?' আমি বললাম।

'অনেকটা তাই। লালচুলো ওই বাচ্চামতো চেহারার লোকটাকে দেখলে না একটু আগে? সে-ই আমাদের এফবিআইয়ের ফরেনসিক রিপোর্টটা দিয়েছিলো। বলেছিলো, দাঁতের ছাপ কোনো নেকড়ে বা কুকুরের দাঁতের সাথে মেলে না। আর আমরা যে পায়ের দাগ দেখিয়েছি সেটাও কোনো পশুর পায়ের সাথে ম্যাচ করেনি।' মারফি একটু থামলো। তারপর বললো: 'তখনই আমার মাথায় অন্য চিন্তা আসতে শুরু করে। মনে হলো কেউ এই খুনগুলো করে নিজে বাঁচবার জন্য এরকম পশু হামলার মতো সাজাচ্ছে। ডিপার্টমেন্টের কে যেন ওর নামও দিয়েছে একটা, লোবো কিলার।'

লোবো। মানে নেকড়ে। আমি মাথা ঝাঁকালাম। 'আর একটা ব্যাপার। ওদের কি সত্যটা বলে দেবে? মানে মায়ানেকড়ের কথা?'

মারফি নাক সিঁটকালো। 'পাগল নাকি? তোমার কি মনে হয় তুমি ভুত-প্রেত বিশ্বাস করো মানে সবাই বিশ্বাস করে? পুলিশের বেশিরভাগ লোক মনে করে কোনো সিরিয়াল কিলার এই খুনগুলো করছে। মহিলার খুনের পর আমি কারমাইকেলকে বলেছিলাম যেন তোমাকে ফোন দেয়। ও এসে বললো ফোনে নাকি পায়নি তোমাকে। তোমার অ্যানসারিং মেশিন থেকে জানতে পেরেছে কী এক কাজে শহরের বাইরে গিয়েছিলে।'

'হুঁ, মিনেসোটা গিয়েছিলাম। এক লোক লেকের পানিতে একটা জিনিস দেখেছিলো।' জবাব দিলাম। 'তারপর কী হলো তোমার কেসে?'

'পরের রাতের অবস্থা আরও খারাপ। বার্নহাম পার্কে তিনজন একসাথে মারা যায়। লাশ বিকৃত, ছিন্নভিন্ন। আজকে যেটা দেখলে এর চেয়ে আরও অনেক খারাপ অবস্থা। তারপর পূর্ণিমার রাতে ওষুধের দোকানের সামনে এক বয়স্ক লোক আর তার পরের রাতে এক ব্যবসায়ি আর তার ড্রাইভারের লাশ পাওয়া যায়। ওদের লাশ ছিলো গ্যারেজের ভেতরে।' মারফি ভ্রু কুঁচকালো। 'এতো জটিল কেস, কিন্তু ঠিকমতো কাজও করতে পারছি না। ইন্টারনাল অ্যাফেয়ারের লোকজন ঘাড়ে চেপে বসে আছে।'

'এই ব্যবসায়ি বাদে বাকি সবাইকে মারা হয়েছে বাইরে। কিন্তু ওকে মারা হলো গ্যারেজের ভেতর। প্যাটার্নটা মিলল না কিন্তু।'

BanglaBook.org

'হুম,' মারফি জবাব দিলো। 'জেমস হার্ডিং। বনেদী পরিবারের লোক। পুরো নাম ছিলো 'তৃতীয় জেমস হার্ডিং', আগের আমলের রাজা-বাদশাহদের মতো। দেশের সবচেয়ে ক্ষমতাশালী শিল্পপতিদের একজন। জনি মার্কোনের সাথে কয়েকটা প্রোজেক্টে বিজনেস পার্টনার ছিলো।'

'আর আজ রাতে আরেকজনের লাশ পেলাম যার সাথে মার্কোনের সম্পর্ক আছে।'

'হুঁ,' মারফি একমত হলো আবার।

'পূর্ণিমার পরে তো আর কোনো খুন হয়নি?'

মারফি মাথা নাড়লো। 'না, আর কেউ মারা যায়নি...আজ রাতের আগে। আর এফবিআইয়ের মতে খুন শুধু একজন করছে না। আর...' ও মনে মনে হিসেব কষলো। 'যদি শুধু পূর্নিমার চাঁদের ওপরই ব্যাপারটা নির্ভর করে থাকে তাহলে আমাদের হাতে আর মাত্র চার রাত আছে।'

'খুনি একজনের বেশি? তুমি শিওর?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'হু,' মারফি জবাব দিলো। 'ডেন্টনের মতে কামড়ানো আর আঁচরানোর দাগগুলো কমপক্ষে তিনটা আলাদা আলাদা অস্ত্র দিয়ে করা হয়েছে। ফরেনসিক ল্যাবের লোকজন বলছে কপিক্যাট ক্রাইমও হতে পারে। মানে একজন এ স্টাইলে খুন করা শুরু করলো, তারপর তার দেখাদেখি আরো কয়েকটা খুনি একইভাবে খুন করলো। শিওর হবার কোনো উপায় নেই এখনো।'

'আর যদি আসলে মায়ানেকড়ে হয়, তার মানে একটার বেশি মায়ানেকড়ে আছে।'

মারফি মাথা ঝাঁকালো। 'কিন্তু আমি তো আর থানায় এটা বলতে পারবো না যে খুনগুলো মায়ানেকড়ের কাজ। এমনিতেই আমাকে ক্রিমিনাল মনে করছে, এটা শুনলে পাগলও মনে করবে।'

'সেজন্যই বলছো, তোমার চাকরি হারানোর চান্স আছে,' আমি দীর্ঘশ্বাস ফেললাম।

'এই খুনিকে–বা খুনিদের, যাই হোক–আমার ধরতেই হবে।' মারফি ঠোঁটে ঠোঁট চেপে ধরলো। 'নাহলে আমার চাকরি যাচ্ছে, মোটামুটি শিওর। তারপর থানার লোকজন তোমার পেছনেও লাগতে পারে। আমাদের খুনিকে ধরতেই হবে, হ্যারি।' শেষ বাক্যটা বলার সময় ও আমার দিকে তাকালো।

'ক্রাইম সিন থেকে কে নো রক্ত বা চুল পেয়েছো?' জিজ্ঞেস করলাম।

BanglaBook.org

'হুঁ, পেয়েছি কিছু,' মারফি জবাব দিলো।

'লালা বা থুতু পেয়েছো?'

মারফি আমার দিকে ভ্রু কুঁচকে তাকালো।

'কামড়ের ক্ষতগুলোতে থাকতে পারে।' আমি বললাম।

মারফি মাথা নাড়লো। 'ওরা যদি সেসব পেয়েও থাকে আমাকে কিছু বলেনি। আর যদি সন্দেহভাজন কাউকে না পাই, এসব স্যাম্পল দিয়েও লাভ নেই। পুরো শহরের মানুষের সাথে তো আর ওসব ম্যাচ করাতে পারবো না।'

'সেটা ঠিক,' আমি বললাম। 'জানালার কাঁচে কিছু রক্ত পেয়েছি আজ। সেটা দিয়ে হয়তো কিছু বের করা যাবে।'

মারফি কাঁধ ঝাঁকালো। 'করলে তো ভালো। ঠিক আছে, হ্যারি। এখন মায়ানেকড়ে সম্পর্কে যা জানো বলো তো আমাকে।'

আমি মিনিটখানেক ঠোঁট কামড়ে ধরে থাকলাম। 'খুব বেশি কিছু না। ওদের ব্যাপারে তেমন পড়াশোনা করিনি কখনো। সকাল পর্যন্ত সময় দাও, দেখি কী বের করা যায়।'

হঠাৎ একটা জিনিস চোখে পড়লো। গাড়ির রিয়ারভিউ মিররে দেখলাম আমাদের পেছন পেছন একটা গাড়ি আসছে। এই গাড়িটাকে কিছুক্ষণ আগেও দেখেছিলাম। আমাদের ফলো করছে নাকি?

'সকাল? আরও আগে জানাতে পারবে না?' মারফি প্রশ্ন করলো।

'সকাল আটটার মধ্যে আমি তোমার ডেস্কে একটা ফুল রিপোর্ট জমা দেবো। পারলে তারও আগে। চলবে?'

মারফি দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো। 'ঠিক আছে, চলবে।'

আমরা চলে এসেছি। ম্যাক অ্যানালির পাবের সামনে মারফির গাড়িটা এসে থামলো। আমার নীল রঙের বিটলটা এখনো ওখানেই আছে, সেটার পাশে থামলাম আমরা। পেছন পেছন যে গাড়িটা আসছিলো সেটাও এসে পার্কিংলটে ঢুকলো।

'আমার বিশ্বাসই হচ্ছে না, হ্যারি।' মারফি মাথা নাড়লো। 'এখানে আমি তোমার সাথে কথা বলছি আর ওদিকে মায়ানেকড়ে শিকাগোর মতো একটা শহরে মানুষ মেরে চলেছে।' ওর চোখগুলোতে অদ্ভুত একটা আভা ফুটে উঠেলো। 'আমরা কোনো কিছু মিস করছি না তো?'

আমি গাড়ি থেকে বের হয়ে এলাম। মারফি নামলো না। ঝুঁকে

BanglaBook.org

জানালার কাছে মাথা এনে বললাম: 'আমার মনে হচ্ছে না সেটা, মার্ফ। তবে আমি শিওর না। হয়তো এফবিআই-ই ঠিক। কেউ একজন মায়ানেকড়ে সেজে খুন করছে। বা হয়তো সিরিয়াল কিলার। কতো কিছুই তো হতে পারে আমাদের শহরে, তাই না?'

'কাল সকালে আমি সম্ভবত আমার অফিসের ডেস্কেই থাকবো, হ্যারি।' ও বললো। 'রিপোর্ট নিয়ে সোজা আমার রুমে চলে এসো।'

কথাটা বলেই মারফি গাড়ি ঘুরিয়ে রাস্তায় উঠে সাঁই করে চলে গেলো।

আমি আমার বিটলটার দিকে আগাতে গিয়েও থেমে গেলাম। যে গাড়িটা ফলো করছিলো সেটাকে দেখতে পাচ্ছি, একটু দূরেই। ওটার দিকে হাঁটতে লাগলাম এবার। গাড়িটাও ধীরে ধীরে আমার দিকে আসতে লাগলো। পাশ দিয়ে যাবার সময় ড্রাইভারকে দেখতে পেলাম। কোঁকড়া বাদামি চুলের এক মহিলা। পাশ দিয়ে যাবার সময় সে আমার দিকে ফিরেও তাকালো না।

আস্তে ধীরেই রাস্তায় উঠলো গাড়িটা, তারপর মারফি যেদিকে গিয়েছে তার উলটোদিকে চলে গেলো।

গাড়িটা কি আসলেই ফলো করছিলো আমাদের? নাকি আমার ভুল হচ্ছে? মন বলছে ব্যাপারটা ঘোলাটে, কিন্তু মন তো ভুলও বলতে পারে।

এক মিনিট সেখানেই দাঁড়িয়ে রইলাম। তারপর উঠে পড়লাম আমার নীল বিটলে। একটা খুঁতখুঁতে অনুভূতি হচ্ছে আমার, মনের ভেতর খোঁচাচ্ছে একটা কথা।

মারফি আমার কারণে ঝামেলায় পড়েছে।

মেয়েদের ব্যাপারে আমার মনমানসিকতা একটু পুরনো ধাঁচের বলা যেতে পারে। মেয়েদেরকে আমি মেয়েদের মতো করেই দেখি। গাড়িতে ওঠার সময় ওদের জন্য দরজা খুলে দেয়া, ডেটে নিয়ে গেলে বিল নিজে দেয়া, ফুল উপহার দেয়া, বসবার জন্য চেয়ার টেনে দেয়া–এসব আর কী।

কিন্তু মারফি এগুলো মোটেও সহ্য করতে পারে না। এখানেই ওর সঙ্গে আমার তর্কটা বাঁধে। যাই হোক, ওকে যখন আমি বিপদে ফেলেছি তখন ওকে উদ্ধার করার দায়িত্বও আমারই।

অবশ্য শুধু ওকে বাঁচানোর জন্যই যে আমি এই তদন্তটা করতে চাচ্ছি তাও না। স্পাইকের খুনটা আমাকে ভালোই ধাক্কা দিয়েছে। আমাকেও যে ওভাবে মারার চেষ্টা করা হবে না তার তো কোনো গ্যারান্টি নেই।

BanglaBook.org

আমি একজন জাদুকর। তারমানে আমার শক্তি যেমন আছে, তেমনি একটা দায়িত্বও আছে। শক্তিটা সবসময় মানুষের ভালোর জন্য ব্যবহার করতে হবে। এই মায়ানেকড়ের ব্যাপারটা সামলানোও আমার দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। এফবিআই'র হয়তো ঘাঘু ক্রিমিনাল ধরে অভিজ্ঞতা আছে, কিন্তু এসব অতিপ্রাকৃত ব্যাপারে ওদের কিছু জানার কথা না। এটা আমার কাজ, আমারই করতে হবে।

বড় করে একটা শ্বাস নিলাম। তারপর পকেটে হাত দিলাম গাড়ির চাবি বের করার জন্য। রুমাল দিয়ে পেঁচানো কাঁচের টুকরোটা হাতে লাগল।

চাবির বদলে কাঁচের টুকরোটাই বের করলাম। ধীরে ধীরে রুমালটা সরালাম ওপর থেকে। এখনো রক্ত লেগে আছে।

রক্তের একটা শক্তি আছে। এই রক্ত ব্যবহার করে আমি রক্তের মালিক পর্যন্ত পৌঁছাতে পারবো। আজ রাতেই খুনিকে ধরতে পারবো, আমার জাদুক্ষমতা আমাকে ওর কাছে নিয়ে যেতে পারবে। কিন্তু তেমনটা করতে হলে এখনই করতে হবে। পরে রক্ত শুকিয়ে গেলে সেটাকে কাজে লাগানোর জন্য প্রচুর কাঠখড় পোড়াতে হয়।

তবে মারফিকে ফেলে যদি আমি একাই যাই তাহলে ও আবার খেপবে। কিন্তু ঝামেলা হচ্ছে...যদি ওর জন্য অপেক্ষা করি তাহলে এর মধ্যে আরেকটা খুন হয়ে যেতে পারে।

সিদ্ধান্ত নিতে বেশি সময় লাগলো না। মারফির মন রাখার চেয়ে একজন মানুষের জীবন বাঁচানো অনেক বেশি জরুরি।

কাজেই গাড়ি থেকে বের হয়ে পেছনের ট্রাংকটা খুললাম। কয়েকটা জিনিস নিতে হবে। আমার ব্ল্যাস্টিং রড, প্রতিরক্ষা বন্ধনী। আর আরও একটা খুব দরকারি জিনিস। আমার স্মিথ এন্ড ওয়েসন পয়েন্ট ৩৮ চিফ'স স্পেশাল রিভলভার।

জিনিসগুলো নিয়ে গাড়ির সামনে চলে এলাম। রক্তভেজা কাঁচটা বের করে আনলাম পকেট থেকে।

এখন শুরু হবে খেলা, জাদুর খেলা।

BanglaBook.org

অধ্যায় ৫

ওভারকোটের পকেট থেকে এক টুকরো চক আর একটা কম্পাস বের করলাম। আমার পকেটে সবসময় এ দুটো জিনিস থাকেই। তারপর উবু হয়ে রাস্তার পিচের ওপর নিজেকে ঘিরে একটা চক্র আঁকলাম।

কালো পিচ। রাতের রূপালি জোছনা। সে আলোতে চক দিয়ে আঁকা চক্রটা যেন ঝকঝক করে উঠলো।

এবারে চক্রটা চালু করতে হবে। তার জন্য কিছুটা শক্তি খরচ করা দরকার। মনোযোগ দিলাম, আত্মার গভীর থেকে উঠিয়ে আনলাম আমার ইচ্ছেশক্তি। সাথে সাথে বৃত্তের চারপাশের বাতাসে একটা অদ্ভুত শীতলতা ছড়িয়ে পড়লো।

রক্তভেজা কাঁচটা বের করে জুতোজোড়ার মাঝখানের ফাঁকা জায়গাটায় রাখলাম।

এখন মন্ত্র উচ্চারণ করতে হবে। কোনো স্বাভাবিক মানুষ এসব মন্ত্র পড়তে শুনলে আমাকে নির্ঘাত পাগল ঠাওরাবে।

'ইন্তেরসারি, ইন্তেরসারিয়াম...' ফিসফিস করে মন্ত্র বলতে বলতে কম্পাসের সামনের মাথাটা রক্তে ছোঁয়ালাম। আমার শরীর থেকে কিছু শক্তি রূপালি আভার রূপে বের হয়ে ছড়িয়ে পড়লো চারদিকে। শক্তির বিন্দুগুলো ধূলিকণার মতো বাতাসে উড়লো কিছুক্ষণ, তারপর ঝুপ করে একসাথে এসে জড়ো হলো কম্পাসের মাথায়।

কম্পাসের কাঁটাটা প্রথমে কিছুক্ষণ এলোপাথাড়ি ঘুরলো। কয়েক মুহূর্ত কাটলো এভাবেই, তারপর হঠাৎ কাঁটা স্থির হয়ে গেলো। দক্ষিণ-পূর্ব দিকে তাক করে আছে।

জুতো দিয়ে রাস্তা থেকে চকের দাগ মুছে ফেলে বাকি শক্তিটুকু বাতাসের সাথে মিশিয়ে দিলাম। তারপর কম্পাসটা তুলে নিয়ে উঠে বসলাম আমার বিটল গাড়িতে।

এই স্পেলটার একটা সমস্যা হলো সকালে সূর্য ওঠার পর আর এটা কাজ করবে না। কম্পাসটা আর তাক করবে না কোনোদিকে।

সেটা অবশ্য আপাতত বড় কোনো সমস্যা নয়। বড় সমস্যাটা হলো

BanglaBook.org

কম্পাসের কাঁটা আমাকে এটা দেখাচ্ছে না ঠিক কোনদিক দিয়ে যেতে হবে। শুধু যাকে খুঁজছি তার দিকে তাক করে আছে। আমার আর সে লোকের মাঝখানে যদি একটা সমুদ্র এসে পড়ে, তাহলেও কম্পাস সেদিকেই তাক করতে থাকবে।

শিকাগোতে গাড়ির সংখ্যা কম না। জ্যাম লেগে যায় যখন-তখন। আমি অবশ্য অনেকদিন ধরেই এখানে থাকি, জানি কখন কোনদিক দিয়ে সুবিধামতো যাওয়া যাবে।

প্রথমে গেলাম কুক কাউন্টি হাসপাতাল, তারপর ভার্চুয়াল সিটি (শিকাগোর ভেতরেই আরেকটা ছোট্ট শহর)। সেখান থেকে ডগলাস পার্ক, তারপর দক্ষিণে ঘুরে কেডজির দিকে আগাতে লাগলাম।

একটু পরই কম্পাসের কাঁটাটা সোজা পূর্বদিকে তাক করতে লাগল। পঞ্চান্ন নম্বর রাস্তায় উঠে গাড়ি ঘোরালাম পূর্বদিকে। তারপর ইউনিভার্সিটি অফ শিকাগো আর লেক মিশিগানের দিকে আগাতে শুরু করলাম।

শহরের এই এলাকাটা ভালো না। অপরাধের হার খুব বেশি এদিকে। প্রচুর বিল্ডিং আছে যেগুলোর মেয়াদ পার হয়ে গেছে, পড়ে আছে পোড়োবাড়ির মতো। এমনও জায়গা আছে যেখানে স্ট্রিট ল্যাম্প পর্যন্ত নেই। বলতে গেলে এদিকের প্রায় পুরো এলাকাই অন্ধকারে ডুবে থাকে।

নেভারনেভার থেকে কোনো প্রাণী রাতে শহরে ঢুকলে তার কাছে এই জায়গাটা স্বর্গের মতো লাগবে। ক'দিন আগে একটা ট্রোল এসেছিলো এই জায়গাতেই। নতুন কোনো ভ্যাম্পায়ার আসলে বিয়াঙ্কার সাথে দেখা না হওয়া পর্যন্ত এখানেই থাকে। বিয়াঙ্কা হলো এই শহরের ভ্যাম্পায়ারদের দলনেত্রি।

আরও কিছুদূর আগানোর পর কম্পাসটা একটা পরিত্যক্ত ডিপার্টমেন্টাল স্টোরের দিকে তাক করতে লাগলো। আমি দ্রুত গাড়ি থামালাম। গ্লাভ কম্পার্টমেন্ট থেকে শহরের একটা ম্যাপ বের করে নজর বুলালাম একবার।

ওয়াশিংটন পার্ক আর বার্নহাম পার্ক দুটো জায়গাই এখান থেকে এক মাইলের মধ্যে। আর ওই দুটো জায়গাতেই খুন হয়েছে।

শরীরের ভেতর একটা শিহরণ বয়ে গেলো। মারফির ওই লোবো কিলারকে এখানেই পাওয়া যাবে তাহলে।

গাড়ি থেকে বের হলাম। ডানহাতে ব্ল্যাস্টিং রডটা ধরা, বামহাতে কম্পাস। প্রতিরক্ষা বন্ধনিটা পরেছি বাঁ হাতের কব্জিতে। পিস্তলটাও রাখা

BanglaBook.org

ওভারকোটের বাম পকেটে, একদম হাতের নাগালের মধ্যে।

বড় একটা শ্বাস নিয়ে নিজের উত্তেজনা কমানোর চেষ্টা করলাম। এরপরে আমার করণীয় কী আছে সেগুলো গুছিয়ে নিলাম মাথার ভেতর।

খুনিকে ধরার জন্য আমি এখানে আসিনি। খুনি কে শুধু সেটুকু জেনে নিয়েই চলে যাবো। ওকে একা ধরার চেষ্টা করা বোকামি হবে। প্রমাণ ছাড়া কোনো খুনিকে আদালত শাস্তি দেয় না। জাদুর প্রমাণ নয়, যুক্তির প্রমাণ। আমি কিছু করলে মারফির পুরো কেস ভেস্তে যেতে পারে। তার চেয়ে ওকে জানালে ও ব্যবস্থা নিতে পারবে পরে।

ব্ল্যাস্টিং রডটা শক্ত করে ধরে সামনে আগাতে লাগলাম। খুনিকে দেখতে হবে ভালোমতো।

ডিপার্টমেন্টাল স্টোরের সামনের দিকের জানালাগুলোয় তক্তা লাগানো। কাছে গিয়ে প্রত্যেকটা একবার করে চেক করলাম। আস্তে করে ঠেলা দিলাম জানালার পাল্লায়। অ্যালার্ম লাগানো থাকতে পারে। সাবধান থাকতে হবে আমার।

অ্যালার্ম নেই, তবে পাল্লাগুলোর সাথে সূতো লাগানো। সূতোগুলোর সাথে বাঁধা ছোট ছোট ঘন্টি। আমি বোর্ডগুলো ধরে আর সামান্য ধাক্কা দিলেই ঘন্টি বেজে উঠতো। ভাগ্যিস আগেই দেখে ফেলেছি।

সাবধানে একটা সূতো ছিড়ে আলতো করে দোকানটার ভেতরে ঢুকলাম

এখানে-ওখানে ভাঙা আসবাবপত্র পড়ে আছে। ডিপার্টমেন্টার স্টোরের সারি সারি তাক। ভেঙে গেছে বেশিরভাগ, বাকিগুলোতে ময়লা। কয়েকটা তাকে এখনো পুরনো, প্যাকেট করা পণ্য দেখা যাচ্ছে। জানালার ফাঁক ফোকড় দিয়ে হালকা চাঁদের আলো আসছে। হঠাৎ দোকানের পেছনের দিকে চোখ পড়লো। উজ্জ্বল আলোর ছটা আসছে সেখান থেকে। কম্পাসটার দিকে এক নজর তাকালাম। কম্পাসের কাঁটা সোজা আলো বরাবর তাক করে আছে।

চোখ বন্ধ করে কান পাতলাম। একটা ইন্দ্রিয়কে বন্ধ রাখলে আরেকটা ইন্দ্রিয় আগের চেয়ে বেশি সজাগ হয়। সেই কাজটাই করতে চাচ্ছি। টের পেলাম দোকানের পেছন থেকে কিছু শব্দ ভেসে আসছে।

দু-জন মানুষ চাপা গলায় কথা বলছে। ভাবভঙ্গিতে মনে হচ্ছে খুবই জরুরি কোনো বিষয়।

পুরনো তাকগুলোর পেছনে শরীর লুকোলাম। তারপর আগাতে শুরু

BanglaBook.org

করলাম হামাগুড়ি দিয়ে। শেষ তাকটার কাছে গিয়ে দম আটকে ফেলে উঁকি দিলাম।

কয়েকজন তরুণ-তরুণী একটা কয়লার লণ্ঠনকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে। সবার পরনে কালো জ্যাকেট আর ব্রেসলেট। কয়েকজনের নাকে নাকফুল আর কানে দুল পরা, একজনের গলায় একটা উল্কি আঁকা। কাউকে দেখেই গুণ্ডাপাণ্ডা টাইপ মনে হচ্ছে না, বয়সও বেশি না। খুব সম্ভবত ইউনিভার্সিটির ছাত্র-ছাত্রি, বা আরও কমবয়সি হতে পারে।

খাটোমতো এক তরুণের পেছনে কয়েকজন দাঁড়িয়ে আছে। ছেলেটার হাইট পাঁচ ফিটের বেশি হবে না। চোখে চশমা, হাতে আবার গ্লাভস পরেছে। দাঁড়িয়ে আছে কোমরে হাত দিয়ে। ওর মুখোমুখি হয়ে দাঁড়িয়ে আছে ফর্সা এক মেয়ে, ওর চেয়ে অন্তত এক ফুট লম্বা। মেয়েটার দৃষ্টি ক্রুদ্ধ। ওর পেছনেও দাঁড়িয়ে আছে কয়েকজন।

'মনোযোগ দিয়ে শোনো আমার কথা,' ছেলেটা চাপা গলায় বলে উঠলো। 'ওদের সবাইকে খুঁজে বের করতে হবে। মারতে হবে। আমাদের থামার সময় না এখন।'

'বিলি, আমার মায়ের কসম,' ফর্সা মেয়েটা বলে উঠলো এবার। 'তোমার মতো গর্দভ আমি জীবনে দেখিনি। আমরা যদি কয়েকদিনের জন্য না থামি তাহলে শিওর ধরা খাবো।'

'একটু মাথা খাটাও, জর্জিয়া', বিলি পালটা জবাব দিলো। 'তোমার কী মনে হয় ওরা এখনো জানে না? ওরা যদি চায় এক মিনিটের মধ্যে আমাদের এখান থেকে তুলে নিয়ে যেতে পারে।'

'না, ওরা জানে না।' জর্জিয়া দৃঢ়স্বরে জবাব দিলো। 'ও কিন্তু আমাদের আজ রাতে বের হতে না করেছে। আমি ওর কথা শুনবো। বের হবো না আমি। আর তুমি যদি বের হবার চেষ্টা করো তাহলে গোড়ালি কেটে তোমার কান থেকে ঝুলিয়ে দেবো।'

বিলির গলা থেকে একটা চাপা হুংকার বের হলো। এগিয়ে এলো ও এক কদম। 'হারামজাদি, তোর কি মনে হয় তুই আমাকে আটকাতে পারবি? দেখি, আটকে দেখা তো পারলে।'

জর্জিয়ার ভ্রু কুঁচকে গেলো। 'তোর মতো গর্ধবের সাথে লড়াই করার জন্য আমি মায়ানেকড়ে হইনি, বিলি। এসব করে নষ্ট করার মতো সময় নেই আমার।' বিলির পেছনে দাঁড়ানো বাকিদের দিকে ফিরলো ও। 'ও

BanglaBook.org

আমাদের কী বলেছে সেটা তোমরা সবাই জানো। এখন ওর কথা অমান্য করে কেউ বের হবে?'

'অ্যালফারা, শোন,' বিলি পেছনে ফিরতে ফিরতে বললো: 'আমি সবসময় তোমাদের নেতা ছিলাম। যা যা করবো বলে কথা দিয়েছিলাম, সব করেছি। তোমাদের একটু ভরসা, একটু সাপোর্ট কি আমার পাওনা না?'

আমি আবার মাথা নুইয়ে ছায়ার সাথে মিশে গেলাম। তাকালাম কম্পাসের দিকে। কম্পাসের কাঁটা এখনো এই তরুণ-তরুণীদের দিকেই তাক করে আছে। এরাই তাহলে খুনি? দেখে তো মনে হচ্ছে বাচ্চা! এরা কিভাবে এতোগুলো মানুষ খুন করলো?

মারফিকে ব্যাপারটা জানাতে হবে। তার আগে দেখা দরকার দোকানের আশেপাশে কোন গাড়ি পার্ক করা আছে কি না। লাইসেন্স নাম্বারটা টুকে নিলে এদের খুঁজে বের করার মতো কিছু একটা অন্তত মারফির কাছে থাকবে।

শিট! একটা কথা মনে হলো হঠাৎ করে। ভার্সিটি খুব বেশি দূরে না এখান থেকে। এরা তো বোধহয় ইউনিভার্সিটির ছাত্রই, তার মানে ওদের কাছে ক্যাম্পাসে গাড়ি রাখার অনুমতি আছে। দোকানের সামনে বোধহয় গাড়ি রাখেনি এরা।

'এসবের মানে কী?' একটা পরিস্কার, উদ্ধত নারীকণ্ঠ ভেসে এলো।

মাথা একটু উঁচু করলাম আবার। তাকের ওপর দিয়ে উঁকি দিলাম।

কালো ড্রেস পরা একজন মহিলা। ফর্সা, লম্বা। শরীরে কোনো মেদ নেই, বরং মনে হচ্ছে বলিষ্ঠ, পেশিবহুল। বাদামি চুলগুলোতে ধূসর রং ধরেছে। কিভাবে এলো এখানে? দোকানের পেছনদিকে তো একটা দরজা আছে। সেদিক দিয়ে ঢুকেছে বোধহয়।

হঠাৎ কেন যেন মনে হলো এই মহিলাকে আগেও দেখেছি। ভ্রুকুটি করে চিন্তা করলাম এক মুহূর্ত। ঝট করে মনে পড়ে গেলো।

ম্যাক অ্যানালির পাবের বাইরে।

গাড়িতে ছিলো এই মহিলা। ফলো করছিলো আমাদের। উত্তেজনায় আমার বুক ধুকপুক করতে লাগলো।

সবার দিকে একবার করে তাকাল মহিলাটা। তারপর মুখ খুললো: 'আমি কি তোদের এসব শিখিয়েছি?'

বিলি আর জর্জিয়া দু-জনই সোজা মেঝের দিকে তাকিয়ে আছে। বেশ

BanglaBook.org

বোঝা যাচ্ছে, দু-জনই নার্ভাস। বাকিদের অবস্থাও যে খুব একটা ভালো তা না। মনে হচ্ছে একদল বাচ্চা দুষ্টুমি করে মায়ের কাছে ধরা খেয়েছে।

'এটা কোনো খেলা নয়।' মহিলার কণ্ঠ চাবুকের মতো আছড়ে পড়লো। 'একজন আমাকে ফলো করে এখান পর্যন্ত এসেছে। ওরা ভালোমতোই লেগেছে আমাদের পিছে। এখন যদি কোনো ভুল করি তাহলে জীবন দিয়ে তার মাশুল দিতে হবে।'

আমি আবার কম্পাসটা চেক করলাম। কম্পাসের কাঁটা তাক হয়ে আছে সোজা ওই মহিলার দিকে। মহিলার আচরণে কেমন যেন হিংস্র, বন্য একটা ভাব আছে।

সে জানে যে তাকে অনুসরণ করা হয়েছে। কীভাবে জানলো? আমি তো ওর গাড়ির পিছু করিনি। বুঝলো কিভাবে যে কেউ এখানে এসেছে?

আবার মাথা তুলে তাকালাম।

আমি যে তাকগুলোর পিছে লুকিয়ে আছি, মহিলার দৃষ্টি ঠিক সেদিকে।

গা শিউরে উঠলো আমার। একটা ছেলে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলো, না তাকিয়েই ওকে হাত তুলে থামিয়ে দিলো মহিলা। আমার নিশ্বাস নেবার পর্যন্ত সাহস হচ্ছে না। মাথা নামাচ্ছি না, স্থির করে রেখেছি। পাছে যদি নড়াচড়া টের পেয়ে যায়...

'হাত মেলাও,' মহিলা আদেশ দিলো। 'এখনই।'

তারপর সে হাত বাড়িয়ে কয়লার লণ্ঠনটা নিভিয়ে দিলো। সাথে সাথে পুরো ঘরটা ডুবে গেলো অন্ধকারে।

এক মুহূর্ত ফিসফাস চললো সবার মধ্যে, যেন একমত হতে পারছে না। তারপর একটা অস্বস্তিকর নীরবতা ছড়িয়ে পড়লো ঘরজুড়ে।

সেটা বেশিক্ষণ টিকলো না অবশ্য। একটু পরই সবাই ঘর থেকে এক এক করে পায়ের শব্দ তুলে বের হয়ে যেতে লাগলো।

আমি মাথা নিচু করে অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে ওদের দিকে আগাতে লাগলাম। এদের অনুসরণ করা দরকার।

এই ধরনের পরিস্থিতিতে পিছু নেয়ার সিদ্ধান্তটা এক রকম বোকামিই বলা যায়, কিন্তু তাই বলে আমি ওদের এভাবে চলে যেতে দিতেও পারি না। কম্পাসের জন্য যে স্পেলটা ব্যবহার করেছি সেটা আর বেশিক্ষণ টিকবে না। কাজেই পরে আর ওই মহিলাকেও খুঁজে পাবো না। আপাতত আমি শুধু ওদের পিছু নিয়ে গাড়িগুলোর যে কোনো একটার লাইসেন্স প্লেটের নম্বর

BanglaBook.org

টুকে নিতে চাচ্ছি। মারফি তাহলে সহজেই ওদের খুঁজে বের করতে পারবে।

এক পা দু'পা করে সামনে এগিয়ে যাচ্ছি, হঠাৎ হোঁচট খেয়ে আইলের পাশের দেয়ালে ধাক্কা খেলাম। মাথা ঠুকে গেলো। খুলির একপাশে ছোবল দিলো তীব্র একটা যন্ত্রণা।

অন্ধকারের জন্য উঠে দাঁড়িয়ে কোনদিক যাবো সেটাও ঠিক করতে পারলাম না। স্পেল ব্যবহার করে কিছুটা আলো হয়তো বানানো যায়, কিন্তু সেটা ভয়াবহ বিপজ্জনক হবে।

আস্তে করে উঠে দাঁড়িয়ে কান পেতে ওদের পায়ের শব্দ শুনলাম। আগাতে শুরু করলাম সেদিকে।

তখনই ঘটনাটা ঘটলো।

মাত্র এক সেকেন্ড আগে টের পেলাম যে কিছু একটা হতে যাচ্ছে। হঠাৎ কিছু একটা মেঝের টাইলসের ওপর পিছলে আমার দিকে এগিয়ে এলো। আমি নড়বারও সময় পেলাম না। তার আগেই হাঁটুতে হ্যাঁচকা টান লাগলো, পড়লাম মুখ থুবড়ে।

মুখ থেকে অস্ফুট একটা গোঙানি বেরিয়ে এলো আমার। পড়বার সাথে সাথে সাথে ব্ল্যাস্টিং রডটা ঘোরালাম পেছন দিকে। মনে হলো শক্ত কোনো হাড়ের সাথে ধাক্কা খেলো সেটা। যে-ই আমাকে আক্রমণ করুক না কেন, সে ব্যথায় কঁকিয়ে উঠে একটু সরে গেলো।

আমি সামলে ওঠার আগেই আবার ঝাঁপিয়ে পড়লো সে, ব্ল্যাস্টিং রডটা ছিনিয়ে নিলো আমার হাত থেকে। ছুঁড়ে ফেললো দূরে।

আমি এক লাফে উঠে দাঁড়ালাম। হাত থেকে কম্পাসটা ছেড়ে দিয়েছি। সেটার জায়গা নিয়েছে রিভলভার।

দাঁড়িয়ে এক মুহূর্ত নীরবে অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে রইলাম। নিশ্বাস পড়ছে দ্রুত। হঠাৎ আক্রমণটা চমকে দিয়েছে আমাকে। কিছু একটা যে আমাকে বাধা দিতে পারে এমন সম্ভবনা আগে থেকেই মাথায় ছিলো, কিন্তু তাই বলে সেটা যে এভাবে আচমকা ঝাঁপিয়ে পড়বে বুঝতে পারিনি।

পরবর্তি এক মিনিট কিছু হলো না, কোনো শব্দও শুনতে পেলাম না। শার্টের পকেট থেকে মা'র দেয়া লকেটটা বের করে আনলাম। পাঁচ কোণের তারাকে ঘিরে একটা চক্র। শৃংখলার প্রতীক। শক্তির ভারসাম্যের প্রতীক।

নিজের পুরো মনোযোগ সেটার দিকে স্থির করলাম। একটা মুহূর্ত কাটলো। তারপর দপ করে যেন আলো জ্বলে উঠলো লকেটের গায়ে। মৃদু

BanglaBook.org

একটা আভা ছড়াতে শুরু করলো অন্ধকারে। কিছুক্ষণ পর আমার চারপাশেও একটা নীলচে সাদা আলো ফুটে উঠলো। এই আলোটাই আমাকে রক্ষা করবে এখন।

তারপরও এই মুহূর্তে সামনে এগিয়ে যাওয়াটা ভালো বুদ্ধি নয়। কিন্তু আমার মেজাজ খারাপ। হামলাটা আমাকে শুধু চমকে দেয়নি, রাগিয়েও দিয়েছে।

ধীর, খুব ধীর পায়ে সামনে আগালাম। একটু পরেই ডিপার্টমেন্ট স্টোরের দরজা চোখে পড়লো। খোলা। আবার অন্ধকারে চোখ বুলালাম। না, কিছু নড়ছে না। কোনো শব্দও আসছে না কানে।

প্রচণ্ড একটা বাড়ি খেলাম মাথার পেছনে।

আবার মুখ থুবড়ে পড়লাম। চেহারা আছড়ে পড়লো রাস্তায়। লকেটের ওপর থেকে মনোযোগ উঠে গেলো সাথে সাথে। আমাকে ঘিরে যে আলোটা ছিলো সেটা মিলিয়ে গেলো।

মাটিতে পড়ামাত্র একজন আমার পিঠে হাঁটু ঠেকিয়ে আমার ওপর বসে পড়লো। মাথায় ধাতব নলের মতো কিছু একটা চেপে ধরেছে।

একটা নারীকণ্ঠ চেঁচিয়ে উঠলো: 'পিস্তলটা ফেলে দাও, নয়তো তোমার খুলি উড়িয়ে দেবো এখুনি।'

BanglaBook.org

অধ্যায় ৬

কিচ্ছু করার নেই আমার। পয়েন্ট ৩৮ রিভলভারটা বাঁ হাতে ধরা ছিলো। আস্তে করে জিনিসটা মাটিতে নামিয়ে রাখলাম। তারপর আঙুল সরিয়ে নিলাম হাতল থেকে।

'হাত মাথার পেছনে নাও, এখুনি,' আবার আদেশ এলো।

মেনে নিলাম। দু'হাতের কব্জিতে ধাতব অনুভূতি পাওয়ায় বুঝলাম হ্যান্ডকাফ লাগানো হচ্ছে। পিঠের ওপর থেকে হাঁটুটা সরে গেলো এবার, পায়ের আওয়াজ শুনে বুঝতে পারলাম এক পা পিছিয়ে গেছে। তারপর আমার চোখের সামনে জ্বলে উঠলো একটা টর্চ লাইট।

'হ্যারি?' বলে উঠলো কণ্ঠটা।

টর্চ লাইটের আলোর কারণে কিছুক্ষণ চোখ পিটপিট করলাম। কণ্ঠস্বরটা এবার চিনতে পেরেছি।

'কী অবস্থা, মার্ফ? আমাকে একটু ধরতে চাও বললেই হতো, এভাবে জোরাজুরির তো দরকার ছিলো না।'

'তুমি...শুওর কোথাকার!' মারফির কণ্ঠে অসহ্য রাগ ঝরে পড়লো। এখনো ওর চেহারা দেখতে পাচ্ছি না। শুধু লাইটের ওপাশে একটা ছায়ার মতো অবয়ব দেখা যাচ্ছে। 'তুমি এখানে কী করছো? নিশ্চয়ই ক্লু পেয়েছো কোনো। আমাকে জানানোর দরকার মনে করলে না?'

'সময় ছিলো না, লেফটেন্যান্ট,' উঠে বসতে বসতে বললাম। 'দেরি করলে ওদের আর খুঁজে পেতাম না।'

'এই জায়গার খবর পেলে কিভাবে?' মারফি এখনো পুরোপুরি স্বাভাবিক হয়নি।

'আমি একজন জাদুকর,' জবাব দিলাম। 'জাদু দিয়েই বের করেছি।' হ্যান্ডকাফ পরানো হাতজোড়া নাড়ালাম মুখের সামনে।

মারফি এক মুহূর্ত নীরব তাকিয়ে রইলো। তারপর এগিয়ে এসে চাবি বের করে খুলে দিলো হ্যান্ডকাফটা।

'তুমি এ জায়গার কথা জানলে কিভাবে?' এবার আমি প্রশ্ন করলাম।

'আমি একজন পুলিশ,' আমার মতো করেই বললো ও। 'ম্যাক

BanglaBook.org

অ্যানালির পাব পর্যন্ত একটা গাড়ি আমাদের ফলো করেছে। ম্যাক অ্যানালির পাব থেকে আমি উলটো ওই গাড়িকে ফলো করেছি।' হ্যান্ডকাফ খুলে উঠে দাঁড়ালো মারফি। 'তুমি তো ভেতরে ছিলে, কাউকে এ দরজা দিয়ে বের হতে দেখেছো?'

'না, তেমন কিছু তো চোখে পড়েনি।'

'ধুর!' মারফির চেহারায় বিরক্তি ফুটে উঠলো। নিজের পিস্তলটা খাপে রেখে দিলো আবার। 'পেছনে দিয়েও কেউ বের হয়নি। ছাদ দিয়ে বের হবার কোনো রাস্তা আছে নিশ্চয়ই।' পুরো ডিপার্টমেন্টাল স্টোরের ওপর একবার ফ্ল্যাশলাইট ঘুরিয়ে আনলো ও। 'এতোক্ষণে ওদের অনেকদূর চলে যাওয়ার কথা।'

'কপাল।' উঠে দাঁড়ালাম আমি।

'বাল!' মারফি তীক্ষ্ণকণ্ঠে গালি দিলো। তারপর আগাতে শুরু করলো দোকানের দরজার দিকে।

আমিও দ্রুত ওর পিছু নিলাম। 'কোথায় যাচ্ছো?'

'ভেতরে। সিঁড়ি বা মই, কিছু একটা তো থাকবেই।'

'ওদের পিছু নেয়া ঠিক হবে না এখন,' অন্ধকার বিল্ডিংটায় ঢুকতে ঢুকতে বললাম আমি। 'আমরা মাত্র দু-জন–'

'ওদের?' মারফি বাধা দিলো। 'আমি তো মাত্র একজনকে দেখেছি।'

ও দাঁড়িয়ে গেলো। কঠোর দৃষ্টি ফেললো আমার ওপর। আমি তাড়াতাড়ি সবকিছু খুলে বললাম ওকে। এতোক্ষণ যা দেখেছি, যা শুনেছি, সব।

পুরোটা নীরবে শুনে গেলো মারফি। চোখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে কথাগুলো হালকাভাবে নিচ্ছে না।

'তোমার কী মনে, কী হচ্ছে আসলে?' আমার কথা শেষ হবার পর জিজ্ঞেস করলো ও।

'এই ছেলেমেয়েগুলো সব মায়ানেকড়ে,' আমি জবাব দিলাম। 'আর ওই মহিলাটা হলো ওদের লিডার।'

'তার মানে আসলেই খুনি একজনের বেশি?' মারফি বিড়বিড় করলো।

'সেরকমই মনে হচ্ছে,' আমি জবাব দিলাম। 'কিন্তু ওরাই যে খুনি সে ব্যাপারে আমি শিওর না। ওদেরকে দেখে মনে হলো না...আমি শিওর না আসলে। ঠিক যুক্তি দিয়ে বোঝাতে পারবো না, কিন্তু আমার মনে হয়নি।'

BanglaBook.org

মারফি মাথা নাড়লো, তারপর ঘুরে দাঁড়ালো। দরজার উদ্দেশ্যে হাঁটতে শুরু করলো। বের হয়ে যাবে। আমার দিকে না তাকিয়েই প্রশ্ন করলো: 'ওরা দেখতে কেমন ছিলো মনে আছে? ভালো বর্ণনা দিতে পারবে?'

'পারবো মনে হয়,' ওর পিছু নিতে নিতে বললাম। 'কিন্তু কী জন্য?'

'যে মহিলাকে দেখেছি আমরা, তার নামে একটা অ্যারেস্ট ওয়ারেন্ট বের করবো। আর এই ছেলেমেয়েগুলোর ব্যাপারেও খোঁজ নেয়া দরকার।'

'কেন? ওই মহিলার গাড়ির লাইসেন্স নাম্বার টুকে রাখোনি?'

'খোঁজ নিয়ে দেখেছি এর মধ্যেই,' মারফি জবাব দিলো। 'ভাড়ার গাড়ি। রেন্ট-এ-কার থেকে ভুয়া পরিচয়ে নিয়েছে।'

'আমার মনে হয় ওয়ারেন্ট-এর দরকার নেই, মারফি। তুমি একটু ভুলভাবে আগাচ্ছো।'

'কেন দরকার নেই?' মারফি জিজ্ঞেস করলো। 'একটা ক্রাইম সিন থেকে একজন আমাকে ফলো করেছো। শুধু তাই না, তুমি নিজে ওদের কথা শুনেছো। ওরা যে খুনি সেটা তুমিই বলেছো। ঠিক আছে, কোর্টে সেটা প্রমাণ করা কঠিন হবে, কিন্তু আমি তো তোমার কথায় ভরসা রাখি। সেটাই যথেষ্ট। মহিলাকে বের করে নিই আগে। তারপর প্রমাণ এমনিতেই হাতে চলে আসবে।'

আমি হাত তুলে ওকে থামালাম। 'দাঁড়াও, দাঁড়াও। একটা ভুল বোঝাবুঝি হচ্ছে। আমার স্পেল থেকে কিন্তু এটা বের হয়নি যে ওই মহিলাই খুনি। শুধু একটা জিনিস নিশ্চিত করে জানি আমরা। ক্রাইম সিন থেকে যে কাঁচের টুকরো নিয়েছিলাম, তাতে ওই মহিলার রক্ত লেগে ছিলো।

মারফি বুকের ওপর হাত ভাঁজ করলো। 'হঠাৎ করে তুমি এই মহিলার উকিল হয়ে গেলে নাকি, হ্যারি?'

'তুমি এখনো ব্যাপারটা বোঝোনি, মারফি,' আমি সামান্য গলা চড়ালাম। 'এরা যে কারা সে সম্পর্কে তোমার কোনো ধারণা নেই। ভয়াবহ বিপজ্জনক এই দলটা। আর ওদের বিরুদ্ধে পুলিশ লাগানো মানে সরাসরি যুদ্ধ ঘোষণা করা।'

'আমার ব্যাপারে চিন্তা না করলেও চলবে। আমি নিজেকে সামলাতে পারি।'

'তুমি পারবে না,' আমি বললাম। 'মার্কোনের ওই ঘটনা আর এটা কোনোদিক থেকেই এক না মারফি।'

BanglaBook.org

'তাই?' মারফি বললো। মনে হলো না আমার কথা বিশ্বাস করেছে। 'কেন, এক না কেন?'

'আমি অন্ধকারে হোঁচট খেয়েছি একটু আগে, বললাম না? চাইলে আমাকে তখনই শেষ করে দিতে পারতো ওরা। কিন্তু কিছু করেনি।'

'মায়ানেকড়ে কিভাবে ঠেকাতে হয় সেটা তুমি জানো না?'

'অন্ধকারে?' আমি বললাম। 'মারফি, প্রায় একশ বছর' আগে আমেরিকা থেকে মায়ানেকড়েরা বিলুপ্ত হয়ে গেছে। যে কয়েকটা বাকি আছে সেগুলো যে কতো বিপজ্জনক তা ব্যাখ্যা করার ক্ষমতা আমার নেই। একটা মায়ানেকড়ে এই শিকাগোর মতো শহরেও যে কোনো গাড়ির চেয়ে জোরে দৌঁড়াতে পারে। এক কামড়ে তোমাকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে দেয়া ওদের কাছে ছেলেখেলা। একশ' গজ দূর থেকে ওরা শুনতে পারবে তোমার মাথায় কয়টা চুল আছে। অন্ধকারে মায়ানেকড়েরা স্পষ্ট দেখতে পায়। শুধু তাই না, তিরিশ চল্লিশ গজ দূর থেকেও ওরা একজন মানুষের হার্টবিট শুনতে পারে চাইলে। আমাকে মারা ওদের কাছে এক নিশ্বাসের ব্যাপার ছিলো। কিন্তু তা না করে শুধু আমার অস্ত্র সরিয়ে নিয়েছে।'

'তো? এটা থেকে আমাদের কিছু ধরে নেয়া উচিত হবে না।' মারফি বললো। কিন্তু ওর দৃষ্টিতে একটা সুক্ষ পরিবর্তন এসেছে, সেটা আমার চোখ এড়ালো না। ভয়। আমার কথাগুলো ও একদম উড়িয়ে দিচ্ছে না। তবে ওর কণ্ঠ এখনো দৃঢ়: 'হয়তো ও তোমাকে চেনে। নাম শুনেছে। জাদুকরকে খুন করলে বিপদ হতে পারে ভেবে ছেড়ে দিয়েছে। নয়তো ইচ্ছে করেই ছেড়েছে, কারণ ও জানতো তোমাকে না মারলে তুমি ধরে নেবে ও খুনি না।'

'হতে পারে, কিন্তু আমরা এগুলোই বা ধরবো কেন? এই ধারণাগুলোর পক্ষেও তো কোনো প্রমাণ নেই।' আমি পালটা যুক্তি দিলাম। 'আর আমার মনে হয় না এগুলো কোনোটাই সত্য। যে ছেলেমেয়েগুলোকে আজ আমি দেখেছি...' দু'দিকে মাথা নাড়লাম। 'ওয়ারেন্টের দরকার নেই। তার চেয়ে আরেকটা জিনিস চেষ্টা করে দেখি আমি। তোমাকে নতুন কিছু জানাতে পারবো হয়তো।' একটু থেমে যোগ করলাম: 'দেখো, তুমি আমার কাছ থেকে উপদেশ নেয়ার বদলে আমাকে টাকা দাও, আমি তোমার কনসালট্যান্ট। তাই না? এখন শোনো আমার কথা। প্লিজ। তোমারই উপকার হবে।'

BanglaBook.org

কিছুক্ষণ নীরব কাটলো।

'ঠিক আছে,' অবশেষে নীরবতা ভাঙলো মারফি। 'আপাতত কিছু করছি না তাহলে আমি...কিন্তু মনে রেখো, তোমার সময় কাল সকাল পর্যন্ত। কাল সকালের মধ্যে যদি আমাকে কিছু দেখাতে না পারো তো আমি ঠিকই এদের পিছে লাগবো। ঠিক আছে?'

আমি কাঁধ ঝাঁকালাম। 'কাল সকাল। ঠিক আছে।'

অন্ধকারের মাঝে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো ও। 'তুমি থাকলে আমার সবকিছু গোলমেলে হয়ে যায়, হ্যারি। তোমাকে নিয়ে কোথাও যাওয়া মানেই ঝামেলা।'

'আমাকে এখানে নিয়ে আসোনি তো।' হাসতে হাসতে বললাম। 'দেখা হয়ে গেছে।'

BanglaBook.org

অধ্যায় ৭

নিজের অ্যাপার্টমেন্টে ঢুকে ব্ল্যাস্টিং রডটা আমার জাদুদণ্ড আর তরবারির পাশে রেখে দিলাম। পুরনো ডিপার্টমেন্টাল স্টোর থেকে বের হবার সময় রডটা তুলে নিয়েছিলাম।

আমার অ্যাপার্টমেন্টের দরজাটা নতুন। ভারি, ধাতব দরজা। কিছুদিন আগে একটা ডিমন ঢুকেছিলো আমার বাড়িতে। তারপর থেকেই এ ব্যবস্থা।

অনেক আগে শিকাগোতে একটা ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড হয়েছিলো। বেশিরভাগ পুরনো বাসা পুড়ে গিয়েছিলো তখনই। যে কয়েকটা বিল্ডিং বেঁচেছিলো, তার মধ্যে একটাতে আমি থাকি।

কাঠের তৈরি বাড়িটায় রুমের কোনো অভাব নেই। বাইরে থেকে দেখলেই বোঝা যায় বাড়িটা প্রাচীন, অনেক ইতিহাসের সাক্ষি। তবে এখানে থাকার সবচেয়ে বড় সুবিধা হলো যে প্রতিবেশিরা সব চুপচাপ। আমি কী করি না করি দেখার সময় বা ইচ্ছা কোনোটাই নেই তাদের। ভাড়াও খুব কম।

আমার অ্যাপার্টমেন্টে বিদ্যুত সংযোগ নেই। রেখে লাভ কী? বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি আমার আশেপাশে থাকলেই বিগড়ে যায়। তবে অ্যাপার্টমেন্টের ভেতর বেশ সুন্দর একটা ফায়ারপ্লেস আছে। মেইন রুমের পাশে একটা ছোট্ট রান্নাঘর আর একটা বেডরুম, বেডরুমের সাথে লাগোয়া বাথরুম।

ঘরের ভেতরে পাথরের মেঝেটা কয়েকটা পাতলা কম্বল বিছিয়ে ঢেকে দিয়েছি। বেশিরভাগ আসবাবপত্রই পুড়ে গেছে। ওই হারামি ডিমনটাই পুড়িয়েছে। কিছু আসবাবপত্র পালটেছি অবশ্যই। পুরনো কাঠের তৈরি আসবাবগুলোর প্রতি আমার আগ্রহটা যে একটু বেশি তা কেউ বাসায় ঢুকলেই বুঝবে।

ফায়ারপ্লেসের কাছে গিয়ে আগুন জ্বালালাম। শিকাগোতে অক্টোবর মাসের মতো ঠাণ্ডা খুব কমই পড়ে। ফায়ারপ্লেসের আগুনে কয়েকটা শুকনো কাঠ দিতেই কোথা থেকে যেন মিস্টার এসে আমার পায়ের কাছে শরীর ঘষতে শুরু করে দিলো।

BanglaBook.org

'আবার মাংস খেতে চাস, তাই না?' বলতে বলতে ওর বড় বড় কানজোড়ার নিচে সামান্য চুলকে দিলাম। মি. বেড়াল হলেও সাইজে অনেক কুকুরের চেয়ে বড়। একদিন দুপুরে আবর্জনার পাশে কুড়িয়ে পেয়েছি ওকে। এখন ওকে ছাড়া আমার বাসা কল্পনাই করতে পারি না।

কিচেনে ঢুকে রান্না সারলাম দ্রুত। স্প্যাগেটি, গ্রিল করা মুরগির মাংস আর পাউরুটি টোস্ট। মিস্টার আর আমি খেয়ে ফেললাম একসাথেই। খাওয়া শেষে একটা ক্যান বের করে ঢকঢক করে কোক খেলাম। এঁটো থালাবাসনগুলো ফেললাম সিংকে, তারপর পোশাকআশাক ছেড়ে একটা আরামদায়ক গাউন পরে নিলাম।

ঠিক আছে, এখন কাজে নামতে হবে।

ঘরের এক কোণে গিয়ে মেঝে থেকে কম্বল সরাতেই একটা লুকানো দরজা বেরিয়ে পড়লো। দরজা খুলতে দেখা দিলো মই। নিচে আরেকটা ছোট ঘর আছে। এই ঘরটার ভেতরেই আমার ল্যাবরেটরি।

একটা মোমবাতি জ্বালিয়ে নিয়ে মই বেয়ে ল্যাবে নামলাম। অনেকগুলো টেবিল দেখা দিলো মোমের আলোতে। সবচেয়ে লম্বা টেবিলটা ঘরের একদম মাঝখানে।

ল্যাবের ভেতরে এক কোণায় কিছুটা জায়গা আমি ফাঁকা রেখে দিয়েছি। জাদুচক্র আঁকতে গেলে ওই জায়গাটার প্রয়োজন হয়। দেয়ালে লাগানো তাকগুলোর ওপর চোখ বুলালাম। বই, নোটবুক, কলম, পেন্সিল বক্স, নানারকম প্লাস্টিকের বাক্স, দামি-কমদামি বিভিন্নরকম পাথর, হাড়গোড়, রক্ত, গহনাসহ আরো অনেক ধরনের দরকারি জিনিসপত্রে বোঝাই সব তাক।

ল্যাবরেটরির কোণাগুলোতে মোমদানি আছে। ঢুকেই আগে মোমদানির সবগুলো মোম জ্বালিয়ে দিলাম। ঘরটা অনেকখানি উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। তারপর ডাকলাম ববকে: 'বব? বব। উঠে পড়ো, আলসের ধাড়ি কোথাকার।'

জবাবে তাকের ওপর থেকে একটা মানুষের শুকনো খুলি নড়ে উঠলো। খুলির দুই চোখের কোটরে জ্বলে উঠলো কমলা রঙের আগুন। তারপর খুলিটা তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলে উঠলো: 'অলস? আমি? তুমি কি তাহলে? কাজ বলতে তো একটাই আছে তোমার, আমাকে হুকুম দেয়া। লজ্জা লাগে না?

BanglaBook.org

একটা নিরীহ অসহায় খুলিকে এভাবে গালাগালি করো, যে সবসময় চেয়েছে শুধু তোমার সেবা করতে...' গজগজ করেই যেতে লাগলো খুলিটা।

এই হচ্ছে আমাদের বব।

বব প্রাণী হিসেবে বেশ প্রাচীন, এর আগে অন্য অনেক জাদুকরের সাথে কাজ করেছে। জাদুবিদ্যায় আমার চেয়ে ওর জ্ঞান আর অভিজ্ঞতা দুটোই বেশি।

'তো, আজ আপনার হুকুম কি জাঁহাপনা?' বব হুল ফোঁটালো। 'আবার কি ওজন কমাবার ওষুধ বেচবে?'

'দেখো, বব,' আমি হাত তুললাম। 'গত মাসে আমার পকেট একদম ফাঁকা ছিলো। ওষুধ বিক্রি না করে উপায় ছিলো না। এই জায়গাটায় যে থাকি, তার ভাড়াটা তো অন্তত দিতে হবে, নাকি?'

'ঠিক আছে,' আগের মতো করেই বললো ও। 'এবার তাহলে মেয়েদের বুক বড় করার ওষুধ বানাও। ওটা বেচে আরও বেশি টাকা কামাতে পারবে, আমি গ্যারান্টি দিচ্ছি।'

'জাদুবিদ্যা এসব কাজের জন্য না, বব। এরকম নোংরা চিন্তা কেন তোমার?'

'আহ্হা, নোংরা কেন হবে?' বব রীতিমতো আহত স্বরে বলে উঠলো: 'এই মেয়েগুলোর জন্য খারাপ লাগে না তোমার, হ্যারি? ছোট বুক নিয়ে কী কষ্টের জীবন কাটাতে হচ্ছে ওদের। নিশ্চয়ই প্রতিদিন আয়না দেখে আর চোখের পানি ফেলে। আমাদের একটা দায়িত্ব আছে না ওদের প্রতি?'

আমি দীর্ঘশ্বাস ফেললাম। 'আপাতত তোমার দায়িত্ব হচ্ছে এই বিষয়টা নিয়ে বকরবকর বন্ধ করা। তোমার সেক্স-টেক্স নিয়ে এতো উৎসাহ, আমার এতো নেই।'

বব ছাড়লো না ব্যাপারটা: 'জীবনটাকে তুমি উপভোগ করতে শিখলে না, হ্যারি। এই যে শরীর আছে, সেটা রেখে লাভ কী যদি মাঝেমধ্যে এটার মজা না নাও?' দাঁতে দাঁত ঠেকিয়ে একটা শব্দ তুললো ও। 'যাই হোক, শেষ কবে সুজানের সাথে দেখা হয়েছে তোমার?'

আমি মাথা নাড়লাম। 'দু'সপ্তাহ হবে। আমরা দু-জনই যার যার কাজে ব্যস্ত।'

এবার বব দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো। 'এমন সুন্দরি একটা মেয়েকে ছেড়ে তুমি

BanglaBook.org

এই ঘুঁটঘুঁটে ল্যাবে পড়ে আছো? সমস্যা কী তোমার?'

'তুমি।' বিরস বদনে বললাম। 'আমার সমস্যা হলে তুমি। এখন বাজে বকা বন্ধ করো, কাজ শুরু করতে হবে।'

বব ল্যাটিন ভাষায় একটা গালি দিলো। 'কোনো দাম নেই আমার। কোনো দাম নেই। কেন থাকবে? আমি তো তোমার দাস। তোমার কুকুর। তোমার পোষা স্পিরিট, তাই না?'

'তোমার বুদ্ধি আমার চেয়ে অনেক বেশি, আর তোমার স্মৃতি কম্পিউটারের চেয়েও ভালো।' আমি বললাম। 'তোমাকে ছাড়া আমার চলবে, বব?'

প্রশংসা শুনলে বব একদম গলে যায়। এবারও তার ব্যতিক্রম হলো না। গলার সুর পালটে গেলো সাথে সাথে। 'হয়েছে, হয়েছে। তেল মারতে হবে না। কী কাজ তোমার বলো।'

'আচ্ছা।' আমি শুরু করলাম: 'দুটো পোশন বানাতে হবে। আর মায়ানেকড়ে সম্পর্কে যা যা জানো সব জানাও আমাকে।'

'কী ধরনের পোশন? আর কী ধরনের মায়ানেকড়ে?' বব সাথে সাথে জিজ্ঞেস করলো।

'অনেকরকম আছে নাকি?' ভ্রু কুঁচকালাম আমি।

'হ্যারি! আমারা একসাথে তিন ডজনেরও বেশি পোশন বানিয়েছি, পোশন যে অনেকরকম হয় সেটা তো তোমার...'

'না, না,' আমি তাড়াতাড়ি মাথা নাড়লাম। 'মায়ানেকড়ের কথা বলছি। এদের একটার বেশি প্রজাতি আছে?'

'এহ্? একটার বেশি কীসের প্রজাতি?'

'মায়ানেকড়ে, বব, মায়ানেকড়ে!'

'আচ্ছা, প্রথমে ছিলো নেকড়ে,' বব গম্ভীরস্বরে বলতে লাগলো: 'তারপর হলো কুকুর...'

আমার ভ্রু আবার কুঁচকে উঠলো। 'কীসের কথা বলছো তুমি?'

'একটু মজা করলাম হ্যারি। এমন করো কেন?' ববের কণ্ঠে গদগদ ভাব।

আমি কড়া চোখে ওর দিকে তাকালাম। 'বব।'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে। এতো রাগ যে কেন করো–'

BanglaBook.org

'আমি আরেকটা মার্ডার কেসে কাজ করছি, বব। এসব ফালতু প্যাচালের সময় নেই আমার।'

'মার্ডার? এই যে তোমাদের যাদের মৃত্যু আছে তাদের নিয়ে মহা ঝামেলা। হুটহাট মারা যাও। নেভারনেভারে কখনো খুন হয়েছে বলে শুনেছো?'

'কীভাবে হবে? ওখানে সবাই অমর। বব, কাজের কথায় আসো।' অধৈর্য্য স্বরে বললাম। 'মায়ানেকড়ে সম্পর্কে যা জানো বলো আমাকে। কয়েক ধরনের প্রজাতি থাকলে সবার কথাই বলো। আমার জানা দরকার।' একটা নোটবুক আর চোখা পেন্সিল বের করে নিলাম। তারপর টেবিলে দুটো কাঁচের পাত্র সাজালাম। বিকার বলে এই পাত্রগুলোকে। পোশন বানানোর কাজে লাগবে। টেবিলে একটা বার্নার ছিলো, ছোট্ট একটা চুলোর মতো। সেটার আগুন জ্বেলে দিলাম।

'ঠিক আছে, বলছি,' বব উত্তর দিলো। 'তার আগে বলো, তুমি কতোটুকু জানো?'

'প্রায় কিছুই জানি না বলতে গেলে। এ ব্যাপারে আমাকে কিছু শেখানো হয়নি।'

বব হেসে উঠলো। 'বুড়ো জাস্টিন তো সবকিছুই জানতো। ওর কী হবে সেটাও কিন্তু জানতো, হ্যারি।'

এক মুহূর্তের জন্য স্তব্ধ হয়ে গেলাম আমি। রাগ, ভয় আর অনুতাপ একসাথে আছড়ে পড়লো মনের পর্দায়। চোখ বন্ধ করলাম। ওর চেহারাটা মনে পড়ে গেলো। আমার শিক্ষক, আমার গুরু, আমার জ্বালানো আগুনেই পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে।

'আমি এ বিষয়ে কথা বলতে চাই না।' আমার কণ্ঠ একটু কাঁপছে।

'কী বলো, হ্যারি? কাউন্সিল তো তোমাকে—'

'মায়ানেকড়ে, বব,' শান্ত, কিন্তু শীতল গলায় ববকে মনে করিয়ে দিলাম। নিজের অজান্তেই আমার হাত মুঠো হয়ে গেছে। ববের দিকে তাকালাম।

খুলিটা একটা অস্ফুট শব্দ করে উঠলো। তারপর বললো, 'ঠিক আছে, মায়ানেকড়ে। আর কী কী পোশন বানাবে?'

'একটা কড়া পোশন লাগবে প্রথমে, সারারাত যেন জাগিয়ে রাখতে

BanglaBook.org

পারে আমাকে। আর একটা ইনভিজিবিলিটি পোশন দরকার। আমার অদৃশ্য হতে হবে।' নোটবুক আর পেন্সিলটা তুলে নিলাম।

'প্রথমটা বানানো বেশ কঠিন হবে। রাতের ঘুমের তুলনা হয় না। তবে সুপার-কফি টাইপের একটা জিনিস কিভাবে বানাতে হয় জানি আমি।' বব গড়গড় করে একটা ফর্মুলা বলে গেলো। আমি দ্রুত নোটবুকে টুকে নিলাম সবকিছু। মনোযোগ দিতে একটু অসুবিধা হচ্ছে। জাস্টিনের কথাটা মাথা থেকে ঝাড়তে পারছি না।

'আর অদৃশ্য হবার পোশনের জন্য কী লাগবে?' জিজ্ঞেস করলাম।

'অদৃশ্য...পুরোপুরি অদৃশ্য হওয়া বোধহয় সম্ভব নয়,' বব বললো। 'হয়তো দৃষ্টি থেকে নিজেকে আড়াল করতে পারবে, কিন্তু তাও তোমার পায়ের শব্দ শোনা যাবে ঠিকই। বা তোমার গন্ধ পাওয়া যাবে। সেটার জন্য বড় জাদু দরকার, তোমার কাছে সেসব করার মতো সরঞ্জাম নেই।'

'হুঁ।' আমি একটু চিন্তা করলাম। 'আচ্ছা অদৃশ্য না...কিন্তু লুকানোর পোশন করলে কেমন হয়?

'কেমন? যেটাতে তোমাকে চোখে পড়বে না? মনে হবে ব্যাকগ্রাউন্ডের সাথে মিশে গেছো? হ্যা, সেটাতে কাজ হতে পারে। তোমাকে দেখলেও কেউ খেয়াল করবে না।'

'ঠিক আছে, এটাই তাহলে।' বললাম। 'দেখা যাক বানানো যায় কি না।'

'সমস্যা নেই, বানানো যাবে।' বব আমাকে আশ্বস্ত করলো। তারপর আরেকটা ফর্মুলা বলতে শুরু করলো। আগেরটার মতো এটাও লিখে নিলাম চটপট।

শেষ করে লিস্টের ওপর চোখ বুলালাম একবার। হ্যা, এগুলো আছে আমার কাছে।

'আচ্ছা, বানানো যাবে। এবার বলো মায়ানেকড়ে সম্পর্কে কী কী জানো?' ববকে প্রশ্ন করলাম।

'অনেককিছু। আমি ফ্রান্সে ছিলাম একসময়।' বব শুকনো গলায় বললো।

আমি প্রথম পোশনটা বানানো শুরু করে দিয়েছি। সুপার-কফি। সব পোশনের পোশনের আটটা আলাদা অংশ থাকে। আটটা উপাদান।

BanglaBook.org

প্রথমে একটা মূল উপাদান যেটার মধ্যে অন্য সবকিছু মেশানো হবে। বাকি রইলো সাতটা। তাদের মধ্যে পাঁচটা উপাদান হচ্ছে পাঁচ ইন্দ্রিয়ের জন্য। আর বাকি দুটোর একটা মনের জন্য, আরেকটা আত্মার জন্য। এই পোশনের মূল উপাদান হলো কফি। সেটা জ্বাল দিতে শুরু করলাম। 'ফ্রান্সে অনেক মায়ানেকড়ে ছিলো নাকি?' কাজ করতে করতে জিজ্ঞেস করলাম ববকে।

'ছিলো মানে!' বব বললো। 'ফ্রান্সকে মায়ানেকড়েদের রাজধানী বলা যায়। যত ধরনের মায়ানেকড়ে আছে সব ওখানে দেখতে পাবে। হেক্সেনউলভস, লাইক্যানথ্রোপেস আর লুপ-গারো। যতো ধরনের থেরিওমর্ফ আছে সব পাবে ওখানে।'

'থেরিও-কী?' জিজ্ঞেস করলাম।

'থেরিও-মর্ফ,' বব জবাব দিলো। 'যারা মানুষ থেকে যারা অন্য প্রাণীতে পরিণত হতে পারে। মায়ানেকড়েও একধরনের থেরিওমর্ফ। মায়াভালুক আছে, মায়াবাঘ আছে, মায়াষাঁড়–'

'ষাঁড়?' আমি বাধা দিলাম।

'হ্যাঁ, ষাঁড়। কিছু আমেরিকান তো মহিষও হতে পারে। এরা সব সাধারণত হিংস্রই হয়। তবে মায়ানেকড়েরা অন্য সবার চেয়ে একটু বেশিই হিংস্র। ইউরোপে এদের ভীষণ উৎপাত।'

'মায়ানেকড়েদের মধ্যে প্রজাতি আছে?'

'তাই তো বলছি।' বব বললো। 'রূপান্ত ঘটার পর তোমার কতোখানি মানুষ থাকবে আর কতোখানি নেকড়ে থাকবে, সেটার ওপর নির্ভর করে মায়ানেকড়েদের জাতি বিভাগ করা হয়।' বব মনোযোগ দিয়ে আমাকে দেখছে। 'কফি পুড়িয়ে ফেলো না।'

আমি ঘুরে দাঁড়িয়ে কফির বিকারটার দিকে তাকালাম। 'দেখছি সেটা। মানুষ থেকে নেকড়ে কীভাবে হওয়া যায়?'

'সেটার ক্ল্যাসিক উপায় হচ্ছে জাদু ব্যবহার করা।'

'জাদু? মানে আমরা জাদুকররা যেমন জাদু করি?'

'ঠিক তা নয়।' বব বললো। 'জাদুকররা জাদু দিয়ে অনেকরকম কাজ করতে পারে। মায়ানেকড়েরা পারে শুধু একটা জিনিস। জাদু দিয়ে নেকড়ে হওয়া, আবার নেকড়ে থেকে মানুষ হওয়া। যারা এটা শেখে তারা প্রথম

BanglaBook.org

দিকে খুব একটা দক্ষ থাকে না, কারণ নেকড়ে হবার পরও ওদের চিন্তাভাবনা মানুষের মতোই থেকে যায়।'

'মানে?'

'মানে হলো, ওরা ওদের দেহটাকে নেকড়ের রূপ দিতে পারলেও ওদের মনটা নেকড়ের মতো হয় না, মানুষর মতোই থেকে যায়। কাজেই ওদের নেকড়েদের যতো ক্ষমতা আছে সবগুলো ক্ষমতা ওরা ব্যবহার করতে পারে না। পরে অবশ্য সব শিখে যায় আস্তে আস্তে।'

'ইচ্ছে করে মানুষ মায়ানেকড়ে হয়?' আমি জিজ্ঞেস করলাম। 'কেন?'

'তুমি কখনো প্রাচীন ফ্রান্সে ছিলে না, হ্যারি,' বব বললো। 'থাকলে বুঝতে। মানুষের পক্ষে ওখানে বেঁচে থাকা দুঃসাধ্য ছিল। খাবার, বাড়ি, ওষুধ কিচ্ছু পাওয়া যেতো না। এতোটাই খারাপ অবস্থা ছিলো যে মানুষ পারলে নিজের মাংস নিজে খেতো।'

'ঠিক আছে, বুঝতে পেরেছি,' আমি বললাম। 'তো মায়ানেকড়েদের মারে কিভাবে? গল্পে যেমন রূপার বুলেটের কথা বলে, তেমন কিছু? আর মায়ানেকড়ের কামড় খেলে আমিও কি মায়ানেকড়ে হয়ে যাব?'

'হাহ্!' বব বললো। 'সেরকম কিছু না। হলিউড মুভির এই থিওরি ভ্যাম্পায়ারের থেকে এসেছে। রূপার বুলেট বিশেষ কিছু ক্ষেত্রে ছাড়া লাগে না আসলে। মায়ানেকড়ে আর দশটা সাধারণ নেকড়ের মতোই। অন্যান্য নেকড়ে যেভাবে মারে, মায়ানেকড়েকেও সেভাবে মারতে পারবে।'

'বাহ। থ্যাংক ইউ, বব। কাজের একটা জিনিস জানিয়েছো।' আমি পোশনটার দিকে তাকিয়ে বললাম। 'মায়ানেকড়ে হবার আর কোনো পদ্ধতি আছে?'

'আরেকটা আছে। কেউ তোমাকে জাদু করে মায়ানেকড়ে বানিয়ে দিতে পারে।'

আমি ববের দিকে তাকালাম। 'ট্রান্সফর্মেশন? কিন্তু সেটা তো অবৈধ, বব। জাদুর যে কয়টা নিয়ম আছে তার মধ্যে একটা হলো কারো রূপান্তর ঘটানো যাবে না। কাউকে ট্রান্সফর্মেশন করে কোন প্রাণী বানিয়ে দিলে তো তার মনুষত্ব্যও নষ্ট হয়ে যায়। সব স্মৃতি মুছে যায়। জিনিসটা খুনের মতোই খারাপ।'

'হুঁ, খারাপ তো অবশ্যই। ট্রান্সফর্মেশনের পর কিছুদিন হয়তো তাও

BanglaBook.org

কিছুটা মানুষের স্মৃতি থেকে যেতে পারে। কিন্তু ক'দিন পর সেটা মুছে যাবে।'

'আচ্ছা। আর কোনোভাবে মায়ানেকড়ে বানানো যায়?'

'ফ্রান্সে সবচেয়ে সহজ উপায় ছিল কোনো ডিমন বা জাদুকরের থেকে কোনোভাবে একটা নেকড়ের চামড়ার বেল্ট জোগাড় করা। বেল্ট পরে মন্ত্র উচ্চারণ করবে, সাথে সাথে নেকড়ে হয়ে যাবে। হেক্সেনউলফ বলে এদের।'

'এটা তো প্রথমে যেটা বললে সেরকমই।

'উঁহু! তা হবে কেন? তুমি তো আর তোমার নিজের জাদুমন্ত্র ব্যবহার করে মায়ানেকড়ে হচ্ছো না, আরেকজনের জাদুমন্ত্র ব্যবহার করছো।'

'তাহলে তো দ্বিতীয় প্রজাতির মতো হয়ে গেল।'

'তোমার মতো মাথামোটা আমি কম দেখেছি, হ্যারি।' ববের মেজাজ খারাপ হয়ে গেছে বোধহয়। 'সেরকম হবে কেন? এখানে তো তুমি তালিসমান ব্যবহার করছো। অনেকে আঙটি বা লকেট পরেও মায়ানেকড়ে হয়, তবে বেল্টটাই ব্যবহার হয় সবচেয়ে বেশি। তালিসমানটা তোমার মধ্যে একটা জান্তব, পাগলাটে হিংস্রতা সৃষ্টি করবে। নেভারনেভারের খারাপ শক্তিগুলো এই হিংস্রতার প্রতি আকৃষ্ট হয়, ধেয়ে আসে। এসে ভর করে যে বেল্ট পরে আছে তার শরীরে। শক্তিটা তোমাকে বদলে দেবে।'

'এটাই সবচেয়ে সহজ মনে হচ্ছে।'

'ঠিক।' বব একমত হলো। 'তালিসমানটা দিয়ে যখন তুমি নেকড়ে হবে তখন তোমার মাথায় দাউদাউ করে জ্বলবে একটাই উদ্দেশ্য। যে উদ্দেশ্যে মায়ানেকড়ে হতে চেয়েছিলে। আর তখন তোমাকে চালাবে নেভারনেভার-এর ওই শক্তি, ওই আত্মা। কিন্তু তোমার বিবেক-বুদ্ধি থাকবে মানুষের মতোই, তবে ক্ষমতা হবে নেকড়ের মতো।'

ববের কথা শুনতে শুনতে আমি সুপার-কফির অন্য উপাদানগুলো বের করলাম। স্বাদ যেন ভালো হয় তার জন্য একটা ডোনাট, শোনার ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য মোরগের ঝুঁটি, গন্ধের জন্য ফ্রেশ সাবান, স্পর্শের অনুভূতি বাড়ানোর জন্য এক টুকরো পরিচ্ছন্ন কাপড়, দৃষ্টিশক্তির জন্য সূর্যালোকের কণা আর আত্মার জন্য ভালো একটা গান।

সবকিছু এক করে দিতেই পোশনটা ফুটতে শুরু করলো।

BanglaBook.org

বব এর মধ্যে কোনো কথা বলেনি। কাজ শেষ করে আমিই মুখ খুললাম: 'বেশিরভাগ মানুষেরই তো ওরকম একটা আত্মা কন্ট্রোল করার ক্ষমতা নেই। দেখা যাবে আত্মাই ওই মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করছে।'

'হ্যা, তো?'

'তার মানে হলো যে ডাকছে সে একটা ডিমনে পরিণত হবে আস্তে আস্তে। একটা দানবে পরিণত হবে।'

'হতে পারে,' বব জবাব দিলো। 'আমি খারাপ ভালো অতোশত জানি না, ওসব ভাবা তোমাদের কাজ।'

'এই জাতটাকে যেন কী বলেছিলে তুমি?'

'হেক্সেনউলফ,' ববের উচ্চারণে জার্মান টান। 'বা মন্ত্র-নেকড়ে। চার্চ তো ঘোষণা দিয়েছিলো, যারা এরকম করবে তাদেরকে পুড়িয়ে মারা হবে।'

'রূপার বুলেট?' আমি জিজ্ঞেস করলো। 'কিংবা কামড় খেয়ে মায়ানেকড়েতে পরিণত হওয়া?'

'বললাম না এসব ফালতু কথা?' বব বিরক্তিভরে বললো। 'কামড় খেয়ে কেউ মায়ানেকড়ে হলে পুরো পৃথিবীতে আর মানুষ থাকতো না। শুধু মায়ানেকড়েই থাকতো।'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে,' আমি দীর্ঘশ্বাস ছাড়লাম। 'আর রূপার বুলেট?'

'দরকার হয় না।'

আমি মাথা নাড়লাম। ববের কাছ থেকে যে তথ্য পেলাম সব গুছিয়ে নিচ্ছি। 'হেক্সেনউলফ একটা। তারপর?'

'লাইক্যানথ্রোপস।' বব জবাব দিলো।

'এটা একটা মানসিক অসুখের নাম না?'

'হ্যা, কিন্তু বাস্তব তার চেয়ে অদ্ভুত।' বব জবাব দিলো। 'এটা হলে একটা খারাপ আত্মা ঢুকে যাবে তোমার ভেতর। তারপর তোমার ব্যথা, যন্ত্রণা এসব বোধ করার ক্ষমতা কমে আসবে। আর বেড়ে যাবে শরীরের শক্তি।'

'তার মানে এটা হলে মানুষ বদলে নেকড়ে হয় না?'

'বাহ্, এই তো বুঝে যাচ্ছো। দশবার বলা লাগলো না আমার।' বব খোঁচা মারলো। 'হ্যা, দেখতে ওরা মানুষের মতোই থাকে। কিন্তু আচার-

BanglaBook.org

আচরণ হয় মায়ানেকড়েদের মতো। ভাইকিংদের ব্যাপারে তো শুনেছো? ওদের মধ্যে বারসাকার নামে এক ধরনের যোদ্ধা ছিলো। পাগলের মতো যুদ্ধ করতো ওরা, জানোয়ারের মতো হিংস্র ছিলো। এরা খুব সম্ভবত ছিলো লাইক্যানথ্রোপস।'

আমি আমার সুপার-কফি পোশনের দিকে তাকালাম। প্রায় তৈরি হয়ে গেছে। 'শেষটা কী বলেছিলে? লুপ-কী?'

'লুপ-গারো,' বব জবাব দিলো। 'জাদুকর ইটিনিকে চেনো না? পুড়ে মরার আগে ও এদেরকে এই নামেই ডাকতো। মায়ানেকড়েদের মধ্যে লুপ-গারো হলো সবচেয়ে ভয়ংকর, হ্যারি। পূর্ণিমার রাতে কেউ যদি কোনো অভিশাপ দেয় তবে সেই অভিশাপ থেকেই এরা নেকড়েতে পরিণত হয়। আর যে অভিশাপ দেবে তাকে অনেক শক্তিশালী জাদুকর হতে হবে। শুধু মানুষ জাদুকর নয়, শক্তিশালী পরীরাও এ ধরনের অভিশাপ দিতে পারে। আর ওই অভিশাপের ফলেই পূর্ণিমার রাতে এরা নেকড়েতে পরিণত হবে। সূর্য ওঠার আগ পর্যন্ত মানুষ হবে না।।'

আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠলো। এক মুহূর্ত চুপ করে রইলাম। তারপর বলাম: 'আচ্ছা। আর কিছু জানার আছে?'

'এরা চলতে পারে অসম্ভব দ্রুত গতিতে, ক্ষমতাও থাকে ভীষণ। আর থাকে ভয়াবহ হিংস্রতা। লুপ-গারোদের আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে, এদের ক্ষত সেরে যায় অনেক তাড়াতাড়ি। প্রায় সাথে সাথে। কোনো বিষ বা জাদু দিয়ে ওদের ক্ষতি করতে পারবে না। সোজা কথায় এরা হলো খুন করার মেশিন।'

'খুব ভালো।' আমি কণ্ঠের হতাশা চাপা দেয়ার চেষ্টা করলাম। 'লুপ-গারো বোধহয় বেশি দেখা যায় না, তাই না? হলে তো কানে আসতো আমার।'

'হ্যা।' বব বললো। 'এদের দেখা পাওয়া ভার। সাধারণত যারা এই অভিশাপের শিকার হয় তারা পূর্ণিমার সময় নিজেদেরকে দূরে কোথাও বন্দি করে রাখে। শেষবার একটা উৎপাতের কথা শুনেছিলাম ফ্রান্সের গ্যাভাদানে। সেটাও ষোড়শ শতাব্দীতে। এক বছরে দুইশোর উপরে মানুষ মারা গিয়েছিলো তখন।'

'ওটাকে থামিয়েছিলো কীভাবে?' উৎসুক হয়ে জানতে চাইলাম।

BanglaBook.org

'মেরে ফেলেছিলো।' বব উত্তর দিলো। 'এই মায়ানেকড়েদের বেলায় রূপার বুলেট বেশ কাজের। তাও যেন-তেন রূপা হলে চলবে না। উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া রূপার তৈরি বুলেট লাগবে।'

'সাধারণ রূপায় সমস্যা কী?'

'জাদুতে তো একশ' রকম নিয়ম থাকে হ্যারি। নিয়মগুলো আমি বানাইনি। মাঝেমধ্যে নিয়মগুলো বদলায়, বেশিরভাগ সময় বদলায় না। এই একটা নিয়ম বদলায়নি। সম্ভবত কোনো ধরনের বিসর্জনের সাথে এটার সম্পর্ক আছে।'

'উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া রূপা,' আমি পুনরাবৃত্তি করলাম। 'ঠিক আছে। যে মায়ানেকড়ের সাথে লাগতে যাচ্ছি সেটা লুপ-গারো হবে না আশা করি।'

'ব্যাপারটা আসলে কী নিয়ে, হ্যারি?' বব জানতে চাইলো।

মারফির কাছ থেকে যা যা শুনেছি সবকিছু ববকে খুলে বললাম। একই সাথে দ্বিতীয় পোশনটার ওপর কাজ শুরু করে দিলাম। পানির সাথে দৃষ্টিশক্তির জন্য প্লাস্টিকের দলা, স্পর্শের জন্য সাদা তুলো, গন্ধের জন্য ডিওডোরেন্ট, শ্রবণশক্তির জন্য গুমোট বাতাস, স্বাদের জন্য পুরনো লেটুস পাতা, মনের জন্য একটা সাদা কাগজ আর সর্বশেষে আত্মার জন্য কিছু গান মেশাতে হলো।

পোশনটার উপাদানগুলো যেমন অতিরিক্ত সাদামাটা, তরলটা দেখতেও তেমন সাদামাটা হলো। ভালো। এমনটাই হওয়ার কথা। জিনিসটা এমন হতে হবে যেন কারো দ্বিতীয়বার তাকাতে ইচ্ছে না করে।

'অনেকে মারা গেছে, না?' বব মন্তব্য করলো। 'ব্যাপারটা বেশ সিরিয়াস। ঠিক আছে, আমি আর কিছু বের করতে পারলে জানাবো তোমাকে।'

'এক কাজ করতে পারো,' আমি বললাম। 'বাইরে থেকে ঘুরে এসো। মায়ানেকড়ের ওপর আর যা যা তথ্য পাও সব জোগাড় করে আনো।'

'বাইরে যাবো? কী দরকার এতো খাটনির?' বব মুখে এ কথা বললো ঠিকই, কিন্তু আমি ওর দিকে না তাকিয়েও বুঝতে পারলাম যে বের হবার কথায় ওর চোখ চকচক করে উঠেছে।

'যাবে না? শিওর তুমি?' আমি উসকে দিলাম ইচ্ছে করে।

BanglaBook.org

ও সাথে সাথে সুর পালটে ফেললো: 'ঠিক আছে, চব্বিশ ঘণ্টা সময় দাও আমাকে।'

আমি মাথা নাড়লাম। 'চব্বিশ ঘণ্টা? অসম্ভব। শেষবার তোমাকে বের হতে দেবার পর কী হয়েছে মনে আছে? তুমি ফুর্তি করেছো ঠিকই, কিন্তু খেসারত তো দিতে হয়েছে আমার। যাবে, কাজ করবে, ফিরে আসবে।'

'সেটা নাহয় হয়েছে একবার–'

'এবং তার আগের বার, এবং তার আগের বার।' ওকে মনে করিয়ে দিলাম।

'প্লিজ, হ্যারি!'

'না,' আমি হাসিমুখে জানিয়ে দিলাম। 'আজ সূর্য ওঠার আগে তোমাকে আবার দেখতে চাই এখানে।'

'আমি শুধু এক রাত–'

'সূর্য ওঠার আগে।' আবার বললাম।

ও কিছুক্ষণ চুপচাপ আমাকে চোখ দিয়ে ভস্ম করার চেষ্টা করলো। তারপর বোধহয় হার মেনে নিলো। ব্যাজার স্বরে বললো: 'ঠিক আছে, কিন্তু আমি বই চাই। নতুন রোমান্টিক বই। ফালতু কিছু আনবে না, খবরদার। বেস্ট সেলার লিস্ট ধরে ধরে নিয়ে আসবে।'

'বেশ। কিন্তু দেরি করলে কিচ্ছু পাবে না।'

'ঠিক আছে,' ববের কণ্ঠে ভীষণ হতাশা: 'তুমি যে এতোটা অকৃতজ্ঞ আমি ভাবতেও পারিনি। তোমার জন্য আমি কি না করেছি! ছিঃ হ্যারি। ছিহ্!' ওর নাক থাকলে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলতো নিশ্চয়ই। 'যাই হোক, আমি তোমার মতো খারাপ না। দেখছি কী জানা যায়।'

ওর চোখের কোটরে যে কমলা আলোজোড়া জ্বলছিলো সেগুলো এবার পিছলে বেরিয়ে এলো খুলি থেকে। ধোঁয়াটে একটা মেঘের আকৃতি নিলো আলোটা। তারপর মই বেয়ে আমার ল্যাব থেকে বেরিয়ে গেল।

আমি আবার দ্বিতীয় পোশনটার দিকে নজর দিলাম। আরও দু'-এক ঘণ্টা লাগবে শেষ করতে। তারপর মন্ত্র পড়ে পোশনটাকে সক্রিয় করতে হবে।

মারফিকে আমি বাদে আর কেউ এই কেসে সাহায্য করতে পারবে না। কেউ জানেই না ঠিক কী হচ্ছে। আর এখন তো শুধু মারফির চাকরির প্রশ্ন

BanglaBook.org

নয়, আমিও জেলে যেতে পারি কিছু না করলে। এফবিআই'র লোকজন রীতিমতো আমাদের ঘাড়ের ওপর নিশ্বাস ফেলছে। যা করার করতে হবে দ্রুত।

আরেকটা ব্যাপার আছে। মার্কোনের লোক মরছে, তার মানে ও বসে থাকবে না। নিশ্চয়ই কিছু একটা প্ল্যান করছে।

আর অবস্থা যা বুঝতে পারছি, এরা সবাই একে অপরের পিছু লাগবে। কাজের কাজ হবে না কিচ্ছু। বাকি থাকে একজনই।

শিকাগো শহরের একমাত্র পেশাদার জাদুকর।

কোনোভাবে যদি খুনি বুঝতে পারে আমি তার পিছে লেগেছি, সে-ও ধেয়ে আসবে আমার দিকে। কাজেই আমার সমস্যা শুধু একটা না।

হেক্সেনউলফ, ওয়্যারউলফ, লাইকানথ্রোপস, লুপ-গারো।

কী আসছে সামনে?

BanglaBook.org

অধ্যায় ৮

পুলিশ হেডকোয়ার্টারের বিল্ডিংগুলো দেখলেই মনটা খারাপ হয়ে যায়। শহরের সবচেয়ে পুরনো এলাকায় বহু পুরনো বিল্ডিং। স্পেশাল ইনভেস্টিশন ডিপার্টমেন্টের বিল্ডিংটাও ব্যতিক্রম নয়। সিমেন্ট আর ইটের তৈরি চারকোণা, গম্ভীর বাক্সের মতো দেখতে অফিসটা।

বিল্ডিংয়ের ভেতরের অবস্থাও বেশি ভালো না। তবে অন্যান্য বিল্ডিংগুলোর তুলনায় পরিস্কার অন্তত।

আমি ঢুকতেই ডেস্কে বসা বুড়ো সার্জেন্ট চোখ তুলে তাকালো। 'কী খবর, বিল?' আমি বলতে বলতে এক হাতের নিচে বগলে চেপে রাখা ম্যানিলা রঙের খামটা বের করে দেখালাম। 'মারফির স্পেশাল ইনভেস্টিগেশনের জন্য ইনফরমেশন নিয়ে এসেছি।'

'ড্রেসডেন,' বিল ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকালো। তারপর ফোন তুলে বিড়বিড় করে কী যেন বললো। শেষ করে মাথা ঝাঁকালো আমার উদ্দেশ্যে, বললো আমি মারফির রুমে যেতে পারি।

গতরাতে খুব একটা ঘুম হয়নি, কিন্তু বাসা থেকে বের হওয়ার আগে গোসল করে পরিস্কার কাপড় পরে এসেছি। এবার আর পুরনো ওয়েস্টার্ন শার্ট আর নীল জিন্স না। আমার পরনে রীতিমতো বিজনেস স্যুট। অবশ্য আমার ওভারকোটটা রেখে আসিনি। সেটা ছাড়া চলবে না, কারণ কোটটার ভেতর আমার ব্ল্যাস্টিং রডটা সহজে ঝুলিয়ে রাখা যায়। স্যুটের ওপর পরে এসেছি আমার ওভারকোট।

মারফির রুম পর্যন্ত যেতে কয়েকটা সিঁড়ি আর করিডর পার করতে হয়। কয়েকজন পুলিশ আমার পাশ কাটিয়ে গেলো। কয়েকজন আমাকে চিনতেও পারলো, একজন-দু-জন আমার দিকে তাকিয়ে মাথাও নাড়লো। কিন্তু এই ছোট্ট ভদ্রতাটাতেও কেমন অস্বস্তির আভাস পেলাম।

পুলিশ সবসময়ই আমাকে একটা পাগল ভেবে এসেছে। সুস্থ মানুষ কি নিজেকে জাদুকর বলে? অবশ্য তারপরও ওরা আমার কাছে আসে। আমার কাছে যে ইনফরমেশন পাওয়া যায় সেটা আর কোথাও পাওয়া যায় না। সে খাতিরে অন্তত সবাই আমার সাথে ভালো ব্যবহার করতো।

BanglaBook.org

কিন্তু আজ...আজ ওরা আমাকে দেখছে যে দৃষ্টিতে, সে দৃষ্টিতে ওরা সাধারণত ক্রিমিনালদের দেখে। হয়তো আমি জনি মার্কোনের জন্য কাজ করছি এ গুজবটাই বিষদৃষ্টির কারণ, কিন্তু তাও ব্যাপারটা হজম করতে কষ্ট হচ্ছে।

হঠাৎ করে মেয়েটাকে চোখে পড়লো।

সাথে সাথে একটা শিহরণ খেলে গেলো আমার সারা শরীর জুড়ে।

মেয়েটা লম্বা। কালো চুল, কালো চোখ, লম্বা, সুগঠিত পা। একটা বাদামি স্কার্ট আর হালকা সাদা ব্লাউজের ওপর জ্যাকেট পরে আছে।

'হ্যারি,' আমাকে দেখে বলে উঠলো ও। ঠোঁটে হাসি। উঠে দাঁড়িয়ে মেয়েটা আমার গালে চুমু খেলো। 'তুমি এখানে? ভাল লাগলো খুব তোমাকে দেখে।'

আমি হালকা কেশে গলা পরিস্কার করে নিলাম। 'সুজান। কেমন আছো?' বললাম। 'গল্পগুলো কাজে লেগেছিলো তোমার?'

'কি, তুমি যেগুলো দিয়েছিলো?' ও মাথা নাড়লো। 'এখনো না, তবে লাগবে।' দম নেবার জন্য একটু থামলো সুজান। তারপর আবার শুরু করলো: 'হ্যারি, তুমি পুলিশের কোনো কেসে কাজ করছো? যাই ঘটুক, আমাকে কিন্তু–'

আমি মাথা নেড়ে ওকে থামিয়ে দিলাম। 'আমার মনে হয় আমরা একটা চুক্তিতে এসেছিলাম। আমি তোমার ব্যাপারে নাক গলাবো না, তুমি আমার ব্যাপারে নাক গলাবে না।'

সুজান হেসে উঠে আমার বুকে হাত রাখলো। 'সেটা তো যখন আমরা ডেটে গিয়েছিলাম তখন, হ্যারি।' আমার পুরো শরীরটা একবার জরিপ করে নিলো চোখ দিয়ে। 'এখন পরিস্থিতি একটু অন্যরকম না?'

'সুজান রডরিগেজ, আমি তো জানতাম তুমি সাংবাদিক। উকিল হলে কবে থেকে?'

'আমি কিন্তু মশকরা করছি না হ্যারি,' ও অভিমানের স্বরে বলে উঠলো। 'গত বছর দারুণ একটা গল্প দিয়েছিলে আমাকে। এবার যদি এমন আরেকটা রিপোর্ট করতে পারি, আমার ক্যারিয়ার নিয়ে আর চিন্তা করতে হবে না।'

'ঠিক আছে, কিন্তু আমার সব কাজে এখন গোপনীয়তার চুক্তি সই করতে হয়। তোমাকে কিছু জানালে আমার জেলে যেতে হবে।'

BanglaBook.org

সুজান আরেকটু ঝুঁকে এলো আমার দিকে। ওর মুখ চলে এলো আমার মুখের সামনে। 'ঠিক আছে, তোমার বলতে হবে না। কিন্তু কোথায় গেলে জানতে পারি এমন একটা কথা যদি ভুলে বেরিয়ে যায় তোমার মুখ থেকে...' আমার ঘাড় ছুঁয়ে গেলো ওর ঠোঁট। 'আর কেউ কিন্তু কিচ্ছু জানবে না।'

আমি এক ধাপ পিছিয়ে গেলাম। চোখ বন্ধ করে রইলাম এক মুহূর্ত, নিজেকে সামলে নিতে একটু সময় লাগলো। তারপর বললাম: 'সরি সুজান, সেটাও পারবো না যে।'

'উফ, হ্যারি! ঠাট্টা বাদ দাও তো।' ও একধাপ এগিয়ে এলো আমার দিকে। লম্বা সুন্দর আঙুলগুলো চালালো আমার চুলে। 'আমাদের আরেকটু প্রাইভেট জায়গা দরকার। ডিনার করবে আমার সাথে?'

'ঠিক আছে।' আমি বললাম। 'এখানে তুমি কী করছো?'

ও আবার ঝুঁকে এলো সামনে। 'এসো তাহলে ছোট একটা লেনদেন হয়ে যাক। আমি তোমাকে আমার ব্যাপারে বলবো, আর তুমি আমাকে বলবে তোমার ব্যাপারে।'

'থাক।' আমি সাথে সাথে হার মেনে নিলাম। 'কোনো দরকার নেই।'

ও একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মাথা নাড়লো। বললো: 'আচ্ছা, ডিনার-টিনার বাদ দিই তাহলে। তুমি ব্যস্ত। পরে কথা হবে।' আমাকে পাশ কাটিয়ে নিচে নেমে যেতে শুরু করলো সুজান।

'আচ্ছা...' আমি ইতস্তত করলাম। এক সেকেন্ড। দুই সেকেন্ড। ও তাকিয়ে আছে আমার দিকে। 'আচ্ছা। একটা জিনিস বলতে পারি। আমি মারফির কাছে মায়ানেকড়ের ব্যাপারে একটা রিপোর্ট দিতে এসেছি।'

'মায়ানেকড়ে?' সুজানের চোখ ঝলমল করে উঠলো। 'এই লোবো মার্ডারগুলো তাহলে মায়ানেকড়েরা করছে?'

'আমি আর কিছু বলতে পারবো না। এটা এফবিআই কেস।'

'ডজনখানেক মানুষ মারা গেছে না এর মধ্যে?' সুজান ভ্রু নাচালো। 'আমি মর্গে খোঁজ নিয়েছি, হ্যারি।'

'পারোও তুমি। যাই হোক, আমারটা তো বললাম। এবার তোমারটা শুনি?'

'আমি ইনভেস্টিগেটরের সাথে কথা বলতে এসেছিলাম। ইন্টারনাল অ্যাফেয়ার ডিপার্টমেন্ট বললো ওরা মারফিকে স্পেশাল ইনভেস্টিগেশন ছাড়ার জন্য চাপ দিচ্ছে।'

BanglaBook.org

'হুঁ, আমিও শুনেছি সেটা,' আমি বললাম। 'কিন্তু এর সাথে তোমার আর তোমার কাগজের কী সম্পর্ক?'

'তোমার কী মনে হয়? পুলিশ ডিপার্টমেন্টের সেরা ইনভেস্টিগেটরকে বরখাস্ত করে হচ্ছে আর আমি চুপ করে বসে থাকবো? মারফিকে বাদ দিলে আর একটা স্পেশাল কেসও যে সমাধান হবে না সেটা তুমি যেমন জানো, আমিও জানি। কিন্তু সাধারণ মানুষ জানে না। আমার কাগজ সেটা সবাইকে সেটা জানিয়ে দেবো।'

আমি মাথা নাড়লাম। 'মানুষ এখন আর জাদুবিদ্যায় বিশ্বাস করে না। পাত্তাই দেয় না কেউ।'

'আর এই খুনগুলো? এগুলো পাত্তা দেবে না?'

আমি কাঁধ ঝাঁকালাম।

সুজান আমার দিকে সন্দেহের চোখে তাকালো। 'আমার সলিড কিছু দরকার, হ্যারি। ছবি হলে ভালো হয়।'

'যেসব জিনিস আসলেই সুপারন্যাচারাল তাদের ছবি তোলা প্রায় অসম্ভব।' আমি বললাম। 'ওদের আশেপাশে যে জাদুবলয় থাকে সেটা ভেদ করার ক্ষমতা কোনো ক্যামেরার নেই। আর আমরা এখন যে জিনিসটা নিয়ে কাজ করছি সেটা ভয়াবহ বিপজ্জনক। তোমার এসব নিয়ে বেশি না খোঁচানোই ভালো। বিপদ হতে পারে।'

'যদি আমি দূর থেকে ছবি তুলি?' আমার কথা ওর কানে গেছে বলে মনে হলো না। 'ক্যামেরাতে শক্তিশালী লেন্স লাগিয়ে–'

আমি মাথা নাড়লাম। 'না, সুজান। আমি তোমাকে আর কিছু বলছি না। সেটা তোমার জন্যেও ভালো হবে, আমার জন্যেও।'

সুজানের ঠোঁটদুটো জেদি ভঙ্গিতে চেপে বসলো একটা আরেকটার ওপর। চুপ করে রইলো কিছুক্ষণ, তারপর বললো, 'বেশ।' এটা বলে গটমট করে চলে গেলো নিচে। আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলাম।

চিন্তা করলাম এক মুহূর্ত। সুজান আসলে আমার জীবনে কে? ও আরকেইন নামের একটা ট্যাবলয়েড পত্রিকায় রিপোর্টার হিসেবে কাজ করে। অদ্ভুত একটা পত্রিকা। এদের হেডলাইনগুলো হয় অনেকটা এরকম, 'ইংল্যান্ডের রাণী কি গোপনে মায়ানেকড়েদের সাহায্য করছেন?' বা 'মাইকেল জ্যাকসনের সাথে ভ্যাম্পায়ারের প্রেম–দেখুন ছবিসহ!'

বেশিরভাগই জাল খবর। অতিপ্রাকৃত ঘটনা এখন আর আগের মতো

BanglaBook.org

ঘটে না। একবার অবশ্য সুজান একটা সত্যিকারের রিপোর্ট করতে পেরেছিলো যেটার ব্যাখ্যা বিজ্ঞান দিতে পারেনি। পারার কথাও না।

মেয়ে হিসেবে সুজান হাসিখুশি, বন্ধুত্বপূর্ণ আর অসম্ভব আবেদনময়ী। আমাদের বেশিরভাগ ডেটেরই সমাপ্তি ঘটেছে আমার অথবা ওর অ্যাপার্টমেন্টে গিয়ে। আমার আর ওর সম্পর্কটা যে আসলে কী, সেটা বলা খুব কঠিন। আমরা বলতে যাইও না সাধারণত। হয়তো আমাদের দু-জনেরই অবচেতন মনে একটা ভয় আছে। যদি এই সম্পর্ককে কোনো নাম দিতে চাই তাহলে ব্যাপারটা নষ্ট হয়ে যাবে।

চিন্তাটা ঝেড়ে ফেললাম মাথা থেকে। এগিয়ে যেতে লাগলাম আবার। মারফির সাথে দেখা করতে হবে।

স্পেশাল ইনভেস্টিগেশনের রুমের দরজার সামনে দাঁড়াতেই দরজাটা খুলে গেলো। এফবিআইয়ের এজেন্ট ডেন্টন দাঁড়িয়ে আছে, পরনে ধূসর স্যুট। আমাকে দেখে সে-ও থেমে গিয়ে এক মুহূর্ত আমার দিকে তাকিয়ে থাকলো।

'মি. ড্রেসডেন,' সামান্য মাথা নোয়ালো ডেন্টন।

'এজেন্ট ডেন্টন,' গলা যতোটা সম্ভব ভদ্র রাখার চেষ্টা করলাম আমি। 'সরি, আমার একটু ভেতরে যেতে হবে। লেফটেন্যান্ট মারফির জন্য কিছু জিনিস নিয়ে এসেছি।'

ডেন্টন সামন্য ভ্রু কুঁচকালো। তারপর পেছনের রুমটার দিকে একবার তাকিয়ে বন্ধ করে দিলো দরজাটা। আমার দিকে কদম এগিয়ে এগিয়ে এসে বললো: 'এখন আপনার ওর সাথে দেখা না করাই ভালো, মি. ড্রেসডেন।'

আমি করিডরের দেয়ালে ঝোলানো ঘড়িটার দিকে তাকালাম। আটটা বাজতে আর পাঁচ মিনিট বাকি আছে। 'ও সকাল সকালই দেখা করতে চাচ্ছিলো।' কথাটা বলে ডেন্টনকে পাশ কাটাবার চেষ্টা করলাম।

ডেন্টনের একটা হাত পড়লো আমার বুকে। সাথে সাথে দাঁড়াতে বাধ্য হলাম। ওর গায়ে ভয়াবহ শক্তি। আমার চেয়ে লম্বায় সে খাটো হতে পারে, কিন্তু গঠনে অনেক বেশি বলিষ্ঠ।

কথা বলার সময় আমার চোখের দিকে তাকালো না ও, কথাটা বললোও একদম নিচু গলায়। 'দেখুন, মি. ড্রেসডেন, কাল রাতে যেটা হয়েছি সেটা যে ভালো হয়নি আমি জানি। বিশ্বাস করুন, ওর প্রতি আমার কোনো অভিযোগ নেই। মারফি অনেক ভালো একজন অফিসার। ওর কাজ

BanglaBook.org

অসাধারণ। কিন্তু সেটা তো আর সবার মতো নিয়ম মেনে করতে হবে। তাই না?'

'আমি মাথায় রাখবো ব্যাপারটা' বলে আবার আগানোর চেষ্টা করলাম।

আবার থামালো আমাকে ডেন্টন। 'ইন্টারনাল অ্যাফেয়ার সেকশনের একজন এজেন্ট র সাথে কথা বলছে। কোন এক রিপোর্টার নাকি ওই এজেন্টকে ভয়াবহ বিরক্ত করেছে। আপনার এখন ভেতরে না যাওয়াটাই ভালো হবে।'

আমি ওর দিকে ভ্রু কুঁচকে তাকালাম। ও আমার বুক থেকে হাত নামিয়ে নিলো। 'মারফি সাধারণত কী টাইপের কেসে কাজ করে সেটা আপনি জানেন?'

ডেন্টন কাঁধ ঝাঁকালো। 'শুনেছি।'

'আপনি তো বিশ্বাস করেন না, তাই না?' আমি ওকে পালটা প্রশ্ন করলাম। 'আমি যে জাদুকর সেটা বিশ্বাস করেন না। সুপারন্যাচারাল বাপারগুলোকেও গাঁজাখুরি মনে করেন?'

ডেন্টন ওর টাই সোজা করলো। 'আমি কী বিশ্বাস করি সেটা জরুরি না, মি. ড্রেসডেন। কিন্তু সাধারণ মানুষের কানে এসব কথা গেলে খুব হাস্যকর, বিশ্রি একটা অবস্থা হয়।' আমার দিকে তাকালো লোকটা। 'আমার ব্যক্তিগত মতামত কী, জানেন? আমার ধারণা, আপনি হয় বদ্ধ পাগল, নাহলে অসম্ভব চালাক। কিছু মনে করবেন না।'

'না, ঠিক আছে।' শুকনো গলায় জবাব দিলাম। 'মারফি কতোক্ষণ ব্যস্ত থাকবে?'

ডেন্টন কাঁধ ঝাঁকালো। 'আপনি চাইলে আমি আপনার ফাইলটা ওকে দিয়ে আসতে পারি। সেক্ষেত্রে ওকে নিচে গিয়ে ফোন করে জানিয়ে দিতে পারেন।'

আমি এক সেকেন্ড চিন্তা করে ফাইলটা এগিয়ে দিলাম। 'ঠিক আছে, এজেন্ট ডেন্টন।'

'আমাকে ফিল বলবেন, প্লিজ।' ওর মুখে একটা ভদ্র হাসি ফুটতে শুরু করেই মিলিয়ে গেলো । 'আমি একবার ফাইলটা পড়লে আপনার আপত্তি আছে?'

আমি মাথা নেড়ে অনুমতি দিলাম। 'দেখো। তবে তুমি কী ভাববে আমি জানি না।'

BanglaBook.org

ও ফাইল খুলে প্রথম পৃষ্ঠা পড়লো। তারপর মুখ তুলে তাকালো আমার দিকে। চেহারা ভাবলেশহীন। প্রশ্ন করলো: 'আপনি কি সিরিয়াস?'

এবারে আমার কাঁধ ঝাঁকানোর পালা। 'বিশ্বাস করবেন কী করবেন না আপনার ইচ্ছা। আমি এর আগেও মারফিকে সাহায্য করেছি।'

ও এবারে পুরো রিপোর্টটায় একবার নজর বুলিয়ে নিলো। তারপর বললো: 'আমি...আমি এটা মারফিকে দিয়ে দেবো আপনার হয়ে, মি. ড্রেসডেন।' বলে এক সেকেন্ড দাঁড়িয়ে রইলো ডেন্টন। একবার মাথা ঝাঁকালো, তার ঢুকে গেলো স্পেশাল ইনভেস্টিগেশনের রুমে।

'আচ্ছা, একটু দাঁড়াও।' আমি ডেকে উঠলাম। 'ফিল, দাঁড়াও।'

ও পেছন ফিরে ভ্রু কুঁচকালো।

'আমরা তো একই পক্ষে আছি, তাই না? দু-জনই তো খুনিকে খুঁজে বের করতে চাই।'

ও মাথা ঝাঁকিয়ে সম্মত হলো।

আমিও মাথা ঝাঁকালাম। 'তুমি কিছু একটা চেপে যাচ্ছো।'

ফিল দীর্ঘ একটা মুহূর্ত আমার দিকে তাকিয়ে রইলো। 'আপনি কীসের কথা বলছেন আমি ঠিক বুঝতে পারছি না, মি. ড্রেসডেন।'

'না, বুঝতে পারছো। ভালো করেই বুঝতে পারছো।' আমি মাথা নাড়লাম। 'কিছু একটা আছে, যেটা তুমি বলতে চাচ্ছো না বা বলতে পারছো না। কেন? কী সেটা?'

ডেন্টনের দৃষ্টি একটু এদিক-ওদিক ঘুরে এলো। 'আমি জানি না আপনি কিসের কথা বলছেন, মি. ড্রেসডেন। বুঝতে পেরেছেন?'

বুঝলাম না আসলে, তবে বুঝিনি যে সেটা ডেন্টনকে বুঝতে দিলাম না। আবারও মাথা ঝাঁকালাম। ডেন্টনও পালটা মাথা ঝাঁকিয়ে স্পেশাল ইনভেস্টিগেশনের রুমের ভেতর ঢুকে গেলো।

ওর আচরণ খুব রহস্যময়। যা বলছিলো, তার চেয়ে বেশি জটিল লাগছিলো ওর চেহারার অভিব্যক্তি। কিন্তু ঠিক কী নিয়ে আমার খটকা লাগছে সেটাও বুঝতে পারছি না। গত রাতে ওর দিকে যখন তাকিয়েছিলাম তখন কি চিনতে ভুল করেছি? সেটা অস্বাভাবিক না। কিছু মানুষকে চিনতে পারা খুবই কঠিন।

মাথা নাড়লাম একবার। তারপর নিচের তলার হলরুমে নেমে এলাম। একটা ফোন খুঁজে নিয়ে সেটা থেকে মারফির নম্বরে কল করলাম।

BanglaBook.org

'মারফি বলছি।' স্পষ্ট স্বরে জবাব এলো।

'ডেন্টন তোমার কাছে রিপোর্ট পৌঁছে দেবে। ইন্টারনাল অ্যাফেয়ার ডিপার্টমেন্টের লোকজনের সামনে আমার না যাওয়াটাই মনে হয় ভালো।'

'থ্যাংক ইউ, আমি বুঝতে পেরেছি।' মারফির কণ্ঠে স্বস্তির আভাস।

'ওই লোক তো এখনো তোমার অফিসে, তাই না?'

'হুঁ,' ও বললো নির্বিকার ভঙ্গিতে। চেহারাটাও নিশ্চয়ই বানিয়ে রেখেছে পাথরের মতো। এ কাজটা ও ভালো পারে। ওকে দেখে কেউ টের পাবে না ভেতরে আসলে কী চলছে।

'তোমার কোনো প্রশ্ন থাকলে আমার অফিসে চলে এসো, আমি ওখানেই থাকবো,' আমি বললাম। 'তোমার জন্য মার্ফ,' ডেন্টনের গলা শুনতে পেলাম ফোনের ওপাশ থেকে। একইসাথে ডেস্কের ওপর ফাইল ফেলার একটা শব্দও। মারফি প্রথমে ডেন্টনকে ধন্যবাদ জানালো, তারপর আমাকে আবার ধন্যবাদ দিয়ে ফোন কেটে দিলো।

থানা থেকে বের হয়ে পার্কিংলটের দিকে আগাতে শুরু করলাম। আমার নীল রঙের বিটলটা ওখানেই রাখা।

মাত্র গাড়ির দরজা খুলে ভেতরে ঢুকেছি এমন সময় পেছন থেকে পায়ের আওয়াজ কানে এলো। তাকালাম ঝট করে।

গতকাল যে এফবিআই এজেন্টদের দেখেছিলাম তাদের একজন। আমি গাড়ির দরজা লাগিয়ে দিলাম। তারপর জানালার কাঁচ নামালাম কথা বলার জন্য। ও আমার দিকে একটু দ্বিধান্বিত দৃষ্টিতে তাকালো।

'কেমন আছেন, এজেন্ট...' ওর নামটা মনে পড়ছে না।

'হ্যারিস, রজার হ্যারিস,' লোকটা জবাব দিলো।

'হ্যা, হ্যা। হ্যারিস।' আমি বললাম। 'তো এজেন্ট হ্যারিস, আমি আপনার কোনো কাজে আসতে পারি?'

'মানে, আপনি...গতরাতেই জিজ্ঞেস করবো ভেবেছিলাম–আমি, মানে...' আবার একটু দ্বিধাভরে তাকিয়ে থাকলো ও কিছুক্ষণ। 'আপনি কি আসলেই জাদুকর?'

'প্রতিদিন এই প্রশ্নটা আমার ডজনখানেক বার শুনতে হয়, এজেন্ট হ্যারিস,' উত্তর দিলাম। 'অন্যদের যা বলি, আপনাকেও তাই বলছি: যদি বিশ্বাস না হয় তাহলে বাজিয়ে দেখুন।'

BanglaBook.org

ও ঠোঁট চেপে ধরে এক মিনিট অপেক্ষা করলো। যেন গভীর চিন্তায় পড়ে গেছে। অবশেষে বললো: 'ঠিক আছে, আমি আপনাকে ভাড়া করতে চাচ্ছি।'

আমার দুই ভ্রু কপালে উঠে গেলো। 'ভাড়া করতে চান? কীসের জন্য?'

'আমার মনে হয়...মানে, আমি–আমি...কয়েকটা ব্যাপার জানা আছে আমার। এই লোবো মার্ডারগুলোর ব্যাপারে। ডেন্টনকে বলতে চেয়েছিলাম, কিন্তু যথেষ্ট প্রমাণ নেই। ওদের ওপর নজরদারি করাটা তো আর কখনো সম্ভব না।'

'কাদের ওপর?' আমি জিজ্ঞেস করলাম। রহস্যের জাল আস্তে আস্তে আরো জটিল হচ্ছে।

'শিকাগোতে একটি গ্যাং আছে। গ্যাংটা নিজেদের নেকড়ে বলে দাবি করে।' হ্যারিস বললো।

'কী?' ও ঠাট্টা করছে কিনা বুঝতে পারছি না এখনো।

ও যেমন সিরিয়াস ভঙ্গিতে উত্তর দিলো তাতে মনে হলো না ঠাট্টা: 'হ্যা। ওরা নিজেদেরকে ডাকে স্ট্রিট-উলভস। পথনেকড়ে। অনেকেই চেনে এদের। দাগি আসামিরাও এদের কাছে ঘেষে না, বলে ওদের নাকি অদ্ভুত ক্ষমতা আছে। ফোর্টি-নাইন স্ট্রিট বিচ থেকে ওরা নিজেদের সব কাজ চালায়।'

'ভার্সিটির পাশে, না?' আমি বললাম একটু অন্যমনস্ক স্বরে। 'গতমাসে খুনগুলো যে পার্কে হলো সেটার পাশে।'

হ্যারিস মাথা ঝাঁকালো । 'হ্য, সেখানেই। কী বলছি বুঝতে পারছেন তো তাহলে?'

'আমি দেখবো ব্যাপারটা,' আমি বললাম। 'ডেন্টন ওখানে যেতে পারেনি, তাই এখন তোমাকে পাঠিয়েছে যাতে আমি যাই। ঠিক না?'

হ্যারিসের মুখ লাল হয়ে গেল। 'আমি, আসলে...'

'ব্যাপার না,' আমি বললাম। 'অভিনয় খুব একটা খারাপ ছিল না। যদি ডেন্টনের সাথে দেখা হওয়ার আগে আমার সাথে দেখা করতে, তাহলে ব্যাপারটা ধরতে পারতাম না।'

হ্যারিস আবার ঠোঁটজোড়া একটা আরেকটার ওপর চেপে ধরে মাথা ঝাঁকালো। 'আপনি করবেন কাজটা?'

আমি দীর্ঘশ্বাস ফেললাম। 'এটার জন্য কি আমাকে টাকা দেয়া হবে?'

BanglaBook.org

'আহ্...না। আপনার তথ্য কতোখানি বিশ্বাস করা যায় সে ব্যাপারে এফবিআই অফিশিয়ালি কিছু জানায়নি এখনো।'

আমি মাথা নাড়লাম। 'জানি সেটা।'

'আপনি কাজটা করবেন, মি. ড্রেসডেন?'

'ঠিক আছে।' বললাম। 'আমি দেখছি ব্যাপারটা। কিন্তু তার বদলে ডেন্টনের আমাকে কাছে কিছু তথ্য দিতে হবে।'

'কী তথ্য?'

'এফবিআই বা শিকাগো পুলিশ আমার ব্যাপারে যা জানে, সবকিছু আমি জানতে চাই।'

'আপনি আমাদের কাছ থেকে আপনার ফাইলের কপি চান?'

'হ্যা।' আমি বললাম। 'রাজি আছেন নাকি না?'

হ্যারিস একটা ঢোক গিললো। 'ডেন্টন জানতে পারলে আমাকে মেরে ফেলবে। ও নিয়ম ভাঙা একদম পছন্দ করে না।'

'আমাকে ভাড়া করা কি আপনাদের নিয়মের মধ্যে পড়ে?' এক ভ্রু উঁচু করলাম। 'ভেবে দেখুন ব্যাপারটা। আমার কী লাগবে তা তো বললাম। রাজি থাকলে জানিয়েন।' চাবি ঘুরিয়ে বিটলটা স্টার্ট দিলাম।

'ঠিক আছে,' ও বলে উঠলো। 'ঠিক আছে, আমি এনে দেবো।' হাত বাড়ালো হ্যারিস।

আমি হাতটা ধরে সামান্য ঝাঁকি দিলাম। বুঝতে পারলাম ওর মধ্যে এখনো একটা অস্বস্তি রয়েছে।

হাত মেলাবার পর আর দেরি করলো না হ্যারিস। যেদিক থেকে এসেছিলো সেদিকে ফিরে গেলো দ্রুত।

'কাজটা ঠিক হলো না, হ্যারি,' নিজেই নিজেকে বললাম। 'এমনিতেই ঝামেলার শেষ নেই তোমার, আরেকটা নতুন ঝামেলা ঘাড়ে নিলে।'

এক হিসেবে অবশ্য ঠিকই করেছি। আমি হয়তো খুনিদের খুঁজে বের করতে পারবো, থামাতে পারব। পুলিশ কেন আমার ওপর খেপে আছে সেটাও জানতে পারবো। মারফির কাজেও সাহায্য করা হয়ে যাবে।

তবে যাই করি না কেন, কোনো ভুল করা চলবে না আর।

BanglaBook.org

অধ্যায় ৯

ফোর্টি-নাইনথ স্ট্রিট বিচ থেকে একটু দূরেই একটা ভাঙাচোড়া গ্যারেজ আছে।

গ্যারেজের সামনেটা ধাতব। বৃষ্টি, কুয়াশা, রোদ আর অযত্নে মরিচা পড়ে গেছে। গ্যারেজের এক পাশে একটা খালি জায়গা। অন্য পাশে একটা ভাঙ্গারি দোকান।

গ্যারেজের কপালে একটা সাইনবোর্ড ঝুলছে। ঝাপসা হয়ে এসেছে সাইনবোর্ডটা। সেটার গায়ে লেখা: ফুল মুন গ্যারেজ।

আমি বিটলটা নিয়ে পার্কিংলটে ঢুকে বিল্ডিংটা থেকে সামান্য দূরে থামলাম।

চাবি ঘুরিয়ে ইঞ্জিন বন্ধ করলাম, তারপর নেমে এলাম গাড়ি থেকে। গ্যারেজের উদ্দেশ্যে হাঁটতে শুরু করলাম। রিভলভারটা নিয়ে আসিনি, কিন্তু আমার সাথে এখনো ব্ল্যাস্টিং রড আর প্রতিরক্ষা বন্ধনি আছে। ডান হাতের আঙুলে একটা আঙটিও আছে, সেটাতে জাদুশক্তি জমা করে রেখেছি যাতে প্রয়োজনের সময় ব্যবহার করতে পারি।

হাঁটার সময় পায়ের নিচে নুড়ি পাথরের একটা চড়চড় শব্দ হচ্ছে। আমার ওপর শরতের মেঘমুক্ত আকাশের মিষ্টি আলো পড়ছে । আমার ছায়াটা লম্বা হয়ে হাঁটছে আমার পাশে।

গ্যারেজের ভেতর যে ঠিক কী আছে সে ব্যাপারে আমি এখনো নিশ্চিত না। গত রাতে ওই মহিলার সাথে যে ছেলেমেয়েগুলোকে দেখলাম, ওরাই কি স্ট্রিট উলভস? মনে হয় না। কিন্তু হয়তো ওদের সাথে এদের কোনো সম্পর্ক আছে। কিংবা হয়তো ওই মহিলাটা স্ট্রিট-উলভ্সের সদস্য । ওই বিলি ছেলেটা নিজের অনুসারিদের একটা নামে ডেকেছিলো। কী ছিলো যেন নামটা? অ্যাল...অ্যালফা। হ্যা। অ্যালফা।

এই অ্যালফারাই বা কারা? এরা কি মায়ানেকড়ে? নাকি বব যে লাইক্যানথ্রোপস-এর কথা বলছিলো এরা তেমন? বা হয়তো ওরা স্ট্রিট-উলভ্সের গ্যাংয়ের সদস্য হতে চায় দেখে ট্রেইনিং নিচ্ছে। তাহলে, তাহলে...পুরো গ্যাংটা কি আসলে মায়ানেকড়ে দিয়ে ভর্তি?

BanglaBook.org

আর আমি একা এদের মুখোমুখি হতে যাচ্ছি?

মনে মনে প্রার্থনা করলাম যেন ভেতরে কেউ না থাকে। তাহলে এদিক-ওদিক দেখে কিছু কাগজপত্র চুরি করে ভাগতে পারবো।

অন্য সব গ্যারেজের মতোই এ গ্যারেজটাতেও দুটো দরজা আছে। একটা বড়, শাটারওয়ালা দরজা, যেদিক দিয়ে গাড়ি ঢোকে। পাশে মানুষ ঢুকতে পারে এমন সাইজের আরেকটা ছোট সাধারণ দরজা। দুটোই এ মুহূর্তে বন্ধ।

ছোট দরজাটা খোলার চেষ্টা করলাম। বেশি বেগ পেতে হলো না। খুলে গেলো সহজেই। সাবধানে ভেতরে ঢুকলাম। কোনো জানালা নেই এখানে, আর আলো দরজা দিয়ে যতোটুকু ঢুকছে ঠিক ততোটুকুই।

'কেউ আছেন?' অন্ধকারের গায়ে একটা প্রশ্ন ছুঁড়লাম। এদিক-ওদিক দৃষ্টি ফেলছি, বোঝার চেষ্টা করছি কেউ আছে কিনা। কিন্তু আবছা আলোয় কয়েকটা অবয়ব ছাড়া আর কিছু দেখতে পেলাম না। অবয়বগুলো মানুষের নয়। একটা ভবত হুড তোলা গাড়ি, আরেকটা হচ্ছে যন্ত্রপাতি রাখার বড় ক্যাবিনেট।

এক সাইডে কিছু একটা চকচক করছে। কাঁচ বোধহয়। আলো পড়েছে। চারকোণা–মনে হলো দরজার গায়ে লাগানো কাঁচ। খুব সম্ভবত একটা অফিসরুমের দরজা।

আমি কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম। অন্ধকারের সাথে চোখ মানিয়ে নেয়া দরকার।

খসখস।

ছোট্ট একটা শব্দ।

শিট! ঝট করে ওভারকোটের ভেতর হাত ঢুকিয়ে ব্যাস্টিং রডটা চেপে ধরলাম। শব্দটা শুনে মনে হয়েছে মেঝেতে কাপড় ঘষা খাচ্ছে। এখন মনে হচ্ছে দ্বিতীয় একটা শব্দ যোগ হয়েছে আগেরটার সাথে। নিশ্বাসের শব্দ। কোত্থেকে আসছে শব্দটা? দ্রুত চোখ বুলালাম চারপাশে। না, এখনো কিছু দেখতে পাচ্ছি না। নিরেট অন্ধকার।

মনে হলো একটা নয়, সব দিক থেকেই শব্দটা আসছে। অস্থির লাগলো প্রথমে, তারপর নিজেকে খুব অসহায় মনে হলো। একবার ভাবলাম ঘুরে দৌড় লাগাবো কিনা।

ধুপধুপধুপধুপধুপ।

BanglaBook.org

পায়ের শব্দ।

'আমি পুলিশের লোক নই,' অন্ধকারের উদ্দেশ্যে বলে উঠলাম। 'আমার নাম হ্যারি ড্রেসডেন। আমি স্ট্রিট-উলভ্‌সদের সাথে কথা বলতে চাই। শুধু কথা, আর কিছু না।'

আমি মুখ বন্ধ করার সাথে সাথে পুরো ঘরটা নিস্তব্ধ হয়ে গেলো। এমনকি নিঃশ্বাসের শব্দও শুনতে পাচ্ছি না আর।

মুহূর্তগুলো যেন শিরিষ কাগজ হয়ে ঘষা খাচ্ছে আমার হাতের তালুতে। শরীরের প্রতিটা পেশি টানটান হয়ে গেছে। দৃষ্টি বারবার অন্ধকার ভেদ করার চেষ্টা করে বিফল হচ্ছে।

'জ্যাকেটের ভেতর থেকে হাত বের করে আনো,' একটা কণ্ঠ ভেসে এলো। পুরুষ। 'আর হাতজোড়া এমন জায়গায় রাখো যেন আমি দেখতে পাই। আমরা তোমাকে খুব ভালো করে চিনি, জাদুকর। এটাও জানি যে তুমি পুলিশের হয়ে কাজ করো।'

'তাহলে কথাটা তোমাদের কানে যায়নি?' আমি সাথে সাথে জবাব দিলাম। 'আমি তো এখন জনি মার্কোনের সাথেও কাজ করি।'

অন্ধকারের গভীর থেকে একটা বিশ্রি শব্দ ভেসে এলো। অনেকটা নাক টানার শব্দ আর অবিশ্বাসের হাসির মাঝামাঝি। 'বালের আলাপ শুনিও না আমাদের। ওই গুজব মার্কোন ছড়িয়েছে। তোমার আসল কাহিনী আমরা জানি, জাদুকর।'

একবার ঢোক গিললাম। কারা এরা? এতোকিছু জানে কিভাবে? 'আমিও তোমাদের ব্যাপারে কয়েকটা জিনিস জানতে পেরেছি,' বললাম। গলা স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করেছি। 'যেসব জেনেছি সেগুলো তেমন ভালো খবর নয়। কয়েকটা তো বেশ খারাপ।'

কর্কশ একটা হাসির শব্দ ভেসে এলো। 'তোমার কি মনে হয়, ওরা তোমার ব্যাপারে কী বলে বেড়ায়? তোমার হাত এমন জায়গায় রাখো যেন আমি দেখতে পারি।' আবার নির্দেশ এলো। 'এক্ষুণি।' কট-ক্লিক করে একটা শব্দ শুনলাম। আমি চিনি এই শব্দটা। শটগানে গুলি লোড হচ্ছে।

আমি আস্তে করে ব্ল্যাস্টিং রডটা ছেড়ে দিয়ে হাতজোড়া উপরে তুলে ধরলাম। এরমধ্যে প্রতিরক্ষা বন্ধনিটাকে চালু করে দিয়েছি। আমার শরীরকে ঘিরে ধরেছে অদৃশ্য জাদুশক্তির বর্ম।

'ঠিক আছে,' আমি বললাম। 'তুমিও এমন জায়গায় এসে দাঁড়াও যেখান থেকে আমি তোমাকে দেখতে পাবো।'

BanglaBook.org

'হুকুম দিচ্ছো আমাকে?' কর্কশ গলাটা বলে উঠলো, 'এখানে শুধু আমার হুকুম চলবে। তোমার না।'

আমি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললাম। 'আমি শুধু তোমার সাথে কথা বলতে চাই।'

'কী ব্যাপারে?'

কী বলবো বুঝে উঠতে পারলাম না। মিথ্যা আমার তেমন আসে না। সিদ্ধান্ত নিলাম সত্যই বলবো। 'গতমাসে বেশ কয়েকটা খুন হয়েছে। গত রাতেও হয়েছে।'

অন্ধকার থেকে এবার কোনো উত্তর ভেসে এলো না। এক মুহূর্ত চুপ থেকে তারপর আমিই আবার বললাম: 'যেখানে খুন হয়েছে তার আশেপাশে কিছু নকল নেকড়ের পায়ের ছাপ পাওয়া গেছে। আর ভিকটিমকে মারা হয়েছে নেকড়ের দাঁত আর থাবা দিয়ে বানানো কোনো অস্ত্র দিয়ে। এ ব্যাপারে তুমি কিছু জানো?'

একটা চাপা ফিসফিসানি শুরু হলো অন্ধকারের ভেতর। এক ডজন বা তারও বেশি গলা যেন একে-অপরের সাথে নিচু স্বরে কথা বলছে।

আমার তলপেটে হঠাৎ একটা শূন্য অনুভূতি হতে লাগলো। এরাই যদি খুনি হয় তাহলে আমার কপালে খারাবি আছে। আর এরা যদি মায়ানেকড়ে হয় তাহলে আমার এই প্রতিরক্ষা বন্ধনি দিয়েও কোন কাজ হবে না। ঘুরে দৌড় দেবার প্রবল ইচ্ছাটা আবার চাগাড় দিলো মনের ভেতর।

'মেরে ফেলো ওকে।' আমার বাঁ দিক থেকে আদেশ এলো। নারীকণ্ঠ।

সাথে সাথে অনেকগুলো গলা ফিসফিসিয়ে উঠলো অন্ধকারে: 'মেরে ফেলো...মেরে ফেলো..মেরে ফেলো...'

আমার চোখে অন্ধকারটা সয়ে এসেছে। আস্তে আস্তে বুঝতে পারলাম অনেকগুলো আলোর ফুটকি স্থির হয়ে আছে অন্ধকারে।

চোখ।

চোখগুলো জ্বলজ্বল করছে, রাতের আঁধারে যেভাবে কুকুরের চোখ জ্বলে। একটু পরে আমার কাছে দৃশ্যটা আরো পরিস্কার হলো। মেঝের দিকে দৃষ্টি ফেললাম। বেশ কয়েকটা কম্বল আর বালিশ পড়ে আছে। এরা বোধহয় এখানেই থাকে। চোখের সাথে যে চেহারাগুলো আছে সেগুলোকে দেখার চেষ্টা করলাম। না, বোঝা যাচ্ছে না এখনো।

যে মেয়েটা আমাকে মেরে ফেলার কথা বলেছিলো সে আবার বলে উঠলো, প্রায় স্লোগান দেয়ার স্বরে: 'মেরে ফেলো! মেরে ফেলো!'

BanglaBook.org

বাকিরা ওর কথার প্রতিধ্বনি তুললো আবার। একসাথে যেন মন্ত্র পড়ছে ওরা: 'মেরে ফেলো...মেরে ফেলো..মেরে ফেলো...'

হঠাৎ আমার মনে হলো ঘরের বাতাস ভারি হয়ে গেছে। কোনো একটা শক্তি মিশেছে বাতাসের সাথে। ভয়াবহ, প্রচণ্ড কোনো শক্তি। আমার ঘাড়ের সব লোম দাঁড়িয়ে গেলো সরসর করে।

চোখ পিটপিট করলাম কয়েকবার। তারপর বুঝতে পারলাম আমার একটু সামনে, হয়তো পনেরো ফিট দূরে একজন মানুষ দাঁড়িয়ে আছে। তার হাতে একটা শটগান।

'থামো সবাই!' ধমকে উঠলো লোকটা। 'এটা মাথা গরম করার সময় না, যেকোনো সময় পুলিশ আসতে পারে।'

কথা শেষ করার সাথে সাথে লোকটা ঝট করে মাথা ফেরালো পেছনদিকে। কেন, সেটা বুঝলাম না। বোঝার জন্য অপেক্ষাও করলাম না। সাঁই করে ঘুরলাম, তারপর সোজা ছুট দিলাম দরজা বরাবর।

বজ্রপাতের মতো একটা শব্দ হলো, কেঁপে উঠলো জানালার কাঁচ। শটগান। হলুদ আলো ঝলসে উঠলো সারা ঘরে। সাথে সাথে আমি মাথা ঝুঁকিয়ে ফেললাম। চোখের কোণা দিয়ে দেখতে পেলাম এক ডজনেরও বেশি নগ্ন বা অর্ধনগ্ন ছেলেমেয়ে আমার দিকে ধেয়ে আসছে। ওদের চলাফেরার ভঙ্গি অস্বস্তিকর রকমের ছন্দময়। যেন ওদের শরীরগুলো আলাদা হলেও প্রতিটা চিন্তা এক।

পিঠে একটা প্রচণ্ড ধাক্কা অনুভব করলাম, হাতুড়ির বাড়ির মতো। আমার মুখ খুলে গেলো নিজ থেকেই, হুশ করে দম বেরিয়ে এলো। ছিটকে গিয়ে দেয়ালে পড়লাম। এক কাঁধ ঠুকে গেলো শক্ত করে।

এক মুহূর্ত লাগলো আমার নিজেকে সামলে নিতে। প্রতিরক্ষা বন্ধনিটা না থাকলে দু'টুকরো হয়ে যেতাম এখনই। শটগানের গুলি আমার পিঠে লেগেছে। জাদুবর্ম ভেদ করতে পারেনি, কিন্তু গুলির ধাক্কায় ছিটকে পড়েছি আমি।

নিজেকে টেনে তুললাম। হাঁপাতে হাঁপাতে তাকালাম দরজার দিকে। বের হতে হবে।

দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে একজন। পুরুষ। বিশাল দুটো কাঁধ। আমি দাঁতে দাঁত চেপে ধরলাম, তারপর সোজা দৌড় দিলাম ছেলেটার দিকে।

BanglaBook.org

লোকটা একটু ঝুঁকলো, দুই হাত তুলে প্রস্তুত হলো। ভেবেছে আমি ওকে ধাক্কা মেরে সরানোর চেষ্টা করবো।

আমি ধাক্কা দেয়ার চেষ্টাও করলাম না। আমার ডান হাত মুষ্ঠিবদ্ধ হলো, তারপর বিদ্যুৎগতিতে ছুটে গেলো ওর নাকে দিকে। আমার শরীরে তেমন একটা শক্তি নেই। কিন্তু জাদুবর্মটা এখন আমার পুরো শরীর ঘিরে আছে, ঘিরে আছে হাতটাকেও। সেই বর্মের সম্পূর্ণ শক্তি আছড়ে পড়লো ছেলেটার নাকে।

গুলি খেয়ে আমি যেভাবে ছিটকে পড়েছিলাম, ছেলেটা ঘুসি খেয়ে সেভাবেই ছিটকে পড়লো। আমি এক সেকেন্ডের জন্যেও দাঁড়ালাম না। এক ছুটে বেরিয়ে এলাম গ্যারেজ থেকে।

ভেতরের তুলনায় বাইরের আলো ভীষণ তীব্র। চোখদুটো যেন ঝলসে গেলো। না থেমেই কয়েকবার চোখ পিটপিট করলাম, দ্রুত তাকালাম আশেপাশে।

ওই যে! আমার নীল বিটলটা দেখা যাচ্ছে। সোজা দৌড় দিলাম সেদিকে।

'থামো! থামো!' পেছন থেকে একজন চেঁচিয়ে উঠলো। সেই শটগানওয়ালা লোকটার গলা। আমি ছুটতে ছুটতেই পিছে তাকালাম।

লোকটাকে বেশ বয়স্কই বলা যায়, চুলে পাক ধরেছে। আমার দিকে পেছন ফিরে আছে, বাকিদের বাইরে বের হতে দিচ্ছে না। 'থামো, থামো,'-টা সে আমাকে বলেনি, বলেছে ভেতরের ছেলেমেয়েগুলোকে।

আমি একলাফে গাড়িতে উঠে বসলাম। মোচড় দিলাম চাবিতে।

গাড়িটা কেঁপে উঠলো একবার। এঞ্জিনটা দুইবার কাঁপলো। তারপর স্থির হয়ে গেলো।

না। না!

আমার হাত কাঁপছে। সেটা উপেক্ষা করে আবার মোচড় দিলাম চাবিতে। চোখের কোণা দিয়ে দেখছি গ্যারেজের দরজাটা। শটগানওয়ালা এখনো বাকিদেরকে ঠেকাতে ব্যস্ত। সবাই বের হওয়ার জন্য চেঁচাচ্ছে, ধস্তাধস্তি করছে।

'পার্কার!' চেঁচিয়ে উঠলো লোকটা। আরেকটা কণ্ঠস্বর হিসিয়ে উঠলো: 'বের হতে দাও আমাকে।' দরজার এক ফাঁক দিয়ে ছুটে বের হলো একজন। খুব সম্ভবত এ-ই পার্কার।

BanglaBook.org

সে সোজা ধেয়ে এলো আমার দিকে। আমি ওর চোখের দিকে দৃষ্টি পড়লো আমার। তীব্র হিংস্রতা জ্বলজ্বল করছে। ওর আত্মার একটা টুকরো অনুভব করলাম নিজের মাথার ভেতর। ছেলেটার ভেতর যেন রক্তলালসার আগুন জ্বলছে। খুন, খুন, খুন! আমার খুন করতে হবে! শিকার চাই, শিকার চাই! কেউ ঠেকাতে পারবে না আমাকে, কেউ হারাতে পারবে না!

ঝট করে চোখ সরিয়ে নিলাম। পার্কারের চিন্তাগুলো আমার মাথায় প্রতিধ্বনি তুলছে এখনো। বেশ কয়েকটা জিনিস জানতে পেরেছি পার্কারের থেকে।

আমাকে খুন না করে ও থামবে না। নিজের ওপর ওর কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। অন্ধ আক্রোশে প্রায় উন্মাদ হয়ে আছে। সম্ভবত এ-ই স্ট্রিট উলভসের দলনেতা।

আর গত মাসের খুনগুলোর ব্যাপারে ওর কোনো ধারণাই নেই।

আমি যেমন পার্কারের ভেতরে দেখেছি, ও-ও আমার ভেতরে দেখেছে। কী দেখেছে জানি না।

সেটা ভেবে সময় নষ্ট করলাম না। আরেকবার চাবি ঘুরালাম। প্লিজ, প্লিজ স্টার্ট নাও!

ঘড়ঘড় শব্দ তুলে এঞ্জিনটা চালু হলো।

আমি একটানে গাড়িটাকে মেইন রোডে তুললাম, তারপর হাওয়া হয়ে গেলাম গ্যারেজের সামনে থেকে।

আমার শরীর কাঁপছে এখনো। ওই চিৎকারগুলো কানে বাজছে: 'মেরে ফেলো...মেরে ফেলো..মেরে ফেলো...'

গ্যারেজের ভেতর কোনো মানুষ ছিলো না। দেখতে হয়তো মানুষের মতো, কিন্তু মানুষ ওরা নয়। মানুষ এমন হয় না।

মনে মনে কষে একটা গালি দিলাম নিজেকে। একা একা, আগেপিছে কোনোকিছু চিন্তা না করে ঢুকে গেছি গ্যারেজের ভেতর। বেঁচে গেছি নেহায়েত কপালের জোরে। ওই গুলিটা আমাকে ছিন্নভিন্ন করে দিতো আরেকটু হলেই। কথাটা মনে পড়াতে গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠলো আমার। হাতের আঙুলের দিকে তাকালাম। তিরতির করে কাঁপছে।

গাড়িটা সাইড করলাম রাস্তার পাশে। ধাতস্থ হওয়া দরকার। একটা জানালার কাঁচ নামিয়ে দিলাম। চোখ বন্ধ করে দম ফেললাম একটা। 'হ্যারি, তুমি এমন গাধা কেন? একটা আস্ত গাধা হতে খারাপ লাগে না তোমার?' নিজেকে বললাম জোরে জোরে।

BanglaBook.org

চোখ মেললাম আবার। দেখি বাইরে রাস্তায় এক বুড়ি অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। চুপচাপ জানালার কাঁচ তুলে দিলাম আবার।

কিছুক্ষণ পর একটু ধাতস্থ হলাম। আঙুলগুলো স্থির হয়ে এলো। ভ্রু কুঁচকে চিন্তা শুরু করলাম। সবগুলো ঘটনা সাজাতে লাগলাম মাথার ভেতর।

পার্কার বা স্ট্রিট-উলভ্স ওই খুনগুলো করেনি। অবশ্য তার মানে এই না যে ওরা বিপজ্জনক নয়। পার্কারের চিন্তা পড়ে একটা জিনিস মনে হয়েছে আমার। এরা খুব সম্ভবত লাইক্যানথ্রোপস। বব লাইক্যানথ্রোপদের যে বর্ণনা দিয়েছিলো সেটার সাথে মিলে যায়। ওদের দেহটা মানুষের কিন্তু ভেতরটা নেকড়ের।

স্ট্রিট উলভস দল বেঁধে থাকে, ঠিক আসল নেকড়েদের মতো। পার্কার ওদের নেতা। আর আমি খুব বুদ্ধিমানের মতো ওদের সরাসরি বলেছি যে ওরা খুনের কেসে সন্দেহভাজন। ভালো। খুব ভালো।

পার্কার আমাকে ছাড়বে না। হয় নিজেই আসবে আমাকে শেষ করতে, নাহলে কাউকে পাঠাবে। লোবো খুনির পাশাপাশি একটা নতুন বিপদ যোগ হলো। আর লোবো খুনির ব্যাপারে নতুন কোনো ক্লু-ও পেলাম না ওই গ্যারেজে গিয়ে।

কয়েকদিনের জন্য কি আমার শহর ছেড়ে দেয়া উচিত?

প্রশ্নটা মাথায় উলটেপালটে দেখলাম কয়েকবার।

নাহ্! আমি পিছু হটবো না। ঝামেলাটা যেহেতু আমি পাকিয়েছি, বের হওয়ার ব্যবস্থাটাও আমারই করতে হবে। এখানেই থাকবো। মারফিকে সাহায্য করবো খুনিটাকে ধরতে।

আর এ সবকিছু করতে হবে আগামি পূর্ণিমার আগেই। পার্কার হয়তো এর মধ্যেই হামলা চালাবে আমার ওপর। চালাক। তারপর দেখবে জাদুকরদের সাথে লাগতে এলে কী হয়।

গাড়ির স্টিয়ারিং হুইলে আমার আঙুলগুলো শক্ত হয়ে চেপে বসলো। পার্কার কোনো বাড়াবাড়ি করলে আমিই ওকে মেরে ফেলবো। সেই ক্ষমতা আমার আছে। অনুমতিও আছে। জাদুর প্রথম নিয়ম হচ্ছে 'জাদু ব্যবহার করে কোনো মানুষের অনিষ্ট করা যাবে না।'

কিন্তু পার্কার তো এখন আর মানুষ নেই।

তবে একটা ব্যাপার আছে। জাদু জিনিসটা আসে আত্মার ভেতর

BanglaBook.org

থেকে, আমাদের গভীর থেকে। কোনো উদ্দেশ্যে যদি আমরা পুরোপুরি বিশ্বাস না করি তাহলে জাদু কাজ করবে না। আর পার্কারকে খুন করতেই হবে, এই বিশ্বাসটা আমার আপাতত নেই।

অফিসের কাছে চলে এসেছি। বিল্ডিংটার নিচে এসে গাড়ি পার্ক করলাম। আমি কাউকে খুন করতে চাই না, কিন্তু পার্কার আর ওর গ্যাং হয়তো আমাকে আর কোনো উপায় দেবে না। জান বাঁচানো হচ্ছে প্রথম কর্তব্য।

এসব চিন্তাভাবনা বাদ দিয়ে দিলাম। কিছুক্ষণ রেস্ট নেয়া দরকার। অফিসে ঢুকে কিছু সময় চুপচাপ বসে থাকবো। মারফি ফোন করতে পারে যে কোনো সময়, ওকে সাহায্য করার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। আর পার্কারের ব্যাপারেও চোখ কান খোলা রাখতে হবে।

অফিসের দরজা খোলার সাথে সাথে আমি জমে গেলাম নিজের জায়গায়।

জনি মার্কোন আমার চেয়ারে বসে আছে।

ওর পাশে দাঁড়িয়ে ওর বডিগার্ড, মি. হেনড্রিকস। মার্কোনের পরনে একটা নীল রঙের স্যুট। আমাকে দেখে চওড়া করে হাসলো, কিন্তু হাসিটা ওর চোখ পর্যন্ত পৌঁছালো না।

'আহ্, মি. ড্রেসডেন।' মার্কোন বললো আস্তে করে। 'আপনার সাথে কিছু কথা ছিলো।'

BanglaBook.org

অধ্যায় ১০

মার্কোনের চোখের রঙ সবুজ। চকচকে সবুজ নয়, পুরনো ডলারের নোটের মতো সবুজ। ওর গায়ের রঙে সামান্য তামাটে ভাব আছে। ওর পরনের স্যুটটা দেখে মনে হচ্ছে সেটার দাম কমপক্ষে এক হাজার ডলার হবে। মুখের আর চোখের কোণায় চামড়ার ভাঁজ দেখলে মনে হয় সবসময়ই হাসছে। তবে ওর মুখে সত্যিকারের হাসি ফোটে খুব কম।

আমার চেয়ারে বসে আছে মার্কোন, আমার নিজের চেয়ারে!

মি. হেনড্রিকসের মুখ থমথমে। শরীর মূর্তির মতো অচল। শুনেছি যে ওর মতো ভালো বন্দুকবাজ শিকাগো শহরে আর একজনও নেই। লোকটার ঘাড় আমার কোমড়ের চেয়েও মোটা হবে। লাল চুলগুলো এলোমেলো করে কাটা, শহরে চুলের এই স্টাইলটা নতুন এসেছে। এক দেখাতে কোনো অস্ত্র চোখে পড়লো না। কিন্তু আমি জানি ওর কাছে একটা পিস্তল অন্তত আছে

আমি মার্কোনের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছি। তবে ওর সাথে দৃষ্টি মেলাবার চেষ্টা করলাম না। আগে একবার করেছিলাম। আমি ওর চিন্তা যতটুকু পড়েছি তার চেয়ে অনেক বেশি ও আমার চিন্তা পড়েছে।

'আমার অফিস থেকে বের হও।' বলার সময় আমার কণ্ঠ কাঁপলো না।

'মি. ড্রেসডেন,' মার্কোন তার পিতৃসুলভ কণ্ঠে শুরু করলো। 'নিজের বিজনেস পার্টনারের সাথে কেউ এভাবে কথা বলে?'

আমার চেহারা বিকৃত হয়ে গেলো। 'আমি তোমার পার্টনার-ফার্টনার কিছু নই। তুমি একটা ক্রিমিনাল। একসময় পুলিশ তোমাকে ধরবে। তোমার সাথে কাজ বা দেখা কোনোটাই করার ইচ্ছে নেই আমার। বের হও।'

'পুলিশ?' মার্কোনের কণ্ঠে প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ ফুটে উঠলো। 'ওদের দৌড় কতোদূর সেটা জানা আছে আমার।'

বহু পুলিশ অফিসার যে মার্কোনের পকেটে, সেটা কোনো গোপন খবর নয়। ওর বড়াইটার কোনো জবাব দিতে পারলাম না।

মার্কোনের মুখে হাসি ফিরে এসেছে।

BanglaBook.org

আমি ওভারকোট খুলে দরজার পাশের টেবিলটায় রেখে দিলাম। তারপর কোটের ভেতর থেকে বের করে আনলাম আমার ব্ল্যাস্টিং রড। আলতো করে সেটা টেবিলের ওপর রাখলাম। আড়চোখে দেখতে পেলাম রডটা বের করার সাথে সাথে হেনড্রিকসের শরীর টানটান হয়ে গেছে।

মুখ তুলে তাকালাম। 'তুমি যাওনি এখনো?'

মার্কোন ওর হাতজোড়া ভাঁজ করে বুকের ওপর রাখলো। 'আপনার জন্য আমি একটা প্রস্তাব নিয়ে এসেছি, মি. ড্রেসডেন।'

'না।' জবাব দিয়ে দিলাম।

মার্কোন মুচকি হাসলো। 'শুনে নিন আগে।'

আমিও ওর মুখের দিকে তাকিয়ে হাসলাম। 'না, দরকার নেই। বের হয়ে যাও।'

এবারে মার্কোনের চোখমুখ থেকে সহজ, পিতৃসুলভ ভাবটা উবে গেলো। 'আপনার ছেলেমানুষি বা বেয়াদবির সহ্য করার সময় আমার নেই, মি. ড্রেসডেন। বেশ কয়েকজন খুন হয়েছে। সেই কেসে আপনি কাজ করছেন। এ ব্যাপারে আমার কাছে কিছু তথ্য আছে। আমি আপনাকে সেগুলো দেবো, তবে বদলে আমিও কিছু আশা করি।'

এবার আমি থমকে গেলাম। মার্কোনের কাছে কেসের ব্যাপারে তথ্য আছে? অস্বাভাবিক নয়, এই শহরের প্রায় সব অপরাধের খবরই নাকি ওর কানে যায়।

দীর্ঘ একটা মিনিট তাকিয়ে রইলাম ওর দিকে। সত্য বলছে, না মিথ্যা? তারপর বললাম: 'ঠিক আছে। কী চাও তুমি, শুনি?'

মার্কোন হাত বাড়াতেই হেনড্রিকস একটা ফাইল বের করে ওর হাতে ধরিয়ে দিলো। মার্কোন সেটা আমার ডেস্কের ওপর রাখলো, তারপর খুললো ফাইলটা। 'এটা একটা চুক্তি, মি. ড্রেসডেন। আমার ব্যবসার কনসালট্যান্ট হিসেবে আপনাকে হায়ার করতে চাই, সে চুক্তি। আপনি মাসে যে কোনো সময় শুধু পাঁচটা ঘণ্টা দেবেন আমাকে। বেতন দেয়া হবে সাথে সাথে। এ মাসেরটা চাইলে এখনই নিয়ে নিতে পারেন।'

আমি হেঁটে টেবিলের কাছে এলাম। এক চোখ রেখেছি হেনড্রিকসের ওপর। এখনো শরীর শক্ত করে রেখেছে লোকটা। দেখতে ঝাঁপ দিতে প্রস্তুত পশুর মতো লাগছে। ওকে পাত্তা না দেয়ার ভান করে চুক্তির কাগজের

BanglaBook.org

দিকে দৃষ্টি ফেললাম।

আইনী বিষয় নিয়ে আমার খুব বেশি ধারণা নেই, তবে এই ধরনের চুক্তি আমি আগে বেশ কয়েকবার করেছি। আমি আমার ইচ্ছেমতো বেতন চাইতে পারবো। এটাও লেখা আছে যে মার্কোন আমাকে দিয়ে কোনো বেআইনী কাজ করাবে না। এক দিক দিয়ে দেখলে, আমি যদি এই চুক্তিতে সাইন করি আমার জীবন অনেক সহজ হয়ে যাবে।

আমার আর দিন আনি দিন খাই অবস্থা থাকবে না। ইচ্ছেমতো রিসার্চ করতে পারবো, মাস শেষে বাড়িভাড়া নিয়েও চিন্তা করতে হবে না।

'তোমার কী মনে, আমি আসলে কতোটা বোকা?' চুক্তির কাগজটা আবার ফাইলে রাখতে রাখতে বললাম।

মার্কোনের ভ্রু কুঁচকে উঠলো। 'বেশি সময় চেয়ে ফেলেছি? তাহলে সপ্তাহে এক ঘণ্টা? কিংবা মাসে এক ঘণ্টা?'

'সমস্যাটা সময় নয়।'

'তাহলে?'

'সমস্যা হচ্ছে তোমার পেশা। তুমি ড্রাগসের চোরাচালান করো। আমাকে যে টাকা দেবে, সেটাও হবে ড্রাগসের টাকা। আমি সেটা চাই না।'

'ভালো করে ভেবে দেখুন, মি. ড্রেসডেন। আমি কিন্তু দ্বিতীয়বার আপনাকে এই অফার দেবো না।'

'তারচেয়ে আমি তোমাকে একটা প্রস্তাব দিই, জন,' বললাম। 'তুমি এই কেসের ব্যাপারে যা জানো আমাকে বলো, আমি খুনিকে ধরার ব্যবস্থা করবো। কেউ তোমার পিছে লাগতে আসবে না।'

'আপনার কেন মনে হলো আমার পিছে কেউ লাগবে সেটা নিয়ে আমি চিন্তিত, মি. ড্রেসডেন?' মার্কোনের গলা কঠিন।

আমি কাঁধ ঝাঁকালাম। 'তোমার বিজনেস পার্টনার আর ওর পোষা বডিগার্ড মারা গেছে গতমাসে। গত রাতে মরলো স্পাইক, সেও ছিলো তোমার দলের লোক। আর এখন তুমি চাচ্ছো খুনিকে আমি ধরি। আমাকে হায়ার করতে চাচ্ছো।' ডেস্কের ওপর দু'হাত রেখে ঝুঁকে পড়লাম আমি। 'এসব দেখে তো মনে হচ্ছে তুমি ভালোই চিন্তিত।'

মার্কোনের চেহারা ভাবলেশহীন। শুধু দুই ভ্রুতে সামান্য কুঞ্চন দেখা দিয়েছে। পরের যে কথাটা ও বললো, তাতে পরিস্কার বুঝলাম মিথ্যা

BanglaBook.org

বলছে। 'না, আমি চিন্তিত নই, মি. ড্রেসডেন। কিন্তু কিছু বিষয়ে আমার সহ্যক্ষমতা কমে এসেছে।'

'তাই নাকি?'

মার্কোন ডেস্কের ওপর দু' হাত রেখে উঠে দাঁড়ালো। আমিও সোজা হলাম সাথে সাথে।

'আমি একটা জিনিসই চাই, মি. ড্রেসডেন।' মার্কোনের কণ্ঠ বরফশীতল হয়ে গেছে। 'ব্যবসা। আমি রক্তারক্তি পছন্দ করি না। কিন্তু দরকার পড়লে হাত নোংরা করতে আমার কোনো সমস্যা নেই। আপনি কি চান রাস্তায় রাস্তায় দাঙ্গা শুরু হোক? শহরের প্রতিটা গ্যাংয়ের মধ্যে যুদ্ধ লাগুক? তাহলে শুরু করে দিই আমি।'

'তোমার ভদ্র মুখোশটা সরেছে অন্তত।' আমার সুর ঠিক ওর বিপরীত, রাগে গনগন করছে। 'জানোয়ারদের ব্যবহার জানোয়ারের মতোই হওয়া উচিত। যেসব আলগা ভদ্রতা করো সেগুলো তোমাকে মানায় না।'

মার্কোনের মুখ কাগজের মতো সাদা হয়ে গেলো। জীবনে কেউ ওর সাথে এভাবে কথা বলেছে বলে মনে হয় না। অন্য কোনো সময় হলে আমিও পারতাম না, কিন্তু গত দু'দিনে আমার ভেতর অনেক ক্ষোভ জমেছে।

'কী আছে ওই রাতের অন্ধকারে, জন?' আমার মুখে হিংস্র একটা হাসি ফুটে উঠেছে। 'ভেবে নার্ভাস লাগছে তোমার? স্পাইকের অবস্থাটা দেখেছিলে তো? ওর লাশ দেখেছো? চেহারা বলে আর কিছু রাখেনি। খুবলে তুলে ফেলেছে চোখ। আমি দেখেছি। তোমারই যে একই অবস্থা হতে পারে সেটা ভেবে দেখেছো? নিশ্চয়ই ভেবেছো। নাহলে এখানে আসতে না।'

'আমাকে তুমি বলবেন না,' মার্কোন কাটা কাটা গলায় বললো। 'আপনার কপাল ভালো এখানে বাইরের কেউ নেই। থাকলে এতোক্ষণ কথা বলার সুযোগ পেতেন না। বেয়াদবী সহ্য করতে আমার কষ্ট হয়।'

'চলে যান তাহলে। এখানে থাকলে আরো অনেক বেয়াদবী গিলতে হবে।'

মার্কোন এক হাতে ওর টাইটা ঠিক করলো। 'আপনি পুলিশের সাথে আপনার তদন্ত চালিয়ে যাবেন, তাই না?'

'অবশ্যই।'

BanglaBook.org

মার্কোন ডেস্কের পেছন থেকে বেরিয়ে এলো। হাঁটতে শুরু করলো দরজার দিকে। হেনড্রিকসও গেলো ওর পিছু পিছু।

দরজা খোলার আগে ঘুরে দাঁড়ালো মার্কোন। 'ঠিক আছে। আপনার প্রস্তাবটাই মেনে নিলাম।' একটু থামলো ও। হার স্বীকার করতে কষ্ট হচ্ছে। 'হার্লে ম্যাকফিনের ব্যাপারে একটু খোঁজ নেবেন।' মার্কোন বললো। 'ওকে খুঁজে পেলে নর্থওয়েস্ট প্যাসেজ প্রজেক্ট সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবেন। কিছু পেলেও পেয়ে যেতে পারেন।' শেষ করে আবার ফিরলো দরজার দিকে।

'আমি কেন তোমাকে বিশ্বাস করতে যাবো?' প্রশ্ন করলাম।

মার্কোন আবার ঘুরে তাকালো। 'আপনি আমার চিন্তা পড়েছেন, মি. ড্রেসডেন। আমার আত্মা দেখেছেন। আমি কেমন মানুষ আপনার জানা আছে। আর আপনাকে সাহায্য করলে আমারই লাভ।' সেই হাসিটা ফিরে এলো ওর মুখে। 'তাছাড়া নতুন শত্রু বানানোটা আমি ভালো বুদ্ধি বলে মনে করি না।'

আমি ভ্রু কুঁচকালাম। 'আমিও সেটা চাই না। আপনি নিশ্চয়ই জানেন।'

আমি যে সম্বোধন পালটেছি সেটা ও খেয়াল করলো। একটু চুপ থেকে তারপর বললো: 'ভালো। খুশি হলাম জেনে।'

অফিস থেকে বেরিয়ে গেলো মার্কোন। গলায় চেইন বাঁধা কুকুরের মতো একবার হেনড্রিকস আমার দিকে তাকালো, তারপর বেরিয়ে গেলো বসের পিছু পিছু।

আমি একটা বিশাল দীর্ঘশ্বাস ফেললাম। ধপ করে বসলাম আমার চেয়ারে, দু'হাতে মুখ ঘষলাম। আবার মার্কোনের সাথে জড়ানোটা ভয়াবহ রকমের বাজে আইডিয়া।

ডেস্কেই বসে রইলাম কয়েক মিনিট। কী করছি আজকে আমি? আমার কি হঠাৎ আত্মহত্যার খায়েশ জেগেছে?

মার্কোন আমাকে মেরে ফেলতে পারতো। হেনড্রিকসকে বললেই আমার মাথায় একটা বুলেট ঢুকিয়ে দিতো। না, বুলেটও লাগতো না। দানবটা খালি হাতেই টুকরো টুকরো করতো আমাকে।

কিন্তু মার্কোন তা করেনি। ও কাঁচা কাজ করে না। আমাকে এখন মেরে ফেললে ওরই ক্ষতি হতো, আর এই জিনিসটা ও জানে।

ও যে কথাগুলো বলে গেলো সেগুলো নিয়ে ভাবলাম কিছুক্ষণ। ভালো

BanglaBook.org

বিপদে পড়েছে মার্কোন। কেউ টার্গেট করেছে ওকে। কিন্তু বিপদটা কী সেটা ও ভালো করে বুঝতে পারছে না। এজন্যই আমাকে ভাড়া করতে এসেছিলো। একজন জাদুকর হিসেবে আমার কাজই অজানাকে জানা, তার বিরুদ্ধে লড়াই করা। মার্কোন চাচ্ছিলো যেন আমি ওর হয়ে লড়াই করি।

ব্যক্তিগতভাবে আমি ওকে পছন্দ করি না, কিন্তু ও যা বলেছে ভুল নয়। মার্কোন আসলেই শুধু ব্যবসা করতে চায়, মারামারি চায় না। ও আসার আগে শহরে প্রচুর গোলাগুলি হতো, এখন অনেকখানি কমেছে।

কিন্তু তাই বলে এমন না যে এসব ও ভয় পায়। ওর ভেতরটা লোহার মতো শক্ত, বাঘের মতো সাহসি। আর এ জিনিসটাই আমি ভয় পাই।

যাই হোক, আমার যে কাজ সেটা আমার করতেই হবে। খুনগুলো কে করেছে সেটা বের করবোই। তাতে মার্কোনের লাভ হোক, ক্ষতি হোক, আমার কিছু আসে-যায় না।

হার্লে ম্যাকফিন। নর্থওয়েস্ট প্যাসেজ।

BanglaBook.org

অধ্যায় ১১

জাদুচক্রে আটকে পড়া ডিমনটা গলা ফাটিয়ে চিৎকার করলো কিছুক্ষন।

এলোপাথাড়ি হাত-পা চালাচ্ছে সে, চক্রের অদৃশ্য দেয়াল ভেদ করে পালাবার চেষ্টা করছে। কোনো লাভ হলো না। আবার ছিটকে পেছনে পড়ে গেলো প্রতিবার। চক্রটা ওর মতো ডিমন আটকানোর জন্যই বিশেষ করে এঁকেছি। আমার তথ্য দরকার।

'হয়েছে তোমার লাফালাফি, চ্যান্সি?' আমি ডিমনটাকে জিজ্ঞেস করলাম।

সে আরো কয়েকবার চেষ্টা করলো, তারপর হাল ছেড়ে দিলো শেষমেষ। আমার দিকে তাকালো, তারপর বললো: 'না, আসলেই অনেক হয়েছে।' ওর উচ্চারণে খাঁটি ব্রিটিশ টান।

একটা ফিতে লাগানো চশমা বের করে নিজের নাকের ডগায় রাখলো ও। ডিমনটাকে কিম্ভুত লাগছে চশমায়। 'কিছু জানতে চাচ্ছিলে তুমি?'

আমি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে তারপর ল্যাবরেটরির টেবিলের কোণায় বসে পড়লাম। ডিমনদের ফাঁদে ফেলা খুবই ঝুঁকিপূর্ণ কাজ। একে ডেকেছি বাধ্য হয়ে। পান থেকে চুন খসলেই সর্বনাশ হতে পারে।

ডিমনরা দুটো নিয়ম খুব মেনে চলে। একটা হলো: কোনো জাদুকর তাদের ডাকলে যেভাবেই হোক পালানোর চেষ্টা করবে। আর সেই জাদুকরের জীবনটাকে নরক বানানো চেষ্টা করবে।

ডিমনদের চেয়ে পরী বা মৃত আত্মাদের থেকে তথ্য সংগ্রহ করা অনেক সহজ, নিরাপদও। কিন্তু বব আশেপাশের প্রায় সব আত্মাদের সাথেই কথা বলেছে, কিছু পায়নি। ওদের কাছে সবসময় সব তথ্য থাকে না। ববের দোষ নেই।

উপায় না দেখে ডিমন ডাকতেই হলো।

'হার্লে ম্যাকফিন নামে এক লোকের ব্যাপারে আমার কয়েকটা জিনিস জানা দরকার।' ডিমনটাকে বললাম। 'লোকটা নর্থওয়েস্ট প্যাসেজ প্রজেক্ট নিয়ে কাজ করছে। সেটার ব্যাপারেও তথ্য লাগবে।'

চ্যান্সি বিষন্ন ভঙ্গিতে মাথা নাড়লো। ঝনঝন শব্দ করে উঠলো ওর শিংদুটো। 'আচ্ছা, এই ব্যাপার। ঠিক আছে, দিলাম তথ্য। কিন্তু বদলে আমি কী পাবো?'

BanglaBook.org

'আমার আত্মার দিকে নজর দিচ্ছো নাকি? ভুলে যাও। কোনোদিন পাবে না।' আমি মুখ বাঁকালাম। 'এতোটাও দরকার নেই আমার তোমাকে। আর কয়েকদিন খোঁজ নিলে এমনিই জানতে পারবো সবকিছু।'

চ্যান্সি পাখির মতো ঘাড় বাঁকিয়ে আমার দিকে তাকাল। 'তাই? আমার তো মনে হচ্ছে না। ব্যাপারটা এতো সহজ হলে আমাকে ডাকতে না, ড্রেসডেন। হোয়াইট কাউন্সিলের কানে যদি এই খবর যায়–'

'আমার কিচ্ছু হবে না,' মাঝপথে থামিয়ে দিলাম ওকে। 'আমি হোয়াইট কাউন্সিলের কোন নিয়ম ভাঙছি না। নিয়মগুলো কী কী? তোমাকে ফাঁদে ফেলে তোমার থেকে আমি কিছু ছিনিয়ে নিতে পারবো না। সেটা তো নিচ্ছিও না। আর তোমাকে ছাড়ছিও না আমার পৃথিবীতে। হোয়াইট কাউন্সিলের এটাতে আপত্তি করার সুযোগ নেই।'

চ্যান্সি ভ্রু কুঁচকে চিন্তা করলো। 'ভালো যুক্তি।'

'ঠিক।'

এবার চ্যান্সি ওর চশমাটা নাকের আরেকটু ওপরে ঠেলে দিলো। 'কাউন্সিল কিন্তু তোমাকে বেশি পছন্দ করে না হ্যারি। তোমার যুক্তির খেলা ওরা খেলবে কিনা সন্দেহ আছে। আর এখন–'

'ডিমন ডেকেছি। জানি, জানি।' ওর হয়ে আমিই কথাটা শেষ করে দিলাম। 'ফালতু আলাপ বাদ দাও এখন।'

চ্যান্সি কাঁধ ঝাঁকালো। 'তোমার কাজ করে তো আমার কোনো লাভ হচ্ছে না।'

'কোনো আত্মা পাবে না, এটা ঠিক।' আমি বললাম। 'দামাদামি করে লাভ নেই। আর কিছু হলে বলো, না হলে তোমাকে আবার ফেরত পাঠাচ্ছি।'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে। এতো তাড়াহুড়োর কিছু নেই, ড্রেসডেন। তোমার যে তথ্য দরকার সেটা আমার কাছে আছে। আরো অনেক কিছুই জানি আমি, যেগুলো জানলে তোমার বিশাল উপকার হবে।' একটু থেমে মনে মনে হিসেব কষলো দানবটা। 'আচ্ছা...তোমার আত্মা তো দেবে না। তোমার আরেকটা নাম দাও আমাকে।'

আমি ভ্রুকুটি করলাম। নামের একটা আলাদা ক্ষমতা আছে। আমার দুটো নাম এর মধ্যেই জানে এই ডিমনটা: হ্যারি আর ড্রেসডেন। পুরোটা জানলে যে কোনো জাদুতে আমার নাম ব্যবহার করতে পারবে।

অবশ্য সেটাকে ঝুঁকি বেশি নয়। ডিমনদের না ডাকলে ওরা আমাদের

BanglaBook.org

পৃথিবীতে আসতে পারে না। ওদের ডাকতে পারে এমন মানুষ খুব কম। আর ওদের জগতে বসে ওরা যে জাদুই করুক, সেটা আমার ওপর প্রভাব ফেলবে না।

তবে...ওর কাছ থেকে আমার কোনো শত্রু, মানে মানুষ শত্রু যদি আমার পুরো নাম জেনে নেয় তাহলে বিপদ।

একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে অবশ্য। চ্যান্সি কখনো আমাকে মিথ্যা বলেনি। ও যখন বলেছে ওর কাছে এমন কিছু তথ্য আছে যেগুলো আমার দরকার, তার মানে আমার সত্যিই ওই তথ্যগুলো দরকার। এমনও হতে পারে যে কে খুনগুলো করেছে সেটা ও জানে।

একটা ঝুঁকি নেবার সিদ্ধান্ত নিলাম।

'ঠিক আছে,' বললাম আমি। 'বলো আমাকে, তুমি কী জানো। বদলে আমার নামের আরেকটা অংশ পাবে।'

চ্যান্সি একবার মাথা ঝাঁকালো। 'ঠিক আছে।'

'তাহলে ম্যাকফিন আর নর্থওয়েস্ট প্যাসেজ সম্পর্কে যা জানো বলে ফেলো জলদি।'

'হার্লে ম্যাকফিন একজন উকিল। কিন্তু কয়লার খনি আর রেললাইনের ব্যবসা করে ভাগ্য খুলে নিয়েছে নিজের। একটা দেশের সেরা দশ জন ধনীর একজন ও। দেশটার নাম হচ্ছে...' চ্যান্সি স্মৃতি হাতড়ালো, 'যুক্তরাষ্ট্র। এই দেশের পক্ষে ও যুদ্ধ করেছে, ভিয়েতনাম নামে আরেকটা দেশের বিরুদ্ধে। যুদ্ধের সময় ওর বয়স বেশি ছিলো না। যুদ্ধ থেকে ফেরার পর ব্যবসায় আগ্রহ দেখাতে শুরু করে। ওর প্রিয় রঙ লাল, জাঙ্গিয়ার সাইজ—'

'আচ্ছা, এতোকিছু দরকার নেই।' আমি বললাম। 'অতিরিক্ত খুঁটিনাটি লাগবে না, বড় বড় ঘটনাগুলো বলো।' আমি নোটবুক বের করে নোট নিতে শুরু করলাম।

'বেশ।' চ্যান্সি বললো। 'গত কয়েকবছর ধরে ও নর্থওয়েস্ট প্যাসেজ প্রজেক্ট নিয়ে কাজ করছে। প্রজেক্টটা মূলতঃ জমি কেনা নিয়ে। ম্যাকফিন যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ-পশ্চিমে রকি মাউন্টেন থেকে শুরু করে উত্তর-পশ্চিমে কানাডা পর্যন্ত সব জমি কিনতে চাচ্ছে। যাতে করে ওদিকের বন্য পশুরা নিরাপদ থাকতে পারে।'

'ও কি একটা...' শব্দটা মনে করার চেষ্টা করলাম, '...সাফারি পার্ক খুলছে?'

BanglaBook.org

'না। ও শুধু সেসব জমি কিনতে চাচ্ছে যেসব জমি এখনো সরকার দখল করে নেয়নি। তারপর ওই জমিগুলো ওর প্রজেক্টের জন্য ব্যবহার করবে বলে সরকারকে গ্যারান্টি দিয়েছে। অনেক রাজনীতিবিদ এর মধ্যেই টাকা খেয়েছে ওকে সাপোর্ট দেয়ার বদলে। কিছুদিনের মধ্যেই ও সব জমি কিনে নেয়ার অনুমতি পেয়ে যাবে সরকারের কাছ থেকে।'

'আসলে?' আমি বললাম, অবাক হয়েছি ভালোই। 'ওর কাজ তো হয়েই গেছে অর্ধেক। ওকে থামাতে চাচ্ছে কে?'

'অন্য শিল্পপতিরা। ওই জমিতে ওরা ফ্যাক্টরি বানাতে চায়, ম্যাকফিন কিনে নিলে সেটা হচ্ছে না।' চ্যান্সি বললো।

'দাঁড়াও, দাঁড়াও। হিসেব মিলছে। আন্দাজ করি একটু, হ্যা? ওই শিল্পপতিদের একজন ছিলো তৃতীয় জেমস হার্ডিং।' নোটবুকে লিখে নিলাম কথাটা।

'তুমি কিভাবে জানলে?' চ্যান্সি জিজ্ঞেস করলো।

'গতমাসে মায়ানেকড়ের আক্রমণে মারা গেছে লোকটা। ওর বডিগার্ডও মরেছে।'

চ্যান্সির চোখ জ্বলজ্বল করে উঠলো। 'তুমি বেশ চালাক একজন মানুষ, ড্রেসডেন। হ্যা, জেমস ডগলাস হার্ডিং ম্যাকফিনের প্রজেক্ট বন্ধ করাবার জন্য অস্থির হয়ে ছিলো। লোকটা তোমার শহরে এসেছিলো ম্যাকফিনের সাথে মুখোমুখি আলোচনা করার জন্য। তার আগেই সব শেষ।'

আমি চোখ বন্ধ করে চিন্তা করলাম। 'হার্ডিং ম্যাকফিনের সাথে দেখা করতে এসেছিলো। মধ্যস্থতা করছিলো বোধহয় মার্কোন। ওর নিরাপত্তার আশ্বাসে দু-জন দেখা করতে রাজি হয়েছিলো। কিন্তু হার্ডিং আর ওর বডিগার্ডকে মায়ানেকড়ে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে। সেক্ষেত্রে ধরে নেয়া যায়, ম্যাকফিনই সেই মায়ানেকড়ে?'

চ্যান্সি অদ্ভুত ভঙ্গিতে হাসলো। 'ম্যাকফিন অনেক পুরনো, অভিজাত পরিবারের সন্তান। ওদের আদিনিবাস আয়ারল্যান্ড নামে একটা দেশ। ওর পরিবারের ইতিহাস বেশ বিচিত্র।'

'কী ইতিহাস শুনি?'

'সেইন্ট প্যাট্রিককে তো চেনো? আয়ারল্যান্ডের বিখ্যাত সন্ত? সেইন্ট প্যাট্রিক একবার ম্যাকফিনদের এক পূর্বপুরুষকে অভিশাপ দিয়েছিলো যেন সে প্রতি পূর্ণিমাতে হিংস্র জন্তুতে পরিণত হয়।'

BanglaBook.org

'কী?!'

'হ্যা।' চ্যান্সির কণ্ঠ শুনে মনে হলো ও মজা পাচ্ছে। 'অভিশাপটার দুটো বৈশিষ্ট্য ছিলো। প্রথমটা হচ্ছে: বংশানুক্রমে এই অভিশাপ তাদের পরিবার বয়ে নিয়ে যাবে। অর্থাৎ বাবার পর ছেলের ওপরও একই অভিশাপ থাকবে। আর দ্বিতীয়টা হচ্ছে: কোনোদিন ওরা এই অভিশাপ থেকে মুক্তি পাবে না। পৃথিবীর শেষদিন পর্যন্ত ওদের বন্দি রাখবে সেইন্ট প্যাট্রিকের অভিশাপ।'

কথাটা নোট করে নিলাম। 'সেইন্ট প্যাট্রিকের মতো ভালো মানুষ এই ভয়ংকর শাপ দিয়েছে?'

চ্যান্সি জবাব দেবার আগে অদ্ভুত একটা শব্দ করলো। 'বিধি, ড্রেসডেন। বিধি।'

আমার মাথা কম্পিউটারের গতিতে চলছে। 'ঠিক আছে। ব্যাপারটা একটু একটু ধরতে পারছি। ম্যাকফিন খুব সম্ভবত একজন লুপ-গারো। সে একটা বড় জঙ্গুলে এলাকা কিনতে চাচ্ছে। যেখানে নিজের ইচ্ছেমতো শিকার করতে পারবে, চরে বেড়াতে পারবে। কিন্তু হার্ডিং ওই এলাকায় ফ্যাক্টরি তুলতে চাচ্ছিলো। তাই ম্যাকফিন ওকে পথ থেকে সরিয়ে দিয়েছে। তবে এই হার্ডিং বাদেও আরও অনেকগুলো খুন হয়েছে। ম্যাকফিনই কি করেছে খুনগুলো?'

চ্যান্সি যেন প্রশ্নটা ধরতে পারলো না। 'অনেক মানুষই তো খুন করে, তাই না?'

'আমি জানতে চেয়েছি মার্কোনের বডিগার্ডের খুনি ম্যাকফিন কিনা। গতমাসে যে খুনগুলো হয়েছে সেগুলোর পেছনেও কি ওর হাত ছিলো?'

'এতোকিছু জানতে চাইলে তো দাম একটু বেশি পড়বে, ড্রেসডেন।' চ্যান্সির কালো চোখদুটো ঝলসে উঠলো মোমবাতির আলোতে। 'তোমার আরেকটা নাম দাও, তাহলে–'

আমি গর্জে উঠলাম: 'প্রশ্নই আসে না। গতমাসের খুনগুলো কে করেছে সেটা তুমি জানো?'

'জানি,' চ্যান্সি বললো। 'খুন হলো সবচেয়ে বড় পাপ। আর পাপের হিসেব রাখাই তো ডিমনদের কাজ।'

আমি সামনে ঝুঁকে এলাম। 'কে করেছে?'

চ্যান্সি হেসে উঠলো। 'না, ড্রেসডেন। আমাদের কিন্তু চুক্তি ছিলো শুধু

BanglaBook.org

ম্যাকফিন আর নর্থওয়েস্ট প্যাসেজ প্রজেক্ট নিয়ে, কে খুন করেছে সেটা নিয়ে নয়। আর তুমি এটাও জানো আমি সরাসরি তোমার সব প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবো না। জাদুর নিয়মে নিষেধ আছে।'

আমি একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লাম। 'ঠিক আছে, চ্যান্সি। আর কী কী জানাতে পারবে আমাকে?'

'একটা জিনিসই জানাতে পারবো। হার্লে ম্যাকফিন আগামিকাল রাতে জন মার্কোনের সাথে দেখা করবার পরিকল্পনা করছে। ওদের আলোচনায় বসার কথা।'

'দাঁড়াও, দাঁড়াও!' উত্তেজনায় আমার কথা আটকে গেলো প্রায়, 'তার মানে মার্কোন এখন ওই প্রজেক্টের পথে সবচেয়ে বড় বাধা?'

'হ্যা।' চ্যান্সি বললো। 'হার্ডিং মারা যাবার পর হার্ডিংয়ের প্রায় পুরো ব্যবসাটাই মার্কোন নিজের হাতে তুলে নিয়েছে।'

'তাহলে তো...হার্ডিংকে মারার পেছনে মার্কোনেরও বেশ জোরালো মোটিভ আছে।'

চ্যান্সি ওর চশমাটা ঠিক করে নিল। 'হ্যা, যুক্তি তো তাই বলে।'

আমি পেন্সিল দিয়ে নোটবুকে একটা টোকা দিয়ে দেখে নিলাম কী কী লিখেছি। 'হুঁ, কিন্তু সমস্যা আছে। অন্যরা কেন খুন হলো সেটা বোঝা যাচ্ছে না। কে করেছে সেটাও বোঝা যাচ্ছে না। এক হতে পারে যে মার্কোন নিজে একদল মায়ানেকড়ে পোষে। আবার স্ট্রিট-উলভ্সের কাজও হতে পারে এই খুনগুলো।'

'আর কিছু দরকার তোমার?' চ্যান্সি জিজ্ঞেস করলো।

'ম্যাকফিন কোথায় থাকে?'

'আটশ' আটাশি নম্বর বাড়ি, র‍্যালস্টোন প্লেস।'

ঠিকানাটা নোট করে নিলাম। 'সেটা তো শিকাগোতেই। গোল্ড কোস্টের কাছে।'

'এ শহরের সব বড়লোকরা তো সেখানেই থাকে, তাই না?'

'হুঁ, তা থাকে।'

'ঠিক আছে ড্রেসডেন।' চ্যান্সি সোজা হয়ে দাঁড়ালো। 'যা যা জানানো দরকার সবই জানিয়েছি তোমাকে। এবার তোমার নামটা শুনি।' ছোট্ট চক্রটার ভেতর পায়চারি করতে শুরু করলো ও।

আমি মাথা ঝাঁকালাম। 'আমার নাম হ্যারি ব্ল্যাকস্টোন ড্রেসডেন।'

BanglaBook.org

নামটা বলার সময় খুব সাবধানে আমার নামের আরেকটা অংশ এড়িয়ে গিয়েছি। কপারফিল্ড।

'হ্যারি। ব্ল্যাকস্টোন। ড্রেসডেন।' চ্যান্সি একবার একবার করে তিনটা নামই উচ্চারণ করলো। 'হ্যারি এসেছে হ্যারি হুডিনি থেকে? আর ব্ল্যাকস্টোন তো একজন বিখ্যাত স্টেজ ম্যাজিশিয়ানের নাম?'

আমি মাথা ঝাঁকালাম। 'আমার বাবা ছিলো স্টেজ ম্যাজিশিয়ান। আমার নাম সে-ই দিয়েছিলো। আমার একটা সন্দেহ আছে যে মা তখন বেঁচে থাকলে বাবা একটা শক্ত চড় খেতো।' মুচকি হাসলাম।

'ঠিকই বলেছো,' চ্যান্সি একমত হলো। 'তোমার মা খুবই একগুঁয়ে ছিলেন, তোমার এই একগুঁয়ে স্বভাবটা তুমি তার কাছ থেকেই পেয়েছো। আমরা তার মৃত্যুতে যথেষ্ট দুঃখ পেয়েছি।'

আমার চেহারা এক মুহূর্তে ফ্যাকাশে হয়ে গেলো।

ডিমনটার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম কয়েক সেকেন্ড। 'তুমি..তুমি আমার মাকে চিনতে? তুমি মার্গারেট গেন্ডোলিন ড্রেসডেনকে চিনতে?'

চ্যান্সি মাথা ঝাঁকালো। খুব সামান্য বিষন্নতার ছোঁয়া সেই মাথার দুলুনিতে। 'আমাদের জগতের অনেকেই তাকে চিনতো, হ্যারি ব্ল্যাকস্টোন ড্রেসডেন। আমরা সবাই অপেক্ষা করছিলাম ওনার জন্য। কিন্তু আমাদের আঁধারের রাজকুমার শেষ পর্যন্ত তাকে পেলো না।'

'মানে? কী বলতে চাও?'

চ্যান্সির চোখে এবার লোভের ছায়া দেখতে পেলাম। 'তুমি তোমার মায়ের অতীত সম্পর্কে জানো না, হ্যারি ব্ল্যাকস্টোন ড্রেসডেন? তোমার তো তাহলে আরও আগে জানতে চাওয়া উচিত ছিল। আমাদের চুক্তির মধ্যে তোমার মা'র ব্যাপারটা ঢুকিয়ে দিলেই হতো। অবশ্য তুমি যদি চাও তাহলে আরেকটা নামের বিনিময়ে আমি তোমার মায়ের ব্যাপারে সবকিছু বলতে পারি। তার জীবন, তার বীভৎস মৃত্যু...'

BanglaBook.org

আমি দাঁতে দাঁত চেপে ধরে রাগ দমনের চেষ্টা করলাম। মনে হচ্ছে আমার হৃদয় পাঁজর ভেঙে বেরিয়ে আসবে। দপদপ করছে কানদুটো।

সবসময় ভেবেছি আমার মা-ও হয়তো বাবার মতো জাদুকর ছিলো। কিন্তু আসলে তো কিছুই নিশ্চিত করে জানি না। আর বীভৎস মৃত্যু মানে? মা তো মারা গেছে আমাকে জন্ম দিতে গিয়ে। নাকি এটাও মিথ্যে কথা?

সত্য জানার প্রবল ইচ্ছা প্রায় জ্বরের মতো কাঁপুনি তুললো আমার শরীরে। আমার মা কে ছিলো? আমার জন্য একটা রূপোর লকেট ছাড়া সে কিছুই রেখে যায়নি। কেমন ছিলো তার জীবন? কী ছিলো তার মৃত্যুর কারণ?

আমার মা...মায়ের কারণেই কি আমার কালো জাদুর প্রতি এতো তীব্র আকর্ষণ? এ জন্যই কি হোয়াইট কাউন্সিল সবসময় আমার ওপর নজরদারি করে?

ডিমনটাকে দেখলাম। তৃষ্ণার্ত একটা সাপের মতো অপেক্ষা করছে। আমার পুরো নামটা শুনতে চায়।

'আমি সবকিছু দেখাতে পারবো তোমাকে, সবকিছু।' চ্যান্সি বলে উঠলো। 'তুমি তোমার মায়ের মুখ দেখোনি কখনও, আমি সেটা দেখাতে পারবো। তার কণ্ঠ শোনোনি, সেটাও শোনাতে পারবো। তোমার পরিবারের ব্যাপারে যা প্রশ্ন আছে সবগুলোর উত্তর দিতে পারবো। রক্ত, হ্যারি ব্ল্যাকস্টোন ড্রেসডেন। সবই তোমার রক্তের মধ্যে আছে।'

হারামজাদাটার চোখ জ্বলজ্বল করছে লোভে। কিন্তু ও পরিবারের কথা বলছে কেন? আমার কি আসলেই একটা পরিবার ছিলো? চাচা-চাচী? ভাই-বোন? আমরা কী কোনো গোপন জাদুকর পরিবার? সাধারণ মানুষের সমাজ থেকে যারা লুকিয়ে থাকতে চায়?

'আমি কিন্তু খুব বেশি দাম চাইনি।' চ্যান্সি বলে যাচ্ছে। 'আত্মা আর কী-ই বা এমন? যখন শরীর থাকবে না, তখন আত্মার আর কী দরকার? তুমিই বলো। যাও, আত্মা না হয় না দিলে। কিন্তু নামের বাকি অংশটা তো দিতে পারো। এই রকম সুযোগ কিন্তু বার বার আসবে না।'

'না।' আমার গলা নিচু, কিন্তু দৃঢ়। 'আর কোনো লেনদেন নয় তোমার সাথে।'

বিস্ময়ে চ্যান্সির মুখ হাঁ হয়ে গেল। 'কিন্তু, হ্যারি ব্ল্যাকস্টোন ড্রেসডেন–' ও শুরু করলো।

'কী বললাম? আর কোনো লেনদেন চাই না আমি।' এবারে গর্জে উঠলাম আমি। 'বাড়ি যা, ডিমন। নরকের আগুনে পুড়ে মর। তোর কপাল ভালো যে আমি ছেড়ে দিচ্ছি তোকে।'

চ্যান্সি অদৃশ্য দেয়ালটায় হেলান দিয়ে বসে পড়লো। 'বোকা ছেলে। এমন সুযোগ খুব কম আসে। বিধি নিজে টোকা দিচ্ছে তোমার দরজায়। বুঝতে পারলে না।'

BanglaBook.org

একটা বিচিত্র পরিবর্তন শুরু হলো চ্যান্সির শরীরে। আস্তে আস্তে ছোট হয়ে আসতে লাগলো ওর শরীর। মনে হলো অদৃশ্য কোনো গর্তে তলিয়ে যাচ্ছে ও।

'আমরা তোর ওপর নজর রাখবো, জাদুকর!' চিৎকার করলো ও। 'একদিন না একদিন তুই হোঁচট খাবি। বড় কোনো ভুল করবি। সেদিন তোর নিস্তার নেই।'

বাতাসে মিলিয়ে গেলো চ্যান্সি।

চ্যান্সির সাথে আমার আগেও দেখা হয়েছে। ওকে যে খুব পছন্দ করতাম তা নয়, কিন্তু এটা ভাবতাম যে ওর ওপর আস্থা রাখা যায়। কিন্তু ওর শেষ কথাগুলো আজ আমাকে ওর স্বরূপ চেনাল। ও একটা রক্তচোষা শয়তান ছাড়া আর কিচ্ছু না, নিজের স্বার্থের বাইরে আর কিছু ওর জন্য জরুরি নয়। আসলেই আমি একটা বোকা। বোকা নাহলে কেউ মনে করে যে ডিমনরা ভরসার যোগ্য?

একটা ক্ষীণ শব্দ কানে এলো। ফোন বাজছে ওপরতলায়।

কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে ল্যাবটা যতোটুকু সম্ভব গুছিয়ে ওপরে উঠে এলাম। অ্যাপার্টমেন্টটা অন্ধকার হয়ে আছে। কখন রাত হয়ে গেছে টেরই পাইনি।

'ড্রেসডেন বলছি,' ফোন কানে ঠেকিয়ে জানালাম।

'হ্যারি,' মারফির কণ্ঠ। দুর্বল। 'আরেকটা খুন হয়েছে।'

'কীহ্?' চেঁচিয়ে উঠলাম প্রায়। 'ঠিকানাটা বলো। এখনই আসছি।' এরমধ্যেই আবার নোটবুক বের করে নিয়েছি, ঠিকানাটা তুলে নেবার জন্য।

'আটশ' আটাশি নম্বর বাড়ি, র‍্যালস্টোন প্লেস। গোল্ড কোস্টের ধারে।'

লিখে নিলাম ঠিকানাটা। লেখা শেষ করে একবার তাকালাম ঠিকানাটার দিকে।

আর বুঝতে পারলাম আগে কোথায় এই ঠিকানা শুনেছি।

'হ্যারি,' ফোনের ওপাশ থেকে মারফি বললো। 'শুনেছো কী বলেছি?'

'শুনেছি,' জবাব দিলাম। 'আমি আসছি, মার্ফ।'

ফোনটা রেখে বাসা থেকে বের হলাম। জ্বলজ্বল করছে পূর্ণিমার চাঁদের নিষ্পাপ জোছনা।

BanglaBook.org

অধ্যায় ১২

র‍্যালস্টোন প্লেস-এর আটশ' আটাশি নম্বর বাড়িটা পুরনো, ক্ল্যাসিকাল ধাঁচের একটা বিল্ডিং। টাউনহাউস বলে এগুলোকে। বাড়িটার সীমানার ভেতর যে জমি, সেটা বেশি চওড়া নয়। চারপাশে গাছ লাগিয়ে এমনভাবে ঘিরে রাখা হয়েছে যে ভেতরটা কিছুই দেখা যায় না।

গেট দিয়ে ভেতরে ঢুকে দেখতে পেলাম ছোটখাটো একটা বাগানও আছে। সুন্দর, রুচিশীলভাবে সাজানো। বাগানের মাঝের ড্রাইভওয়েতে কয়েকটা পুলিশের গাড়ি আর অ্যাম্বুলেন্স দাঁড়িয়ে আছে। ওগুলোর পাশে আমার বিটলটা পার্ক করলাম।

পুলিশের গাড়িগুলোর ওপর এখনো লাল-নীল আলো জ্বলছে। কয়েকজন পুলিশ অফিসার বাড়িটার চারদিকে 'প্রবেশ নিষেধ' লেখা হলুদ রঙের টেপ লাগাচ্ছে। মারফি আমাকে বেশ আগেভাগেই ফোন করেছে মনে হচ্ছে। ফরেনসিকের গাড়ি এখনো আসেনি। ও বোধহয় চাচ্ছে ক্রাইম সিনে অন্য কেউ হাত দেবার আগেই আমি একবার দেখি।

গাড়ি থেকে বের হলাম। ঠাণ্ডা বাতাস আছে বেশ। আমি ওভারকোট পরে এসেছি, তাও একটু শীত লাগলো। চাঁদটা এখন ঠিক মাথার উপরে।

বাগানের দিকে তাকাতে শরীর বেয়ে একটা শিহরণ খেলে গেল। মনে হলো ফুল গাছের ঝোপের আড়াল থেকে কেউ আমার দিকে নজর রাখছে, দেখছে একদৃষ্টিতে।

একটু এগিয়ে গিয়ে চারপাশে আরও ভালোভাবে তাকালাম। রাতের অন্ধকারের সাথে পূর্ণিমার আলো মিশে আবছায়া একটা আবহ সৃষ্টি হয়েছে। কাউকে দেখতে পেলাম না। কিন্তু কেউ আছে। বাজি লেগে বলতে পারি কেউ আছে। আমার ঘাড় শিরশির করছে তার উপস্থিতি টের পেয়ে।

আর ওখানে থাকার সাহস হলো না, উলটো ঘুরে টাউনহাউজটার দিকে আগাতে লাগলাম।

'ড্রেসডেন,' কেউ ডাকলো আমাকে। নিচের দিকে তাকিয়ে হাঁটছিলাম, মুখ তুলতেই দেখলাম বাড়ির সিঁড়ি বেয়ে কারমাইকেল নেমে আসছে।

কারমাইকেল মারফির এসিস্ট্যান্ট, স্পেশাল ইনভেস্টিগেশনে একসাথে

BanglaBook.org

কাজ করে দু-জন। লোকটা দেখতে অনেকটা শুকরের মতো, বেঁটে আর হোঁতকা। দুই চোখে কুতকুতে দৃষ্টি। পুলিশ অফিসার হিসেবে ভালো, কিন্তু সন্দেহবাতিক অতিরিক্ত রকমের।

সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসতে আসতে শার্টের ইন আর টাইয়ের নট ঠিক করে নিলো ও। 'খুব খারাপ, ড্রেসডেন। খুব খারাপ একট সময় যাচ্ছে।' এবার কারমাইকেল শার্টের হাতা দিয়ে কপালের ঘাম মুছলো।

আমি ভ্রু কুঁচকে তাকালাম ওর দিকে। 'তুমি...আমাকে খোঁচানোর চেষ্টা করছো না? অপমান করছো না? ব্যাপার কী, কারমাইকেল? তুমি শেষ পর্যন্ত জাদুতে বিশ্বাস করা শুরু করলে নাকি?'

ও মাথা নাড়লো। 'না, আমার এখনো বিশ্বাস তুমি একটা ভণ্ড। কিন্তু...কিন্তু মাঝে মাঝে মনে হয় তুমি আসলে জাদু জানলে ভালোই হতো।'

আমি মাথা নাড়লাম। কারমাইকেল এখনো কারমাইকেলই আছে। 'মারফি কোথায়?'

'ভেতরে,' ও জবাব দিলো। 'তুমি সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে যাও। মারফি ওখানেই আছে। ওর ধারণা তুমি কিছু জানাতে পারবে আমাদের। আমি বাইরে আছি। এফবিআই আসলে কিছুক্ষণ আটকাবার চেষ্টা করবো।'

'মারফি এখনও ইন্টারনাল অ্যাফেয়ার নিয়ে চিন্তিত?'

'আর বলো না। খুবই বাজে অবস্থা। এই শালার যা শুরু করেছে! শহরের রাজনীতি যে কতোটা নোংরা সেটা তুমি চিন্তাও করতে পারবে না।'

আমি কাঁধ ঝাঁকালাম। কথাটা মিথ্যা নয়। তারপর সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগলাম।

'ড্রেসডেন, শোনো।' কারমাইকেল ডাকলো।

কাঁধের ওপর দিয়ে মাথা ঘুরিয়ে তাকালাম। একটা গালি দেবে নিশ্চয়ই এখন।

'তোমাকে আর মার্কোনকে জড়িয়ে কথাবার্তা শুনছি। কাহিনী কী?'

আমা মাথা নাড়লাম। 'কোন কাহিনী নেই। সে-ই মিথ্যা গুজব ছড়াচ্ছে।'

কারমাইকেল খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আমার চেহারাটা একবার দেখে নিয়ে তারপর মাথা ঝাঁকালো। 'তুমিও যে খুব একটা সত্যবাদি তা না, ড্রেসডেন। তবে আমি তোমাকে বিশ্বাস করি।'

BanglaBook.org

'তাহলে আমি জাদুকর সেটা বিশ্বাস করতে ক্ষতি কোথায়?'

কারমাইকেল মুখ ফিরিয়ে নিলো। 'আমাকে দেখে কি তোমার পাগল বলে মনে হয়? ওপরে যাও। ডেন্টন আর ওর পোষা কুকুররা আসলে আমি আওয়াজ দেবো।'

যাবার জন্য ঘুরে তাকাতেই সিঁড়ির ওপর মারফিকে দেখতে পেলাম। হালকা ধূসর বিজনেস জ্যাকেট আর ঢোলা প্যান্ট পরে আছে, পায়ে হাই হিল জুতো। কিউট লাগছে ওকে দেখতে।

'এসেছো তাহলে, ড্রেসডেন। ওপরে চলে এসো।' কঠিন স্বরে বললো মারফি। জবাবের অপেক্ষা না করে ঢুকে গেলো বাসার ভেতর। আমিও ঢুকলাম তাড়াতাড়ি।

বাড়ির ভেতরটা উজ্জ্বল আলোতে আলোকিত। কিন্তু বাতাস ভারি হয়ে আছে রক্তের গন্ধে। রক্তে একটা মিষ্টি ধাতব গন্ধের ছাপ আছে, সেটা নাকে যেতেই আমার লোম দাঁড়িয়ে গেলো। আরও একটা গন্ধ পাচ্ছি ভেতরে, কোনো ধূপ বোধহয়। মারফির পিছু নিয়ে একটা মাস্টার বেডরুমে ঢুকে গেলাম। সব গন্ধ এখান থেকেই আসছে।

বেডরুমটার ভেতরে কোনো আসবাব নেই। রুমটা বেশ বড়, এতো বড় যে রাতের বেলা বাথরুমে যেতে হলে অন্ধকারের মাঝে কেউ পথ হারিয়ে ফেলতে পারে। ঘরের মেঝেতে কোনো কার্পেট নেই, দেয়ালেও কোনো ছবি-টবি দেখলাম না। জানালাতেও কোনো কাঁচ নেই, অক্টোবর মাসের ঠাণ্ডা বাতাস হু হু করে ঘরের ভেতর ঢুকছে। বাইরের চাঁদটা জানালা দিয়ে দেখে মনে হচ্ছে একটা ছবির ফ্রেমে চাঁদের ছবি বাঁধাই করে রাখা হয়েছে।

ঘরে যা আছে তা হলো রক্ত। পুরো ঘরের মেঝে আর এক পাশের দেয়ালে রক্তের ছোপ। সেখান থেকে রক্তে ভেজা পায়ের ছাপের সারি এগিয়ে গেছে জানালার দিকে। ঘরের ঠিক মাঝখানে চক দিয়ে বড় করে তিনটা জাদু চক্র আঁকা।

ম্যাক অ্যানালির পাবে এই চক্রগুলোর ব্যাপারেই কিম ডিলানি আমার কাছে জানতে চেয়েছিলো।

আর কিম ডিলানি...কিমের শরীরের যেটুকু অবশিষ্ট আছে তা নগ্ন অবস্থায় পড়ে আছে রক্তের ওপর; চক্র তিনটা থেকে কয়েক ফিট দূরে। চেহারায় শক্ত হয়ে আছে তীব্র আতংক, প্রচণ্ড বিস্ময়ের অভিব্যক্তি। নিথর

BanglaBook.org

চোখজোড়া ওপরে ঘরের ছাদের দিকে তাকিয়ে আছে, ঠোঁটজোড়া ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে। ওর থুতনির কাছে বেশ কিছুটা মাংস তুলে নেয়া হয়েছে, রক্তের ফাঁকে দেখা যাচ্ছে সাদা হাড়। সারা শরীরে নিষ্ঠুর থাবার আঁচড়।

আমি দুঃস্বপ্ন দেখছি? ঠিক না? হ্যা, নিশ্চয়ই। আমি দুঃস্বপ্ন দেখছি। এটা বাস্তব নয়। হতে পারে না।

নিজের হাতে জোরে চিমটি কাটলাম। তীক্ষ্ণ জ্বলুনি উঠে এলো হাত বেয়ে। আমার কপালে ঘাম জমতে শুরু করেছে। হাতের দিকে তাকালাম। কাঁপছে একটু একটু।

'এই বাড়িতে ফায়ার অ্যালার্ম আছে।' মারফি বললো। 'সেটা বেজে উঠেছিলো। কিন্তু ফায়ার ডিপার্টমেন্ট এখানে আসার পর ডাকাডাকি করে কারও সাড়া পায়নি। পরে ওরা ভেতরে ঢুকে এই অবস্থায় দেখতে পায় ওকে। তখনও মেয়েটার লাশ ঠাণ্ডা হয়নি।'

আটটার সময়। যখন ওই ডিমনটার সাথে কথা বলছিলাম। চাঁদ উঠেছিলো তখন?

মারফি বেডরুমের দরজা লাগিয়ে দিলো। ঘুরে তাকাতে দেখলাম রাগে ওর পুরো শরীর থরথর করে কাঁপছে। আমার দিকে এমনভাবে তাকিয়ে আছে যেন চোখ দিয়েই ভস্ম করে ফেলবে।

'মার্ফ,' আমি বললাম। 'আমি কিছু জানি না।'

'দেখো তো আমি ঠিক বলছি কিনা।' মারফি ঠাণ্ডা স্বরে শুরু করলো: 'চক্রটার ভেতর একটা দানবকে আটকাবার চেষ্টা করা হয়েছে। তোমার রিপোর্ট ঠিক থাকলে দানবটা একটা মায়ানেকড়ে, একটা লুপ গারো। আর আমার ধারণা ঠিক থাকলে এই মায়ানেকড়েটা হচ্ছে হার্লে ম্যাকফিন, এই বাসার মালিক। চাঁদ ওঠার সাথে সাথেই লোকটা বদলে যায়। মেয়েটা সেটা জানতো, তাই এই ম্যাজিক সার্কেলের ভেতর ওকে আটকাতে চেয়েছিলো, তাই তো? কিন্তু পারেনি। ম্যাকফিন কোনোভাবে বের হয়ে আসে। তারপর মেয়েটাকে...'

'হুঁ,' আমি আস্তে করে বললাম। কিমের দিকে দ্বিতীয়বার তাকানোর মতো সাহস আমার নেই। 'সেরকমই মনে হচ্ছে।'

হার্লে ম্যাকফিনের ব্যাপারে যা জানতে পেরেছি মারফিকে সব জানালাম। মারফি চুপ করে পুরোটা শুনলো। কথা শেষ হলে মাথা ঝাঁকিয়ে ঘুরে দাঁড়ালো, রুম থেকে বের হয়ে যাবে।

BanglaBook.org

'আমার সাথে এসো,' আদেশের স্বরে বললো ও।

আমাকে নিয়ে আরেকটা বেডরুমে ঢুকলো ও। এই রুমটা আগেরটার মতো খালি নয়। আসবাবপত্র আছে, সুন্দর করে সাজানো। 'এসো এদিকে,' একটা ড্রেসিং টেবিলের কাছে দাঁড়িয়ে বললো ও। এগিয়ে গেলাম, মারফি আমার হাতে একটা ছবি তুলে দিলো। মধ্যবয়সি, হ্যান্ডসাম একটা লোকের ছবি। রোদে পোড়া তামাটে চেহারা, হাস্যোজ্জ্বল।

তার পেছনে আরেকটা মহিলার ছবি। এই মহিলাকেই সেদিন ডিপার্টমেন্ট স্টোরে দেখেছিলাম।

'লোকটা হচ্ছে হার্লে ম্যাকফিন,' মারফি বললো। 'ওর ড্রাইভিং লাইসেন্সের ছবির সাথে এটা ম্যাচ করিয়ে দেখেছি। কিন্তু মহিলার কোনো পরিচয় পাইনি এখন পর্যন্ত।' আমার দিকে তাকালো ও। 'কিন্তু তুমি যে মহিলার বিবরণ দিয়েছিলে ওই ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে, সেটার সাথে এর চেহারা মিলে যায়। এই মহিলাই রোজমন্ট থেকে আমাদের ফলো করেছিল। তাই না?'

আমি মাথা ঝাঁকালাম। 'এই মহিলাই।'

মারফিও মাথা ঝাঁকিয়ে আমার কাছ থেকে ছবিটা নিয়ে ড্রেসারের ওপর রেখে দিলো। 'এসো আমার সাথে।' আবার বললো ও। ওর সমস্যাটা কী আজ? এরকম আচরণ তো কখনো করে না। কিম ডিলানির লাশটা কী একটু বেশিই প্রভাব ফেললো ওর ওপর? লাশটা অন্য যে কোনো লাশের চেয়ে বিকৃত, ভয়ংকর অবস্থায় ছিলো, এটা ঠিক। আমি নিজেই দেখেছি।

'মার্ফ, দাঁড়াও,' আমি বললাম। 'হচ্ছেটা কী?'

মারফি জবাব দিলো না, শুধু কাঁধের ওপর দিয়ে একবার আমার দিকে ঘুরে তাকালো, তারপর আবার আগের মতো হাঁটতে লাগলো। আমি নিরুপায় হয়ে হাঁটতে লাগলাম ওর পিছে।

এবার ওর পিছু নিয়ে যে জায়গাটায় হাজির হলাম সেটা অনেকটা স্টোররুমের মতো। ইস্পাতের দরজা, ধূসর সিমেন্ট দিয়ে তৈরি করা ঘর। যেটা দিয়ে ঢুকলাম সেটা বাদে আর কোনো দরজা নেই।

এই রুমটার ভেতর আরও তিনটা চক্র আঁকা। এবারের চক্র তিনটার ভেতরে আঁকা প্রতীকগুলো রূপালি রঙের। দেখেই বোঝা যায় বেশ শক্তিশালী। কিন্তু প্রতীকগুলো বেশ কয়েক জায়গায় মুছে গেছে, অস্পষ্ট হয়ে গেছে। ভেতরের চক্রটার এক জায়গায় কোনো দাগই অবশিষ্ট নেই।

BanglaBook.org

এই রুমটা খুব সম্ভবত হার্লে ম্যাকফিন নিজেই বানিয়েছে। যাতে পূর্ণিমার রাতে সে নিজেকে আটকে রাখতে পারে।

কিন্তু কেউ একজন চক্রটা নষ্ট করে দিয়েছে।

কিম ডিলানি সেদিন এই চক্রটা সম্পর্কে কেন জানতে চেয়েছিলো সেটা এখন বুঝতে পারছি। ও নিশ্চয়ই হার্লে ম্যাকফিনকে চিনতো, জানতো যে ম্যাকফিন মায়ানেকড়ে। ওকে সাহায্য করার জন্যই আমাকে চক্রের ব্যাপারে প্রশ্ন করছিলো কিম। কিন্তু ঝুঁকিপূর্ণ মনে করে আমি ওকে কিচ্ছু জানাইনি। ভেবেছি ও নিজের ওপর বিপদ ডেকে আনতে পারে।

হয়েছেও তাই, ও হার্লে ম্যাকফিনকে চক্রটা দিয়ে আটকাবার চেষ্টা করে নিজেই বিপদে পড়েছে, জীবনে শেষবারের মতো। আমার হিসেবে শুধু ছোট্ট একটা ভুল হয়েছে, ওকে যদি চক্রটা সম্পর্কে আমি সব জানাতাম তাহলেই হয়তো ম্যাকফিন ছুটতে পারতো না। আমি ওকে পুরোটা বলিনি দেখে আজ কিম...কিম বেঁচে নেই।

ওর মৃত্যুর জন্য দায়ি আমি। একমাত্র আমি।

চোখ বন্ধ করে ছিলাম এতোক্ষণ। চোখ খুলে মারফির দিকে তাকালাম। এখন ওর কাছে পুরো ঘটনা খুলে বলতে না পারলে আমি মারা যাবো। আমার সহানুভূতি দরকার, একজন বন্ধু দরকার।

কিন্তু মারফির চোখে এখনো শীতল, ক্রুদ্ধ দৃষ্টি।

'ক্যারিন?' আমি চাপা স্বরে প্রশ্ন করলাম।

মারফি পকেট থেকে ভাঁজ করা একটা কাগজের টুকরো বের করলো। ভাঁজ খুলে ধরলো আমার সামনে।

কাগজে তিনটা চক্র আঁকা।

ম্যাক অ্যানালির পাবে মারফি এই কাগজটা নিজের পকেটে ঢুকিয়েছিলো। কিম ডিলানির সেই কাগজ।

এবার বুঝলাম মারফি কেন রাগ করেছে।

'ক্যারিন,' আমি আবার বললাম, কণ্ঠ এখনো নিচু। 'প্লিজ, আমার কথাটা শোনো।' কাগজটা ওর হাত থেকে নিলাম। আমার আঙুল এখনো কাঁপছে।

'হ্যারি,' মারফি একদম শান্ত গলায় বললো। 'তুমি একটা মিথ্যুক। তোমার কোনো কথা আমি আর বিশ্বাস করি না।'

কথটা শোনার সাথে সাথে তলপেটে একটা শূন্য অনুভূতি হলো। মনে

BanglaBook.org

হলো সব দম বেরিয়ে গেছে ফুসফুস থেকে। কেমন একটা ঘোর সৃষ্টি হলো আমার মধ্যে।

কাগজটা কখন আমার হাত থেকে ও ফেরত নিয়েছে সেটাও বুঝতে পারলাম না। শুধু আবছাভাবে ওর কথা কানে এলো: 'তুমি আমাকে কথা দিয়েছিলে, কিছুই গোপন রাখবে না,' মারফির গলা কাঁপছে। 'কিন্তু...কিন্তু তুমি পুরোটা সময় আমার সাথে মিথ্যা বলে গেছো, ড্রেসডেন। তুমি নিজেও এই ঘটনার সাথে জড়িত।'

'মার্ফ,' আমি আবার ফিসফিস করে উঠলাম। 'আমার কথাটা শোনো।'

মারফি এক পা এগিয়ে এলো। আমি কিছু বোঝার আগেই একটা চড় আছড়ে পড়লো আমার গালে। এক মুহূর্তের জন্য চোখে সর্ষেফুল দেখতে পেলাম। ওর হাতে এতোটা জোর থাকতে পারে সেটা কখনো ভাবিনি।

'আর কোনো কথা নয় হ্যারি। আর কোনো মিথ্যা নয়,' কঠোর গলায় বলে উঠলো মারফি। এক ধাক্কায় আমাকে পেছনদিকে ঘুরিয়ে দিলো সে, আমার পকেট হাতড়ে সার্চ করা শুরু করলো। 'আমি জানি না তুমি খুনিকে সাহায্য করছো, নাকি নিজেই খুন করছো। কিন্তু কোনোটাই তোমাকে আর করতে দেয়া হবে না। আমি তোমাকে গ্রেফতার করছি।'

একে একে আমার ব্ল্যাস্টিং রড, প্রতিরক্ষা বন্ধনি, আঙটি, এমন কী আমার পকেটে রাখা এক ডেলা চকও বের করে নিলো মারফি। কঠিন গলায় মুখস্থ বলে গেলো যে সন্দেহভাজন হিসেবে আমার কী কী করার অধিকার আছে, আর কী নেই।

আমি চোখ বন্ধ করলাম। ধস্তাধস্তি করলাম না। বাধা দিলাম না।

লাভটা কী হতো তাতে?

BanglaBook.org

অধ্যায় ১৩

হাত পিছমোড়া করে বাঁধা থাকলে সিঁড়ি বেয়ে নামা খুবই কঠিন। আজকের আগে আমি সেটা জানতাম না। মারফি আমাকে হ্যান্ডকাফ পরিয়ে ম্যাকফিনের বাড়ির বাইরে নিয়ে আসার সময় বুঝতে পারলাম।

নিচে পুলিশ আর পুলিশের গাড়ি গিজগিজ করছে। একটু দূর থেকে ঝগড়ার আওয়াজ কানে ভেসে এলো।

'তুমি কি হাতাহাতি করতে চাও নাকি?' কারমাইকেল বলছে উত্তেজিত গলায়। 'দেখো, আমি শুধু আমার দায়িত্ব পালন করছি। আমার বস আমাকে অর্ডার দিয়ে গেছে যাতে কেউ ভেতরে ঢুকতে না পারে। ঠিক আছে? অর্ডার।'

কারমাইকেলের সামনে দাঁড়িয়ে আছে ডেন্টন। রাগে চেহারা লাল। 'তুমি বুঝতে পারছো তো যে তুমি কী করছো? একজন অফিসারকে তার ডিউটি করতে দিচ্ছো না তুমি।' ডেন্টন হুংকার দিলো। 'রাস্তা ছাড়ো, ডিটেকটিভ কারমাইকেল। নাকি তুমি চাও তোমার বসের পাশে তোমার নামটাও উঠুক ইন্টারনাল অ্যাফেয়ারের খাতায়?'

'আসতে দাও ওদের, রন,' মারফি বললো। 'আমার কাজ শেষ এখানে।'

কারমাইকেল ঘুরে তাকালো। সাথে সাথে চোয়াল ঝুলে পড়লো ওর। ডেন্টন আর ওর লোকেরাও তাকিয়ে আছে। ডেন্টনের চেহারাতেও বিস্ময়।

পরমুহূর্তেই অবশ্য ও নিজেকে সামলে নিলো, চেহারা ভাবলেশহীন হয়ে গেলো আবার। বেন, গতরাতে যে মেয়েটা মারফির ওপর চড়াও হয়েছিলো, সে-ও আছে ডেন্টনের পাশে। চেহারা তার বসের মতোই ভাবলেশহীন। ডেন্টনের আরেক পাশে দাঁড়িয়ে আছে উইলসন, সেই মোটা এফবিআই এজেন্ট। তার চেহারা দেখে মনে হলো মারফির কাজে খুশিই হয়েছে।

'লেফটেন্যান্ট,' কারমাইকেল বললো। 'তুমি শিওর? ঠিক জানো কী করছো?'

'এই খুনের সাথে ও জড়িত। প্রমাণ আছে আমার কাছে। ওকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। গাড়িতে নিয়ে যাও ড্রেসডেনকে, কারমাইকেল।

BanglaBook.org

ওকে গাড়িতে দিয়ে ওপরে উঠে এসো।' মারফি আমাকে একটা ধাক্কা দিয়ে কারমাইকেলের দিকে পাঠিয়ে দিলো। কার্মাইকেলও আমাকে ধরে ফেললো সাথে সাথে । না ধরলে নিশ্চিত মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়তাম।

'চলো, ডেন্টন,' মারফি বললো। কথাটা বলে আর অপেক্ষা করলো না, ঘুরে বাড়িটার দিকে আগাতে শুরু করলো। ডেন্টন আমার দিকে একবার তাকালো। ভেবেছিলাম চোখে অবিশ্বাস দেখবো, কিন্তু না। কোনো অনুভূতি নেই। চোখ ফিরিয়ে লোকটা মারফির পিছু পিছু হাঁটতে লাগলো, সাথে ওর চেলারাও।

কারমাইকেল মাথা নেড়ে আমাকে একটা পুলিশ কারের দিকে নিয়ে যেতে লাগলো। 'বাল!' তিক্ত স্বরে গালি দিলো ও। 'মাত্র তোমাকে বিশ্বাস করতে শুরু করেছিলাম, ড্রেসডেন।'

গাড়িটার একটা দরজা খুলে আমাকে ভেতরে ঠেলে দিলো ও। 'গালে কী হয়েছে?' জিজ্ঞেস করলো।

আমি গাড়িতে বসে মাথা সোজা করে সামনের দিকে তাকালাম। কারমাইকেলের প্রশ্নের উত্তর দিলাম না। কারমাইকেল এক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে মাথা নাড়লো। 'এখানে কাজ শেষ হলেই কাউকে দিয়ে তোমাকে থানায় পাঠিয়ে দেবো। তখন চাইলে তোমার উকিলের সাথে কথা বলতে পারবে।'

আমি ওর কথার কোনো উত্তর দিলাম না। সোজা তাকিয়ে রইলাম।

কারমাইকেল আরও কয়েক মুহূর্ত আমার দিকে নীরব তাকিয়ে থাকলো। তারপর চলে গেলো দরজা বন্ধ করে।

আমি চোখ বন্ধ করলাম।

এর আগেও আমি অনেক খারাপ পরিস্থিতিতে পড়েছি। এমন ঝামেলাতেও পড়েছি যে মনেপ্রাণে মৃত্যুর জন্য প্রার্থনা করেছি। কিন্তু এখন যে অনুভূতি হচ্ছে তেমন কখনো হয়নি। এমন না যে আমি খুনিকে ধরতে পারিনি এজন্য–এর আগেও আমি মার খেয়েছি, তারপর আবার ঘুরে দাঁড়িয়েছি। কিন্তু এবারের অনুভূতিটা সম্পূর্ণ অন্যরকম।

আমি মারফিকে কথা দিয়েছিলাম কিছু গোপন রাখবো না–রাখিওনি। যতোটুকু জানতে পেরেছি তার সবই ওকে জানিয়েছি। কিন্তু তারপরও মারফির কাছে কখনো যথেষ্ট মনে হয়নি। এসবের সাথে যে কিমের সম্পর্ক আছে তা তো আর আমি জানতাম না।

BanglaBook.org

তিক্ত একটা অনুভূতি হচ্ছে। এমনটা এর আগে কখনো হয়নি। তিক্ততা, অপরাধবোধ আর অভিমান, সব মিলিয়ে নিজেকে একটা নর্দমার কীটের চেয়েও অধম বলে মনে হচ্ছে।

এক মুহূর্ত পর যখন গাড়ির জানালা দিয়ে বাইরে তাকালাম তখন মনের বিষাদ আরও গাঢ় হলো। আকাশে চাঁদ। ঝকঝকে, বিশাল, থালার মতো চাঁদ। আর ওই খুনি...না, একটা খুনি নয় শুধু; খুনির দল বাইরে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

ম্যাকফিন গত মাসের খুনগুলোর জন্য দায়ি নয়। দুটো খুন পূর্ণিমার আগের দিন আর পরের দিন হয়েছে। কিন্তু ম্যাকফিনের ওপর যে অভিশাপ আছে, সেটা শুধু পূর্ণিমাতেই তাকে মায়ানেকড়ে হতে বাধ্য করে। কাজেই পূর্ণিমার আগের দিন আর পরের দিন যে দুটো খুন হয়েছে বা গত রাতে যে স্পাইক খুন হলো এই খুনগুলো ম্যাকফিন করেনি।

তাহলে কে করেছে?

আমার কাছে উত্তর নেই। কালো চুলওয়ালা ওই মহিলা, যে অ্যালফাদের লিডার, সে কি জড়িত থাকতে পারে? ম্যাকফিনকে তো সে চেনে। নেকড়ের মতো কিছু একটা আমাকে সেদিন ডিপার্টমেন্ট স্টোরে আক্রমণ করেছিলো, সেটা কি ওই মহিলাই ছিলো? নাকি অ্যালফাদের মধ্যেই অন্য কেউ একজন? এরাই কি খুনি?

কিন্তু যদি তা-ই হয় তবে সে রাতে আমাকে খুন করা হলো না? তখন তো আমি নিরস্ত্র ছিলাম, অসহায় ছিলাম।

প্রশ্নের পর প্রশ্ন বেড়েই যাচ্ছে, কিন্তু কোনো উত্তর পাচ্ছি না।

এই বাড়িটায় ঢোকার পর যে অনুভূতিটা হয়েছিলো হঠাৎ সেটা আবার হলো। ঘাড়ের চুলগুলো দাঁড়িয়ে গেছে। আবারও মনে হচ্ছে কেউ একজন দেখছে আমাকে ।

চারপাশে তাকালাম। গাড়ির জানালা দিয়ে কাউকেই দেখতে পেলাম না। পুলিশগুলোকেও না, সবাই এখন ঘরের ভেতরে। একমাত্র আমিই বাইরে, এই পেট্রোল কারে বন্দি হয়ে আছি।

হঠাৎ একটা চিন্তা খেলে গেলো মাথায়। হার্লে ম্যাকফিনকে এখনো ধরা হচ্ছে না কেন? সে তো এখন রাতের অন্ধকারে লুকিয়ে ওঁৎ পেতে আছে শিকারের খোঁজে। কাউকে সুবিধামতো পেলেই তাকে ছিঁড়ে ফেলবে।

স্পাইকের রক্তাক্ত লাশটা মনে পড়লো প্রথমে। তারপর কিমেরটা। আবারও একটা শিহরণ বয়ে গেলো সারা শরীর বেয়ে। টের পেলাম এই

BanglaBook.org

ঠাণ্ডার মধ্যেও ঘেমে গেছি। গাড়ির জানালা দিয়ে আবার বাইরে চোখ পড়লো।

আর তাকে দেখলাম।

বুদ্ধিদীপ্ত, নৃশংস একজোড়া চোখ।

আঁতকে উঠে শরীরকে ধাক্কা দিয়ে নিজের জায়গা বদল করলাম। আধশোয়া হয়ে গেলাম সিটের ওপর। এখন এমন একটা অবস্থায় আছি যে জানালা ভেঙে আসতে চাইলে আর কিছু না হোক অন্তত দুটো লাথি মারতে পারবো।

কিন্তু মহিলাটা জানালা ভাঙা বা গাড়ির দরজা খোলার চেষ্টা কোনোটাই করলো না। বলে উঠলো: 'শান্ত হন, মি. ড্রেসডেন। নাহলে আপনাকে বাঁচানো সম্ভব হবে না আমার পক্ষে।'

আমি বিভ্রান্ত ভঙ্গিতে চোখ পিটপিট করলাম। এটা সেই মহিলা। ম্যাকফিনের বান্ধবি, যাকে ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে দেখেছিলাম। প্রশ্ন করতে চাইলাম, কিন্তু গলা দিয়ে বের হলো শুধু একটা 'হুঁ?'

'আপনাকে এখান থেকে বের করতে চাচ্ছি, মি. ড্রেসডেন। আমার সাথে আসুন। আর একটু জলদি করুন, পুলিশ আসবার আগেই যেতে হবে।' পেছনে তাকিয়ে একবার বাড়িটা দেখে নিলো ও। 'বেশি সময় নেই।'

'আপনি পাগল হয়ে গেছেন?' আমি বললাম। 'আপনি কে আমি সেটাও জানি না।'

'আমি হার্লে ম্যাকফিনের হবু বৌ।' জবাব দিলো ও। 'আমাকে মিস ওয়েস্ট বলে ডাকতে পারেন। তিরা ডাকলেও কিছু মনে করবো না।'

আমি মাথা নাড়লাম। 'পালানো ঠিক হবে না। তাহলে আরও ঝামেলায় পড়বো। পুরো পুলিশ ডিপার্টমেন্ট লাগবে আমার পেছনে।'

ওর চোখজোড়া জ্বলজ্বল করে উঠলো। 'একমাত্র আপনিই হার্লেকে বাঁচাতে পারবেন, মি. ড্রেসডেন। এখন জেলে গেলে সেটা সম্ভব না।'

'আমি কোনো অ্যাকশন সিনেমার নায়ক নই,' জবাব দিলাম। 'ভাড়া করা একজন সামান্য কনসালট্যান্ট। আর আমার মনে হয় না এই কাজের জন্য কেউ আমাকে টাকা দেবে।'

তিরা ওয়েস্ট হেসে উঠলো। 'টাকা নিয়ে চিন্তা করবেন না মি. ড্রেসডেন। কিন্তু সময় নিয়ে একটু চিন্তা আছে। আপনি আসবেন নাকি না?'

BanglaBook.org

ভালোমতো মহিলার দিকে একবার তাকালাম আমি। দেখতে খারাপ না সে, একটা অন্যরকম আবেদন আছে তাকানোর ভঙ্গিতে। চোখজোড়াও সুন্দর। তবে চোখের কোণে সামান্য ভাঁজ পড়েছে। এই একটাই বয়সের ছাপ আছে মহিলার চেহারায়। আর কপালে একটা সরু কালসিটে দাগ।

'আপনি,' আমি বললাম। 'আপনিই আমাকে ডিপার্টমেন্ট স্টোরে আক্রমণ করেছিলেন। আপনার কপালে আমিই আঘাত করেছিলাম, তাই না?'

'হ্যা,' স্বীকার করলো ও।

'আপনি একজন মায়ানেকড়ে।'

'আর আপনি,' ও হাসলো, 'একজন জাদুকর। আমাদের হাতে সময় নেই।' মহিলার পেছনে দেখতে পেলাম ডেন্টন আর ওর সঙ্গিরা বের হয়ে আসছে।

'আপনার বন্ধু,' মহিলা বলে যাচ্ছে, 'ওই যে পুলিশ মেয়েটা, ওর হার্লেকে ধরতে বেশিদিন লাগবে না। আর যদি ধরে, তাহলে মেয়েটার অবস্থা কী হবে চিন্তা করেছেন?' সে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকালো আমার দিকে। 'তার আগেই আমাদের ওকে বের করতে হবে।'

ধুর! মহিলা ঠিকই বলেছে। একমাত্র আমিই ম্যাকফিনের ব্যাপারে কিছু করতে পারবো। পুলিশ হিসেবে মারফির জুড়ি নেই। কিন্তু ও যদি ম্যাকফিনের সামনে পড়ে তাহলে সর্বনাশ হয়ে যাবে।

তিরার দিকে তাকালাম। 'আমি যদি আপনার সাথে যাই আপনি আমাকে ম্যাকফিনের কাছে নিয়ে যাবেন?'

মহিলা চলে যেতে শুরু করেছিলো। আমার কথা শুনে থেমে গেলো। 'হ্যা। আপনি ওই চক্রগুলো জানেন? হার্লেকে সাহায্য করতে পারবেন?'

আমি মাথা ঝাঁকালাম। সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছি। 'আমি পারবো।'

'কিম ডিলানি মেয়েটাও একই কথা বলেছিল,' তিরা ওয়েস্ট বললো। তারপর উবু হয়ে শুয়ে পড়লো মাটিতে। কিছুক্ষণ কী যেন খোঁচাখুঁচি করলো গাড়ির দরজায়, খুট করে দরজাটা খুলে গেলো।

আমি গাড়ি থেকে বের হয়ে তিরা ওয়েস্টের পিছু নিলাম। ও অসম্ভব দ্রুত হেঁটে মিলিয়ে গেলো বাড়ির সামনের বাগানের অন্ধকারে।

পেছনে কেউ বিস্ময়ে চেঁচিয়ে উঠলো। পরমুহূর্তে হুংকার ছাড়লো: 'থামো!'

BanglaBook.org

আমি সাথে সাথে ছুট দিলাম তিরার পিছে।

আমার পেছনে যেন একের পর এক বজ্রপাত শুরু হলো। গুলি চালাচ্ছে পুলিশের লোকেরা। শিষ তুলে আমার কানের পাশে বাতাস কাটলো একটা গুলি। একটা চিৎকার এসে আমার গলায় ঠেকলো। পেছনে তাকাবার সাহস হলো না।

পিস্তল গর্জে উঠলো আরেকবার। শব্দটা মিলিয়ে যাবার আগেই আমার কাঁধে তীক্ষ্ণ, উত্তপ্ত একটা যন্ত্রণা অনুভব করলাম। কেউ যেন ধাক্কা দিলো পেছন থেকে। মুখ থুবড়ে পড়ে গেলাম মাটিতে।

কাঁধটা অতিরিক্ত ব্যথায় অসাড় হয়ে গেছে। অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে তাকালাম সেদিকে। একটা রক্তাক্ত ফুটো। গুলি খেয়েছি আমি। গুলি খেয়েছি!

'গুলি লেগেছে! ও পড়ে গেছে!' একটা নারীকণ্ঠ চেঁচিয়ে উঠলো–এজেন্ট বেনের কণ্ঠ। 'যাও ধরো, উঠতে দিও না!' কাউকে নির্দেশ দিলো।

ঝট করে আমার পাশে একটা ছায়ামূর্তির উদয় হলো। মাথা তুলে তাকালাম। তিরা।

'বেশি রক্ত পড়েনি।' তিরা বললো। কণ্ঠস্বর একদম শান্ত। 'কাঁধে গুলি খেয়েছো, পায়ে নয়। দৌড়াতে পারবে। হয় দৌড়াও না হয় মরো।' তারপর উঠে দাঁড়িয়ে আবার ছুটতে শুরু করলো ও।

কথাটা ও ভুল বলেনি। টেনে তুললাম নিজেকে। উঠে দাঁড়িয়ে তিরার পিছে ছুটতে লাগলাম আবার–অন্তত এ অবস্থায় যতোটুকু জোরে ছোটা সম্ভব।

বাগানের ভেতর শুরু হলো এক শ্বাসরুদ্ধকর লুকোচুরি। প্রতি মুহূর্তেই তিরা বাঁক নিচ্ছে। ওর পিছে বাঁক নিচ্ছি আমি। এটুকু বেশ বুঝতে পারছি আমি যদি পড়ে যাই তো ম্যাকফিনের প্রেমিকা আমাকে বাঁচাবার জন্য দাঁড়াবে না।

কতোক্ষণ এভাবে অন্ধকারের মধ্যে লুকোচুরি খেলা চলেছে জানি না। কোথাও পড়েছিলাম, গুলি খাওয়ার পর শকের কারণে মনে হয় সময় ধীরে যাচ্ছে। হয়তো খুব বেশিক্ষণ ধরে দৌড়াচ্ছি না আসলে। তবে এরই মধ্যে তিরা আমাকে অনেকখানি পেছনে ফেলেছে। ভয়াবহ রকম দ্রুত ছুটতে পারে ও।

BanglaBook.org

অল্প কিছুক্ষণ পর তিরা ছুটতে ছুটতেই ঘুরে তাকালো। আমার চোখ পড়লো সামনে। বাড়ির সীমানা যে দেয়াল, সেটার খুব কাছে চলে এসেছি। তিরার মধ্যে ক্লান্তির ছিটেফোঁটাও দেখলাম না।

'আমি ওই দেয়াল পার হতে পারবো না,' দুর্বল গলায় বললাম। কাঁধটা প্রথমে অসাড় ছিলো ঠিকই, কিন্তু এখন ব্যথা শুরু হয়েছে। 'হাতে কোনো জোর পাচ্ছি না।'

তিরা মাথা ঝাঁকালো একবার। 'আমি তোমাকে পার করে দেবো।' জবাব দিলো ও।

'তাড়াতাড়ি করো তাহলে,' আমি বললাম। 'বেশিক্ষণ এভাবে থাকতে পারবো না। আমার ডাক্তার দরকার।'

'দেয়ালের সাথে হেলান দাও, শরীর সোজা রাখবে।'

ওর নির্দেশ অনুসরণ করলাম। ও আমার গোড়ালি চেপে ধরলো। এক মুহূর্ত কিছুই হলো না, তারপর আস্তে আস্তে ঠেলে আমাকে উপরে তুলতে লাগলো তিরা। একটু পর যখন মোটামুটি একটা উচ্চতায় উঠে পড়েছি, তখন দেয়ালে কোনোরকমে উঠে দু'পাশে দু'পা দিয়ে শুয়ে পড়লাম। আরেকটু ঝুঁকে সোজা হলাম। তারপর লাফ।

মাটিতে পরার মুহূর্তে মনে হলো আমার কাঁধে একটা বোমা ফেটেছে। ঠেলে একটা চিৎকার বের হতে চাইলো গলা দিয়ে, কিন্তু আমি শুধু একটা চাপা আর্তনাদ বের হতে দিলাম।

'জলদি করো,' যতোটুকু জোরে বললে তিরা শুনতে পাবে ঠিক ততো জোরেই বললাম। 'তাড়াতাড়ি দেয়াল টপকাও।'

'সময় নেই, ওরা চলে এসেছে।'

আসলেই তাই। পায়ের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি। কেউ একজন চেঁচিয়ে নড়াচড়া করতে মানা করলো। বেনই বোধহয়। এ অবস্থায় তিরা যদি দেয়াল টপকাতে যায় তো পিস্তলের সহজ নিশানা হবে একদম। কিন্তু তিরা যদি পালাতে না পারে, আমিও খুব বেশি দূরে যেতে পারবো না। আর আমি ধরা পড়লে ম্যাকফিনকে থামানোর মতো কেউ থাকবে না।

আমার শরীর থেকে ফোঁটায় ফোঁটায় রক্ত আর ঘাম ফুটপাথের ওপর পড়ছে, বাষ্প তুলছে শীতে। বড় একটা শ্বাস নিয়ে নিজের সমস্ত ব্যথা, ভয়, তিক্ততা জড়ো করতে লাগলাম। মনে মনে অনুভূতিগুলোকে দলা পাকিয়ে একটা বলের রূপ দিতে শুরু করলাম।

BanglaBook.org

'ভেন্টাস ভেলোচি,' মন্ত্রটা আবৃতি করতে শুরু করলাম বিড়বিড় করে। 'আব্রিম, আব্রিম।' বলতে বলতে এক হাতের আঙুল অন্য হাতের তালুর ওপর ঘোরাতে লাগলাম।

রক্তের ফোঁটা থেকে বের হওয়া বাষ্পের পরিমাণ আস্তে আস্তে বাড়তে লাগলো। কুয়াশার একটা ছোট্ট মেঘ সৃষ্টি হলো, সেটা কিছুক্ষণ ঝুলে রইলো বাতাসে। তারপর ভাসতে ভাসতে দেয়াল স্পর্শ করলো। মুহূর্তের মধ্যে দেয়ালে একটা ফোঁকর তৈরি হলো।

আমার শরীরের সব শক্তি নিঃশেষ হয়ে গেছে। মাথাটা চক্কর দিয়ে উঠলো। দেয়ালের ওপাশ থেকে দেখলাম তিরা তাকিয়ে আছে। চোখে বিস্ময়। এক লাফে ফোঁকড় গলে বেরিয়ে এলো ও। টের পেলাম যে আমি টলে পড়ে যাচ্ছি।

দেয়ালের ফোঁকড়টা বন্ধ হয়ে গেলো। 'জাদুকর।' ফিসফিস করে উঠলো তিরা ওয়েস্ট।

'সাবধান,' বিড়বিড় করে বললাম আমি। তারপর সব অন্ধকার।

BanglaBook.org

অধ্যায় ১৪

জেগে উঠবার পর মনে হলো যে জায়গাতে আছি সেটা অন্ধকার, তবে আরামদায়ক একটা উষ্ণতাও আছে। একটু পরে বুঝতে পারলাম জায়গাটা আসলে অন্ধকার নয়। আবছাভাবে আলোকিত।

কয়েক মিনিট কেটে যাবার পর বুঝতে পারলাম শুয়ে আছি কোনো একটা সস্তা হোটেলের বিছানায়। বিছানাটা একটা ডাবল বেড। জানালায় মোটা পর্দা টেনে দেয়া হয়েছে, কিন্তু পর্দা টানানোর রডটা সস্তা হওয়ায় মধ্যে বাঁকা হয়ে ঝুলে পড়ে কিছুটা ফাঁক সৃষ্টি করেছে। সেদিক দিয়েই আলো আসছে সামান্য।

বুঝতে পারলাম, বেশ কিছুক্ষণ ধরে এখানে শুয়ে আছি। বড় করে একটা নিশ্বাস নিলাম। কাঁধের ব্যথাটা আবার তার অস্তিত্ব জানান দিতে শুরু করেছে। মানুষ হিসেবে যে আমি খুব দুর্বল তা নয়, কিন্তু ব্যথাটা অসম্ভব রকমের বেশি।

মাথা ঘোরালাম, সাথে সাথে চোয়ালে ব্যথা হলো। মারফি এখানেই থাপ্পড়টা মেরেছিলো। আমার বাঁ কাঁধ পাতলা সাদা কাপড় দিয়ে ব্যান্ডেজ করে দেয়া হয়েছে। আর এই প্রথম বারের মতো খেয়াল করলাম যে আমি নগ্ন। আর আমাকে কাপড় চোপড় খুলে নগ্ন করতে পারে এমন অধিকার খুব কম মানুষেরই আছে।

বিছানার পাশে একটা নাইটস্ট্যান্ডে অনেকরকম জিনিস। একটা বই দেখলাম। ব্রিটিশ সেনার একটা অংশ আছে, এসএএস। ওদেরকে এ বইটা দেয়া হয়। সারভাইভাল ম্যানুয়াল। কিভাবে নিজেকে বিপদে বাঁচিয়ে রাখতে হয় তাই নিয়ে লেখা। বইয়ের যে পৃষ্ঠা খোলা সেখানে ব্যান্ডেজ বাঁধার বর্ণনা দেয়া আছে।

বইয়ের পাশে কয়েকটা ছোট কার্ডবোর্ডের বাক্স পড়ে আছে। তুলোর বাক্স। সাথে হাইড্রোজেন পারঅক্সাইডের একটা বাদামি রঙের বোতলও দেখতে পেলাম। একটু দূরে মেঝেতে একটা ছোট করাত আর কাগজের ব্যাগ পড়ে আছে।

ডান হাত দিয়ে গালটা কিছুক্ষণ ঘষলাম। মারফির থাপ্পড়ের জোর আছে

BanglaBook.org

স্বীকার করতেই হবে। আমার হাতে এখনো হ্যান্ডকাফ, তবে করাত দিয়ে শেকলটা কেটে ফেলা হয়েছে।

কাঁধের ব্যথাটা ক্রমশ বাড়লেও এটুকু বেশ বুঝতে পারছি এখন শুয়ে থাকলেও এই ব্যথা কমবে না। কাজেই একটু উঠবার চেষ্টা করলাম।

উঠে দাঁড়ালাম মোটামুটি সহজেই, তবে পা কাঁপছে সামান্য। আস্তে করে বাথরুমে গিয়ে ডান হাত দিয়ে চোখ মুখে কিছু পানি ছেটালাম।

গতবারের মতো এবার আর তিরার আগমনে চমকে উঠলাম না। পেছনে পায়ের আওয়াজ শুনতে পেয়েছিলাম। এক মুহূর্ত পর পেছনে এসে দাঁড়ানোয় আয়নাতে ওর চোখজোড়া জ্বলজ্বল করতে দেখলাম।

'ভাগ্য ভালো ছিল গতরাতে,' বললো ও। 'গুলিটা মাংস ফুঁড়ে বের হয়ে গেছে, হাড় বা রগ কোনোটাতেই লাগেনি। মরবে না।'

'আমার নিজেকে ভাগ্যবান মনে হচ্ছে না,' তিক্ত কণ্ঠে বললাম।

তিরা কাঁধ ঝাঁকালো। 'ব্যথা হবেই, ওটা কোনো ব্যাপার না।' আমার পিঠ থেকে পা পর্যন্ত একবার নজর বুলালো ও। 'কিন্তু তোমার শরীরের কন্ডিশন অনেক ভালো, সেরে উঠতে পারবে।'

বেশ বুঝতে পারছি রাগে আমার চেহারা লাল হয়ে গেছে। হাতড়ে একটা তোয়ালে বের করে কোনো রকমে কোমড়ে জড়িয়ে নিলাম। 'আমার গায়ে ব্যান্ডেজ কে করলো?'

তিরা মাথা ঝাঁকালো। 'আমিই করেছি। আর তোমার কাপড়চোপড় রক্তে সয়লাব হয়ে ছিলো। তাই খুলতে হয়েছে। এখন পোশাক পরে নাও। ম্যাকফিনকে সাহায্য করতে হবে।'

উলটো ঘুরে এবার ওর দিকে সরাসরি তাকালাম। 'কয়টা বাজে এখন?'

ও কাঁধ ঝাঁকালো। 'বিকেল শেষ প্রায়। একটু পরেই সূর্য ডুবে যাবে, চাঁদ উঠবে। তার আগেই আমাদের ওর কাছে পৌঁছাতে হবে।'

'ও কোথায় আছে সেটা জানো?'

তিরা আবার কাঁধ ঝাঁকালো। 'আমি চিনি ওকে।'

আমি একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে রুমে ঢুকলাম। কাগজের ব্যাগটা তুলে নিতে ভেতরে একটা বেগুনী রঙের প্যান্ট আর একটা সাদা টি-শার্ট পেলাম। প্রাইস ট্যাগগুলো ছিঁড়ে প্যান্ট আর টিশার্ট দুটোই পরে নিলাম, দুটোই বেশ পছন্দ হয়েছে।

'আমরা আছি কোথায়?' জিজ্ঞেস করলাম।

BanglaBook.org

'পশ্চিম শিকাগোর একটা হোটেলে,' জবাব দিলো ও।

আমি মাথা ঝাঁকালাম। 'রুম ভাড়া নেবার জন্য টাকা কীভাবে দিয়েছো?'

'নগদ টাকা দিয়ে দিয়েছি। ম্যাকফিন আগেই সাবধান করে দিয়েছিলো, পুলিশ ক্রেডিট কার্ড ট্র্যাক করতে পারে।'

'হ্যা, তা পারে।'

কাপড় পরা শেষ হয়ে গেলে আয়নার সামনে গিয়ে নিজেকে একবার দেখে নিলাম। ব্যথা আগের চেয়ে কমেনি, তবে এখন সহ্য করে নিতে পারছি বেশ। 'কোনো পেইনকিলার আছে?'

'না,' ও জবাব দিলো। 'কোনো ওষুধ নেই আমার কাছে।' একটা চাবি বের করলো তিরা। জিজ্ঞেস করাতে বললো এটা একটা ভাড়া করা গাড়ির চাবি।

'দাঁড়াও,' আমি বললাম।

'আমরা বের হবো এখন,' ও থমকে দাঁড়িয়ে বললো।

'আমরা যাচ্ছি না,' আমি জবাব দিলাম। 'যতোক্ষণ না আমি কয়েকটা প্রশ্নের উত্তর পাচ্ছি।'

আমার দিকে ভ্রু কুঁচকে তাকালো ও, তারপর কোনো কথা না বলে গট গট করে দরজা দিয়ে বের হয়ে গেলো। খোলা দরজাটার দিকে একবার শূন্য চোখে তাকিয়ে আমি বিছানায় বসে পড়লাম।

প্রায় তিন মিনিট পর আবার আগমন ঘটলো ওর। 'এখন বের হবো আমরা।' পুনরাবৃত্তি করলো।

আমি মাথা নাড়লাম। 'আমি একবার বলেছি না। আগে আমার প্রশ্নগুলোর উত্তর দিতে হবে।'

'ম্যাকফিন তোমার প্রশ্নের উত্তর দেবে,' তিরা জবাব দিলো। 'এখন এখান থেকে বের হতে হবে। এখনই।'

'তুমি কে? বেজমেন্টের চক্রটা নষ্ট করেছিলে কেন? কিম ডিলানিকে কীভাবে চেনো?' অতি দ্রুত তিনটা প্রশ্ন আউড়ে গেলাম আমি।

তিরা ওয়েস্ট এগিয়ে এসে আমার কলার চেপে ধরলো। 'তোমাকে এক্ষুণি এখান থেকে বের হতে হবে।'

'কেন?' গোঁয়ারের মতো প্রশ্ন করলাম আমি। মহিলা আমার চোখের দিকে তাকিয়ে আছে। স্থির দৃষ্টি। আমিও আরও ভালোভাবে তাকালাম, ওর ভেতরটা দেখে নেবার জন্য।

BanglaBook.org

কিছুই দেখতে পেলাম না।

দুই সেকেন্ডের বেশি তাকিয়েও থাকতে পারলাম না। ঝট করে চোখ সরিয়ে নিলাম। মেয়েটা আর যাই হোক, মানুষ নয়।

শুধু দু'ধরনের প্রাণীর চোখে আমি চোখ রাখতে পারি না। এক হচ্ছে যাদের চোখে এর আগেও কখনো চোখ রেখেছি। আর দুই – যারা নেভারনেভার থেকে এসেছে। এই মহিলার চোখে আমি এর আগে কখনো চোখ রাখিনি। তারমানে এ মানুষ নয়। নেভারনেভার কোনো মানুষের জায়গা নয়।

'চলো, বের হও!' এবারে গর্জন করে উঠলো ও।

'কেন বের হবো?' আমি পালটা প্রশ্ন করলাম।

'কারণ আমি এইমাত্র পুলিশকে ফোন করে জানিয়েছি তুমি এখানে আছো। আর জেনে রাখো, ওরা মনে করে খুনগুলোর পেছনে তোমার হাত আছে। কাজেই ওরা কোনো ঝুঁকি নেবে না, তোমাকে দেখামাত্র গুলি করবে।' আমার শার্টে হালকা একটা ধাক্কা দিয়ে রুম থেকে বের হয়ে গেলো ও।

আরও পাঁচটা সেকেন্ড ওভাবেই বিছানার ওপর বসে থাকলাম। তারপর এক লাফে উঠে পিছু নিলাম তিরা'র।

বের হবার পথে আমার ওভারকোট আর বুটজোড়া পরে নিলাম। ওভারকোটটা পরার সময় কাঁধে দুটো ছিদ্র দেখতে পেলাম। গুলিটা একদিক দিয়ে ঢুকে আরেকদিক দিয়ে বের হয়েছে। রক্ত জমাট বেঁধে শুকিয়ে ওভারকোটের লেগে আছে গায়ে।

যাই হোক, এই ওভারকোটটার প্রতি আমার একটা আলাদা মায়া আছে।

বের হয়ে আকাশে শেষ বিকেলের ছাপ দেখতে পেলাম। একটু পরেই অফিস থেকে বাড়ি ফেরা লোকের গাড়ির ভীড় লেগে যাবে শহরের রাস্তায়।

তিরা একটা পুরনো গাড়ি ভাড়া নিয়েছে। সম্ভবত ছোট কোনো দোকান থেকে। এই কাজটা ভালো করেছে খুব, পুলিশের নজর কম থাকবে। পুলিশ সবসময়ই বড় বড় জায়গায় আগে খোঁজ করে।

উঠলাম ওর পাশে। সাথে সাথে শিকাগোর পশ্চিম দিকে গাড়ি ছোটালো ও। বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ গাড়িতে বসে রইলাম আমি। তিরাও চুপচাপ চালালো। মারফির সাথে যখন গাড়িতে ছিলাম, সে সময়ের কথা মনে পড়ে গেলো।

BanglaBook.org

আমরা থামলাম শহরের অপর প্রান্তে। লেক মিশিগানের দক্ষিণে একটা সাইনবোর্ডের পাশে। সাইনবোর্ডে বড় করে লেখা: 'উলফ লেক পার্ক।'

তিরা ওয়েস্টের মতিগতি খুব একটা সুবিধার লাগছে না আমার কাছে। এটা ঠিক আমাকে ও গত রাতে জেলে যাওয়া থেকে বাঁচিয়েছে, কিন্তু ওর সঠিক উদ্দেশ্যটা এখনো ধরতে পারছি না। ও কি আসলেই ওর প্রেমিকের হাত থেকে সাধারণ মানুষকে বাঁচাতে চায়? নাকি পুরোটাই একটা ফাঁদ? আমাকে এখানে এনেছে এটা নিশ্চিত করতে যে কেউ আর যেন ওদের দু-জনের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। এটা হবার ভালো সম্ভাবনা আছে। কিমকেও হয়তো এরাই মেরেছে।

আরও কয়েকটা হিসেব ঠিক মেলাতে পারছি না। ম্যাকফিন যদি সত্যিই লুপ-গারো হয়ে থাকে, তাহলে পূর্ণিমার আগের দিন আর পরের দিন যে ছয়টা খুন হলো সেগুলো কে করেছে?

আর তিরা ওয়েস্ট মায়ানেকড়ে নয়। মায়ানেকড়েরা মূলতঃ মানুষ, যারা নেকড়ের রূপ নিতে পারে। কিন্তু তিরা ওয়েস্ট মানুষ নয়, এটা তখন ওর চোখের দিকে তাকিয়ে ভালো করেই টের পেয়েছি।

তাহলে কি ও নেভারনেভার থেকে আসা এমন কোনো প্রাণী যে নিজের রূপ বদল করতে পারে? ও-ই কি পূর্ণিমার আগে আর পরে খুনগুলো করেছে? ম্যাকফিনের ওপর থেকে সন্দেহ সরাবার জন্য?

তিরা কি এমন কিছু যার কথা আমি আগে কখনো শুনিনি? পশ্চিম ইউরোপীয় বাদে অন্য কোনো অঞ্চলের অতিপ্রাকৃত প্রাণী সম্পর্কে আমার খুব একটা ধারণা নেই।

আচ্ছা...একটা জিনিস তো মনে ছিলো না। আমার আগের থিওরি চুপসে দিলো এই নতুন চিন্তাটা। তিরা ওয়েস্ট সত্যিই আমাকে খুন করতে চাইলে তো এতোক্ষণে সহজেই সেটা করে ফেলতে পারতো। কষ্ট করে আমার কাঁধ ব্যান্ডেজ করতে গেলো কেন?

সব মিলিয়ে তাহলে একটাই প্রশ্ন দাঁড়ায়: ও আসলে কী চায়?

আর এই একটা প্রশ্ন থেকে আরও কিছু প্রশ্ন উঠে আসে। ওর সাথে থাকা ওই ছেলেমেয়েগুলো কারা? অ্যালফারা? ওদের সাথে তিরা কী করছিলো?

'বের হও,' আমার সব চিন্তাভাবনা বাতাসে মিলিয়ে দিয়ে বললো ও। 'ম্যাকফিন এখানেই কোথাও আছে।'

BanglaBook.org

সূর্যটা এখন একদম অস্তের পথে, লাল হয়ে আছে। চাঁদ ওঠার আর এক ঘণ্টাও বাকি নেই। কাজেই দেরি না করে কাঁধে ভয়াবহ ব্যথা সত্ত্বেও গাড়ি থেকে বেরিয়ে এলাম। ওর পিছু নিয়ে ঢুকে পড়লাম গাছগাছালির জঙ্গলের ভেতর।

পুরনো ওক আর অন্যান্য লম্বা লম্বা গাছের কারণে পার্কের ভেতরটা অন্ধকার হয়ে আছে। নিশ্চুপ। পাখির ডাক কানে আসছে অবশ্য, কিন্তু অনেক দূর থেকে। শুধু আমাদের পায়ের শব্দটাই জোরালো হয়ে কানে বাজছে।

তিরা একদম চুপ হয়ে গেছে। ওকে ভালো করে লক্ষ্য করলাম, হাঁটছেও একদম নিঃশব্দে। প্রত্যেকটা কদম মেপে ফেলছে। এক কী দুইবার শুধু ওর পায়ের নিচে শুকনো পাতা পড়ার আওয়াজ শুনতে পেলাম।

কয়েক শ' গজ আগানোর পর তিরা থেমে গেলো। চারদিকে তাকাচ্ছে তীক্ষ্ণ চোখে।

হঠাৎ একটা গাছের পাতার আড়াল থেকে কিছু একটা বের হয়ে এলো। আমি নড়ারও সুযোগ পেলাম না। লোকটা এসেই আমাকে ধাক্কা মেরে মাটিতে ফেলে চেপে ধরলো।

'ধরেছি, ধরেছি তোকে,' চেঁচিয়ে উঠলো আমার আক্রমণকারি। উঠবার চেষ্টা করলাম, কিন্তু পারলাম না। লোকটার গায়ের জোর আমার চেয়ে অনেক বেশি। কাঁধে আবার তীব্র যন্ত্রণা ঝিলিক দিয়ে উঠলো। লোকটা ঝুঁকে এলো আমার দিকে।

মনে হয় না বাঁচবার সুযোগ আছে।

BanglaBook.org

অধ্যায় ১৫

জাদু এমন একটা শক্তি যার উৎপত্তি হয়েছে মানুষের চিন্তা, অনুভূতি আর কল্পনাশক্তি থেকে। জাদু করতে চাইলে চিন্তাকে একটা আকার দিতে হয়, শব্দ উচ্চারণ করে সেটার নাম দিতে হয়। এজন্যই জাদুকররা মন্ত্র পড়ে। কিন্তু ওই মন্ত্র যদি প্রচলিত ভাষায় হয় তাহলে কাজ করার সম্ভবনা খুবই কম। কারণ মানুষের বদভ্যাস হলো চেনা জিনিসের প্রতি আস্থা কম রাখা। তাই জাদুকররা সবসময় মন্ত্র বানায় প্রাচীণ কোনো ভাষা থেকে। যেগুলো কখনো কখনো এমনকি জাদুকরের নিজের কাছেও দুর্বোধ্য হয়। মাঝেমধ্যে আমরা নিজেরাই শব্দ বানাই।

আবার কিছু ক্ষেত্রে মন্ত্র ছাড়াও জাদু করা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে সফল হবার সম্ভাবনা কমে যাবার পাশাপাশি আরেকটা ঝুঁকি থাকে–নিজের জাদুতে জাদুকর নিজেও কিছুটা আহত হতে পারে।

আমাকে যে লোকটা চেপে ধরেছে সে অর্ধনগ্ন। লোকটার গায়ে অসুরের শক্তি, আর এক হাতে সে আমার মুখ চেপে রেখেছে। তার অন্য হাতের কব্জিটা আমি ধরে রেখেছি এক হাতে। ওর সাথে ধস্তাধস্তি করে আমার জেতার কোনো সম্ভাবনা খুব কম।

নিজের সব ভয়, আশংকা আর আর মনোযোগ একটা বিন্দুতে স্থির করলাম। কল্পনায় ফুটে উঠতে লাগলো অদ্ভুত সব রঙ। আমার ওপর বসে থাকা লোকটা মৃদু গর্জন করছে। টের পেলাম আমার মাথার নিচে মাটিতে যে শুকনো পাতাগুলো ছিলো সব নড়তে শুরু করে দিয়েছে। অন্ধকার হয়ে আসছে সবকিছু।

দাঁতে দাঁত চেপে ধরে স্পেলটা ছুঁড়ে দিলাম সামনের দিকে।

সাথে সাথে দুটো জিনিস ঘটলো। প্রথমত, আমার মাথার ভেতর থেকে গর্জন করতে করতে বেরিয়ে এলো জান্তব একটা শক্তি। মাথার পেছনের শুকনো পাতাগুলো সব মাটি থেকে ছিটকে উঠে ওই শক্তির মধ্যে মিশে গেলো।

দ্বিতীয়ত, যে জিনিসটা ঘটলো সেটা হচ্ছে: আমার চারপাশের বাতাস হঠাৎ থমকে গেলো, তারপর যেন রক্তের মতো বয়ে গেলো আমার হাত

BanglaBook.org

বেয়ে। আক্রমণকারি বাতাসের তোড়ে প্রায় উড়ে গেলো পেছনদিকে।

শুয়ে থেকেই কিছুক্ষণ দম নিলাম আগে, তারপর হাঁচড়েপাঁচড়ে উঠে দাঁড়ালাম। আক্রমণকারি অসাড় চোখে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে। মুখ হাঁ, বুকটা পিস্টনের মতো ওঠানামা করছে।

লম্বায় লোকটা আমার সমানই হবে কিন্তু গায়ে-গতরে আমার দুই গুণেরও বেশি। ধূসর চুল, পরনে শুধু একটা জিন্সের প্যান্ট। শরীরের পেশি দেখে কুস্তিগির বলে যে কেউ ভুল করতে পারে। চোখের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারলাম, হিংস্র হলেও লোকটা অত্যন্ত মেধাবি।

পাশ থেকে একটা চিৎকারের আওয়াজ শুনতে পেলাম। ঘুরে দেখি চিৎকারটা এসেছে তিরার গলা থেকে। ছুটে গেলো ও মাটিতে পড়ে থাকা লোকটার দিকে, ঝুঁকে বসলো তার পাশে। আমি আরেকবার তাকালাম লোকটার দিকে। এবার ওকে চিনলাম।

ম্যাকফিন।

'ম্যাকফিন!' ডেকে উঠলো তিরা। 'ম্যাকফিন! তুমি ওকে মেরে ফেলেছো,' আমার দিকে তাকিয়ে হিসিয়ে উঠলো ও। ওর চোখে নিখাদ ঘৃণা আর রাগ। এক লাফে উঠে দাঁড়ালো ও। তারপর চিতার বেগে ছুটে এলো আমার দিকে।

এক মুহূর্তও সময় নেই। আমি আবার আমার মনোযোগ কেন্দ্রিভুত করলাম। তারপর ফিসফিস করে বললাম: 'ভিন্টো গিয়োস্ট্রাস!'

সাথে সাথে প্রচণ্ড বাতাস বইতে শুরু করলো। গাছগুলো রীতিমতো দুলতে শুরু করলো সে বাতাসে। শুকনো পাতাগুলো গোল হয়ে উঠতে লাগলো ওপর দিকে, যেন ঘূর্ণিঝড়ের টানে।

তিরা আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার ঠিক আগের মুহূর্তে ঝড়টা ওকে ভাসিয়ে নিয়ে গেলো। তুলে ফেললো বিশ ফিট ওপরে, পাইন গাছের চূড়ার কাছাকাছি।

আমিও চমকে গেছি। আমার স্পেল এতোটা শক্তিশালী হবে ভাবিনি। শুধু সামান্য বাতাস চেয়েছিলাম, যেন তিরাকে কয়েক পাক শূন্যে ঘুরিয়ে মাটিতে ফেলতে পারি। জাদুর এই হলো আরেক সমস্যা, নিয়ন্ত্রণ করাটা ঝামেলার।

প্রায় আধ মিনিট পর ঝড়টা থামলো। চারপাশ একদম খালি হয়ে গেছে ঝড়ের চোটে। তিরা ছিটকে গিয়ে পনের গজ দূরে পড়েছে। আশ্চর্য, তাও

BanglaBook.org

খুব একটা ব্যথা পেয়েছে বলে মনে হলো না। তবে হতবাক হয়ে গেছে বিস্ময়ে।

ঠিক সেসময় ম্যাকফিন উঠে বসলো। আঘাতটা সামলাতে পেরেছে তাহলে শেষ পর্যন্ত। উঠে বসে শূন্য চোখে চারদিকে দেখলো। ঘোর কাটেনি এখনো।

'দেখলে?' তিরার উদ্দেশ্যে বললাম। তিরাও উঠে বসেছে এর মধ্যে। 'মরেনি ও।' একহাতে ম্যাকফিনের দিকে আঙুল তুললাম।

তিরা কোনো কথা না বলে ম্যাকফিনের দিকে এগিয়ে গেলো। আস্তে করে ধরে দাঁড়া করালো ওকে।

আমিও স্বাভাবিক হতে শুরু করেছি। কাঁধে আবার ব্যথা শুরু হয়েছে। এতোক্ষণ কোনো অনুভূতি ছিলো না আমার মাঝে।

ম্যাকফিন তিরার কাঁধে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়ালো। সাথে সাথে তিরা ওর ঠোঁটে পাগলের মতো চুমু খেতে শুরু করলো। আমি যে আছি সেটা ওদের কারোই খেয়াল রইলো না কয়েক মুহূর্ত। একটু লজ্জাই পেলাম।

'অ্যাহেম,' হালকা গলা খাঁকাড়ি দিলাম। 'আমাদের মনে হয় খোলা জায়গা থেকে বের হয়ে যাওয়া উচিত।'

আস্তে করে ওরা দু-জন দু-জনের থেকে সরে দাঁড়ালো। ম্যাকফিনের নজর এবার আমার দিকে।

'কিম মারা গেছে,' বললো ও। 'তাই না?'

আস্তে করে মাথা ঝাঁকালাম। 'হুঁ, গতরাতে।'

'আহ্।' হতাশায় মুখটা ছেয়ে গেলো ওর।

'তোমার কিছু করার ছিলো না,' তিরা বললো। 'মেয়েটা জানতো কাজটা ঝুঁকিপূর্ণ।'

'আপনি নিশ্চয়ই হ্যারি ড্রেসডেন,' ম্যাকফিন বললো। 'সরি, তখন তিরাকে আপনার সাথে দেখতে পাইনি। আর আপনাকে চিনিও না।'

আমি কাঁধ ঝাঁকালাম। 'ব্যাপার না। কিন্তু এখন আমাদের খোলা জায়গা থেকে বের হয়ে যাওয়া উচিত। রাস্তা দিয়ে যাবার সময় কেউ আমাদের দেখে পুলিশে ফোন করে দিতে পারে।'

ম্যাকফিন মাথা ঝাঁকাল। 'ঠিক বলেছেন। চলুন, যাই।'

তিরা আমার দিকে একবার তাকিয়ে তারপর ম্যাকফিনের হাত ধরে জঙ্গলের ভেতর ঢুকে যেতে শুরু করলো। পেছন পেছন আমিও গেলাম।

BanglaBook.org

বনের মোটামুটি ভেতরে গাছপালা দিয়ে ঘেরা একটা জায়গায় ম্যাকফিন ক্যাম্প করেছে। বাইরে থেকে জায়গাটার অস্তিত্ব আছে বলে বোঝা যায় না। জায়গাটা বেশ জঙ্গুলে, শহরের এতো কাছে আছি বলে মনেই হচ্ছে না। ক্যাম্পের বাইরে চারপাশ কর্দমাক্ত, এমনিতেও কেউ এদিকে খোঁজ করতে আসবে বলে মনে হয় না। ক্যাম্পের মাঝখানে ছোট্ট একটা গর্তের মধ্যে কাঠের স্তূপে আগুন জ্বলছে।

ক্যাম্পে পৌঁছে তিরা ম্যাকফিনের পাশে বসে পড়লো। আমি দাঁড়িয়েই রইলাম। যদিও কাঁধের ব্যথার চোটে ইচ্ছে করছে কোথাও শুয়ে পড়তে।

'তো, ম্যাকফিন,' আমি বললাম। 'আপনি আমার সাহায্য চান। বেশ। কিন্তু আমিও একটা জিনিস চাই আপনার কাছে।'

ম্যাকফিন ক্লান্ত ভঙ্গিতে মাথা নাড়লো। 'আমি দর কষাকষির মতো অবস্থায় নেই, মি. ড্রেসডেন। আপনি যা চান, আমি দেবো।'

আমি মাথা ঝাঁকালাম। 'আমার উত্তর চাই। আমার মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে কোটি কোটি প্রশ্ন।'

'দু'ঘণ্টার মধ্যেই সব অন্ধকার হয়ে যাবে। এরপর চাঁদ উঠতে আর আধ ঘণ্টাও লাগবে না। বেশি সময় নেই আমাদের হাতে, মি. ড্রেসডেন।'

'যথেষ্ট সময় আছে,' আমি আশ্বস্ত করলাম ওকে। 'এখানে কেন এসেছেন?'

'সকালে এখান থেকে পাঁচ মাইল দূরে আমার ঘুম ভেঙেছে,' ম্যাকফিন জবাব দিলো। অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছে। 'শহরের আশেপাশে আমার বেশ কয়েকটা জায়গা আছে লুকানোর জন্য। কখন কোনটা কাজে লেগে যায় ঠিক নেই–বোঝেনই তো। আমার কাছে কোনো কাপড়চোপড়ও ছিলো না, এই প্যান্টটা বাদে।'

'রাতে কী কী করেছেন মনে আছে?' কথাটা ওর খারাপ লাগতে পারে। তবে আরো খারাপভাবে প্রশ্নটা করতে পারতাম: 'কিম ডিলানিকে যে খুন করেছেন সেটা মনে আছে?'

ম্যাকফিন একটু কেঁপে উঠলো। 'কিছু কিছু,' আবার আমার দিকে তাকালো ও। 'কসম কেটে বলছি, আমি ওকে মারতে চাইনি।'

'তাহলে কীভাবে মারা গেলো ও?' এবারের প্রশ্নটা সরাসরিই করলাম। তিরা আমার দিকে ভ্রু কুঁচকে তাকালো। আমার দৃষ্টি এখনো ম্যাকফিনের দিকে।

BanglaBook.org

'এই অভিশাপটা...' আস্তে করে বললো ও। 'আচ্ছা মি. ড্রেসডেন, আপনার কী কখনো এমন হয়েছে যে, প্রচণ্ড রাগে অন্ধ হয়ে গেছেন? নিজের ওপর কোনো নিয়ন্ত্রণ ছিলো না?'

'একবার।' আমি জবাব দিলাম।

'তাহলে হয়তো আপনি ব্যাপারটা বুঝতে পারবেন,' ম্যাকফিন বললো। 'আমি মেয়েটাকে বলছিলাম ওই চক্রটা কাজ করছে না, বের হয়ে যাও। কিন্তু মেয়েটা শুনলো না। তারপর যখন আমি বদলে গেলাম...'

'বুঝতে পেরেছি,' বললাম আমি।

'ভিয়েতনামের যুদ্ধ থেকে আমার বেঁচে ফিরে আসার কারণও এটাই। আমি জানতাম পূর্ণিমা আসছে। কিন্তু কিছু করার ছিলো না আমার। যুদ্ধ থেকে তো চাইলেই চলে আসা যায় না। যে রাতে পূর্ণিমা এলো, সে রাতে আমি আশেপাশে দু'মাইলের মধ্যে কাউকে ছাড়িনি। ভিয়েতনামিজ সৈন্যদের ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করেছি। ওরা সবাই আমার বন্ধুদের খুন করেছিলো।'

ম্যাকফিনের দিকে দীর্ঘ একটা মুহূর্ত তাকিয়ে রইলাম। ও সত্যি কথা বলছে। আমার সন্দেহ নেই। 'কিমকে কীভাবে চিনতেন?' প্রশ্ন করলাম। 'ও যে পরিবেশবাদি সংগঠনে ছিলো, আপনি কী–'

'নর্থওয়েস্ট প্যাসেজ প্রজেক্টে আমাকে সাহায্য করছিলো। আপনার কাছ থেকে যে ট্রেইনিং পাচ্ছে সেটা বলেছিলো। গতমাসে ওকে বলেছিলাম আমাকে যেন এই সমস্যাটার নিয়েও সাহায্য করে।'

'কেন?'

ম্যাকফিন একবার তিরার দিকে তাকিয়ে আবার আমার দিকে তাকালো। 'কেউ একজন আমার আগের চক্রটা নষ্ট করে দিয়েছে।'

'নষ্ট করে দিয়েছে? বাসায় যেটা আঁকা দেখলাম?'

'হ্যা,' ম্যাকফিন জবাব দিলো। 'কে করেছে জানি না, আমি বাসায় থাকি না খুব বেশি। পূর্ণিমার কিছুক্ষণ আগে ঘরে গিয়ে দেখি চক্রটা নষ্ট করে ফেলা হয়েছে।'

'তখন কিমের কাছে সাহায্য চাইলেন?'

ম্যাকফিন চোখ বন্ধ করে মাথা নাড়লো। 'মেয়েটা বলেছিলো ও পারবে। ও নতুন একটা চক্র বানাবে যেটা আমাকে...'

'গতমাসে মার্কোনের বিজনেস পার্টনারের সাথে আপনার মিটিং ছিলো, ঠিক না? প্রজেক্টের ব্যাপারে?'

BanglaBook.org

'আমি ওকে মারিনি,' ম্যাকফিন দ্রুত বলে উঠলো। 'লোকটা সম্ভবত পূর্ণিমার তিন দিন পরে মারা যায়। আমি সে সময় চাইলেও নেকড়ে হতে পারবো না। আর পূর্ণিমার তিন রাত আমি লোকালয়ের একদম বাইরে ছিলাম, যেন কারও ক্ষতি না হয়।'

'আপনার প্রেমিকা হয়তো খুনগুলো করেছে।' আমি তিরার দিকে একবার নজর বুলিয়ে নিলাম। তিরা অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিলো।

'ও করেনি,' ম্যাকফিন একদম ঠাণ্ডা, শান্ত গলায় বললো।

'আচ্ছা, একটু পেছনে যাওয়া যাক,' আমি বললাম। 'কেউ একজন আপনার জাদুচক্র নষ্ট করেছে। তার মানে সে আপনার অভিশাপটা সম্পর্কে জানতো, তাই না? আর তার আপনার বাসায় ঢোকার ক্ষমতা বা অনুমতি আছে। কে আছে এমন? সে কেন এ কাজটা করতে গেলো?'

ম্যাকফিন মাথা নাড়লো। 'আমি জানি না...কিচ্ছু জানি না। সুপারন্যাচারাল জগতের সাথে আমার খুব বেশি সম্পর্ক নেই মি. ড্রেসডেন। ও বাদে নিজেকে অন্য কিছুতে পরিণত করতে পারে এমন কাউকেও আমি চিনি না।' তিরার দিকে ইশারা করলো ও।

সন্দেহ ইতিমধ্যে আমার মনের ভেতর দানা বাঁধতে শুরু করেছে। ম্যাকফিনকে পরের কথাটা বলার সময় তিরার দিকে নজর রাখলাম। 'আমি আপনাকে একটা থিওরি দিই?' ওর জবাবের জন্য অপেক্ষা না করেই বলে গেলাম: 'ধরে নিচ্ছি আপনি সব সত্যি বলছেন। তাহলে এমন হতে পারে কেউ গত মাসে, পূর্ণিমার আগের রাতে খুনগুলো করেছে। শহরের কোনো গ্যাংস্টার হতে পারে। তারপর আপনার চক্র নষ্ট করেছে যেন আপনি পূর্ণিমার পরের তিনরাত বাইরে ঘুরে বেড়াতে বাধ্য হন।'

'এমনটা কেন করবে?' ম্যাকফিন প্রশ্ন করলো।

'আপনাকে ফাঁসাবার জন্য। হয়তো ওরা ওদের কোন লাভের জন্য খুন করেছে। তারপর দোষটা দিতে চেয়েছে আপনার ঘাড়ে। আমার মতো কেউ বা হোয়াইট কাউন্সিল যেন এসে সোজা আপনাকে ধরে।'

ম্যাকফিন বিষয়টা একটু ভেবে দেখলো। তারপর বললো: 'আপনার কথায় মনে হচ্ছে আপনার কাছে আরও থিওরি আছে।'

আমি কাঁধ ঝাঁকালাম। 'হতে পারে আপনিই খুনি। আপনি সব কিছু এমনভাবে সাজাচ্ছেন যেন আমি বা কাউন্সিল মনে করি আপনাকে ফাঁদে ফেলা হচ্ছে। আর পুলিশ তো আপনার কিছুই করতে পারবে না। এই

BanglaBook.org

ফাঁকে আপনি আপনার বিরুদ্ধের সব মানুষকে মেরে নর্থওয়েস্ট প্যাসেজ প্রজেক্ট শেষ করে ফেলবেন।'

'আপনার কী মনে হয়, এই যে যারা মরলো...মার্কোনের সব গুণ্ডারা। এরা মারা গিয়ে কি পৃথিবীর ভালো হয়েছে না ক্ষতি হয়েছে?' ম্যাকফিনের গলায় খুব সুক্ষ, চাপা হিংস্রতা।

'ভালোই হয়তো হয়েছে। কিন্তু বাকি যারা মারা যাচ্ছে তাদের ব্যাপারে আমার আপত্তি আছে।'

'বাকি কে? আমি কেন নিরীহ মানুষ মারতে যাবো?'

'কিম কি মার্কোনের গুণ্ডা ছিলো?'

ম্যাকফিন এক মুহূর্তে চুপসে গেলো। দৃষ্টি সরিয়ে নিলো অন্যদিকে।

'হয়তো আপনি ধোঁয়াশা সৃষ্টি করতে চাচ্ছেন। আবার এমনও হতে পারে যে আপনি শুধুই পরিস্থিতির শিকার। এই মুহূর্তে নিশ্চিত করে বলার মতো প্রমাণ আমার হাতে নেই।'

'আমি যা বলেছি সব সত্য,' ম্যাকফিন মুখ তুলে তাকালো। 'আমাকে কে ফাঁদে ফেলতে চাইবে?'

আমি মাথা নাড়লাম। 'কোটি টাকার প্রশ্ন। জনি মার্কোন হতে পারে। নর্থওয়েস্ট প্রজেক্ট থামিয়ে দিতে পারলে ওর অনেক লাভ আছে।'

ম্যাকফিন মাথা ঝাঁকাল। 'হতে পারে।'

'ওর জন্য এটা একটা ভালো মোটিভ। কিন্তু এখানেও প্রশ্ন থেকেই যায়, আপনার অভিশাপের ব্যাপারে মার্কোন কীভাবে জানলো? আর চক্রটাই বা সে কীভাবে নষ্ট করলো? মার্কোন হওয়ার সম্ভাবনা কম। তাছাড়া ওর স্টাইলও এরকম নয়। আর কারও কথা আপনার মাথায় আসছে?'

ম্যাকফিন মাথা নাড়লো। 'পূর্ণিমার রাতে আমি অবসময় নিজেকে আটকে রেখেছি। আর সেটা সম্ভব না হলে কোনো নির্জন জায়গায় চলে গেছি, যেটার ত্রিসীমানায় মানুষ নেই।'

'সেজন্যই নর্থওয়েস্ট প্যাসেজে প্রজেক্টের জন্য আপনি উঠেপড়ে লেগেছেন,' অনুমান করলাম আমি। 'এমন একটা জায়গা করে নিতে চাইছেন যেন পূর্ণিমার রাতে পুরোপুরি নিরাপদ থাকতে পারেন।'

'আরও কিছু কারণ আছে,' তিরার দিকে একবার তাকিয়ে কথাটা বললো ও। 'এরকম একটা অভিশাপ নিয়ে বেঁচে থাকা যে কতোটা কঠিন সেটা আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না, মি. ড্রেসডেন।'

BanglaBook.org

আমার মাথায় চিন্তা চলছে। লোকটা যদি মিথ্যা বলে থাকে তাহলে আমাকে এখানে আনবার একটা কারণই দেখছি: পথের কাঁটা দূর করা। আরেকটু হলেই যেটা করে ফেলেছিলো কিছুক্ষণ আগে। নিজেই নিজেকে সাবধান করলাম। কে, কোথায়, কখন, কী করবার প্ল্যান করছে সেটা আমার পক্ষে জানা সম্ভব নয়। যতোই জাদু জানি, লাভ নেই। সতর্ক থাকতে হবে।

আমাকে সবচেয়ে অবাক করছে তিরা ওয়েস্ট। এর মতো রহস্যময় কাউকে আগে দেখেছি বলে মনে পড়ছে না। এমনও হতে পারে তিরা নিজেই ম্যাকফিন আর মার্কোন দু-জনকেই সরিয়ে দিতে চাইছে। এতে করে সবকিছুর ওপর সে একা রাজত্ব করতে পারবে।

আবার মার্কোনকে সবকিছু তিরাও বলে থাকতে পারে। ও তো মানুষ নয়। ওর চিন্তাভাবনা কীরকম আমি জানি না। কাজেই আমাকে সাবধান থাকতে হবে। একটা ট্রিক খাটাবো বলে সিদ্ধান্ত নিলাম।

'জর্জিয়া আর বিলি কেমন আছে, তিরা?' আমি জিজ্ঞেস করলাম, একদম স্বাভাবিক কণ্ঠে।

তিরার চোয়াল আস্তে আস্তে ঝুলে পড়লো। বিস্ময়ে দুই চোখ বিস্ফারিত হয়ে গেছে। পুরো দুই সেকেন্ড পরে ও জবাব দিলো: 'ভালো আছে ওরা।'

ম্যাকফিনের দিকে তাকালাম। ম্যাকফিন একবার আমার দিকে আরেকবার তিরার দিকে তাকাচ্ছে। বুঝতে পারছে না আমরা কাদের কথা বলছি। আর তিরাকে দেখেও মনে হচ্ছে না ও কিছু বলতে চায়। বেচারা ধাঁধার মধ্যে পড়ে গেছে।

আরও কিছু একটা জিজ্ঞেস করে তিরাকে নাস্তানাবুদ করতে চাইছিলাম। কিন্তু ঠিক সে মুহূর্তে ম্যাকফিন আর তিরা একসাথে উঠে দাঁড়ালো। দৃষ্টি দূরে, জঙ্গলের দিকে। আমিও ওদের দেখাদেখি একই দিকে তাকালাম, কিন্তু কিছু দেখতে পেলাম না।

তবে শুনতে পেলাম ঠিকই।

'তোমরা দু-জন এদিক দিয়ে এসো,' একটু দূরে কোনো জায়গা থেকে মারফির কণ্ঠ ভেসে আসছে। 'রন, তুমি আর ও এখানে অপেক্ষা করো। আমি সিগনাল দিলে পশ্চিমে পাহাড়ের ওপরে উঠে আসবে।'

'কিন্তু এখানে কাকে খুঁজবো? ওই হোটেলের লোকজন যে মহিলার কথা বললো?' কারমাইকেলের গলা।

BanglaBook.org

'কাকে খুঁজবে মানে? তোমার কি ঘিলু বলতে কিছু নেই? ম্যাকফিনের সাথে ওই মহিলার ছবি তো দেখেছোই। আর ড্রেসডেনের চেহারা কীরকম সেটাও কি আমার বলে দিতে হবে?' মারফি বিরক্ত স্বরে বললো।

'ওরা যে এখানে আছে সেটাও তো তুমি শিওর না,' কারমাইকেল পালটা যুক্তি দেখালো।

'আমি বাজি ধরে বলতে পারবো, ওরা এখানেই আছে।'

দু-জনই চুপ হয়ে গেলো এরপর।

'শিট!' ম্যাকফিন চাপা স্বরে বলে উঠলো। 'জানলো কী করে?'

'শিকাগোতে আর কোন জায়গায় একটা মায়ানেকড়ে লুকাতে পারে বলে মনে হয় আপনার?' আমি বললাম। 'এখন পালাবো কীভাবে?'

'তখনকার মতো বাতাস বা কুয়াশা বানাতে পারবে?' তিরা জিজ্ঞেস করলো।

আমি মাথা নাড়লাম। 'পারবো, কিন্তু করবো না। আগের মতো শক্তি নেই, এখন করতে গেলে কোনো একটা ভুল হবেই। কেউ মারা যেতে পারে সেক্ষেত্রে।'

'কিন্তু আমরা তো তাহলে ধরা পড়ে যাব,' তিরা বললো।

'সব সমস্যার জাদু দিয়ে সমাধান হয় না,' বিরক্ত স্বরে বললাম আমি।

'ও ঠিকই বলছে,' ম্যাকফিন আমার পক্ষ নিলো। 'তিনজন তিনদিকে যাবো আমরা। যে সবার আগে ধরা পড়বে সে যতোটুকু সম্ভব গোলমাল করবার চেষ্টা করবে যেন বাকি দু-জন পালাবার সুযোগ পায়।'

'না,' আমি সাথে সাথে বলে উঠলাম। 'ম্যাকফিন, আপনাকে আমার সাথে থাকতে হবে। আমি ওই চক্রটা বানাতে পারবো। কিন্তু আমি যদি আপনার সাথে না থাকি, চাঁদ উঠবার পর...'

'তর্ক করার সময় নেই, মি. ড্রেসডেন,' ম্যাকফিনের চোখে এক সেকেন্ডের জন্য ওর পশুসত্তাটা ঝিলিক দিলো।

আমি আবার মুখ খুললাম কিছু বলার জন্য, কিন্তু তিরা অপেক্ষা করলো না। ও ঝট করে ছুট দিলো।

ঠিক আছে। ম্যাকফিনের প্ল্যানই। ম্যাকফিনকে বললাম: 'আপনিও, এখনই!'

'কিন্তু তিরা–'

'তিরা জানে ও কী করছে,' আমি বললাম। 'পুলিশ আমাদের পিছু

BanglaBook.org

নিলে আজ আর আপনাকে চক্রবন্দি করা সম্ভব হবে না। এখন পালান। সবচেয়ে কাছের যে গ্যাস স্টেশনটা আছে সেখানে দেখা করবো। ঠিক আছে?'

পেছন থেকে পায়ের শব্দ আসছে। সময় বেশি নেই হাতে, ম্যাকফিনও বুঝতে পারলো বিষয়টা। একবার মাথা ঝাঁকিয়ে ছুট লাগালো। আমিও ছুটতে শুরু করলাম, ঠিক ওর উলটোদিকে।

পেছন থেকে শুরু হলো চিৎকারের শব্দ। তারপর একটা পরিচিত, যান্ত্রিক বজ্রধ্বনি। পিস্তল।

আমি একবারও পিছে ফিরলাম না। মাথা নিচু করে ছুটে চলেছি, যা হয় হোক। মাঝে মধ্যে শুধু মুখ তুলে সামনে দেখছি, যেন কোনো গাছের সাথে ধাক্কা না খাই। পেছনে একের পর এক গুলি বর্ষণ চলছেই।

BanglaBook.org

অধ্যায় ১৬

কাঁধের ব্যথায় চিৎকার না করে, কারও কাছে ধরা না খেয়ে কীভাবে যে জঙ্গল থেকে বেরিয়ে আসলাম সেটা একমাত্র ঈশ্বর জানেন।

পার্ক থেকে বের হয়েও থামলাম না, দৌড়াতে লাগলাম একটা গ্যাস স্টেশন না পাওয়া পর্যন্ত। বেশিক্ষণ লাগলো না অবশ্য সেটা পেতে। গ্যাস স্টেশনে ঢুকেই সেখানে যে ঘরটায় ফোন বুথ আছে সেদিকে আগাতে শুরু করলাম। ব্যথা, ক্লান্তি আর অবসাদে পুরো শরীর ভেঙে পড়ছে।

ম্যাকফিনের জন্য এক ঘণ্টারও বেশি অপেক্ষা করলাম, কিন্তু ওর দেখা পেলাম না। তিরারও খোঁজ নেই।

দু-জনই ধরা পড়েনি তো? মারফি খুব বেশি লোক নিয়ে আসেনি, কিন্তু ওর প্রতিটা অফিসারই সৎ আর নিজেদের কাজে দক্ষ। ম্যাকফিনদের ধরা পড়াটা খুব অস্বাভাবিক কিছু নয়।

ওভারকোটের পকেট হাতড়ে কয়েকটা পয়সা বের করে ঢাললাম ফোনের ভেতর।

'মিডওয়েস্টার্ন আরকেইন, মিস রডরিগেজ বলছি,' ফোনের ওপাশ থেকে ভেসে এলো স্পষ্ট, মিষ্টি কণ্ঠস্বরটা। সুজান। কণ্ঠে চাপা ক্লান্তির ছোঁয়া।

'কী অবস্থা, সুজান?' আমি বললাম।

'হ্যারি?' এক মুহূর্তে ক্লান্তিটা মিলিয়ে গেলো ওর গলা থেকে। 'মাই গড! কোথায় তুমি? পুলিশ তোমার খোঁজে বার বার এখানে ফোন করছে। খুন নিয়ে কীসব শুনলাম?'

'ওরা আমাকে ভুল বুঝছে,' দেয়ালে হেলান দিলাম আমি। কাঁধের ব্যথাটা ভয়ঙ্কর রকম বাড়ছে।

'তোমার গলা এমন লাগছে কেন?' সুজান জিজ্ঞেস করলো। 'তুমি ঠিক আছো?'

'আমাকে একটু হেল্প করতে পারবে?'

ওপাশে কিছুক্ষণ নীরব থাকলো ও। 'আমি জানি না, হ্যারি। কী হচ্ছে না হচ্ছে কিছুই জানি না আমি। কোনো ঝামেলায় জড়াতে চাই না এভাবে।'

BanglaBook.org

'আমি সবকিছু খুলে বলবো তোমাকে,' ব্যথার স্ফুলিঙ্গ ছ্যাঁকা দিলো আমার কাঁধে। দাঁতে দাঁত চাপলাম। 'অনেক বড় কাহিনী।'

'কাহিনী?' এবার সুজানের কণ্ঠে আগ্রহ ফুটে উঠেছে।

'হ্যাঁ, কাহিনী। খুন, রক্ত, দানব...উপন্যাসের চেয়ে কোনো অংশে কম না।'

'দুষ্টু ছেলে,' হাসতে হাসতে বললো এবার ও। 'তুমি জানো আমাকে কিভাবে পটাতে হয়। কোথায় আসতে হবে?'

গ্যাস স্টেশনটার ঠিকানা জানালাম ওকে।

'আধ ঘণ্টার মধ্যে চলে আসছি। রাস্তায় জ্যাম থাকলে হয়তো তার চেয়ে একটু বেশি লাগবে।'

আকাশের দিকে তাকালাম। অন্ধকার হয়ে আসছে। 'সময় বেশি নেই, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব চলে এসো।'

'আসছি,' কথাটা বলেই ফোন কেটে দিলো সুজান।

ফোনটা রেখে দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে পড়লাম। সুজানকে এর মধ্যে নিয়ে আসাটা হয়তো ঠিক হলো না। এক তো ওকে পুরো ঘটনাটা বলতে হবে, পাশাপাশি আমি এক হিসেবে ওকে ইউজ করছি। মেয়েটা বিপদেও পড়তে পারে। পুলিশ আমাকে খুনের আসামি মনে করছে, আর যদি এখন ওরা জানতে পারে সুজান আমাকে সাহায্য করছে তাহলেও সুজানেরও জেল হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

কিন্তু আর কী উপায় আছে আমার? খুচরো কয়েকটা পয়সা বাদে পকেটে কিচ্ছু নেই। ট্যাক্সি ভাড়া করার ক্ষমতা পর্যন্ত নেই আমার। ম্যাকফিন আর তিরা ওয়েস্ট, কে কোথায় আছে তাও জানি না। আমার সাহায্য দরকার, আর এই মুহূর্তে যে একজন মানুষের ওপর নির্ভর করতে পারি সে হচ্ছে সুজান।

ও গল্পের জন্য পাগল। যে গল্প ছাপাতে পারবে নিজের পত্রিকায়। সেই দুর্বলতারই সুযোগ নিচ্ছি এখন আমি। কাজেই সামান্য হলেও অপরাধবোধ সৃষ্টি হলো মনের ভেতর।

বসে বসে এসব নিয়েই চিন্তা করছিলাম। এমন সময় গ্যাস স্টেশনটার অন্য পাশ থেকে একটা শব্দ শুনতে পেলাম। ঠক-ঠক। ঠক-ঠক।

দেয়ালে পা ঠুকে ঠুকে কেউ শব্দ করছে। তিনবার শব্দ হলো। প্রতিবার আলাদা ছন্দে।

BanglaBook.org

একটা সিগন্যাল।

আস্তে করে উঠে দাঁড়িয়ে খুব সাবধানে উঁকি দিলাম। বিল্ডিংয়ের পেছনে ময়লা ফেলবার কয়েকটা খালি কার্ডবোর্ড বাক্স, তার সামনে তিরা ওয়েস্ট দাঁড়িয়ে আছে। সম্পূর্ণ নগ্ন। চোখে জ্বলছে হিংস্রতার আগুন। সাধারণত যেটা জ্বলে, তার চেয়ে অনেক ভয়ংকর।

আমাকে দেখতে পেয়ে এগিয়ে এলো সে। আমি দ্রুত চোখ সরিয়ে নিলাম। সরাতে ইচ্ছে করছিলো না, কিন্তু আমি এতোটাও নির্লজ্জ নই।

'জাদুকর,' বলে উঠলো ও। 'তোমার কোটটা দাও।'

আমি তাড়াতাড়ি ওভারকোট খুলে ওর দিকে এগিয়ে দিলাম। ওভারকোটটা ওর তুলনায় বেশ বড়, একদম গোড়ালী পর্যন্ত ঢেকে গেলো। যাক, ভাগ্য ভালো কোটটা ছিলো আমার সাথে।

'কী হয়েছে?' জিজ্ঞেস করলাম।

ও মাথা নাড়লো। 'পুলিশ ধরেছিলো। ইচ্ছে করে ওদেরকে আমার পিছে লাগিয়েছিলাম, যেন তুমি আর ম্যাকফিন পালাতে পারো। পরে নেকড়ে হয়ে ম্যাকফিনের পিছু নিয়েছিলাম।'

'কোথায় ও?'

'এফবিআইয়ের লোকের হাতে ধরা পড়েছে। নিয়ে গেছে ওকে।'

'চমৎকার!' তিক্ত স্বরে বললাম। 'কোথায় নিয়ে গেছে?'

'একটা গাড়িতে করে নিয়ে গেলো।'

'গাড়িটা কোথায় বলতে পারবে?'

'মারফি নামে কারও সাথে এফবিআইয়ের লোকদের তর্ক হচ্ছিলো। মারফি-ই নিয়ে গেছে ওকে। কোথায় জানি না।'

'আমি জানি।' বললাম। 'মারফি ওকে থানায় আটকে রাখতে চায়। তার মানে ওকে ছাড়িয়ে আনতে জান বের হয়ে যাবে আমাদের।'

তিরা কাঁধ ঝাকালো। ওর দৃষ্টি কঠিন হয়ে গেছে।

'আমাদের হাতে বেশি সময় নেই।' আমি বললাম।

'কীসের জন্য? আমরা আর কিছুই করতে পারবো না। ওর কাছে যাওয়া তো অসম্ভব। আর চাঁদ ওঠার সাথে সাথেই ম্যাকফিন নেকড়ে হয়ে যাবে। মারফি আর অন্য পুলিশ অফিসাররা মরবে তখন।'

'না। দেবো না মরতে।' নিজের কণ্ঠ শুনে নিজেই অবাক হয়ে গেলাম। 'তার আগেই আমি ওখানে যাচ্ছি।'

BanglaBook.org

তিরা ভ্রু কুঁচকে আমার দিকে তাকালো। 'পুলিশ কুকুরের মতো তোমার পেছনে লেগে আছে, জাদুকর। ওখানে যাওয়ার সাথে সাথে তোমাকে খোঁয়াড়ে ভরবে। ম্যাকফিনের ধারে কাছেও যেতে দেবে না।'

'আমি ওদের কাছে দেখা করার অনুমতি চাইতে যাচ্ছি না।' জবাব দিলাম। 'আমি ভেতরে ঢুকতে পারবো, কিন্তু তার আগে আমার একবার বাসায় যাওয়া দরকার।'

'পুলিশ তোমার অ্যাপার্টমেন্টের ওপর নজর রাখছে,' তিরা বললো। 'তাছাড়া আমাদের কাছে গাড়ি বা টাকা কোনোটাই নেই। চাঁদ উঠবার আগে শিকাগোতে যাচ্ছোটা কীভাবে?'

ঠিক তখনই গাড়ির চাকা রাস্তায় ঘষা খাওয়ার আওয়াজ শুনতে পেলাম। সাথে সাথে বুঝলাম কে এসেছে।

'গাড়ি চলে এসেছে,' তিরাকে বললাম। 'চলো।'

বিল্ডিংয়ের সামনের দিকে এলাম আবার। রাস্তায় অপেক্ষা করছে একটা গাড়ি, গাড়ির ভেতর অপেক্ষা করছে সুজান।

ও ঝুঁকে প্যাসেঞ্জার ডোর খুলে দিলো। পরমুহূর্তে অবাক চোখে তাকালো আমার দিকে। তিরা যখন গাড়ির পেছনের দরজাটা খুলে বসে পড়লো সিটে, সুজানের চোখদুটো আগের চেয়েও বড় বড় হয়ে উঠলো।

আমি গাড়িতে উঠে দরজা লাগিয়ে দিলাম। সুজান এখনও হাঁ করে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। এবার আমিও একটু অবাক হলাম। হয়েছেটা কী? ওর দৃষ্টি অনুসরণ করে আমি নিজের দিকে তাকালাম।

আমার টি-শার্ট রক্তে ভিজে গেছে। লালের ছোপ কাঁধ থেকে শুরু হয়ে নেমে এসেছে প্রায় পেট পর্যন্ত।

'ঈশ্বর!' সুজান বিড়বিড় করে উঠলো। 'কী হয়েছে তোমার?'

'গুলি খেয়েছি,' আমি জবাব দিলাম।

'ব্যথা করছে না?' আবার বিড়বিড় করে উঠলো ও। এখনো বিস্ময়ের ঘোর কাটেনি।

'এই মেয়েটা সবসময়ই এমন বোকার মতো কথা বলে নাকি?' তিরা বিরক্তস্বরে বলে উঠলো। সুজান একবার পেছনে ওর দিকে তাকিয়ে আবার আমার দিকে ফিরলো।

'হ্যা, হচ্ছে।' আমি বললাম। 'সুজান, আমাকে বাসায় নিয়ে চলো। কিন্তু বাসার সামনে থামবে না, আস্তে করে পার হয়ে যাবে। যেতে যেতে

BanglaBook.org

আমি পুরো ঘটনাটা তোমাকে বলছি।'

সুজান আরও একবার তিরার দিকে তাকিয়ে গাড়ি স্টার্ট দিলো। 'সেটাই ভালো হবে।'

আমার দু'চোখ ভেঙে ঘুম আসছে। চাইলে রাস্তায় ঘুমিয়ে নিতে পারতাম কিন্তু তা না করে গত দু'দিনে কী কী হয়েছে সব সুজানকে বললাম। অবশ্যই হোয়াইট কাউন্সিল, আমি যে ডিমন ডেকেছি, এ বিষয়গুলো বাদ দিয়ে। সুজান কোনো প্রশ্ন ছাড়াই শুনে গেলো পুরোটা।

অর্ধেক রাস্তা পার হবার ঝুম বৃষ্টি নামলো।

'তাহলে এখন তোমার ম্যাকফিনের কাছে যেতে হবে,' আমার বলা শেষ হলে সুজান মুখ খুললো। 'আর সেটা চাঁদ ওঠার আগেই।'

'হুঁ,' ছোট করে জবাব দিলাম।

'মারফিকে কেন ফোন দিচ্ছো না? পুরো ঘটনা খুলে বলো ওকে।'

আমি মাথা নাড়লাম। 'ও এখন আমার কথা শোনার মুডে আছে বলে মনে হয় না। আমাকে গ্রেফতার করেছিলো। আমি পালিয়ে এসেছি। আমার চেহারা দেখলে সোজা জেলে ভরবে।'

'এখন তো বৃষ্টি হচ্ছে,' সুজান বললো। 'তারমানে চাঁদ দেখতে পাবো না আজ। তাহলে ম্যাকফিনের ওপর কী অভিশাপটা আজও কাজ করবে?'

আমি তিরার দিকে তাকালাম। তিরা আমার দিকে না তাকিয়েই মাথা ঝাঁকালো।

'করবে।' আমি সুজানকে বললাম। 'বৃষ্টি হওয়ায় বরং অসুবিধা হলো। ঠিক কখন সূর্য ডুবে চাঁদ উঠলো সেটা বুঝতে ঝামলো হবে আমাদের। তার মানে আমাদের হাতে কতোটুকু সময় আছে তা-ও আমরা জানি না।'

সুজান একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো। 'ম্যাকফিনের কাছে কীভাবে পৌঁছাবে তাহলে?'

'আমার অ্যাপার্টমেন্টে দুটো জিনিস আছে,' আমি বললাম। 'দেখবে একটু পরে। তবে আমার বাসার আশেপাশে কেউ নজর রাখছে কিনা একটু খেয়াল রেখো।'

সুজান আস্তে করে গাড়িটা নিয়ে আমার বাসার সামনের রাস্তায় ঢুকে পড়লো। বাসা থেকে সামান্য দূরে একটা বাদামি রঙের সেডান গাড়ি দেখতে পেলাম। বৃষ্টির মধ্যে চেহারা ভালোভাবে দেখতে না পেলেও ওদের বেশ চিনতে পেরেছি।

BanglaBook.org

'ওরাই,' আমি বললাম। 'মারফির ইউনিটে ওদের কাজ করতে দেখেছি। পুলিশ অফিসার।'

'কীভাবে যাবে তাহলে? আর কোনো রাস্তা আছে?' তিরা জিজ্ঞেস করলো।

'না,' আমি বললাম। 'একটাই দরজা। আর এখান থেকে বেশ দেখা যায়।' সুজান ইতিমধ্যে গাড়িটা একটু দূরে পার্ক করে ফেলেছে। 'কিছুক্ষণের জন্য ওদের নজর অন্যদিকে থাকলে ভালো হতো।'

'সেটার ব্যবস্থা আমি করছি।' তিরা বললো।

আমি ঘুরে পেছনে তাকালাম। 'কাউকে মেরে ফেলো না আবার।'

'ঠিক আছে,' ও বললো। 'ম্যাকফিনের খাতিরে তোমার কথা মেনে নিচ্ছি। দরজা খোলো।'

ওর অনুভূতিহীন চোখজোড়ার দিকে এক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকলাম। তিরাই যদি খুনি হয়ে থাকে? ম্যাকফিনের ব্যাপারে সে-ই সবচেয়ে ভালো জানে। নিজেও রূপ বদলাতে পারে। খুনি হবার ক্ষমতা ওর আছে।

কিন্তু তা-ই যদি হয় তাহলে বিকেলে আমি আর ম্যাকফিন যেন পালাতে পারি সেজন্য পুলিশের নজর অন্যদিকে ফেরাবার ব্যবস্থা করতে গেলো কেন ও?

আবার এমনও হতে পারে, ম্যাকফিন ধরা পড়েছে। এখন তিরা চাইছে আমিও ধরা পড়ি। তাই আমাকে ম্যাকফিনের কাছে যেতে সাহায্য করছে, পরে বিশ্বাসঘাতকতা করবে।

কিন্তু আমার কাছে তো আর কোনো রাস্তাও নেই। ম্যাকফিন নেকড়ে হওয়ার আগে যদি ওকে থামাতে না পারি তাহলে সর্বনাশ হয়ে যাবে।

দরজা খুলে আমি আর তিরা দু-জনই বের হয়ে এলাম। 'কী করতে যাচ্ছো?' জিজ্ঞেস করলাম ওকে।

তিরা কোনো জবাব না দিয়ে ওভারকোটটা খুলে আমাকে ফেরত দিলো। আবার নগ্ন হয়ে গেছে ও। এবার আমি চোখ সরাতে পারলাম না। এই বৃষ্টির আবছায়াতে ওর সোনালি শরীর ওকে প্রায় দেবীর রূপ দিয়েছে।

'আমার শরীরটা সুন্দর না?' চোখ টিপে জানতে চাইলো ও।

'উত্তর দেয়ার আগে একবার আশেপাশে দেখে নিও।' গাড়ির ভেতর থেকে বিপজ্জনক গলায় গর্জে উঠলো সুজান।

আমি খুক করে কেশে একবার সুজানের দিকে তাকালাম। আসলে

BanglaBook.org

তিরার থেকে নজর ফিরিয়ে রাখছি। 'এতে কাজ হবে আশা করি। যাও, তিরা।'

'বিশ সেকেন্ড পর তুমি যাবে,' ও বললো। 'আর বেরিয়ে যাবার সময় ওই সামনের বিল্ডিংটার পাশ থেকে আমাকে তুলে নেবে।'

ও চলে যাবার পর আমি ওভারকোটটা পরে নিলাম। ঠিক বিশ সেকেন্ড পর এগিয়ে যেতে শুরু করলাম। মাথা নামিয়ে রেখেছি, যতোটুকু সম্ভব স্বাভাবিকভাবেই হাঁটছি। রাস্তা পার হয়ে আমার বাড়ির দিকে যাবার সময় আড়চোখে সেডানটার দিকে তাকালাম।

পুলিশ দু-জন আমাকে দেখছে না। সেডানটার একটু সামনে তিরা সুরের তালে তালে নাচছে, সেদিকেই ওদের নজর ফেরানো। যদিও এতোদূর থেকে সুরটা আমার কানে আসছে না। তবে তিরার নাচের ভঙ্গিতে এটুকু আমি নিশ্চিত ও কোনো না কোনো সুরের তালেই নাচছে।

আমি দ্রুত অ্যাপার্টমেন্টের দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে গেলাম। ভেতরটা অন্ধকার হয়ে আছে, কিন্তু নিরাপত্তার খাতিরে মোম জ্বালালাম না। অন্ধকারেই হাতড়ে প্লাস্টিকের বোতল দুটো খুঁজে বের করলাম। সেগুলোকে একটা ব্যাগে ভরে ব্যাগটা নিলাম আমার সাথে। পোশনগুলো বানাবার পর এই বোতল দুটোতেই রেখেছি।

তারপর ঢুকলাম বেডরুমে। রক্তে ভেজা গেঞ্জি বদলানো দরকার। হাতের কাছে পেলাম একটা শার্ট। আমার না। বুকের কাছে সেলাই করে 'মাইক' লেখা। আমার মেকানিকের শার্ট। ভুলে গাড়ির ভেতর রেখেছিলো, আমি নিয়ে এসেছি। যাক গে, এখন অন্য জামা খোঁজার সময় নেই। এটাই পরে নিলাম।

তারপর নিলাম একটা ক্যাপ, একটা ফার্স্ট এইড কিট, স্কচ টেপ, এক বাক্স চক, সাতটা বিশেষ পাথর। পাথরগুলো খোঁজার সময় আরো কিছু পোশাক-আশাক পেলাম। সেখান থেকে তুলে নিলাম একটা সাদা টি-শার্ট আর একটা নীল রঙের জিন্সের প্যান্ট। এর পর নিলাম আর মাথাব্যথার ওষুধভর্তি একটা বোতল, ওষুধটার নাম টাইলেনল। এগুলো সব ব্যাগে ভরলাম। সবশেষে দরজার কোণা থেকে তুলে নিলাম আমার জাদুদণ্ডটা।

ঠিক তখনই লোমশ কিছু একটা আমার পা ঘেষে চলে গেলো।

আমি আতংকে প্রায় চিৎকার করে উঠেছিলাম। শেষ মুহূর্তে থামালাম নিজেকে। বুঝতে পেরেছি এটা কী।

BanglaBook.org

মিস্টার। আমার পোষা বেড়াল।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বের হয়ে এসে ঘরে তালা লাগিয়ে দিলাম।

তিরা এখনও নেচে চলেছে। তবে দূর থেকেও বেশ বুঝতে পারছি ও লক্ষ্য রেখেছে আমার বাড়ির দিকে। ব্যাগ আর জাদুদণ্ড হাতে আমি দ্রুত নেমে এলাম রাস্তায়। সুজানের গাড়ি পর্যন্ত যেতে বেশি সময় লাগলো না। আমি উঠবার সাথে সাথে সুজান গাড়ি ছেড়ে দিলো। রাস্তার মাথায় চলে এলাম আমরা, যে বিল্ডিংটার সামনে তিরা দাঁড়াতে বলেছিলো সেখানে। ওমনি কোথা থেকে তিরা এসে উদয় হলো। সুজান ব্রেক করামাত্র তিরা এসে ঢুকলো ভেতরে।

'কাজ হয়ে গেছে,' আমি বললাম। ব্যাগ থেকে টি-শার্ট আর জিন্সের প্যান্ট বের করে বাড়িয়ে ধরলাম তিরার দিকে।

'তা তো হবেই,' কাপড় পরতে পরতে তিরা বললো। 'ছেলে মানেই এমন। মেয়ে দেখলে হুঁশ থাকে না, আর কাপড়চোপড় খোলা থাকলে তো কথাই নেই।'

'ঠিক বলেছেন,' সুজান একমত হলো। 'এখন কোথায় যাবো? থানা, থানা।' নিজেই নিজের প্রশ্নের উত্তর দিলো ও।

শহরতলীতে এসে পুলিশ বিল্ডিংয়ের বাইরে গাড়ি থামাতেই আমি ক্যাপটা পরে নিলাম মাথায়। তারপর একটা বোতল হাতে নিলাম। এটাতে ওই পোশনটা আছে, যেটা খেলে কেউ খেয়াল করতে পারবে না আমাকে। এক ঢোকে তরলটা গলা দিয়ে নামিয়ে দিলাম।

কোনো স্বাদ নেই পোশনটার। কিন্তু শরীরজুড়ে কেমন একটা ঘিনঘিনে অনুভূতি হলো।

পোশনটা কাজ করার জন্য কয়েক সেকেন্ড সময় দিলাম। জাদুদণ্ডটা নিয়ে নিলাম হাতে। রাস্তায় একটা দোকানে থেমে ঝুড়ি আর ঝাড়ু জোগাড় করেছি, সেটাও নিলাম। আমি চাই আমার দিকে চোখ পড়লে মানুষ যেন ঝাড়ুদার বলে মনে করে।

যদি পোশনটা ঠিকঠাক কাজ করে, তাহলে যে কারও কাছে আমি আর দশজন মানুষের মতোই সাধারণ বলে হবো, তখন ওরা আর দ্বিতীয়বার আমার দিকে ঘুরে তাকাবে না। আর তেমনটা হলে ম্যাকফিন পর্যন্ত পৌঁছানোর কাজ খুব সহজ হয়ে যাবে ।

কিন্তু যদি পোশনটা কাজ না করে তাহলে নিশ্চিতভাবেই ধরে নেয়া যায়

BanglaBook.org

আগামি কয়েকটা বছর আমার জেলে পচতে হবে। নয়তো আজ রাতেই ম্যাকফিনের হাতে খুন হবো।

কয়েক মুহূর্ত পর টের পেলাম পোশনটা কাজ করছে।

অদ্ভুত একটা অনুভূতি পুরো খেলা করতে শুরু করলো পুরো শরীরে। ঝিঁঝিঁ ধরার মতো কিছুটা, কিন্তু অনুভূতিটার সঠিক বর্ণনা দেয়া খুব কঠিন।

একটা বড় নিশ্বাস নিয়ে গাড়ি থেকে বের হলাম। ঢুকে পড়লাম থানার ভেতর।

ডেস্কে বসা সার্জেন্ট ম্যাগাজিন পড়ছে। আমার দিকে একবার তাকিয়ে আবার ম্যাগাজিনের দিকে নজর ফিরিয়ে নিলো ও। আমার তলপেটে অদ্ভুত একটা অনুভূতি হলো। পোশনটা সত্যিই কাজ করছে।

আস্তে করে ডেস্ক সার্জেন্টকে পিছে ফেলে এগিয়ে যেতে লাগলাম। কিছুই বললো না, মনে করেছে ঝাড়ুদার ঝাড়ু দিতে যাচ্ছে। এক অর্থে নিজেকে এখন অদৃশ্য বলতেই পারি আমি।

এখন আমার সামনে স্রেফ একটাই কাজ আছে–ম্যাকফিনকে খুঁজে বের করা। যতো দ্রুত সম্ভব।

প্রতিটা সেকেন্ড আমাদেরকে বিপর্যয়ের আরেকটু কাছে নিয়ে যাচ্ছে।

BanglaBook.org

অধ্যায় ১৭

চাঁদের ব্যাপারে আগ্রহ কম থাকাটা যে আমার জন্য এতো ঝামেলা সৃষ্টি করবে কে জানতো?

যদি জানতে পারতাম ঠিক কখন চাঁদ উঠবে আজকে, ভীষণ, ভীষণ উপকার হতো। কিন্তু এখন সেটা কিভাবে সম্ভব? যে টাইপের ক্যালেন্ডারে এসব দেখা যায়, সেগুলো কিনতে বইয়ের দোকানে যেতে হবে। এতো সময় নেই। শুধু জানি, সূর্য ডোবার এক ঘণ্টার মধ্যেই আকাশে চাঁদের দেখা পাওয়া যায়। কিন্তু কালো মেঘে ছেয়ে থাকা আকাশের এমনই অবস্থা যে সূর্য ডুবেছে কিনা তাও জানি না। কতোক্ষণ সময় আছে আমার? বিশ মিনিট? দশ মিনিট? এক ঘণ্টা?

নাকি এর মধ্যেই দেরি করে ফেলেছি?

সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠবার সময় একটা চিন্তা মাথায় বার বার মাথায় ঘুরপাক খেতে লাগলো। যদি ম্যাকফিন নেকড়ে হয়ে যাবার পর আমাকে ওর মুখোমুখি হতে হয়? ওর শক্তি সম্পর্কে কোনো ধারণাই নেই আমার। তবে কিমের লাশটা দেখে আন্দাজ করতে পেরেছি ও কতোটা হিংস্র হতে পারে। ববও একবার বলেছে লুপ-গারোরা প্রচণ্ড ক্ষিপ্র আর শক্তিশালী হয়। জাদু দিয়ে ওদের কোনো ক্ষতি করা যায় না। তাহলে ওর সামনে পড়লে আমি করবোটা কী?

মনে মনে একটাই আশা করছি: ম্যাকফিন নেকড়ে হয়ে যাবার আগেই যেন চক্রটা এঁকে ফেলতে পারি। ঝুড়িটা একবার চেক করে নিলাম। ওখানেই চক আর পাথরগুলো রেখেছি। মোটামুটি বড়সড় একটা চক্র আঁকতে হবে। প্রচুর শক্তি দরকার হয় এরকম চক্র বানাবার জন্য। কিন্তু ভালো জাদুকরদের একটা চক, লবণ আর কয়েকটা দরকারি জিনিস বাদে আর কোনো সরঞ্জামের প্রয়োজন হয় না।

BanglaBook.org

পঞ্চম তলায় চলে এসেছি। স্পেশাল ইনভেস্টিগেশনের দরজা আর মাত্র দশ ফিট দূরে। এগিয়ে যাবার আগে একবার করিডরে উঁকি দিলাম।

'ওকে খুঁজে পাওনি মানে?' দরজার দিকে আগানো শুরু করতেই মারফির গলা শুনতে পেলাম।

'যে লোক দু-জনকে ওর অ্যাপার্টমেন্টের সামনে বসিয়ে রেখেছিলাম ওরা বলেছে ও বাসার ভেতরে গিয়ে আবার বের হয়ে এসেছে। কিন্তু ওরা কিচ্ছু টের পায়নি,' ক্লান্ত স্বরে জবাব দিলো কারমাইকেল।

এখান থেকেও বুঝতে পারলাম মারফি রাগে ফুঁসছে। 'মাই গড, কারমাইকেল! এরপর কী বলবে? ড্রেসডেন থানায় বেড়াতে এসেছিলো কিন্তু তুমি সেটাও টের পাওনি?'

আমি দ্রুত ঘুরে নিচে নামতে শুরু করলাম। যদিও ভয়াবহ ইচ্ছে হচ্ছে কথাগুলো শুনবার, কিন্তু সময় নেই আমার হাতে।

নিচের তলায় নেমে একটা হলরুমের ভেতর ঢুকে পড়লাম। রুমটার একটাশে একটা দরজা, না দেখেই বলে দিতে পারি দরজার ওপাশে একটা করিডোর আছে। সেটার দু'পাশে সারি সারি সেল। ডিউটি অফিসার বাদে ওটা কেউ খুলতে পারবে না।

দরজার এপাশে ডিউটি অফিসার বসে একটা ম্যাগাজিন পড়ছে। আমি এগিয়ে যেতে একবার চোখ তুলে তাকিয়ে আবার ম্যাগাজিনের দিকে নামিয়ে নিলো। বললো, 'এ সপ্তাহে তো দেখছি আগে আগে চলে এসেছো।'

'শুক্রবার শহরের বাইরে যাবো। তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করতে চাচ্ছি,' কণ্ঠস্বর যতোটুকু সম্ভব একঘেয়ে রাখার চেষ্টা করলাম। আমি মিথ্য ভালো বলতে পারি না, কিন্তু আজ একদম অনায়াসে বলে ফেললাম। পোশনটার প্রভাবেই এমন হচ্ছে। একটা কথা স্বীকার করতে দ্বিধা নেই: বব যতোই ইতরামি করুক আমার সাথে, নিজের কাজে ও সেরা।

'ওহ্! সাইন করো,' আমার মতোই একঘেয়ে সুরে বললো ডিউটি অফিসার। তারপর একটা ক্লিপবোর্ড আর কলম ঠেলে দিলো আমার দিকে। কিন্তু আমি সাইন করার আগেই আমার দিকে ম্যাগাজিনের একটা পৃষ্ঠা খুলে ধরলো। প্রচ্ছদে একটা বেশ সেক্সি মেয়ে অদ্ভুত ভঙ্গি করে দাঁড়িয়ে আছে। চোখ টিপে হাসলো অফিসার, যেন গোপন কোনো রসিকতা করছে আমার সাথে।

আমি মুখে হাসলেও ভেতরে ভেতরে বেশ ভয় পেয়ে গেলাম। সাইন করবো কীভাবে? আমি তো ঝাড়ুদারের নামই জানি না। ববের পোশন আমাকে আর সব থেকে বাঁচাতে পারলেও এখানে কিছু করতে পারবে না।

দেরিও করা যাবে না, তাহলেও অফিসারের সন্দেহ হতে পারে। হাতের

BanglaBook.org

লেখা যতোটা জঘন্য করা সম্ভব ততোটা করে কিছু একটা লিখে সামনে বাড়িয়ে ধরলাম। যা হয় হবে, ইতস্তত করার সময় নেই।

'কোনো সমস্যা হয়েছে নাকি আজ?' জিজ্ঞেস করলাম।

ডিউটি অফিসার একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো। 'এক টাকার কুমিরকে ধরে নিয়ে এসেছে। প্রথম দিকে বেশ চেঁচামেচি করলো। এখন চুপ হয়ে গেছে।' ক্লিপবোর্ডটা নিয়ে একবার দেখে ও ওপাশে রাখা মনিটরগুলোর দিকে তাকালো। সাইনটা লক্ষ্য করেনি ভালোমতো। তারপর ওর নজর ফিরে গেলো ম্যাগাজিনে।

আমি সামনে ঝুঁকে মনিটরগুলোর দিকে তাকালাম। প্রত্যেকটা মনিটরে একেকটা সিকিউরিটি ক্যামেরার ফুটেজ দেখাচ্ছে । কোনোটা সেলের ভেতরে, কোনোটা করিডরে। সেলের ভেতরের ছবি যে মনিটরগুলোয় দেখাচ্ছে সেগুলোর কোণায় আবার নামও লেখা আছে। কোনোটায় হ্যানসন, কোনোটায় ওয়াশিংটন।

একটা মনিটরে ম্যাকফিন লেখা দেখে নজর দিলাম। ভিডিওটা ঝাপসা লাগছে একটু, তবে একটা জিনিস পরিস্কার বুঝলাম।

সেলটা খালি, ওখানে কেউ নেই।

একপাশের দেয়ালে বিশাল বড় একটা ফোঁকড়। মেঝেতে একটা জিন্সের প্যান্ট পরে আছে।

'শিট।' আমি সশব্দে নিশ্বাস টানলাম। শিট।

ম্যাকফিনের পাশের মনিটরটায় হালকা নড়াচড়া দেখতে পেলাম। মনিটরটার নিচে লেখা: ম্যাটসন। খোঁচা খোঁচা দাঁড়িওয়ালা, রোগা করে এক লোককে দেখতে পেলাম ওই সেলটায়। পরনে সাদা স্যান্ডো গেঞ্জি আর জিন্সের প্যান্ট। লোকটা তারস্বরে চেঁচাচ্ছে, যদিও সিকিউরিটি ডোর ভেদ করে কোনো শব্দ আমার কানে এলো না। দেয়ালের ফোঁকড়টা দিয়ে নেকড়েটা এই সেলেই এসে হাজির হয়েছে।

বাকি ঘটনা ঘটলো বিদ্যুৎগতিতে। হঠাৎ নেকড়েটা নড়ে উঠলো, পরমুহূর্তে ম্যাটসন নামে লোকটার শরীর থেকে ঝর্ণার বেগে রক্ত বের হতে শুরু করলো। নেকড়েটা লোকটাকে ছেড়ে দেবার পর সে লুটিয়ে পড়লো মেঝেতে। সেখানে পড়ে থাকা ম্যাটসনের চোখজোড়া সোজা ক্যামেরার তাক হলো। অসহায়, নিষ্প্রাণ চোদুটো যেন আমাকে বললো: চাইলে তুমি আমাকে বাঁচাতে পারতে।

Banglabook.org

কয়েকবার নড়ে উঠলো লোকটার দেহ। তারপর একদম নিথর হয়ে গেল।

পুরো ঘটনটা ঘটতে সময় লাগলো তিন থেকে চার সেকেন্ড।

মনিটরে অন্যান্য সেলগুলোর দিকেও একবার চোখ বুলিয়ে নিলাম। সেলের আসামিগুলোর মধ্যে বেশ হট্টগোল শুরু হয়ে গেছে। দরজার ছোট্ট ফাঁকে চোখ দিয়ে বুঝতে চাইছে কী হচ্ছে। সবাই বিভ্রান্ত। দেখতে পেলেও ওদের নিজেদের চোখকে বিশ্বাস হতো কিনা কে জানে।

একটা শিহরণ খেলে গেল আমার শরীরে। সব লোম দাঁড়িয়ে গেছে। নেকড়েটা কংক্রিটের দেয়াল এমনভাবে ভেঙেছে যেন পাতলা কাগজ। আর ম্যাটসনকে যেভাবে খুন করলো...

কী করবে এখন? কী করার ক্ষমতা আছে তোমার? নিজেকে প্রশ্ন করলাম।

ম্যাটসনের সেলের বিভীষিকাটার পুনরাবৃত্তি ঘটছে তার পাশের সেলে। বিস্ফারিত দৃষ্টিতে সেই সেলের মনিটরের দিকে তাকিয়ে রইলাম আমি।

এই মনিটরের নিচের নামটা হচ্ছে ক্লিমেন্ট। এ লোক চিৎকারটাও করতে পারলো না, তার আগেই সব শেষ। এক ছুটে থানা থেকে বেরিয়ে যাবার ইচ্ছেটা দমন করতে আমার খুব কষ্ট হলো।

এভাবে আর চলতে দেয়া যায় না। কিছু একটা করতেই হবে।

'দেখো,' একটা আঙুল তাক করলাম মনিটরগুলোর দিকে। হাতের আঙুলটা কাঁপছে, গলা দিয়েও যে শব্দটা বেরিয়ে এলো সেটাকে ফিসফিসও বলা যেতে পারে। 'দেখো,' আবার বললাম ডিউটি অফিসারকে, এবার আরেকটু জোরে।

লোকটা একবার আমার দিকে তাকিয়ে আবার ম্যাগাজিনে নজর ফিরিয়ে নিল।

'তোমার মনিটরগুলো দেখো!' এবার আমি প্রায় আর্তনাদ করলাম। জাদুকরদের সাথে প্রযুক্তি বেশ ঝামেলা করে। নাহলে মনিটরটা ওর চোখের সামনে ঠেসে ধরতাম আমি।

ডিউটি অফিসার বিরক্তি ভরে আরও একবার আমার দিকে তাকিয়ে তারপর মনিটরের দিকে নজর ফেরালো। মায়ানেকড়েটা এখন মার্ডক নামের একজনকে খুন করছে।

BanglaBook.org

'এগুলোর আবার কী হলো?' অভিযোগের সুরে বলে উঠলো ডিউটি অফিসার। 'এই বালের ক্যামেরাগুলোতে কোনো না কোনো সমস্যা লেগে থাকেই সবসময়। ঠিক করার চেষ্টা করে কেন বুঝি না। যতো টাকা খরচ হয়েছে ঠিক করাতে সে টাকা দিয়ে নতুন ক্যামেরাই কেনা যেতো।'

'লোকগুলো মারা যাচ্ছে,' আমি বলে উঠলাম। 'মাই গড! বাকিদের বের করে আনো, নয়তো ওরাও মরবে।'

'কাজে ফাঁকি দেবার ফন্দি বাদ দাও, বাছাধন।' ডিউটি অফিসার দুই ভ্রু উঁচু করলো। 'ক্যামেরায় সমস্যা থাকলে থাক, তাতে তোমার কাজ বন্ধ হচ্ছে না।' বলেই লোকটা একটা বাটন চাপলো দরজা খোলার জন্য। পোশনটা অতিরিক্ত রকম কার্যকর হয়েছে, লোকটা এখনো ভাবছে আমি একটা ঝাড়ুদার। আর পোশনের জন্যই হয়তো আমার কথাগুলোকে পাত্তা দিচ্ছে না।

বাটনটা চেপে দেবার পর দরজাটা খুলতে শুরু করলো। সাথে সাথে ভেতর থেকে ভেসে এলো একটা আর্তচিৎকার। একটা মানুষের গলা থেকে এরকম আর্তনাদ বের হতে পারে সেটা না শুনলে কোনোদিন কল্পনাও করতে পারতাম না। চিৎকারটার পরপরই একটা গর্জন ভেসে এলো ওপাশ থেকে।

অফিসারের দিকে একবার তাকালাম। লোকটা হাঁ হয়ে গেছে। তবে সে দ্রুত সামলে নিলো নিজেকে। তার এক হাত পিস্তলের হোলস্টারে চলে গেলো, আরেক হাত বাড়িয়ে দিলো দরজার দিকে।

'না,' আমি চেঁচিয়ে উঠে সিকিউরিটি ডোরটার দিকে ছুটে গেলাম। যদিও দেখিনি, কিন্তু বেশ বুঝতে পারছি ওপাশের জানোয়ারটা বের হওয়ার রাস্তা খুঁজছে। এতো জোরে নিশ্বাস ফেলছে যে এপাশে শব্দ শুনতে পাচ্ছি।

ছুটে এসে কাঁধ দিয়ে ঠেলা দিলাম আমি দরজায়। পাল্লাটা ঝটকা খেলো ভেতরদিকে, কিন্তু পুরোপুরি লাগলো না। তিন ইঞ্চির মতো ফাঁক রয়ে গেছে, ওখানে জানোয়ারটার থাবা আটকা পড়েছে। থাবাটা অদ্ভুত, অপ্রাকৃত। কালো, লোমশ কিন্তু নেকড়ের থাবার মতো নয় ঠিক, মানুষের হাতেরও কিছুটা আভাস রয়েছে।

এক মুহূর্ত পার হয়ে গেলো। কিছুই হলো না। আমি আস্তে করে একটা নিশ্বাস ছাড়লাম।

দড়াম!

BanglaBook.org

প্রচণ্ড একটা ধাক্কা এসেছে দরজার ওপাশ থেকে। পাল্লাটা কেঁপে উঠলো, সাথে কাঁপলো আমার শরীরের প্রতিটা হাড়। কিন্তু আমিও আমার পুরো শক্তি দিয়ে পালটা ঠেলা দিলাম। দরজা খুললো না।

'হাত লাগাও, একা সামলাতে পারবো না,' গার্ডের উদ্দেশ্যে চেঁচালাম আমি। নেকড়েটা ওর থাবা টেনে ভেতরে নিয়ে গেছে।

লোকটা ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। 'ঈশ্বর! হচ্ছেটা কী এসব?'

'এখানে এসে হাত লাগাও, গাধা। নয়তো দু-জনকেই মরতে হবে এখন,' আমি আবার চেঁচালাম। আরও জোরে দরজাটা চেপে ধরেছি এবারে। বেশ বুঝতে পারছি দ্বিতীয় ধাক্কাটা আরও অনেক বেশি জোরে হবে।

তাই-ই হলো। ডিউটি অফিসার আমার পাশে এসে কেবলই দরজাটা চেপে ধরেছে, এমন সময় এলো ধাক্কাটা।

একটা বিস্ফোরণ যেন আঘাত হানলো দরজার ওপাশে। আমি আর গার্ড উড়ে গেলাম পেছনে। গার্ডটা পড়লো মনিটরগুলোর সামনে, দরজা আছড়ে পড়লো তার ওপর। আর আমি গিয়ে পড়লাম করিডরের মেঝেতে।

একটা রক্ত হিম করা গর্জন ছেড়ে বেরিয়ে এলো নেকড়েরূপী হার্লে ম্যাকফিন। জানোয়ারটাকে দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। পাঁচ থেকে সাড়ে পাঁচ ফিট উঁচু, সে অনুযায়ী দৈর্ঘ্য-প্রস্থ। একটা নেকড়ে এতো বড় হতে পারে সেটা এর আগে কখনো কল্পনাতেও আসেনি।

লুপ গারোটা বের হয়ে এসে আগে ডিউটি অফিসারের দিকে নজর দিলো। লোকটা সবেমাত্র উঠে দাঁড়িয়েছে, এমন সময় দেখতে পেলো জানোয়ারটা এগিয়ে আসছে ওর দিকে। চোয়াল ঝুলে পড়লো তার, দুই চোখ উঠে গেলো কপালে। কিভাবে সে পারলো জানি না, কিন্তু শেষ মুহূর্তে ছোট্ট একটা লাফ দিলো গার্ড, নেকড়ের রাস্তা থেকে সরে গেলো।

নেকড়েটা আরও কিছুদূর দৌড়ে উলটো ঘুরলো। ডিউটি অফিসার খাপ থেকে পিস্তল বের করে ফেলেছে। নেকড়টে আবার ওর দিকে দৌড়াতে শুরু করবার সাথে সাথে ও একের পর এক গুলি চালাতে শুরু করলো।

বুম! বুম! বুম! গুলির শব্দ প্রতিধ্বনিত হতে লাগলো সরু করিডরের দেয়াল থেকে। প্রত্যেকটা গুলিই জানোয়ারটার একদম মাথায় গিয়ে লাগছে। সেটাতে ওর গতি বিন্দুমাত্র ধীর হলো না।

BanglaBook.org

গুলির শব্দ মিলিয়ে গেলো দশ সেকেন্ডের মধ্যে। পিস্তলটা কয়েকবার ক্লিক ক্লিক করে তারপর নিস্তব্ধ হয়ে গেলো। আতংকে গার্ডের চেহারা কাগজের মতো সাদা হয়ে গেছে। স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ছুটে আসা বিভীষিকার দিকে। এবার ও সরে যাবার সুযোগ পেলো না।

এক সেকেন্ড পর স্রেফ একটা চিৎকার শুনতে পেলাম: 'না, না, না, নাআআআআআ!'

চারদিকের দেয়ালে আর ওপরের ছাদে রক্ত ছিটকে পড়লো রক্তের ছোপ। সেলগুলো থেকে এখনও হট্টগোলের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি, বেশিরভাগই আর্তনাদ আর ভয়ার্ত প্রার্থনা। তবে এর সাথে এখন নতুন একটা শব্দ কানে আসছে। অ্যালার্মের শব্দ। থানায় অ্যালার্ম বাজছে।

এক্ষুণি বিল্ডিংয়ের সব পুলিশ ছুটে আসবে এখানে। খুব সম্ভবত প্রথম যে আসবে সে হচ্ছে মারফি।

লুপ গারো এখনো ডিউটি অফিসারকে কামড়ে, আঁচড়ে ছিন্নভিন্ন করে চলেছে। আমি মনে মনে একটা প্রার্থনাই করলাম: লোকটা যেন আগেই মারা যেয়ে থাকে।

যদি বাঁচতে চাই তাহলে আমার সামনে একটা রাস্তাই খোলা দেখতে পাচ্ছি। কোনোভাবে একটা সেলে ঢুকে দরজা লাগিয়ে অপেক্ষা করতে হবে, জানোয়ারটা যেন অন্যদিকে চলে যায়। মোটামুটি কিছুক্ষণ সময় পেলেই নিজের চারপাশে একটা প্রতিরক্ষা চক্র এঁকে কোনোরকম সকাল পর্যন্ত টিকে থাকতে পারবো।

কিন্তু সেটা করলাম না। তার বদলে হাত লম্বা করে দিলাম আমার ঝুড়ির দিকে। তীক্ষ্ণস্বরে আদেশ দিলাম: 'ভেন্টো সার্ভিটাস!'

জাদুদণ্ডটা উড়ে এলো আমার দিকে। সেটার ধাক্কায় বন্ধ হয়ে গেলো সেল করিডরের দরজাটা। কয়েদিরা এখন ভেতরে কিছুটা হলেও নিরাপদ।

দণ্ডটা এক হাতে লুফে নিয়ে সাঁই করে নেকড়ের দিকে ফিরলাম। ঘরের ভেতর এখন শুধু আমি আর এই জানোয়ারটা।

'থাম,' আমি হিসিয়ে উঠলাম। 'একদম নড়বি না।'

কিন্তু পশুটা থামলো না। কলজে-কাঁপানো স্বরে গর্জন করলো আবার। তারপর ছুটে এলো আমার দিকে।

'থাম, হারামজাদা!' জাদুদণ্ডটা ওটার দিকে তাক করে চেঁচিয়ে উঠলাম আমি। হুমকিটা নেকড়ের ওপর কোনো প্রভাব ফেললো না। এখনো এগিয়ে

BanglaBook.org

আসছে প্রাণীটা ঘূর্ণিঝড়ের বেগে। ঠিক শেষ মুহূর্তে আমি ঝাঁপ দিয়ে একপাশে সরে গেলাম।

মাটিতে পড়ে এক গড়ান দিয়েই আবার জাদুদণ্ডটা তুলে ধরলাম নেকড়ের দিকে। 'টরনারিয়স!' চিৎকার করে বললাম। জানোয়ারটার গায়ে কতোটুকু শক্তি আছে কল্পনাও করতে পারিনি স্পেলটা ছোঁড়ার আগ পর্যন্ত। স্পেলটা ওর গায়ে সামান্য আঁচড়টুকুও কাটলো না।

আবার আমার দিকে ছুটে আসতে শুরু করলো ও। এবার ডাইভ দিলেও পুরোপুরি বাঁচতে পারলাম না, পায়ে কেটে বসলো দু'সারি ক্ষুরধার দাঁত। বাধা দেবার চেষ্টা করতেই ও থাবা দিয়ে একটা চাপড় বসালো আমার গায়ে। ছিটকে কয়েক গজ দূরে গিয়ে পড়লাম।

ঠিক সে সময় মারফি ঢুকলো দরজা দিয়ে। ভেতরে ঢুকেই ও থমকে দাঁড়ালো, দৃষ্টি হতভম্ব। কী করবে বুঝে উঠতে পারছে না।

জানোয়ারটা ছুটে গেলো ওর দিকে।

'মারফি!' চিৎকার করে উঠলাম।

BanglaBook.org

অধ্যায় ১৮

নিজের নিথর দেহের মাঝে সাড়া জাগাবার চেষ্টা করলাম। যেভাবেই হোক না কেন উঠে দাঁড়াতে হবে, মারফিকে বাঁচাতে হবে, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে হবে।

কিন্তু পারলাম না।

জানোয়ারটার মুখ রক্তে ভেজা। ফোঁটায় ফোঁটায় রক্ত ঝরছে মেঝেতে। করিডর ধরে সামনের দিকে ছুটে গেলো প্রাণীটা। এতো বড় জানোয়ার যে এতো জোরে ছুটতে পারে সেটা না দেখলে বিশ্বাস করা অসম্ভব। এতো দ্রুত পা পড়ছে ওর যে মনে হচ্ছে প্রায় ভেসে চলেছে করিডর বেয়ে।

মারফি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ওর উচ্চতা নেকড়েটার প্রায় সমান। দু-জনের দৃষ্টি নিবদ্ধ একে অপরের ওপর।

এক পলকে মারফির হাতে পিস্তল উঠে এলো। গুলি করার আগে ও নিজের ঠোঁটে ঠোঁট চেপে ধরলো। তারপর চাপ দিলো ট্রিগারে। কিন্তু নেকড়েটা এখনও ওর থেকে প্রায় তিরিশ ফিট দূরে, এতোদূর থেকে গুলি কোনো কাজে আসবে না।

তিনটা জিনিস চোখে পড়লো আমার।

প্রথমত, মারফি সাধারণত যে ভারি কোল্ট সেমি-অটোমেটিক পিস্তল ব্যবহার করে, ওর হাতের পিস্তলটা সেটা নয়। এই পিস্তলটা আকারে ছোট, চকচকে আর পেছনদিকে টেলিস্কোপিক সাইট টাইপের কিছু একটা লাগানো আছে।

দ্বিতীয় হচ্ছে: এই পিস্তলের গুলির আওয়াজটা হাল্কা। আগেরটার মতো বুম-বুম-বুম নয়, টাশ-টাশ-টাশ করে শব্দ তুলছে।

তৃতীয়ত, প্রথম যে গুলিটা নেকড়ের বুকে লাগার সাথে সাথে বুক থেকে রক্ত বেরিয়ে এলো। পশুটা একবার হোঁচট খেলো, ওর চেহারায় খেলে গেলো এমন একটা অভিব্যক্তি যেটাকে বিস্ময় বললে ভুল হবে না।

পরের দুটো গুলি এসে লাগলো জানোয়ারটার দু'পায়ে। আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারলো না ওটা, একপাশের দেয়াল ভেঙে ছুটে পালিয়ে গেলো।

বিধ্বস্ত করিডরে এখন শুধু আমি আর মারফি। তারস্বরে অ্যালার্ম বাজছে পুরো বিল্ডিংজুড়ে।

BanglaBook.org

ও এগিয়ে এসে আমার পাশে হাঁটু গেড়ে বসলো। 'জেলখানা থেকে চিড়িয়াখানা কবে হলো এই জায়গাটা?' ছোট্ট একটা হাসি দিয়ে বললো। পরমুহূর্তেই সিরিয়াস হয়ে উঠলো ওর চেহারা। 'একি! হ্যারি! তুমি তো দেখি রক্তে একদম ভেসে গিয়েছো। উঠতে পারবে তো?' আমার ভুলও হতে পারে, কিন্তু এক সেকেন্ডের জন্য মনে হলো ওর চোখ ছলছল করছে।

তারপরই আবার পুরনো মারফি হয়ে গেলো ও। 'উঠতে পারো না পারো, তোমাকে গ্রেফতার করা হচ্ছে।'

'আমি ঠিক আছি, আমি ঠিক আছি,' একটু ধাতস্থ হয়ে বললাম। 'কিন্তু হলোটা কী ওখানে? কীভাবে করলে ওটা?'

মারফি সোজা হয়ে পিস্তলটা আমার দিকে তাক করলো। 'কী, অবাক লাগছে? তোমার নেকড়ে বন্ধুকে কিভাবে তাড়ালাম বুঝতে পারছো না? আমাকে মায়ানেকড়েদের ওপর রিপোর্ট দিয়েছিলে, মনে আছে? আমি গুলি বানাতে পারি। শুটিং কম্পিটিশনের সময় নিজের গুলি নিজেই বানাই। কাল রাতে আবার বানাতে হলো। রূপার বুলেট, হ্যারি। কিন্তু এগুলো সব টুয়েন্টি টু ক্যালিবারের বুলেট। ওটাকে মারতে হলে দু'চোখের ঠিক মধ্যে একটা পুরে দিতে হবে।'

'টুয়েন্টি টু?' আমি অভিযোগের সুরে বললাম। 'আরেকটু শক্তিশালী ক্যালিবারের বুলেট বানালে না কেন? তাহলে এক গুলিতেই–'

'আমার কাছে গুলি বানানোর যে সরঞ্জাম, সেগুলো কম্পিটিশনে ছোঁড়ার গুলির জন্য। এতো শক্তিশালী রাউন্ড নেই আমার কাছে। যা বানিয়েছি তাতেই খুশি থাকো।'

আমি উঠে বসে দেয়ালে হেলান দিলাম। ওপাশ থেকে ছুটোছুটির আওয়াজ ভেসে আসছে, খুব সম্ভবত এগিয়ে আসছে আমাদের দিকেই। 'আমাকে গ্রেফতার করছো বিশ্বাসই হচ্ছে না। দেয়ালের ওপাশে কী? নেকড়েটা যেদিকে গেলো?'

'দলিল, রিপোর্ট এসব রাখার ঘর।' মারফি পিস্তলের নল দেয়ালের ফোঁকড়টার দিকে ঘুরিয়ে জবাব দিলো। 'পুরনো ফাইলে ঠাসা ক্যাবিনেট আর কম্পিউটার। ওখানে যারা কাজ করে তাদের সবার কয়েক ঘণ্টা আগেই ছুটি হয়ে গেছে। টিয়ার গ্যাস দিয়ে নেকড়েটাকে বাগে আনা যাবে?'

'টিয়ার গ্যাস? জানি না আমি। চেষ্টা করে দেখতে পারো। আমাকে ছেড়ে দেখতে পারো, সেটাতে কাজ হবার সম্ভাবনা আরো বেশি।'

BanglaBook.org

মারফি ক্রুদ্ধ দৃষ্টি হানলো আমার দিকে। 'তোমাকে নিরাপদ কোনো সেলে ঢোকাতে হবে আমার, তারপর ডাক্তার দেখাতে হবে। সেটা না হওয়া পর্যন্ত চুপচাপ বসে থাকো, ড্রেসডেন।'

'মার্ফ, ভেবে দেখো ব্যাপারটা। পৃথিবীর সবচেয়ে বিপজ্জনক শিকারি ঘুরছে তোমার থানায়। তোমাকে সাহায্য করতে পারে এমন একজন মানুষকে আটকে রাখা কি বুদ্ধিমানের কাজ?'

'তুমি নিজেই নিজের কবর খুঁড়েছো, আমার কিছু করার নেই।' মারফির গলা কঠিন। ফোঁকড়টা থেকে নজর সরায়নি এখনও।

'কারমাইকেল! এদিকে দেখো! দরজার বাইরে চারজনকে পাঠিয়ে দাও, বাকিদের পাঠাও আমার পিছে।' ও হেঁকে হুকুম দিলো, 'রুডলফ, ড্রেসডেনকে নিয়ে অফিসে যাও।'

যেসব পুলিশ অফিসার ছুটে এলো তাদের বেশিরভাগেরই পরনে সিভিল ড্রেস। স্পেশাল ইনভেস্টিগেশনের সদস্যরা ইউনিফর্ম খুব কমই পরে। কয়েকজনের হাতে পিস্তল, কয়েকজনের হাতে শটগান। এক মুহূর্তের জন্য আমার দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে এলো, রক্তে ঝিঁঝিঁর মতো একটা অনুভূতি টের পেলাম। পোশনটার আয়ু শেষ; বেশ ভালোই কাজে দিয়েছে। বেশিরভাগ পোশন দুই মিনিটের বেশি কাজ করে না, সে তুলনায় এটা অনেকক্ষণ ছিলো।

লুপ গারোর কামড়ে আমার বুট ছিদ্র হয়ে গেছে। মোজা রক্তে ভেজা, পা ব্যথা করছে প্রচণ্ড। উঠে দাঁড়িয়ে যখন হাঁটতে শুরু করলাম তখন রক্তের একটা দাগ ফেলে গেলাম আমার পেছনে। অতিরিক্ত উত্তেজনায় জিভ কামড়ে দিয়েছিলাম, এখন মুখেও নোনা স্বাদ পাচ্ছি। পিঠটা ব্যথায় অসাড় হয়ে গিয়েছে। আর কাঁধের কথা না হয় বাদই দিলাম। মনে হচ্ছে কেউ উত্তপ্ত লাল করাত চালাচ্ছে আমার কাঁধে।

'হারামজাদাটা আমার এতো সুন্দর বুট নষ্ট করে দিলো।' বিড়বিড় করলাম। পরমুহূর্তে কথাটা নিজের কাছেই হাস্যকর মনে হলো। ব্যথায় মরছি সেটা কিছু না অথচ বুটের চিন্তা! গত দু'দিনে এতোকিছু ঘটেছে যে মাথার ভেতর উলটোপালটা লেগে গেছে সব।

কারমাইকেল এগিয়ে এসে ধরলো আমাকে । গোলগাল মুখটা লাল, দৃষ্টি অস্থির। এমনকি আজ ওর টাই পর্যন্ত ঢিলে হয়ে আছে। আমি ওর কাঁধে এক হাত রাখলাম, তারপর হাসতে লাগলাম। কেন যে হাসছি সেটা নিজেও জানি না আসলে।

BanglaBook.org

'রুডলফ, ওকে অফিসে নিয়ে যাও,' কারমাইকেল নির্দেশ দিলো। 'আপাতত ওখানেই থাকবে ওর সাথে, পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে একজন ডাক্তার ডেকে আনবো আমরা।'

'ঈশ্বর!' রুডলফ বলে উঠলো। ওর মধ্যে এখনো একটা ছেলেমানুষি ভাব আছে, চেহারা দেখেই বেশ বোঝা যায়। 'আপনি তো সিকিউরিটি মনিটর দেখেছেন, তাই না? সার্জেন্ট হ্যাম্পটনের এই অবস্থা করলো কীভাবে ওই নেকড়েটা?'

কারমাইকেলের এক হাত ছেলেটার কলার চেপে ধরলো। 'যা বলেছি সেটা করো,' কঠিন স্বরে বলে উঠলো ও। 'জানোয়ারটা কিন্তু এখনো এখানেই আছে। হ্যাম্পির যে হাল হয়েছে ও চাইলে আমাদেরও একই হাল করতে পারে। কথা শোনো, যাও এখান থেকে।'

'ঠি-ঠিক আছে,' রুডলফ জবাব দিলো। চেহারা ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। 'এই লোকটা কে?' আমাকে দেখালো ও।

কারমাইকেল একবার আমার দিকে তাকালো। 'ও এসব ব্যাপারে জানে। যদি কিছু বলে, সেটা শুনবে।' কথাটা বলে কারমাইকেল আর দেরি করলো না। একটা শটগান তুলে নিয়ে মারফির দিকে এগিয়ে গেলো। মারফি একের পর এক নির্দেশ দিয়ে যাচ্ছে এখনো।

আমার হাত এখন রুডলফের কাঁধে। বেশিদূর হাঁটার ক্ষমতা নেই আমার, ছেলেটা একরকম টেনে হিঁচড়েই অফিসে নিয়ে এলো আমাকে। রক্তের দাগ ফেলে গেলাম পুরো থানাজুড়ে। পাগলের মতো হাসছি আমি একটু পরপর, কোনোকিছুতে মনোযোগ দিতে পারছি না। কিন্তু এসবের মাঝেও একটা জিনিস মনে হলো: রক্তটায় কী যেন একটা ভিন্নতা আছে।

'এসব কী আসলেই হচ্ছে? না আমি কোনো দুঃস্বপ্নে ঢুকে গেছি?' রুডলফ বিড়বিড় করে নিজের সাথে কথা বলছে। 'কিভাবে সম্ভব? এসব কিভাবে সম্ভব?' ছেলেটা শকে আছে বোধহয়। স্বাভাবিক। ওই লাশগুলো, ওই নেকড়েটা দেখার পর আমার মতো পুরনো লোকও ধাক্কা খেয়েছে, রুডলফের দোষ কী?

'রুডলফ।' আমি ডাক দিলাম ওকে। রক্তক্ষরণ আর ঘামের কারণে আমার শরীর থেকে প্রচুর পানি বেরিয়ে গেছে। আর সহ্য করতে পারছি না, পানি খাওয়া দরকার। ছেলেটা এখনো বিড়বিড় করে চলেছে, আমার কথা শুনতে পায়নি।

BanglaBook.org

'রুডি,' আমি আরও জোরে বলে উঠলাম। এবার চমকে আমার দিকে তাকালো ও। 'পানি,' আমি বললাম। 'পানি খেতে হবে আমার।'

'পানি? আচ্ছা। আচ্ছা, দিচ্ছি।' রুডলফ একটা ফিল্টারের দিকে এগিয়ে গেলো। সেটার পাশে টেবিলে স্তুপ করে রাখা কাগজের গ্লাস। বেচারার অবস্থা এতো খারাপ যে দুই-দুইবার ও হাত থেকে গ্লাস ফেলে দিলো। অবশেষে তৃতীয়টায় পানি ভরে নিয়ে এলো আমার কাছে। একটু ইতস্তত ভাব চেহারায়। কয়েক সেকেন্ড দ্বিধা করে তারপর বললো: 'তুমিই সেই লোক, ওই ভুয়া...'

'জাদুকর,' আমি তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলে উঠলাম। 'জাদুকর। হ্যারি ড্রেসডেন।'

'হ্যা, ড্রেসডেন,' বিড়বিড় করে ও পুনরাবৃত্তি করলো। আমি ওর হাত থেকে পানির গ্লাসটা নিয়ে এক ঢোকে পুরোটা গিলে ফেললাম। মনে হলো শুধু মুখ নয়, পুরো শরীরজুড়ে একটা আরামদায়ক শীতলতা ছড়িয়ে পড়লো। গ্লাসটা ওর হাতে দিয়ে আরও পানি আনতে বললাম।

ছেলেটা আমার দিকে এমনভাবে তাকালো যেন আমি একটা পাগল। কিন্তু পানি আনতে আপত্তি করলো না। এবারও এক ঢোকে পুরোটা খেয়ে ফেললাম আমি। 'রক্ত, রুডি,' পানি খাওয়া শেষ করে বললাম। 'রক্ত নিয়ে কিছু একটা মাথায় খোঁচাচ্ছে।'

'রক্ত...' রুডলফ ঢোক গিললো একটা। 'হ্যাম্পটনের সারা শরীর রক্তে মাখামাখি হয়ে ছিলো। পুরো রুম ভর্তি রক্ত। দেয়াল, সিকিউরিটি ক্যামেরা সব জায়গায় শুধু রক্ত আর রক্ত। ওই জিনিসটা...ওই জানোয়ারটা আসলে কী?'

'জানোয়ার...জানোয়ার ওকে বলা ঠিক হবে কিনা জানি না। কিন্তু একটা জিনিস ঠিক।' আমি জবাব দিলাম। 'ওর শরীর থেকেও রক্ত ঝরে। মারফির গুলি খেয়ে ওর চামড়া ফুটো হয়েছিলো।'

আমার মাথায় যেন বিদ্যুৎ খেলে গেলো। শরীরের দুর্বলতার কথা খেয়ালই রইলো না, এক লাফে উঠে দাঁড়ালাম। 'রক্ত। ওর রক্ত ওই করিডরে পড়েছে। সেটা ব্যবহার করলেই জানতে পারবো ও ঠিক কোথায় আছে।' হাঁটতে শুরু করলাম আমি।

রুডলফ হাঁ হয়ে গেছে। 'এই যে! বসে থাকুন চুপচাপ। আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে যেকোনো সময় উলটে পড়ে যাবেন। আর আপনাকে গ্রেফতার করা হয়েছে, চাইলেই এদিক-সেদিক যাওয়ার অনুমতি নেই।'

BanglaBook.org

'গ্রেফতার হওয়ার সময় নেই আমার।' মারফির অফিসের দিকে হাঁটতে শুরু করলাম। স্পেশাল ইনভেস্টিগেশনের মূল অফিস রুমের একপাশে একটা পাতলা কাঠের পার্টিশন দিয়ে মারফির অফিস আলাদা করা হয়েছে। সেটার দরজার গায়ে কালো কালি দিয়ে সুন্দর করে লেখা: লেফটেন্যান্ট ক্যারিন মারফি, স্পেশাল ইনভেস্টিগেশনস। তার একটু নিচে লাল কালিতে লেখা: অনুমতি ছাড়া ঢুকলে গুলি করা হবে।

'মারফি কম্পিউটার অন না রাখলেই হলো,' বিড়বিড় করতে করতে ওর অফিসে ঢুকে পড়লাম। ছোট্ট, সাজানো গোছানো রুম। ঢুকেই এদিক ওদিক তাকিয়ে আমার জিনিসগুলো খুঁজতে লাগলাম। কম্পিউটারের পাশে ব্ল্যাস্টিং রড, ব্রেসলেট, লকেট আর পিস্তলটা পড়ে আছে। দুর্ভাগ্যক্রমে কম্পিউটারটা অন হয়ে আছে। আমার জিনিসগুলো নেয়ার জন্য হাত বাড়াতেই পাশের মনিটরটা কাশির মতো একটা শব্দ করে বন্ধ হয়ে গেলো। পরমুহূর্তেই হার্ড ড্রাইভ থেকে খচখচ শব্দ এলো। শর্ট সার্কিট নাকি?

বিড়বিড় করে কয়েকটা গালি দিয়ে হাতে ব্রেসলেটটা পরে নিলাম। লকেটটা পরলাম গলায়। তারপর পিস্তলটা পকেটে, ব্ল্যাস্টিং রডটা ধরলাম বাঁ হাতে।

রুডলফ এসে দাঁড়িয়েছে অফিসের দরজায়। চেহারায় একই সাথে ভয় আর অবিশ্বাস। আমাকে আগের চেয়েও বড় পাগল মনে করছে নিশ্চয়ই। 'রুডি, তুমি কিচ্ছু দেখোনি। কিচ্ছু জানো না। ঠিক আছে?' বন্ধুত্বপূর্ণ স্বরে ওকে বললাম।

ও ধোঁয়া ওঠা কম্পিউটারের দিকে তাকালো। 'কম্পিউটারে কী করেছেন?'

'কিছু করিনি রে ভাই। আমি কোনো জিনিসের কাছে গেলেই সেটা বিগড়ে যায়।' তেতো গলায় জবাব দিলাম। 'ওই কাগজের গ্লাসটা তো এখনো তোমার কাছে আছে, না? ঠিক আছে। এখন শুধু একটা খেলনা পশু লাগবে। টেডি বেয়ার হলে চলবে, কোনো পুতুল হলেও চলবে।'

'কী-কী লাগবে?' চোখ পিট পিট করে আমার দিকে তাকালো ও।

'একটা খেলনা পশু!' আমি গর্জে উঠলাম। 'জাদুকরের সাথে জাদু নিয়ে তর্ক করা বেয়াদবী, জানো না?'

বেচারা রুডি আগে থেকেই হতভম্ব হয়ে ছিলো, বকা খেয়ে একদম চুপসে গেলো। কিছু বললো না আর।

BanglaBook.org

'কারমাইকেল আগে ওর ডেস্কে একজোড়া খেলনা রাখতো। এখনো রাখে?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'আহ্...আমি, আহ্...'

ব্ল্যাস্টিং রডটা তুলে চেঁচিয়ে উঠলাম: 'গিয়ে খুঁজে দেখো!'

ছেলেটা এক মুহূর্ত দ্বিধা করলো। কী করবে বুঝে উঠতে পারছে না। শেষমেষ ও উলটো ঘুরলো, তারপর রীতিমতো ছুট লাগালো কারমাইকেলের ডেস্কের দিকে।

পেছন পেছন আমিও মারফির রুম থেকে বের হয়ে এলাম। পা থেকে এখনো রক্ত ঝরছে। খুব বেশি না, কিন্তু এভাবে চলতে থাকলে একটু পর খুবই দুর্বল হয়ে যাবো। এখনও অবশ্য যথেষ্ট দুর্বল লাগছে। শীত শীত লাগছে খুব। শরীরটা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।

বড় করে কয়েকটা শ্বাস নিয়ে পুরো পরিস্থিতিটা একবার মাথায় মেপে নিলাম। হিসেব মিলছে না। কিছু একটা মিস করে গেছি। কিন্তু সেটা যে কী তা কিছুতেই বুঝতে পারছি না।

'রুডি,' ছেলেটাকে ডাকলাম। 'পেয়েছো কিছু?'

রুডি কারমাইকেলের ডেস্কের ড্রয়ার থেকে একটা মোমের পুতুল বের করলো। 'চলবে এটায়?'

'দৌড়াবে!' খুশি হয়ে বললাম।

BanglaBook.org

অধ্যায় ১৯

বাইরের করিডর থেকে একটা চিৎকার ভেসে এলো।

গায়ে কাঁটা দিলো আমার। কোনো মানুষের গলা দিয়ে এমন শব্দ বের হয় না। তীক্ষ্ণ, কর্কশ, হিংস্র চিৎকার।

চিৎকারটা মিলিয়ে যাবার সাথে সাথে শুরু হলো গুলি। কানফাটানো শব্দে একের পর এক গুলিবর্ষণ হতে লাগলো। একটা গুলি ছুটে এলো দেয়াল ভেদ করে। ঝনঝন করে আমার মাথার এক ফুট দূরে একটা কাঁচের জানালা ফুটো করলো।

আমি কোনোমতে দু'পায়ে দাঁড়িয়ে আছি। ভয় আর ব্যথার চোটে নিজেকেই নিজের কাছে আধপাগল মনে হচ্ছে। প্রতিটা অঙ্গে যন্ত্রণা হচ্ছে আমার। এতোটাই খারাপ অবস্থা যে স্পেল করার জন্য যে মনোযোগ লাগে সেটাও দিতে পারছি না। দৌড়ে পালাতে ইচ্ছে করছে। আর সত্যি বলতে পালানোটাই এখন ভালো বুদ্ধি। এই দুর্বল অবস্থায় দানবটার সাথে লড়তে গেলে হারবো। তবে কিছু প্রস্তুতি নিয়ে ফিরে এলে জিতেও যেতে পারি।

কিন্তু ভালো বুদ্ধিতে আর কবে কান দিয়েছি?

ব্ল্যাস্টিং রডটা চেপে ধরে যতোটুকু শক্তি জমা করতে পারি সবটা এক করতে লাগলাম। খুব একটা ইচ্ছাশক্তি অবশিষ্ট নেই আমার দুর্বল শরীরে। কিন্তু সেই সামান্য ক্ষমতাটাই যেন পুরো শরীরময় সেটা ছড়িয়ে পড়তে লাগলো। কয়েকটা মুহূর্ত সময় দিলাম।

ভয়, ব্যথা সব যেন দূর হয়ে যেতে লাগলো আস্তে আস্তে। উষ্ণ নিশ্বাসের মতো শক্তিটা আমার শরীরকে পুনরুজ্জীবিত করে তুললো। একটা নতুন দীপ্তি জ্বলে উঠলো আমার চোখে। সাধারণ কোনো মানুষের পক্ষে আমাকে দমানো এখন অসম্ভব। বড় করে একবার দম নিয়ে ব্ল্যাস্টিং রডটা দেয়ালের দিকে তাক করলাম। তারপর গর্জে উঠলাম: 'ফুয়েগো!'

রড থেকে উল্কার মতো ছুটে গেলো নীলাভ আলো। দেয়ালে আঘাত করলো আলোর ছটা, দেয়াল ধ্বসে পড়ার একটা গম্ভীর শব্দ হলো।

আলো কমে আসার পর সামনে শুধু দেয়াল ভাঙা ধুলো আর ছাই দেখতে পেলাম। সেটা একটু পরিস্কার হতে দেখলাম যে দেয়ালে একটা গর্ত তৈরি হয়েছে। প্রায় ছয় ফিটের মতো হবে।

BanglaBook.org

সামনে এগিয়ে গেলাম। ওভারকোটটা থাকলে ভালো হতো। আরও বেশি শীত করছে এখন। রক্তক্ষরণের মাত্রা বেড়ে গেছে।

হলওয়েতে ঢুকতে মনে হলো যেন নরকে এসে হাজির হয়েছি। দু-জন অফিসার তৃতীয় আরেকজন অফিসারকে বয়ে নিয়ে আসছে। আরও তিনজন শটগান দিয়ে একের পর এক গুলি ছুঁড়ে যাচ্ছে। যে অফিসারকে আমার দিকে বয়ে নিয়ে আসা হচ্ছে, তার মাথাটা যে ধড়ের ওপর নেই সেটা অন্য দু-জন খেয়াল করেছে বলে মনে হলো না।

শটগানের গুলি শেষ হয়ে যাওয়ায় এক অফিসার চিৎকার করে উঠলো। সাথে সাথে একটা ছায়া ছুটে গেলো ওর দিকে। অফিসার যেখানে ছিলো সেখান থেকে ছিটকে উঠলো রক্তের ধারা। বাকি দুই অফিসার আতংকে স্তব্ধ হয়ে গেছে। একবার আমার দিকে তাকালো ওরা, তারপর রক্তের দিকে।

নেকড়েটা এবারে ওই দুই অফিসারের দিকে ছুটে গিয়ে একজনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। এই অফিসারও নিঃশেষ হয়ে গেলো মুহূর্তের মধ্যে। তার সঙ্গি উন্মাদের মতো অন্যদিকে দৌড়ে পালালো।

আমি গিয়ে দাঁড়ালাম নেকড়ের সামনে। মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলো একটা হুংকার: 'অনেক হয়েছে। অনেক।'

নেকড়েটা আক্রমণের ভঙ্গিতে একটু নিচু হলো। মুখ থেকে চুঁইয়ে পড়ছে কালচে রক্ত। ওর নিজের রক্ত নয়, যাদের খুন করেছে এতোক্ষণ, তাদের রক্ত।

আমি আবার আমার ইচ্ছাশক্তি কেন্দ্রিভুত করতে শুরু করলাম। ব্ল্যাস্টিং রডটা তুলে তাক করলাম। আমার চোয়াল আপনা থেকেই ফুলে উঠলো, দাঁত চেপে বসলো দাঁতে। নেকড়েটাকে আজ থামিয়ে ছাড়বো।

টাশ-টাশ-টাশ!

স্পেলটা ছুঁড়বো যখন ঠিক সে মুহূর্তে কেশে উঠলো মারফির ছোট্ট পিস্তলটা। নেকড়ের গায়ে এসে লাগলো প্রতিটা গুলি। জানোয়ারটা একবার গর্জে উঠলো একবার, একইসাথে যন্ত্রণা আর আক্রোশ ফুটে উঠলো সে গর্জনে। তারপর উলটো ঘুরে ছুটে পালালো।

আমি গাল দিয়ে উঠে ওটার পিছু নিলাম। রুমের এক কোণায় এক আহত অফিসার পড়ে গোঙাচ্ছে, পাশেই আরেক অফিসারের ছিন্নভিন্ন লাশ পড়ে আছে। দৃশ্যটা দেখে রাগে শরীর কেঁপে উঠলো আমার।

হলরুমের কোণা ঘুরতেই ওপাশে মারফিকে দেখতে পেলাম।

BanglaBook.org

জানোয়ারটা পৌঁছে গেছে ঠিক ওর সামনে। শেষ একটা গুলি করলো ও নেকড়ের গায়ে, কিন্তু নেকড়েটা থামলো না। বাতাসে কেটে উড়ে গেলো মারফির দিকে।

'না!' আমি চিৎকার করে সামনে ছুটে গেলাম।

আমার আগেই কারমাইকেল এসে হাজির হলো। জানোয়ারের থাবার আঁচড় ওর পেটে, পরনের স্যুটটা রক্তে ভিজে জবজব করছে। তার চেয়েও বীভৎস লাগলো ওর চোখের দৃষ্টি। মৃতপ্রায় মানুষের অসহায়তা ওর চোখে।

ফ্লোর থেকে একটা শটগান তুলে ও নলটা নেকড়ের পিঠে ঠেকালো। কিন্তু গুলি করার আগেই জানোয়ারটা ঘুরে সামনের দুই থাবার ধাক্কায় ওকে ছুঁড়ে মারলো দেয়ালে। এক থাবার আঁচড় পড়লো কারমাইকেলের গালে। সাথে সাথে গালের মাংস ফুঁড়ে সাদা হাড় বেরিয়ে এলো।

কারমাইকেল শিথিল হয়ে লুটিয়ে পড়লো মেঝেতে। ওর শরীর নড়ছে না। নিশ্বাস পড়ছে না।

মারা গেছে। কারমাইকেল মারা গেছে।

মারফি জানোয়ারটার পেছনের দুই পায়ের মধ্যে মেঝেতে পড়ে আছে। ওর চেহারাজুড়েও অবসাদ আর ক্লান্তি। তাও ও পিস্তল তুলে তাকলো নেকড়ের দিকে। কিন্তু ওর কপালটা আজ আসলেই খারাপ। ট্রিগার চাপার পর আগুনের ফুলকি বের হলো না পিস্তল থেকে। ক্লিক করে একটা শব্দ হলো। গুলি শেষ।

'মারফি!' আমি চেঁচিয়ে উঠলাম। 'গড়িয়ে বের হয়ে যাও ওখান থেকে!'

মারফি আমার দিকে তাকালো এবার। ব্ল্যাস্টিং রড হাতে আমাকে এ অবস্থায় দেখে ওর চোখ বড় বড় হয়ে গেলো। এক সেকেন্ড পর আমার কথাটা ঢুকলো ওর মাথায়। গড়িয়ে সরে গেলো নিচ থেকে। দেয়ালে একটা গর্ত তৈরি করেছিলো নেকড়েটা, সেই গর্ত দিয়ে ঢুকে গেলো।

নেকড়েটা হতাশায়, ক্ষোভে গর্জন করলো একবার। তারপর আস্তে আস্তে ফিরলো আমার দিকে।

পশুটার বড় বড় কালো চোখে নিজের প্রতিবিম্ব দেখতে পেলাম। লম্বা, দৃঢ়, হাতে ধরা ব্ল্যাস্টিং রড। একটা জিনিস নেই প্রতিবিম্বে, সেটা হলো ভয়।

আমি চেঁচিয়ে উঠলাম: 'ফুয়েগো!'

BanglaBook.org

এবার আর তখনকার মতো নীল আলো বের হলো না। এবার রড থেকে ছুটে গেলো আরও শক্তিশালী লালচে-কমলা আগুন রঙের আলো। কানফাটানো একটা শব্দ করলো আমার ব্ল্যাস্টিং রড। সে শব্দের বর্ণনা দেয়া সম্ভব নয়। গুলির আওয়াজ, আর্তনাদ, চিৎকার, বাচ্চাদের ফিসফিসানি এরকম আরও হাজারো শব্দ এক করে একটা গর্জন বানানো হলে যে শব্দটা হবে অনেকটা সেরকম।

আলোর বর্শাটা প্রচণ্ড বেগে আঘাত করলো নেকড়ের গায়ে। জানোয়ারটা ছিটকে গেলো সে আঘাতে। ওর বিশাল শরীর প্রথমে হলওয়ের দেয়াল ভেদ করে গেলো, তারপর সিকিউরিটি ডোর, তারপর সেলের দরজা, তারপর সেলের ওপাশের কংক্রিটের দেয়াল।

শেষ দেয়ালটা ফুটো করে সোজা থানার বাইরের রাস্তায় চলে গেলো নেকড়ের বিশাল শরীর। তাও থামলো না। আলোটা ওকে উড়িয়ে নিয়ে গেলো দৃষ্টিসীমার বাইরে, ফেললো অনেক দূরে কোথাও।

আমার সামনের দেয়ালের পর দেয়াল, প্রতিটা দেয়ালে একটা করে বিশাল গর্ত। আমি সে অবস্থাতেই দাঁড়িয়ে রইলাম কিছুক্ষণ। থানার অ্যালার্ম বেজে চলেছে। তীক্ষ্ণ। বিরামহীন।

বিল্ডিংয়ের চারপাশে কয়েকটা অ্যাম্বুলেন্স এসে জড়ো হয়েছে। যে সেলের দেয়াল ভেঙে নেকড়েটা উড়ে গেছে, সেই সেল থেকে উঁকি দিলো একজন কৃষ্ণাঙ্গ ছেলের মাথা। চারিদিকে চোখ বুলানোর পর ওর মুখ দিয়ে একটা অস্ফুট শব্দ বেরিয়ে এলো।

দেয়ালের ওই গর্তটা থেকে বেরিয়ে এলো মারফি। ওর কনুইয়ের এক জায়গায় জানোয়ারটার আঁচড়ে মাংস সরে হাড় বেড়িয়ে পড়েছে। টপটপ রক্ত পড়ছে সেখান থেকে। কারমাইকেলের ক্ষতবিক্ষত লাশটার দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করে কিছু একটা উচ্চারণ করলো ও।

বাইরে থেকে পুলিশের গাড়ি, অ্যাম্বুলেন্স, ফায়ার সার্ভিস আর শহরের অন্যান্য শব্দকে ছাপিয়ে একটা গর্জন শুনতে পেলাম। ওই জানোয়ারটা গর্জন করছে।

আমি দাঁড়িয়ে আছি এখনও। কী করবো? কিছু বুঝতে পারছি না।

একটু পর কোথা থেকে রুডলফ এসে হাজির হলো। এখনো একহাতে ওই কাগজের কাপ আর অন্য হাতে পুতুলটা ধরে রেখেছে। দুটোই ওর হাত থেকে নিয়ে নিজের কাছে রাখলাম। কাজ শুরু করতে হবে।

BanglaBook.org

বেশিক্ষণ খুঁজতে হলো না। দেয়ালের গর্তগুলোর একটার পাশে পেয়ে গেলাম যা খুঁজছিলাম। রক্ত, ওই জানোয়ারটার রক্ত। মানুষের রক্তের চেয়ে গাঢ়, কড়া একটা রঙ। চিনতে কষ্ট হলো না। কাপটায় সামান্য রক্ত নিয়ে আবার হলওয়েতে চলে এলাম।

পা দিয়ে যতোটা সম্ভব ধুলোবালি আর ময়লা সরিয়ে ফ্লোরেই একটা জায়গা পরিস্কার করে নিলাম। মেঝেতে নামিয়ে রাখলাম ব্ল্যাস্টিং রডটা। তারপর পকেট থেকে চক বের করে একটা চক্র আঁকলাম। রুডলফ এতোক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিলো, এবারে প্রশ্ন করলো: 'কী করছেন এটা?'

আমি মোমের পুতুলটা বৃত্তের মধ্যে রেখে কাপের রক্তটুকু ওটার চোখ, মুখ, কান আর নাকে লাগিয়ে দিলাম। তারপর রুডির প্রশ্নের জবাব দিলাম: 'থমেটার্জি।'

'ক-কী?'

'জাদু,' সহজ ভাষায় বললাম এবার। 'বড় কিছুর সাথে ছোট কিছুর সংযোগ তৈরি করা। বাস্তবের যে পশুটা, সেটার, আহ্...প্রতিরূপ, প্রতিবিম্ব হিসেবে কাজ করবে এই পুতুল।'

'জাদু!' রুডলফ বিড়বিড় করলো।

আমি ওর দিকে তাকালাম। 'নিচে যাও। ফায়ারম্যান, পুলিশ, ডাক্তার যারা এসেছে তাদের সবাইকে সবাইকে ওপরে নিয়ে এসো। আহতদের সাহায্য করো।'

ছেলেটা একবার কাঁধ ঝাঁকিয়ে দৌড়াতে দৌড়াতে নিচে নেমে গেলো। আমি আমার জাদুচক্রের দিকে মনোযোগ দিলাম।

জানোয়ারটার প্রতি আমার যতো ঘৃণা আর রাগ আছে তার পুরোটাই ব্যবহার করতে হবে। নয়তো স্পেলটা কাজ করবে না। এ জিনিসটা নিয়ে চিন্তা নেই অন্তত। যতোবার লাশগুলোর কথা ভাবছি, কারমাইকেলের নিষ্প্রাণ চেহারা মনে ভেসে উঠছে, ক্ষোভে কেঁপে উঠছে আমার শরীর।

একবার নিজেকে মনে করিয়ে দিতে চাইলাম, ম্যাকফিন নির্দোষ। ও নিজেও একজন ভিকটিম। অভিশাপের জন্য তো ও নিজে দায়ি নয়। তাছাড়া ওকে মেরে ফেললেই বা লাভ কী? যাদের ও মেরেছে তারা তো আর ফেরত আসছে না।

কিন্তু পরক্ষণেই মনে হলো ওকে যদি ছেড়ে দিই তাহলে আরও মানুষ মারা যাবে আজ। সেটাও হতে দেয়া যায় না।

BanglaBook.org

এমন কিছু করতে হবে যেন ম্যাকফিন মারা না যায়, আবার কারও ক্ষতিও করতে না পারে। এ ধরনের জাদু করতে প্রচুর ক্ষমতার প্রয়োজন হয়। এতোটা ক্ষমতা আমার নেই। এমনও হতে পারে এই স্পেল করতে গিয়ে আমি নিজেই মারা যাবো।

চিন্তা করলাম হোয়াইট কাউন্সিল কী করবে এই স্পেলের ব্যাপারে। ম্যাকফিনকে আক্ষরিক অর্থে মানুষ বলে গণ্য করা যায় না। আর মানুষ বাদে অন্যদের মৃত্যুর খুব একটা পরোয়া করে না কাউন্সিল। তারপরও বলা যায় না কখন কী হয়ে যায়। তাছাড়া কাউন্সিল এমনিতেই আমাকে অতোটা পছন্দ করে না। কী সিদ্ধান্ত নেবে কে জানে।

বেশিক্ষণ এসব নিয়ে ভাবলাম না। ঠিক করে ফেলেছি কী করবো। সুর করে, অস্পষ্ট স্বরে মন্ত্র পড়তে শুরু করলাম: 'উবরিচা, উবরিস, উবরিয়াম।' একইসাথে পরনের পোশাক থেকে সামান্য কাপড় ছিঁড়ে পুতুলটার চোখ-কান বেঁধে দিলাম। তারপর এক এক করে হাত, পা, মুখ, নাক সব বেঁধে দিলাম।

টের পেলাম স্পেলটা ধীরে ধীরে আকৃতি ধারণ করছে। শক্তির ছোঁয়া অনুভব করলাম আমার মস্তিষ্কে।

পুরোপুরি প্রস্তুত হতে স্পেলটার খুব বেশি সময় লাগলো না। অবশিষ্ট শক্তিটুকু এবার মুক্ত করে দিয়ে চক্রটা মুছে দিলাম। কাজ হয়ে গেছে। জানোয়ারটা আজ রাতে আর কোনো সমস্যা করতে পারবে বলে মনে হয় না।

কাজটা শেষ হবার সাথে সাথে যেন আমার শরীরটা ছেড়ে দিলো। অবশ হয়ে এলো সব মাংসপেশী, ঝাপসা হয়ে এলো দৃষ্টি। মেঝেতেই শুয়ে পড়লাম। অস্পষ্টভাবে দেখতে পেলাম ইউনিফর্ম পরা লোকজন আমাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে। ফায়ার সার্ভিস বা অ্যাম্বুলেন্সের লোক হবে। ওরাই আমাকে তুলে নিলো। দুপাশ থেকে দু-জন আমার হাত তাদের কাঁধে ফেললো। আমার সামনে কারমাইকেলকে নিয়ে যাচ্ছে, পাশেই মারফি। কেউ একজন ওর কাঁধে একটা কম্বল জড়িয়ে দেবার ব্যর্থ চেষ্টা করলো। আমাকে দেখেনি মারফি।

বিল্ডিংটা থেকে বের হয়ে আসার পর শূন্য একটা অনুভূতি হলো। আমাকে যে দু-জন ধরে নিয়ে এসেছিলো ওরা একটা অ্যাম্বুলেন্সের দিকে চলে গেছে। আমি আরও কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে মারফি আর

BanglaBook.org

কারমাইকেলকে দেখার চেষ্টা করলাম, কিন্তু ওরা এখন ঠিক কোথায় খুঁজে পেলাম। কিছুক্ষণ পর হাঁটতে শুরু করলাম। তিরা আর সুজান গাড়িতে অপেক্ষা করছে নিশ্চয়ই আমার জন্য। কেউ আমাকে আটকাবার জন্য এগিয়ে এলো না।

শুধু একবার এক ইউনিফর্ম পরা বয়স্ক লোক এসে আমাকে কয়েকবার জিজ্ঞেস করলো কোন ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাবে কি না। আমি না করে দিলাম। চারপাশে উৎসুক জনতা উঁকি মেরে কী হয়েছে দেখবার চেষ্টা করছে। পুলিশ অফিসাররা সবাইকে শান্ত করার চেষ্টা করছে কিন্তু পারছে না। রাস্তায় দুটো নিউজ চ্যানেলের গাড়িও দাঁড়ানো দেখলাম।

হঠাৎ থেমে গেলাম আমি। মাথা কাজ করছে না, কোনদিকে যাবো বুঝে উঠতে পারছি না। ঠিক তখন কেউ একজন আমার পাশে এসে দাঁড়ালো। সেই পরিচিত পারফিউম, সেই পরিচিত উষ্ণতা। সুজান।

আর সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারলাম না। সুজানের ওপর শরীরের ভর প্রায় পুরোটাই ছেড়ে দিলাম। ও খপ করে ধরে ফেললো আমাকে। ওর কষ্ট হচ্ছে কিনা বোঝার ক্ষমতা নেই আমার।

আবছাভাবে শুনতে পাচ্ছি সুজান আরেকজনের সাথে কথা বলছে। যার সাথে কথা বলছে সে আবার আমাকে আরেকপাশ থেকে ধরে সামনে নিয়ে যাচ্ছে। তিরা হবে হয়তো, ভাবলাম। যাচাই করবার ইচ্ছে বা ক্ষমতা কোনটাই আপাতত নেই।

কতো হাজার বছর ধরে হাঁটতে হলো সেটা সৃষ্টিকর্তাই ভালো বলতে পারবেন। তবে একসময় চারপাশ নীরব হয়ে এলো। পার্কিংলটে চলে এসেছি। মাঝপথে এক লোক আটকেছিলো অবশ্য একবার, কিন্তু সুজান চট করে বলে দিয়েছে আমি মাতাল। লোকটা আর কোনো সমস্যা করেনি।

হঠাৎ বৃষ্টি শুরু হলো। আমরা তখনো গাড়ির দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। বৃষ্টির শীতল ছোঁয়া আমার মাথা বেয়ে শরীরে নেমে আসছে। মনে হলো অদৃশ্য কোনো দেবদূতের চুম্বন। স্নিগ্ধ, পবিত্র।

'আমি আছি, কোনো চিন্তা নেই, হ্যারি।' সুজান ফিসফিস করে আমার কানের কাছে বলে উঠলো। 'নিশ্চিন্ত থাকো।'

ঠিক আছে। নিশ্চিন্ত।

BanglaBook.org

অধ্যায় ২০

অন্ধকার একটা জায়গায় আমার জ্ঞান ফিরে এলো। দেখে মনে হলো কোনো একটা পুরনো গুদাম বা মাটির নিচে গ্যারেজের ভেতর আছি। সবকিছু কালো, এমনকি মেঝেটাও। ঘরের ঠিক মাঝখানে কোনোকিছু থেকে হালকা আলো ছড়িয়ে পড়েছে। কী থেকে আলোটা আসছে বুঝলাম না। আলোটাও অদ্ভুত, একটা বৃত্তের মতো। সেই চক্রজুড়ে কেমন যেন একটা বিষন্নতা।

সারা শরীরে অসহ্য যন্ত্রণা হচ্ছে, মনে হচ্ছে নরকে আছি। তাকিয়ে দেখতে পেলাম পুরো শরীর জুড়ে আঁচড়, সেলাই, কাটা দাগ আর জমাট বাঁধা রক্ত। কিন্তু এতো সবের পরও ব্যথার চেয়ে অন্য একটা অনুভূতি আরও বেশি করে খোঁচাচ্ছে আমাকে। কৌতূহল।

অবচেতন মনই আমাকে ঠেলে ওই আলোটার কাছে নিয়ে গেলো। আলোকচক্রটার মধ্যে দাঁড়াবার সাথে সাথেই সামনে একজনকে দেখতে পেলাম।

লোকটা আমি নিজে।

কিন্তু আমার মতো দেখতে লোকটা আমার চেয়ে অনেক পরিপাটি পোশাক পরা। চকচকে কালো ওভারকোট, আমারটার মতো রংচটা নয়। সুন্দর ফিটিং করা, যেন দর্জি দিয়ে বানিয়েছে। গভীর আয়ত চোখ, সেখানে বুদ্ধির ঝিলিক। ছোট সুন্দর করে ছাটা চুল আর ক্লিনশেভ্ড গাল।

কী বলে ডাকবো এটাকে? প্রতিবিম্বই বলি, যদিও তা নয় আসলে। যাই হোক, আমার প্রতিবিম্বটা পুরো একটা মিনিট সময় নিয়ে আমাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলো। তারপর মুখ খুললো: 'হ্যারি, তোমার চেহারার তো বাজে অবস্থা।'

'আমার চেহারার অবস্থা তো তোমার চেহারার মতো।' এক পা এগিয়ে গিয়ে বললাম।

প্রতিবিম্বটা হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়লো। 'তোমার মাথা! মাঝে মাঝে আমার আফসোস হয়, তোমার ঘটে যদি সামান্য বুদ্ধিটুকুও থাকতো!' আমার মতো সে-ও এক পা এগিয়ে এলো। 'আমি তোমার মতো দেখতে না, আমি তুমিই।'

BanglaBook.org

আমি চোখ পিটপিট করলাম কয়েক সেকেন্ড। 'তুমি আমি? তা কী করে হয়?'

'তুমি আসলেই একটা গাধা,' প্রতিবিম্বটা বলে উঠলো। 'যাক, আর কিছু না হলেও শেষ পর্যন্ত আমাদেরর দু-জনের কথা তো হচ্ছে।'

'ওহ্! এই কথা! বুঝতে পেরেছি,' আমি জবাব দিলাম। 'তুমি হচ্ছো আমার খারাপ দিক। ঠিক না?'

'গাধা।' প্রতিবিম্বটা হতাশ গলায় পুনরাবৃত্তি করলো। 'আমি খারাপ দিক হতে যাবো কেন? আমি তোমারই একটা অংশ। আমি তোমার অবচেতন মন। আমিই তোমাকে স্বপ্ন দেখাই, আমিই ঠিক করি কোন দুঃস্বপ্ন তুমি দেখবে। আমি সব দেখি, সব শুনি।'

'তার মানে তুমি বলতে চাচ্ছো তুমি আমার চেয়ে অনেক বেশি জানো? অনেক জ্ঞান তোমার?'

'অবশ্যই আমি তোমার চেয়ে বেশি জানি।'

'ও আচ্ছা। তো এখানে কী করতে এসেছেন জ্ঞানী ভাই? আমাকে জ্ঞান দিতে?'

প্রতিবিম্বটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো। 'সেটা যদি বলতে পারতাম, তাহলে তো আমিই তোমার শরীরটা চালাতাম, তুমি না। আর আমি চালালে এই অবস্থা হতো না। বাসায় আরাম করে ঘুমাতে।'

'জল ঘোলা না করে যা বলতে চাও বলবে?' বিরক্ত হলাম এবার।

'ঠিক আছে, জলঘোলা নয়। তোমার সাথে কয়েকটা জিনিস আলোচনা করা জরুরি হয়ে দাঁড়িয়েছে।' এই প্রথম ওর উচ্চারণে একটা সামান্য ব্রিটিশ টান খেয়াল করলাম।

'কী নিয়ে আলোচনা? এতো কথা বলতে ভালো লাগছে না আমার। শুনতেও না।' বললাম। প্রতিবিম্বটার ওপর এখন রীতিমতো বিরক্তি ধরে গেছে। 'এতো ফালতু স্বপ্ন আমি কোনোদিন দেখেছি বলে মনে পড়ছে না। জাগছি না কেন আমি?'

আলোকচক্রটা থেকে বের হয়ে যেতে শুরু করেছিলাম, কিন্তু প্রতিবিম্বটা সামনে এসে বাধা দিলো। 'দাঁড়াও না। তুমি আসলেই কথা বলতে চাও না?'

'আমি ক্লান্ত, ভয়াবহ ক্লান্ত। তোমাকে নিয়ে স্বপ্ন দেখে আমার বিশ্রামটুকু পণ্ড করতে চাই না,' কড়া চোখে ওর দিকে তাকিয়ে জবাব দিলাম। 'এখন সামনে থেকে সরো।' এবার ডানদিকে দিয়ে চক্রটা থেকে

BanglaBook.org

বের হবার চেষ্টা করলাম।

কিন্তু এবারেও পারলাম না, আবার ও আমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। 'এতো সহজ নয়, হ্যারি। আমার কথা শুনতেই হবে।'

'দেখো, অনেক কষ্টকর একটা রাত কাটিয়েছি আজ–'

'জানি,' প্রতিবিম্বটা বললো। 'বিশ্বাস করো, আমি জানি। আর জানি বলেই তোমার সাথে কথা বলাটা জরুরি হয়ে দাঁড়িয়েছে। নয়তো কখন যে মারা পড়বে সেটা জানতেও পারবে না।'

'পরোয়া করি না,' মিথ্যা বললাম এ কথাটা। 'আর আমার মরতে দেরি আছে। আমাকে হারানো এতো সহজ না।'

'এতো সহজ না!' ভেংচি কেটে বললো ও। 'এতোই যদি ভালো অবস্থা হতো তাহলে এখন কি আর আধপাগলের মতো নিজের সাথে নিজে কথা বলতে?'

কিছু একটা বলার জন্য মুখ খুলেছিলাম কিন্তু বলা হলো না। কাঁধ ঝাঁকালাম। 'ঠিক আছে। এ কথায় যুক্তি আছে, মানতেই হবে।'

'আরও কথা আছে,' প্রতিবিম্বটা বললো। 'সবকিছু এতো দ্রুত ঘটে যাচ্ছে যে তুমি চিন্তা করার কোনো সময় পাচ্ছো না। তোমার কিছুক্ষণ থেমে, ধীরেসুস্থে মাথার ভেতর সব সাজানো দরকার।'

আমি দীর্ঘশ্বাস ফেললাম। 'ঠিক আছে, বলো কী বলবে।'

প্রতিবিম্বটা আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠলো।

হঠাৎ কোথা থেকে মারফি দেখা দিলো। পুলিশের পোশাক পরা। কিন্তু ওকে দেখতে আমার প্রতিবিম্বটার মতো চকচকে লাগছে না। ওর সারা শরীরে ক্ষত, রক্তে ভেজা।

'মার্ফ,' আমি হাঁটু গেড়ে বসে আস্তে করে বললাম। 'আবার কষ্ট দিয়েছি আমি তোমাকে? আমার দোষ, জানি সবকিছু আমার দোষ।'

কিন্তু মারফি আমার কথা শুনলো বলে মনে হলো না। হঠাৎ সে নিরবে কান্নায় ভেঙে পড়লো।

আমার প্রতিবিম্বটাও আমার মতো হাঁটু গেড়ে বসলো। 'না, হ্যারি।' বললো ও। 'পুলিশ স্টেশনে যা হয়েছে সেটা তোমার দোষ না।'

'অবশ্যই আমার দোষ!' আমি গর্জে উঠলাম। 'আমি যদি আরেকটু আগে যেতে পারতাম কিংবা মারফিকে যদি আগেই সবকিছু খুলে বলতে পারতাম–

BanglaBook.org

'কিন্তু তুমি বলোনি,' প্রতিবিম্বটা কথার মধ্যে কথা বলে উঠলো। 'আর না বলার পেছনেও তোমার কাছে যথেষ্ট কারণ ছিলো। তাছাড়া যা হয়ে গেছে তুমি চাইলেও তো আর সেটা বদলে দিতে পারছো না।'

'তুমি তো বলবেই। কাজটা তো তুমি করোনি।' আমি আবার গর্জে উঠলাম।

'কী করেছো সেটা না ভেবে কী করবে সেটার দিকে মনোযোগ দাও।' খুবই আস্তে বললো ও। 'তুমি সবসময় মারফিকে রক্ষা করতে চেয়েছো, কিন্তু কখনো ভাবোনি কী করলে ও নিজেই নিজেকে রক্ষা করতে পারবে। ও বরাবরই এসব জাদুর সাথে লড়াই করে এসেছে, করে যাবে। তুমি সবসময় ওর সাথে থেকে ওকে বাঁচাতে পারবে না। রক্ষীর ভূমিকা বাদ দাও। শিক্ষকের ভূমিকা নাও।'

'কিন্তু তার মানে–'

'ওকে সবকিছু খুলে বলো,' প্রতিবিম্বটা বলে উঠলো। 'হোয়াইট কাউন্সিল, নেভারনেভার, সবকিছু।'

'কাউন্সিল কিন্তু ব্যাপারটা পছন্দ করবে না। ওকে সব বলে দিয়েছি এটা যদি কাউন্সিল জানতে পারে তাহলে ওকে ঝুঁকি হিসেবে দেখবে।'

'আর তুমি যদি ওকে এটা বোঝাতে না পারো ও কীসের হয়ে লড়ছে তাহলে ওর মরতে বেশি সময় লাগবে না। মারফি কোনো ছোট বাচ্চা নয়। কাউন্সিল ওর সাথে লাগতে যাওয়ার আগে দশবার ভাববে।' বললো প্রতিবিম্ব। 'আর মাঝেমধ্যে ওকে ডেটে নিয়ে যাবার প্রস্তাবও তো দিতে পারে।'

'কীসের প্রস্তাব?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'যা বলেছি ভালোমতোই শুনেছো।'

'আচ্ছা, এখন একটু বেশি বেশি হয়ে যাচ্ছে।' বলতে বলতে উঠে দাঁড়ালাম। হেঁটে বৃত্তের বাইরে চলে আসতে শুরু করেছি এমন সময় আরেকটা ছায়া বাধা হয়ে দাঁড়ালো সামনে। এবার সুজান।

'তোমার তো মনে হয় ও ভালো একটা গল্প পাবে ওর পত্রিকার জন্য তাই না?' প্রতিবিম্বটা বলে উঠলো।

'হয়তো।'

'হয়তো! নিজেকে আরেকবার প্রশ্নটা করে দেখো তো,' নির্দেশের সুরে বললো প্রতিবিম্বটা। 'সাথে কী আরও কয়েকটা প্রশ্ন মনে জাগে না?'

BanglaBook.org

'কীরকম?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'যেমন, তুমি আর কাউকে বিশ্বাস করো না,' ও জবাব দিলো। 'এমনকি সুজানকেও না, যে কিনা তোমার জন্য সন্ধ্যাবেলা গাড়ি নিয়ে ওই স্টেশন পর্যন্ত ছুটে গিয়েছিলো। নাকি এসবের সাথে ইলেইনের কোনো সম্পর্ক আছে? এখনো ওকে নিয়ে ভাবো?'

পরক্ষণে আরেকটা ছায়ার উদয় হলো। এবারেরটা আঠারো-উনিশ বছর বয়সি মাঝারি উচ্চতার এক মেয়ে। চেহারায় একইসাথে লজ্জা আর ছটফটে ভাব ফুটে আছে। অসম্ভব সুন্দরি মেয়েটা। দেহের প্রত্যেকটা বাঁকে যেন আবেদন ঝরে পড়ছে। আর মুখে মুক্তো দানার মতো একটা হাসি ফুটে আছে। পরনে নীল জিন্স আর টি-শার্ট দুটোই আমার। আমি যে লকেটটা পরি সেটা ওর গলায় ঝোলানো। আমার প্রতিরক্ষা বন্ধনিটাও দেখতে পেলাম ওর হাতে। এতো বছর পরও ওর চোখজোড়ার দিকে তাকিয়ে বড় করে শ্বাস নিতে হলো।

ইলেইন। সুন্দরি, প্রাণবন্ত আর...সাপের মতোই বিষাক্ত।

মেয়েটার এই রূপটা পরিবর্তন হয়ে শেষবার ওকে যেমন দেখেছিলাম তেমন হয়ে যেতে পারে–এই ভয়ে দ্রুত উলটো ঘুরলাম। শেষবার যখন মেয়েটাকে দেখেছি তখন ও ছিলো নগ্ন, পুরো শরীরে আঁকিবুঁকি কাটা ছিলো। ঠোঁটে ছিলো খুব সুন্দর লালরঙা লিপস্টিক। ওর সামনে ছিলো একটা চক্র। যে চক্রে আমি আটকা পড়েছিলাম। আমার শিক্ষক, আমার গুরু সামনেই ছিলো। আমাকে বলেছিলো মুক্তি চাইলে তাজা রক্তে ভরা একটা কাপে চুমুক দিতে হবে।

'এসব অনেক আগেই সব শেষ হয়ে গেছে,' কথাটা বলার সময় টের পেলাম গলা কেঁপে উঠেছে আমার।

প্রতিবিম্বটা আস্তে করে জবাব দিলো: 'কিছুই শেষ হয়নি, হ্যারি। যতোদিন পর্যন্ত তুমি জাস্টিনের মৃত্যু আর ইলেইনের পরিণতির জন্য নিজেকে দায়ি করবে, ততোদিন শান্তি বলে কিছু থাকবে না তোমার জীবনে।'

আমি কোনো উত্তর দিলাম না।

'ইলেইন বেঁচে আছে,' আমাকে নীরব দেখে ও আবার বলতে শুরু করলো। 'তুমি জানো। ও বেঁচে আছে।'

'ও আগুনে পুড়ে মারা গেছে,' আমি বললাম। 'আমার সামনে জ্ঞান হারিয়েছিলো ও। এরপরও ওর পক্ষে বেঁচে থাকা সম্ভব না।'

BanglaBook.org

'ও মারা গেলে তুমি জানতে। তাছাড়া ওখানে কেউ ওর একটা হাড় পর্যন্ত খুঁজে পায়নি।'

'ও আগুনে পুড়ে মারা গেছে!' আমি চিৎকার করে উঠলাম। 'ও মারা গেছে, ও বেঁচে নেই...'

'শুধু শুধু ভান কোরো না,' প্রতিবিম্বটা একদম আমার সামনে এসে দাঁড়ালো। 'সত্যের মুখোমুখি হতে শেখো। তুমি নিজেকে শুধরাতে পারছো না, কাউকে বিশ্বাস করতে পারছো না। আমার তো মনে হচ্ছে...'

প্রতিবিম্বটার পাশে আরেকটা ছায়া এলো। এবারে তিরা ওয়েস্ট, গ্যাস স্টেশনে ওকে যেরকম দেখেছিলাম ঠিক সেরকম। নগ্ন। 'তাহলে ওকে কেন বিশ্বাস করছো তুমি?'

'আমার কাছে আর কোন রাস্তা খোলা নেই,' আমি পালটা যুক্তি দিলাম। 'এতোকিছু যখন দেখেছো, তখন এটাও তো দেখেছো যে সবকিছু কেমন দ্রুত ঘটছে?'

'তুমি খুব ভালো করেই জানো ও মানুষ নয়,' প্রতিবিম্বটা বলে উঠলো। 'যখন স্পাইককে খুন করা হয়েছে সেখানে যে ও ছিলো তাও তুমি জানো। ওই ছেলেমেয়েগুলো কেমন তা তো দেখেছো। এটাও জানো যে ওই বয়সি ছেলেমেয়েরা নেভারনেভারের জানোয়ারগুলোর প্রিয় শিকার। আর ও চাইলেই এক রূপ থেকে আরেক রূপ নিতে পারে। তোমাকে পুরো ঘটনা ও পরিস্কার করে বলছে না। কিন্তু তারপরও ঠিকই তোমার সাহায্য চাইছে।'

'তো আমার কী করার আছে? ওর সাথে মারামারি লাগবো?' আমি বললাম।

'ও যা বলেনি সে ব্যাপারে একটু জেরা করো। ওই ছেলেমেয়েগুলো কে, ওর সাথে কী করছে? ম্যাকফিনের সাথে ওর কী সম্পর্ক, কথা গোপন করছে কেন? এসব জানবার চেষ্টা করো।'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে,' আমি বললাম। 'আগে জেগে তো উঠি। সব কথা বের করে নেবো।'

কিন্তু প্রতিবিম্বটার ভ্রু যেভাবে কুঁচকে উঠলো তাতে মনে হলো না ও সন্তুষ্ট হয়েছে। 'এখনও খুন হচ্ছেই, কে করছে সে ব্যাপারে কোনো ধারণা আছে? কী করবে ঠিক করেছো কিছু?'

'আমি কী করবো তুমি খুব ভালোভাবেই জানো।'

এবারে ও সন্তুষ্টির ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকালো। 'তাও ভালো, কোনো

BanglaBook.org

একটা বিষয়ে তো একমত হওয়া গেছে তোমার সাথে। কয়েকটা ব্যাপার খেয়াল করেছিলে? যে খুনগুলো হয়েছে, ম্যাকফিন চাইলেও তার সবগুলো করতে পারতো না। বিশেষ করে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ খুনটা, মার্কোনের পার্টনার যে শিল্পপতি, তার খুন বোধহয় ম্যাকফিন করেনি। সেই লোক আর তার বডিগার্ড পূর্ণিমার পরের দিন খুন হয়েছিলো। আর স্পাইক মরেছিলো পূর্ণিমার আগের দিন। ম্যাকফিন চাইলেই যখন তখন রূপ পরিবর্তন করতে পারে না। ম্যাকফিন এসবের পেছনে না-ও থাকতে পারে।'

'তাহলে কে করেছে এসব?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'ওর প্রেমিকা। খুনগুলো কোনো জানোয়ারই তো করেছে। নাকি?'

'কিন্তু এফবিআই ল্যাব রিপোর্ট বলছে কোনো সত্যিকারের নেকড়ে এসব করেনি।'

'মায়ানেকড়েদের সাথে সত্যিকারের নেকড়ের পার্থক্য আছে।' প্রতিবিম্বটা বলে উঠলো।

'তুমি কীভাবে জানলে?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'ভুলে গেলে, আমি তোমার অবচেতন মন?' ও জবাব দিলো। 'যা বলেছি, ভেবে দেখো। জাদু দিয়ে তুমি নিজের রূপ বদলেছো কয়েকবার। কাজটা কতো কঠিন খেয়াল আছে? নেকড়েদের প্রতিচ্ছবি মাথায় ধরে রাখতে হয়, ওরা যেমন আচরণ করে সে আচরণগুলোর কথা মনে রাখতে হয়। অতো সহজ না ব্যাপারটা। তুমি নিজেও জানো ব্যাপারটা। জাদু দিয়ে রূপ বদলে কোনো জানোয়ারের চেহারা হয়তো নেয়া যায়, কিন্তু ব্যবহার? ব্যবহার সম্পূর্ণ এক হয়?'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে,' আমি বললাম। 'কিন্তু এফবিআই এটাও বলেছে যে মার্ডার সিনগুলোতে এক সেটের বেশি দাঁতের দাগ আর পায়ের ছাপ ছিলো। সবগুলো খুন একই পশু করেনি।'

'তাদের মধ্যে এক সেট হয়তো ম্যাকফিনের। গত মাসের পূর্ণিমাতে যখন ওর চক্র নষ্ট হয়েছে তখন হয়তো খুন করেছে কয়েকজনকে।'

'আর তিরার ওই দলটা–অ্যালফা বলে যারা নিজেদের, তারাও যদি নিজেদের রূপ বদলাতে পারে...তাহলে অন্য সেটটা হয়তো ওদের।'

'এই তো লাইনে চলে এসেছো,' প্রতিবিম্বটা বলে উঠলো। 'দেখে যতোটা বোকা মনে হয় ততোটা বোকা তুমি নও!'

'কী মনে হয় তোমার? ওরাই কি ম্যাকফিনের ওই চক্রটা নষ্ট করেছে?'

BanglaBook.org

'ওদের সে ক্ষমতা আছে বলেই তো মনে হয়। আর তিরা তো চাইলেই ওদের ভেতরে যাবার সুযোগ করে দিতে পারে।'

'কিন্তু ওদের মোটিভটা কী?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'তিরা ম্যাকফিনের থেকে কী চাইতে পারে?'

আমি মাথা ঝাঁকালাম। 'তিরা নেভারনেভারের প্রাণী, ওর মনে কী চিন্তা চলছে সেটা কোনো মানুষের পক্ষে বোঝা সম্ভব হবে না।'

প্রতিবিম্বটা মাথা নাড়লো। 'আমি সেটা বলিনি। ও ম্যাকফিনের দিকে কীভাবে তাকায় লক্ষ্য করেছিলে? কিংবা পুলিশ আর এফবিআইকে ওর থেকে দূরে রাখার জন্য তখন যা করলো? আমার মনে হয় ও সত্যি সত্যিই ম্যাকফিনের প্রেমে পড়েছে, ম্যাকফিনের বিরুদ্ধে তিরা কিছু করবে বলে মনে হয় না।'

'হুঁ, আর তখন ইলেইনের ব্যাপার টেনে আনলে কেন?' কথাটা বলার সময় আবার আমার কণ্ঠে সুক্ষ্ম কম্পন হলো। সেটা রাগ না ভয় বোঝা গেলো না।

'অনেক আগের কথা সেটা,' প্রতিবিম্বটা অজুহাতের সুরে বললো। 'আমি বেশ কয়েকবার ভেবেছি এটা নিয়ে। সবসময় ওটা তোমাকে তোমার আসল ভাবনা থেকে দূরে সরিয়ে রাখে, মনোযোগ নষ্ট করে।'

'ও আচ্ছা,' আমি দীর্ঘশ্বাস ছাড়লাম। 'তো আর কী ভাবলে?'

'আমার মনে হয় না আমরা এখনও আসল খুনিদের, মানে যারা ম্যাকফিনের চক্র মুছে দিয়েছে বা পূর্ণিমার আগের রাত, পরের রাতে খুন করেছে ওদের মুখোমুখি হতে পেরেছি।'

'তাই নাকি?'

জোরে জোরে মাথা ঝাঁকালো ও। 'তাই। যদি না অ্যালফারা তিরার অজান্তে কোনোকিছু করে থাকে। আমার মনে হয় অন্য কোনো একজন এসব করে ম্যাকফিনকে ফাঁদে ফেলতে চাইছে।'

'কিন্তু কেন?'

'হয়তো সে বা তারা চায় না নর্থওয়েস্ট প্যাসেজ প্রজেক্ট হোক। কিংবা সে'ও একটা পাগলাটে মায়ানেকড়ে যে নিজের দোষ ম্যাকফিনের ওপর চাপাতে চাইছে যাতে কাউন্সিল বা অন্য কেউ ওকে ধরতে না পারে।'

'তোমার ধারণা আমি এখনও ওকে বা ওদেরকে দেখিনি?'

BanglaBook.org

'আমার মনে হয় ওরা চোখের সামনেই আছে, কিন্তু চোখে পড়ছে না।' প্রতিবিম্বটা বললো। 'কথাটা বুঝেছো তো? চোখকান খোলা রাখবে একটু। ঠিক আছে, এবার পরের প্রসঙ্গ।'

'কী সেটা?'

প্রতিবিম্বটা মাথা নাড়লো। 'বিপদ, হ্যারি। কতোটুকু বিপদ আসছে সেটা হিসেব করা দরকার। অনেকের চোখ তোমার দিকে। কিন্তু তুমি কাউকে দেখতে পাচ্ছো না। সাবধান। অল্প ভুলেই সর্বনাশ হয়ে যেতে পারে।' এদিক-ওদিক একবার করে তাকালো ও। 'আমার সময় প্রায় শেষ হয়ে গেছে।'

'শেষ হতো না,' আমি ব্যাজার মুখে বললাম। 'যদি তুমি পন্ডিতি না দেখাতে বেশি বেশি।'

'আর মার্কোনের ব্যাপারটাও ভুলে যেও না,' আমার কথা পাত্তা না দিয়ে বললো ও। 'ওর ডিলটা তো নাওনি, রেগে গিয়েছে খুব। ও কিন্তু মনে করছে খুনি এরপর ওর দিকেই ধেয়ে আসবে, আর চিন্তাটা মিথ্যে না-ও হতে পারে। ও ভয় পাচ্ছে। ভয় পেলে মানুষ প্রচুর ভুল করে। যেমন ধরো, শহরের একমাত্র যে লোক ওকে বাঁচাতে পারবে তাকে মারার চেষ্টা।'

'আমি দেখবো ব্যাপারটা।' এটা আসলেই চিন্তার বিষয়। মার্কোন বিপজ্জনক লোক।

'পুলিশ নিয়েও ভেবো। মারফির কয়েকজন লোক মারা গিয়েছে। ওর এই ঝামেলা থেকে বের হতে প্রচুর ঝক্কি পোহাতে হবে। আর কেউ না কেউ কিন্তু ঠিকই বলে দেবে ওখানে তুমি ছিলে। তখন কিন্তু তুমি যে আরও মানুষকে মরার হাত থেকে বাঁচিয়েছো সেটা ওরা মনে রাখবে না। কাজেই সাবধান থেকো।'

'থাকবো' আমি বললাম।

'আরেকটা জিনিস,' ও বললো। 'পার্কার আর স্ট্রিট-উলভ্‌সের ব্যাপারটা কিন্তু একদম ভুলে বসে আছো। পার্কার কিন্তু যে কোনো মূল্যে তোমার মৃত্যু চায়।'

'হ্যা...ভালো কথা মনে করেছো।'

'তুমি নিজের বাসায় কম গেছো, শহরের বাইরে ছিলে–এসব কারণে ওরা তোমাকে পায়নি। কিন্তু একবার তোমাকে দেখলে পার্কার ঠিকই পিছে লাগবে। মার্কোন আর তোমার মধ্যে পার্টনারশিপ আছে কিনা সেটা কিন্তু ও

BanglaBook.org

খুব ভালোভাবেই জানে। কাজেই তোমাকে মারার আগে ও দ্বিতীয়বার ভাববে না।'

'ঠিক আছে, আসুক। আমাকে মারা অতো সহজ না।' আমি বিড়বিড় করলাম।

'ভালো, আত্মবিশ্বাস রাখা ভালো। তবে খুব সাবধান।'

ঝট করে যেন সবকিছু বদলে গেলো। আশেপাশে কাউকে দেখতে পেলাম না। শুধু টের পেলাম একজন আমার কাঁধ ধরে ঝাঁকাচ্ছে। চমকে উঠে চোখ পিটপিট করলাম কিছুক্ষণ। কোথায় আছি বুঝতে পারছি না। কয়েক সেকেন্ড পর সব মনে পড়লো।

সুজানের গাড়ির প্যাসেঞ্জার সিটে বসে আছি আমি। হাইওয়ে ধরে যাচ্ছে গাড়িটা। বাইরে মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছে, কাজেই ঠিক কোথায় আছি তা বলতে পারছি না। ড্যাশবোর্ডের ঘড়িতে সময় দেখাচ্ছে নয়টা বেজে তিন মিনিট। আধ ঘণ্টাও ঘুমোতে পারিনি তাহলে।

আমার আহত পায়ে একটা তোয়ালে প্যাঁচানো। মুখে ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা লাগছে। এর কারণ সম্ভবত কেউ একজন আমার মুখটা ভেজা রুমাল দিয়ে মুছে দিয়েছে।

'ও জেগে উঠেছে?' উদ্বেগভরা কণ্ঠে সুজান জিজ্ঞেস করলো। 'জেগে উঠেছে ও?'

'আমি জেগেছি,' চোখ পিটপিট করতে করতে বললাম। 'প্লিজ বলো যে আমাদের সব ঝামেলা শেষ। খুনি ধরা পড়ে গেছে, আমরা বেঁচে গেছি?'

'কোনো ঝামেলাই মেটেনি,' তীরা জবাব দিলো শীতলকণ্ঠে। 'জাদুকর, তোমার যদি সামান্য শক্তিও বেঁচে থাকে তো লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত হও। আমাদের ফলো করা হচ্ছে।'

BanglaBook.org

অধ্যায় ২১

আমি দু'হাত দিয়ে চোখ কচলে নিয়ে যারা আমাদের পিছু করছে তাদের উদ্দেশ্যে কয়েকটা গালি দিলাম। 'ঠিক আছে, ঠিক আছে। আমাকে এক মিনিট সময় তো দেবে।'

'হ্যারি,' সুজান বললো। 'গাড়ির তেল প্রায় শেষ, এক মিনিট দিতে পারবো বলে মনে হয় না।'

'এখনই বৃষ্টি নামতে হলো?' আমি অসহায়ের মতো বললাম।

তিরা গর্জে উঠলো আবার: 'হ্যা, বৃষ্টি হচ্ছে। আমাদের যা করার এর মধ্যেই করতে হবে।' তারপর সুজানের দিকে ফিরলো। 'ওর মাথা ঠিক আছে তো?'

'আমি ঠিক আছি।' কাটা কাটা সুরে জানিয়ে দিলাম। 'আসলেই আমাদের কেউ ফলো করছে?'

তিরা ঘুরে পেছনের গাড়িগুলোর দিকে তাকালো। 'পেছন দিকে দু'নম্বর গাড়িটা। ওটার পর তিনটা গাড়ি পেছনে আরও একটা গাড়ি। মোট দুটো গাড়ি আমাদের পিছু নিয়েছে।'

'কীভাবে নিশ্চিত হলে?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

তিরা ওর চোখদুটো আমার ওপর রাখলো, যদিও আমি বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকতে পারলাম না। 'আমি জানি।'

আমি ভ্রু কুঁচকালাম। 'কিন্তু কীভাবে?'

তিরা কাঁধ ঝাঁকালো। 'আমি বুঝতে পারি এসব।' আবার বললো ও। 'ওরা বিপজ্জনক।'

তিরা মিথ্যা বলছে না, সুপারন্যাচারাল প্রাণীদের মধ্যে অনেকেই আছে যারা বিপদ আগে থেকেই টের পেতে পারে। ওর কথা না মানাটাই বরং বোকামি হবে। 'সুজান,' আমি বললাম। 'হাইওয়ে থেকে আমাদের গাড়িটা সরিয়ে নাও।'

সুজান একবার আমার দিকে আরেকবার তেলের মিটারের দিকে তাকালো। তারপর মুখ খুললো: 'আর দু'মাইল পরে এমনিতেও হাইওয়ে ছাড়তে হতো। তার বদলে এখনই ছাড়ছি। এরপর কী করবো?'

BanglaBook.org

আমি আমার পা'টা আরেকবার দেখে নিয়ে অলস ভঙ্গিতে বুট পরে শুরু করলাম। 'পুলিশকে ফোন করবে।'

'কী?' সুজান চমকে উঠলো। একইসাথে গাড়িটা হাইওয়ে থেকে সরে আরেকটু সরু একটা রাস্তায় ঢুকিয়ে দিলো। আমি জবাব না দিয়ে বুট পরাতে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম।

বুটটা যেন পায়ের ক্ষতটাকে একদম চেপে ধরলো। ব্যথাটা সহ্য করতে সময় নিলাম কিছুক্ষণ। মোটামুটি সয়ে এলে তারপর মুখ খুললাম আবার। 'যা বলছি তাই করবে। আমার ওপর বিশ্বাস রাখো।'

'জাদুকর,' তিরা বললো এবার, কণ্ঠস্বর ভয়ংকর রকম ঠাণ্ডা। 'তুমি বাদে আর কেউ ম্যাকফিনকে সাহায্য করতে পারবে না।'

আমি তিরার দিকে বিরক্ত ভঙ্গিতে তাকালাম। 'আমরা আলাদা হয়ে যেতে পারি, কিন্তু দেখা হবে আবার। যেখানে তোমার শিষ্যদের সাথে মিটিং করো সেখানে চলে এসো।'

'হ্যারি?' সুজান ডেকে উঠলো। 'কী বলছো এসব? কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'আমি বুঝতে পারছি।' তিরা সুজানের কথাকে পাত্তা না দিয়ে জবাব দিলো। 'আমার ভালোবাসার জন্য আমিও তাই করতাম।'

'ভালোবাসা?' সুজান এবার প্রায় চেঁচিয়ে উঠলো। 'আমি ওর ভালোবাসা–'

সুজান এরপর কী বললো সেটা আর আমার কানে এলো না। কারণ তার আগেই একহাতে ব্ল্যাস্টিং রড আর আরেক হাতে পোশনের বোতলটা তুলে নিয়ে গাড়ি থেকে লাফিয়ে নেমে পড়েছি। রাস্তায় পড়ে স্থির হবার আগে কয়েকটা গড়ান দিতে হলো।

কাজটা বোকামি মনে হতে পারে। আমার নিজের কাছেই সেটা মনে হচ্ছে। কিন্তু এছাড়া কোনো উপায় নেই। আমি, মোটামুটি শিওর পার্কার আর ওর চেলা অর্থাৎ স্ট্রিট-উলভস আমাদের পিছু নিয়েছে। আর আমি জানি ওরা কতোটা হিংস্র হতে পারে। তার ওপর আজকে পুর্ণিমা। ওদের ক্ষমতা আজ আরও বেড়ে যাবে। সুজানকে এর মধ্যে রাখা কোনো ভাবেই ঠিক হবে না। তিরা মেয়েটাকে এখনও ঠিক বিশ্বাস করতে উঠতে পারছি না, কাজেই ওর সাথে কাঁধ মিলিয়ে লড়তেও ঘোর আপত্তি আছে আমার।

আমার নিজের ভুলের শাস্তি আমার নিজের পাওয়া উচিত, অন্য কারও

BanglaBook.org

নয়। স্ট্রিট-উলভ্‌সদের সাথে আমি লাগতে গিয়েছিলাম, সুজান নয়। কাজেই যদি খারাপ কিছু হয়ে যায় সেটা আমারই হওয়া উচিত। এ কারণে গাড়ি থেকে এভাবে লাফিয়ে নেমেছি, হিরোগিরি দেখাবার জন্য নামিনি।

কোমরে হাত রেখে লাফাতে লাফাতে কিছুক্ষণ গোল হয়ে ঘুরলাম। যা চেয়েছিলাম সেটা হলো। বৃষ্টিতে ভিজে এখন আর শীত করছে না। শরীর গরম হয়ে গেছে। গাড়ির ধোঁয়ার পেট্রোল পোড়া গন্ধটাও আর নাকে লাগছে না।

সমস্ত শরীরজুড়ে অসহ্য ব্যথা হচ্ছে, এতোটাই যে সুজানের গাড়ি থেকে লাফ দেয়ার সময় কী প্ল্যান করেছিলাম সেটাও মনে পড়লো না এক মুহূর্তের জন্য। তারপর হাতে ধরা বোতলটার ছিপি খুলে ভেতরের তরলটুকু গলায় ঢেলে দিলাম। আট আউন্স সুপার কফি, খেতে বেশ মজার।

স্বাদটা অনেকটা পুরনো কার্ডবোর্ড, বাসি পিৎজা আর কফির পোড়া স্বাদের মিশ্রণের মতো। শুনতে মজার নয়, তবে অন্য যে কোনো পোশনের তুলনায় খেতে অনেক মজার, সে ব্যাপারে সন্দেহ নেই। খাওয়ার সাথে সাথে আমার শরীর আরও গরম হতে শুরু করলো, পেশির সব জড়তা কমে যেতে শুরু করলো। ব্যথাও কমছে আগের চেয়ে। পুরো শরীর জুড়ে একটা অন্যরকম শক্তির প্রবাহ বয়ে যাচ্ছে।

প্রতিরক্ষা বন্ধনিটা বাম হাতে পরে নিয়ে ডানহাতে ব্ল্যাস্টিং রড আঁকড়ে ধরলাম। তারপর বড় করে একটা শ্বাস নিয়ে সামনের বড় রাস্তার দিকে আগাতে শুরু করলাম।

দুটো গাড়ি এগিয়ে আসছে। সামনেরটা একটা বড় পিকআপ ভ্যান। যা ভেবেছিলাম ঠিক তাই, ড্রাইভিং সিটে পার্কার বসে আছে। দৃষ্টি অস্থির, উত্তেজিত। কয়েক সেকেন্ড পর সে দৃষ্টি আমার ওপর নিবদ্ধ হলো।

আমি একটা মুচকি হাসি দিলাম। পার্কার একটু যেন চমকে উঠলো তাতে। এটাই চাইছিলাম, প্রতিদ্বন্দ্বি যতো বেশি নার্ভাস হবে আমার জয়ের সম্ভাবনা ততো বেড়ে যাবে।

ব্ল্যাস্টিং রডটা আরও জোরে চেপে ধরে মন্ত্র পড়তে লাগলাম। যে ভাষায় মন্ত্রটা পড়ছি সেটা আমি প্রায় কিছুই বুঝি না, তবে মন্ত্রে কাজ হলো।

একনাগাড়ে গুলির মতো ভয়াবহ শব্দ হলো কয়েকবার। গাড়ির সবগুলো টায়ার ফেঁটে গেছে।

গাড়িটা এক মুহূর্ত মাটি থেকে দেড় ফুট উপরে শূন্যে ভেসে রইলো,

BanglaBook.org

তারপর ধপ করে রাস্তায় পড়লো রাস্তায়। টাল সামলাতে না পেরে পিছলে একবার এদিক গেলো, তারপর ওদিকে।

পার্কারকে স্টিয়ারিং চেপে ধরে গাড়িটার নিয়ন্ত্রণ আনবার ব্যর্থ চেষ্টা করতে দেখে বেশ হাসিই পেলো আমার। পার্কারের পাশে আরও দু-জন বসে আছে, এখান থেকে চেহারা দেখে চিনতে পারছি না। তবে এটুকু বুঝতে পারছি লোকদুটো সিটবেল্ট বলে যে কিছু একটা আছে সে সম্পর্কে জ্ঞাত নয়। নাহলে সামনে পিছে এভাবে ঝাঁকি খেতে খেতে নাজেহাল হতো না।

পার্কার এখনো স্টিয়ারিং এদিক ওদিক ঘুরিয়ে গাড়িটা নিয়ন্ত্রণ করবার চেষ্টা করে যাচ্ছে, কিন্তু কাজ হলো না। ট্রাকটা একদিকে কাত হয়ে পড়ে সামনে এগিয়ে আসতে লাগল। রাস্তা থেকে নুড়ি আর ধুলো উড়ছে এই বৃষ্টির মধ্যেও। আমাকে পেছনে ফেলে একটা ঝোপ পিষে ফেললো গাড়িটা, এক সেকেন্ড পর রাস্তার পাশের নর্দমায় গিয়ে পড়লো।

নর্দমায় পড়েও থামলো না গাড়িটা। আরও দুই গড়ান দিয়ে একটা ছোট পাহাড়ের গায়ে ধাক্কা খেলো। কেপে উঠলো গাড়ির বিশাল শরীর, অবশেষে স্থির হলো।

ড্রাইভিং সিটের পাশের জানালার কাঁচ ভাঙার শব্দ হলো। একটু পর সেদিক দিয়ে পার্কার বের হয়ে এসে বাকি দু-জনকে বের হতে সাহায্য করলো। বাকি দু-জনের একজন একটা মেয়ে, চোখে মুখে হিংস্রতা। অপরজনের নাক ভোঁতা হলেও মেয়েটার মতো মুখে হিংস্রতার কোনো অভাব আছে বলে মনে হলো না। সবার পরনে একই রকম ডেনিম প্যান্ট আর লেদার জ্যাকেট।

আমাকে দেখতে পেয়ে বিস্ময়ে অদ্ভুত একটা শব্দ করলো নাকবোঁচা, পরক্ষণেই জ্যাকেটের পকেট থেকে একটা পিস্তল বের করে গুলি চালাতে শুরু করলো। ওর বিশাল হাতের তুলনায় পিস্তলটা রীতিমতো খেলনা মনে হচ্ছে।

তবে দেখতে খেলনা লাগলেও পিস্তলটা আসল। আর দ্বিতীয়বার গুলি খাওয়ার কোনো শখ নেই আমার। বাঁ হাতটা সামনে এগিয়ে ধরলাম, প্রতিরক্ষা বন্ধনিটা জ্বলজ্বল করতে শুরু করেছে। ল্যাটিন ভাষায় একটা মন্ত্র পড়লাম, সাথে সাথে প্রতিরক্ষা বন্ধনি একটা অদৃশ্য ঢাল তৈরি করে দিলো আমার সামনে।

BanglaBook.org

নাকবোঁচার প্রত্যেকটা গুলি ঢালের সাথে ধাক্কা খেয়ে ছিটকে যাচ্ছে। সেই অবস্থাতেই আমি সামনে এগিয়ে যেতে লাগলাম।

পার্কার একবার গর্জে উঠে নাকবোঁচার হাতে একটা চাপড় মারলো। এখান থেকেও শব্দ শুনে বুঝতে পারলাম নাকবোঁচার হাত ভেঙে গেছে। কিন্তু লোকটা টুঁ শব্দটা না করে একদম স্বাভাবিকভাবে পিস্তলসহ হাত নামিয়ে নিলো।

'কী জন্য এখানে এসেছি ভুলে গেছো?' বিরক্ত স্বরে বললো পার্কার। 'ওকে আমি খুন করবো। আর কেউ না।'

'কী খবর মি. পার্কার?' আমি মুখে হাসিহাসি ভাব এনে বললাম। আমার সারা শরীর যেরকম রক্তে ভিজে আছে তাতে এরকম হাসি দিলে যে কারও ভড়কে যাবার কথা। আমিও সেটাই চাইছি।

মেয়েটা আমার দিকে তাকালো। বেশ টের পেলাম, ফুল মুন গ্যারেজে আমার শরীরে যে ভীতির শিহরণটা বয়ে গিয়েছিলো সেটা আবার বয়ে যাচ্ছে।

তবে ভয়টা প্রকাশ পেতে না দিয়ে মুখে হাসিটা ধরে রাখলাম। 'এসব ভাওতাবাজি বাদ দিন তো, মি. পার্কার,' আমি বললাম। 'আমাকে খুঁজে বের করলেন কিভাবে? আচ্ছা, না, বলতে হবে না। আমিই আন্দাজ করছি। কোনো একটা পুলিশ স্ক্যানারে আমার নাম শুনে ছুটে গিয়েছিলেন থানায়, ঠিক না? তারপর ওখান থেকে ফলো করে এসেছেন। আপনাকে একটু হতাশ করতে হচ্ছে, আমি আপাতত মরতে চাচ্ছি না।'

'তুমি কীভাবে জানো–' নাকবোঁচা মাত্রই বলতে শুরু করেছিল, পার্কার তার কথার ওপর বলে উঠলো: 'মি. ড্রেসডেন, ঠিক কী কারণে আপনার মনে হয় যে আপনি এখন নিজেকে বাঁচাতে পারবেন?'

'কী জানি!' মুখে হাসিটা এখনো ধরে রেখেছি। 'হয়তো তুমি আর এক পা আগে বাড়লে তোমার অবস্থা ওই গাড়িটার চেয়ে খারাপ করে দেবো, তাই। অথবা হয়তো আর কয়েক মিনিটের মধ্যে এখানে পুলিশ চলে আসবে, তাই।'

পার্কার ময়লা দাঁত বের করে করে হেসে উঠলো। 'পুলিশ তো তোমার পেছনেও লেগেছে, ড্রেসডেন।' হাসতে হাসতেই বললো ও। 'ফালতু ভয় দেখাও? তোমার কথা বিশ্বাস করি না আমি।'

'ওরা এখানে এলে আমাকে দেখতেও পাবে না। এক পলকের মধ্যে

BanglaBook.org

হাওয়া হয়ে যাবো।' সহজ কণ্ঠে বললাম আমি। 'আমি কে, ভুলে গেলো? কিন্তু তোমরা...তোমরা কী করবে?'

'আমি তোমার রক্তের ঘ্রাণ পাচ্ছি, জাদুকর,' পারকারের গলা শান্ত, কিন্তু সুর ক্ষুরধার। 'গন্ধটা কতো মিষ্টি তুমি কল্পনাও করতে পারবে না।' পার্কার ওর জায়গা থেকে সরলো না। কিন্তু মেয়েটা একটা অদ্ভুত শব্দ করে নাকবোঁচার পাশে গিয়ে দাঁড়ালো। আমার ওপর থেকে দৃষ্টি সরায়নি একবারও।

'শুঁকে নাও যতো পারো,' আমি বললাম। 'ওই পর্যন্তই। নিজের রক্ত আমি শরীরের ভেতরে রাখতে পছন্দ করি।' আমার মুখ থেকে হাসি উধাও হয়ে গিয়েছে। ওদের সামনে স্বীকার করবো না, কিন্তু আত্মবিশ্বাসেও একটু একটু করে চিড় ধরছে। বৃষ্টি নেমেছে আরেও জোরে, আলো কমে আসছে। আমার আহত হাতটা হঠাৎ করেই কেঁপে উঠলো। আবার ব্যথা শুরু হচ্ছে। মৃদু কুয়াশার মতো শরীর বেয়ে ছড়াচ্ছে যন্ত্রণা।

পোশনটা আর কাজ করছে না!

ট্রাকটা উল্টে দেবার সময় নিজের অজান্তেই খুব বেশি শক্তি অপচয় করে ফেলেছি। কিন্তু এখন আর পিছু হটারও কোনো উপায় নেই। প্রতি মুহূর্তে টের পাচ্ছি হার্টবিট আগের চেয়ে বেড়ে যাচ্ছে।

পার্কার আর ওর দুই চেলা হঠাৎ করেই একে অপরের খুব কাছাকাছি চেপে এলো। ওদের চোখে আবার সেই বুনো উন্মাদনা টের পাচ্ছি, মানুষ খুনের নেশা।

হ্যারি, শান্ত হও। নিজেকে উপদেশ দিলাম। এখন কোনো ভুল করা চলবে না। পুলিশ আসবার আগ পর্যন্ত এদেরকে এখানেই আটকে রাখতে হবে।

'আসলে জানো ব্যাপারটা কী, পার্কার,' আমি যেন নিজের সাথেই কথা বলছি, এমন একটা ভঙ্গিতে বলে উঠলাম। 'আমি তোমার ওই গ্যারেজে যেতাম না কখনও। কিন্তু কী করবো বলো? ভেন্টন ঠেলে পাঠালো।'

'কথা, জাদুকর। কথা তুমি খুব বলতে পারো।' পার্কার মাথা নাড়লো। হাসি ফুটেছে ওর মুখে, কিন্তু কোনো আনন্দ নেই সে হাসিতে। 'এখন কাজের সময়, কথার নয়।' এক পা আগে বাড়লো ও।

আমার আত্মা ধক করে উঠলো।

রডটা সোজা ওর দিকে তুলে ধরে গর্জে উঠলাম, 'ফুয়েগো!'

BanglaBook.org

এক সেকেন্ড...দুই সেকেন্ড...তিন সেকেন্ড...

কিচ্ছু হলো না!

আতংকের সাথে একবার পার্কার আর একবার ব্ল্যাস্টিং রডটার দিকে তাকালাম। হাতের আঙুলগুলো অসাড় হয়ে আসছে, বেশিক্ষণ ধরে রাখতে পারলাম না রডটা। হাত থেকে খসে মাটিতে পড়ে গেলো। পোশনটার কারণে এতোক্ষন নিজেকে ওজনশূন্য মনে হচ্ছিলো, আতংকটা আরও বেড়ে গেলো যখন টের পেলাম নিজের ওজনটাও বেড়ে গেছে। আহত পা নিয়ে আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছি না। ধপ করে কাদার মধ্যে পড়ে গেলাম। প্রতিরক্ষার বন্ধনিটায় এতোকিছুর পরও একটা আভা জ্বলে ছিলো, সেটাও পড়ে যাবার সাথে সাথে নিভে গেলো। একইসাথে নিভে গেলো আমার বেঁচে থাকার সব আশা ভরসা।

পার্কার হাহা করে হাসলো। 'বাহ্, দারুণ তো জাদুটা। আরও কিছু দেখাবে নাকি?'

'আর একটা,' আমি গুঙিয়ে উঠলাম প্রায়। ভালো হাতটা জ্যাকেটের পকেটে ঢুকিয়ে খুঁজতে লাগলাম। পার্কার এগিয়ে আসতে লাগলো ধীরে ধীরে, বিপদের কোন আশংকাই করছে না। করার কথাও না অবশ্য। একজন আহত, মাটিতে লুটিয়ে পড়া জাদুকর কী-ই বা করতে পারে?

কিন্তু কাছে আসতেই ওর মুখ থেকে হাসিটা মুছে গেলো।

পকেট থেকে পিস্তলটা বের করে সোজা ওর বুক বরাবর ধরেছি। এতো কম দূরত্ব থেকে গুলি মিস করাটাই কঠিন।

'আমি কখনো ভাবিনি তুমি পিস্তল ব্যবহার করো।' ও বলে উঠলো। বৃষ্টির ফোটা ওর কপাল বেয়ে নিচে নেমে আসছে।

'মাঝে মাঝে করতে হয়,' আমি জবাব দিলাম। মনের মাঝে স্রেফ একটা কথাই ঘুরছে: ওকে আটকে রাখতে হবে। আর কয়েক মিনিট আটকে রাখলেই পুলিশ এসে পড়বে। কিন্তু যদি না আসে...যদি না আসে? তাহলে আমি শেষ। 'যেখানে আছো, সেখানেই দাঁড়াও।' আমি হুকুম দিলাম পার্কারকে।

কিন্তু দাঁড়ালো না ও, কাছে আসতেই থাকলো।

উপায় নেই। কোনো উপায় নেই আমার।

ট্রিগার চাপলাম।

BanglaBook.org

গর্জে উঠলো পিস্তলটা। গুলিটা গিয়ে লাগলো ওর ডান পায়ের হাঁটুতে। হাঁটুর হাড় গুড়িয়ে দিয়ে রক্তের একটা বিস্ফোরণ তুললো গুলিটা। দাঁড়িয়ে থাকতে পারলো না পার্কার। ছিটকে কয়েক হাত দূরে কাদায় গিয়ে পড়লো।

সেখান থেকেই ও দৃষ্টি ফেললো আমার ওপর। চেহারায় কোনো বেদনার ছাপ নেই। আছে শুধু বিস্ময়।

ও যখন মুখ খুললো, ওর গলার সুরে মনে হলো পুরনো কোনো বন্ধুর সাথে কথা বলছে: 'বাহ, তুমি গুলি চালাবার সাহস করবে এতোটা ভাবিনি। তোমাকে ধরার জন্য তোমার বাড়িতে গিয়েছিলাম, কিন্তু ওখানে দেখি আমাদের আগেই পুলিশ এসে বসে আছে। এক অফিসারকে আগেই টাকা খাইয়ে রেখেছিলাম, যাতে তোমাকে গ্রেফতার করার সাথে সাথে আমাদের খবর দেয়। চেয়েছিলাম থানায় ঢোকার আগে তোমাকে শেষ করতে। জানো, পুলিশ স্টেশনের ওখানে এক বারে প্রায় দুইদিন ধরে বসে ছিলাম সবাই।'

'আহারে! এতো পরিশ্রম মাঠে মারা গেলো।' আমি বিড়বিড় করে উঠলাম। পার্কার আহত হলেও ওকে আগের চেয়ে কম বিপজ্জনক লাগছে না। নাকবোঁচা আর মেয়েটার দিকে তাকালাম, ক্ষুধার্ত জানোয়ারের দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে আছে দু-জনই।

'আর এতোসবের পর হঠাৎ দেখি পুলিশ স্টেশনে শুধু গোলাগুলি আর বিস্ফোরণের আওয়াজ! মনে হলো তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ লেগে গেছে! তখনই তোমাকে দেখতে পেলাম ওখানে। দুই সুন্দরি তোমাকে কাঁধে করে নিয়ে গাড়িতে তুললো। তারপর আর কী, পিছু নিলাম।'

'তাই তো দেখছি। ট্রাকটা বেশি দামি ছিলো না তো?'

পার্কার কাঁধ ঝাঁকালো। 'আমার ট্রাক না ওটা,' বললো ও। 'আমার বেশিরভাগ লোকই এখন লেকের ধারে। পার্টি করতে গেছে। তোমাকে ওদের সামনে খেতে চেয়েছিলাম। বাল!'

'যা চাও তার সব কি আর কখনো হয়?' বলতে বলতে চোখ মুছলাম। বৃষ্টির পানি নয়তো রক্তের জন্য চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে আসছিলো।

পার্কার হাসলো। 'শোনো খোকা, এমন অনেক কিছু আছে যেটা তুমি জানো না।'

দূর থেকে পুলিশের গাড়ির সাইরেন ভেসে এলো। আমাদের দিকেই এগিয়ে আসছে। যাক, পুলিশে খবর দেয়ার সিদ্ধান্তটা ভালো ছিল। 'তাই

BanglaBook.org

নাকি?' ব্যঙ্গের সুরে বললাম। বিজয় এখন আমার হাতের মুঠোয়, মুখে হাসি ফুঁটে উঠেছে।

পার্কার মাথা ঝাঁকিয়ে আরেকদিকে তাকালো। 'তোমার পেছনে দুটো গাড়ি ছিলো।'

ওর কথা শেষ হওয়ার সাথে সাথে কেউ আমার ডানহাতে প্রচণ্ড শক্তিতে আঘাত করলো। হাতটা মুহূর্তে অসাড় হয়ে গেলো ব্যথায়। একইসাথে পিস্তলটা ছিটকে মাটিতে পড়ে গেলো। ঘুরে তাকাবার সুযোগ পেলাম না, টেপ দিয়ে আমার পুরো শরীর বেঁধে ফেলা হলো অতি দ্রুত। সামনের মেয়েটা চিৎকার করে আমার দিকে এগিয়ে এলো, পিছু পিছু নাকবোঁচা।

পার্কার আগের মতোই ওখানে বসে রইলো, কোনো কথা বললো না।

ওরা আমাকে নিয়ে কী চিন্তা করছে ভাবতেই শিউরে উঠলাম। আমাকে খুন করতে চায় না, কষ্ট দিতে চায়। আর এই কাজটা ওরা খুব ভালো করেই পারে। আমার কিচ্ছু করার নেই আর। শরীরে চিৎকার করবার মতো শক্তিটুকুও অবশিষ্ট নেই, ওদের ঘোল খাইয়ে পালানো তো অনেক পরের ব্যাপার।

পার্কারকে কিছু একটা বলতে শুনলাম আদেশের সুরে। সাথে সাথে একজন আমাকে কাঁধে তুলে একটা গাড়ির ট্রাংকে নিয়ে ফেললো। সারা শরীরে টেপ পেঁচিয়ে মমি বানিয়ে ফেলেছে আমাকে। কোনোমতে শুধু দেখতে পাচ্ছি।

আমাদের পাশে রাস্তা দিয়ে সাঁই করে একটা গাড়ি চলে গেলো। একবারের জন্য গতিও কমালো না এ জায়গায় এসে। আমাকে দেখতে পায়নি হয়তো, কিন্তু আমি ড্রাইভিং সিটের লোকটাকে বেশ ভালোভাবেই দেখতে পেয়েছি। রজার হ্যারিস, এফবিআই। ডেন্টনের চ্যালা। একটা কথাই মনে হলো: সে রাতে শুধু আমাকেই ফলো করা হয়নি।

হঠাৎ করেই ট্রাংকের ডালা নামিয়ে ফেলা হলো। সাথে সাথে সবকিছু অন্ধকার। একটু পরই চলতে শুরু করলো গাড়িটা। ঝাঁকির চোটে ক্ষতগুলোয় ব্যথার পরিমাণ আরও বেড়ে যাচ্ছে, কিন্তু কিচ্ছু করার নেই।

কে জানে কেন, হাসতে শুরু করলাম। কিছুতেই থামাতে পারছি না। হয়তো একেই বলে পাগলের হাসি।

BanglaBook.org

অধ্যায় ২২

এমন কিছু সময় আসে যখন চাইলেও চিন্তা করা বা কারও ওপর চোখ রাখা সম্ভব হয় না। পুরো শরীরে শূন্যতা আর অবসাদ জাঁকিয়ে বসে। আমার এখন সে অনুভূতিটাই হচ্ছে।

জেগে উঠতেই গাড়ির তেলের গন্ধ নাকে এলো। শরীরের নিচে কংক্রিটের দেয়াল আর ওপরে উষ্ণ কম্বলের স্পর্শ টের পেলাম। অনুভূতিটা কেমন বলে বোঝাতে পারবো না। প্রথম যে চিন্তাটা মাথায় খেলে গেলো সেটা হচ্ছে: 'আমি এখনও বেঁচে আছি!'

প্রথম চিন্তাটুকু যতোটা আনন্দদায়ক, দ্বিতীয় চিন্তাটা হলো ঠিক ততোটাই ভয়াবহ। আমি এখন বন্দি, বাঁচার কোনো সম্ভাবনা আছে বলে মনে হয় না। তবু চেষ্টা করে দেখতে দোষ কী? অথৈ সাগরেও তো মানুষ খড়কুটো আঁকড়ে ধরে ভেসে থাকতে চায়। সবার আগে জানতে হবে এখন কোথায় আছি। তারপর কোনো এক ফাঁক-ফোঁকড় দিয়ে কেটে পড়বার তালে থাকতে হবে।

তবে একটা ব্যাপার: এই খুনগুলো কে করেছে বা ম্যাকফিনকে কে ফাঁসাচ্ছে তা সম্ভবত জেনে ফেলেছি আমি। কিন্তু জান নিয়ে যদি ভাগতে না পারি তো এসব জেনে লাভটা কী হলো?

জ্ঞান ফিরবার পর এই প্রথম চোখ খুললাম। আবছা আলো সব জায়গায়, তার মাঝেও চারপাশ একবার দেখে জায়গাটাকে চিনে ফেললাম।

ফুল মুন গ্যারেজ। বাইরে থেকে এখনও বৃষ্টির আওয়াজ ভেসে আসছে। অবাক বিষয় হলেও সত্যি, আমাকে কম্বল দিয়ে মুড়ে দেয়া হয়েছে। পাশে একটা স্ট্যান্ডে রক্তের ব্যাগ দেখতে পেলাম। ওখান থেকে আসা পাইপটা এসে শেষ হয়েছে আমার হাতে।

পা জোড়া একটু নাড়িয়ে কম্বলের নিচ থেকে বের করে আনলাম। আহত পায়েও ব্যান্ডেজ করে দেয়া হয়েছে। যদিও পা'দুটো একটা আরেকটার সাথে টেপ দিয়ে পেঁচিয়ে আটকানো। একটু ভালোভাবে লক্ষ্য করতেই টের পেলাম পুরো শরীরে যতো ক্ষত আর কাঁটাছেঁড়া ছিলো সব জায়গাতেই ব্যান্ডেজ করে দেয়া হয়েছে।

BanglaBook.org

তার মানে আমি শুধু বেঁচেই নেই, বেশ ভালোভাবেই বেঁচে আছি। অন্তত কয়েক ঘন্টা ঘুমিয়েছি আর নিশ্চিতভাবেই কোনো ডাক্তার আমার চিকিৎসা করেছে।

কে করেছে এই কাজ? কেনই বা করেছে?

গ্যারেজের আবছায়া অন্ধকারের মধ্যেই চারদিকে তাকাতে লাগলাম। অন্ধকারের সাথে ইতিমধ্যে চোখজোড়া বেশ মানিয়ে নিয়েছে। ম্যানেজারের অফিসের কাছে L আকৃতির রিবনের মতো একটা হলুদ আলো দেখতে পেলাম। গ্যারেজের ছাদে বৃষ্টি পড়বার আওয়াজটা বেশ লাগছে। চোখ বন্ধ করলাম আবার। কয়টা বাজে এখন? সন্ধ্যা হয়েছে? নাকি শেষ বিকেল?

খুক করে কেশে উঠলাম, গলাটা একদম শুকিয়ে আছে। পায়ের বাঁধন খুলবার জন্য হাত বাড়িয়ে দিতে গিয়ে টের পেলাম হাতও বাঁধা। এমনভাবে বাঁধা যে কোনো চক্র এঁকে যে নিজেকে মুক্ত করবো সে উপায়টুকুও নেই। তার মানে জাদুবিদ্যা কোনো কাজে আসছে না আপাতত। অন্য কোনো উপায় খুঁজে বের করতে হবে।

আমার বাবা ছিলেন একজন বাজিকর-স্টেজ ম্যাজিশিয়ান। আমার মতো জাদুকর নয়। পুরো দেশে ঘুরে ঘুরে খেলা দেখাতো সে। আমাকে জন্ম দেয়ার পর মা মারা যায়। এরপর থেকে বাবা'ই আমাকে মানুষ করতে শুরু করে। যতো ভালো ম্যাজিশিয়ান ছিলো, তার চেয়ে অনেক ভালো বাবা ছিলো সে।

কিন্তু আমার বয়স খুব কম থাকতেই সে মারা যায়। মারা যাবার আগে আমার নাম রেখে যায় তিনজন মহান ম্যাজিশিয়ানের নামে। তার মধ্যে প্রথম যার নাম, সে হচ্ছে হুডিনি। হ্যারি হুডিনি।

বলা হয়, যেকোনো জায়গায় বন্দি অবস্থা থেকে পালাতে হুডিনির কোনো জুড়ি ইতিহাসে আর নেই। আর পালানোর এই যে শিল্প, সেটার প্রথম শর্তই হলো কোনো পরিস্থিতিকে একদম আশাহীন হিসেবে না নেয়া। যেকোনো জায়গা থেকেই পালানো সম্ভব, যেকোনো পরিস্থিতি থেকে। সবার আগে সে বিশ্বাসটা নিজের ভেতর রাখতে হবে।

প্রশ্ন হলো, আমার কাছে কতোটুকু সময় আছে?

আমাকে বেঁধে রাখা হয়েছে টেপ দিয়ে পেঁচিয়ে। শক্ত করে বাঁধা হলেও যে জিনিসটা দিয়ে বেঁধেছে সেটা খুবই সস্তা। আর কাউকে বাঁধবার জন্য

BanglaBook.org

মোটেও উপযোগী নয়। যদি উপযোগী হতো তাহলে পুলিশ হ্যান্ডকাফের বদলে টেপই করতো। আর কিছু না পারি, কামড়ে তো এই টেপ ছিড়তে পারবো অন্তত।

কোনোমতে হাতজোড়া মুখ পর্যন্ত তুলে আনলাম। এক হাতে রক্ত দেবার জন্য আইভি সুঁই লাগানো থাকায় বেশি শক্ত করে বাঁধা হয়নি। তবে শক্ত করে বাঁধলেই বোধহয় সুবিধা হতো। দড়ি যতো টাইট হয় কাটতে ততো সুবিধা। দাঁত দিয়ে একটু একটু করে কামড়ে ছিঁড়তে শুরু করলাম।

হাতজোড়া মুক্ত করতে প্রায় দশ মিনিট লাগলো। বাঁ হাত থেকে আইভি সুঁইটা খুললাম সবার আগে। আঙুলগুলো শিথিল হয়ে আছে। সময় নিয়ে স্বাভাবিক করলাম। তারপর পা থেকে টেপ খুলতে শুরু করলাম। পায়ে দু-জায়গায় বাঁধা হয়েছে। হাঁটুর কাছে আর গোড়ালিতে।

পায়ে বেশ মোটা টেপ দিয়ে প্যাঁচানো হয়েছে। আঠাটাও শক্ত, খুলতে বেশ বেগ পেতে হলো। তবে একসময় হাঁটুও বাঁধনমুক্ত হয়ে গেলো। এবারে গোড়ালি থেকে টেপ খুলতে শুরু করলাম।

গোড়ালিও প্রায় মুক্ত হয়ে যাবে, কেবল এক প্যাঁচ খোলা বাকি–এমন সময় অফিসের কাছ থেকে পায়ের আওয়াজ শুনতে পেলাম।

হাতে বেশি সময় নেই, এর মধ্যে পা বাঁধনমুক্ত করে বের হতে পারবো না। একটাই উপায় আছে। আইভি সুঁইটা হাতে ধরে হাতসহ একদম কম্বলের নিচে নিয়ে শুয়ে পড়ে চোখ বন্ধ করে ঘুমের ভান করলাম।

মনে মনে প্রার্থনা করছি যেন কেউ কিছু টের না পায়।

'আমি এখনও একটা জিনিস বুঝতে পারলাম না,' নাকবোঁচা তিক্ত স্বরে বললো এগিয়ে আসতে আসতে। 'আমরা ওর কপালে একটা বুলেট ঢুকিয়ে না দিয়ে এরকম সেবাযত্ন করছি কেন!'

'গাধা কোথাকার,' পার্কার গর্জে উঠলো। 'দলের বাকিদের না দেখিয়ে ওকে মারি কী করে? তাছাড়া মার্কোনকেও একবার ওর চেহারাটা দেখাতে হবে।'

'মার্কোন,' নাকবোঁচা বিস্ময়ের সুরে বললো। 'ওর সাথে আবার এর কী সম্পর্ক?'

ভালো প্রশ্ন। আমার মনেও মার্কোন নাম শুনে একই প্রশ্নের উদয় হয়েছিলো। মার্কোন এখানে আসছে নাকি?

BanglaBook.org

'বেশি মাথা ঘামানোর দরকার নেই এসব নিয়ে। মার্কোন না আসা পর্যন্ত ওকে বাঁচিয়ে রাখতে পারলেই হলো।' পার্কার জবাব দিলো। 'তারপর ওর পুরো শরীরের চামড়া তুলে নেবো আমি।'

'মার্কোন কোথাকার কোন ওস্তাদ? ওর কথা শুনে কী আসবে-যাবে?' নাকবোঁচা বললো।

'অনেক কিছুই হবে।' পার্কার শান্ত স্বরে বলে উঠলো। 'মার্কোন কোনো পাতি নেতা না। শিকাগো শুধু ওর একটা সাইডলাইন। পুরো দেশেই ও গোপনে ওর কাজ করে। ওয়াশিংটনে সরকারি দলের লোকদের বহু আগেই কিনে রেখেছে। আর ওর যতো টাকা আছে, স্বয়ং ঈশ্বরও গুনে শেষ করতে পারবে না। ও চাইলে এখনই আমাদের ভেঙে গুড়িয়ে দিতে পারে। ওর সাথে লাগতে যাওয়া ঠিক হবে না।'

এক মুহূর্ত নীরব কাটলো, তারপর নাকবোঁচা মুখ খুললো আবার: 'হয়তো, আবার লানার কথাও ঠিক হতে পারে। তুমি আর আগের মতো নেই, নরম হয়ে যাচ্ছো। মার্কোন আমাদের কেউ না, আমরা ওর হুকুমে চলি না। দশ বছর আগের পার্কার এমন একজন মার্কোনের কথা একবারের পর দু'বারও ভাবতো না।'

'মুখ সামলে। হ্যা? খুব সাবধান। আমি যদি এখনো দশ বছর আগের সেই পার্কারই থেকে যেতাম তাহলে এতোদিনে আর আমাদের কারো বেঁচে থাকতে হতো না। টাকাপয়সা, মেয়েমানুষ–কী দেইনি আমি তোমাদের? যা চেয়েছো, সবই তো পেয়েছো। তাহলে এতো প্রশ্ন কেন?' পার্কারের গলা কঠিন।

'আমার তা মনে হয় না,' নাকবোঁচা পালটা জবাব দিলো। 'আমার মনে হয় লানার কথাই ঠিক। এই হারামজাদাকে এখনি মেরে ফেলা উচিত।' মনে মনে কোনো রকমে উঠে ঝেড়ে দৌড় দেবার প্রস্তুতি নিয়ে রাখলাম। এভাবে ঘুমের ভান করে পড়ে থেকে মার খাবার চেয়ে পালাবার চেষ্টা করে মরা অনেক অনেক বেশি ভালো।

'না,' এবারে পার্কার গর্জে উঠলো। কংক্রিটের সাথে বুটের ঘষা খাবার শব্দ পেলাম । অনেকটা ধস্তাধ্বস্তির মতো। একচোখ সামান্য খুলতে দেখতে পেলাম পার্কার নাকবোঁচাকে মেঝের সাথে এক হাত দিয়ে চেপে ধরে রেখেছে। 'আমি তোমাকে বার বার বলেছি আমাকে চ্যালেঞ্জ না

BanglaBook.org

করতে। আর একবার যদি এ কাজ করো, হোক সেটা গোপনে বা সবার সামনে, আমি তোমার হৃৎপিন্ড ছিঁড়ে আনবো বুক থেকে।'

নাকবোঁচা ব্যথায় কঁকিয়ে উঠলো একবার। আমি চোখ বন্ধ করে ফেললাম তাড়াতাড়ি। পার্কারের বুটের আওয়াজ কয়েক কদম দূরে সরে যেতে শুনলাম। 'উঠে পড়ো এখন,' পার্কার বললো। 'অন্যদের কল দাও। চাঁদ ওঠার আগেই এখানে চলে আসতে বলো। আজ রাতে রক্তপান করবো সবাই। আর মার্কোন যদি বেশি ত্যাড়ামি করে তো ওর রক্তও শুষে নেবো।'

নাকবোঁচা উঠে দাঁড়িয়ে অফিসের দিকে রওনা দিলো। এক মুহূর্ত পর অফিসের দরজা বন্ধ হবার শব্দ পেলাম। অপেক্ষা করতে লাগলাম, পার্কারও হয়তো চলে যাবে এখন। আর পার্কার একবার গেলেই হলো, আমিও উঠে ঝেড়ে দৌড় লাগাবো। কিন্তু পার্কার যেখানে ছিলো সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকলো। ধুর!

সময় কমে আসছে। বাকি স্ট্রিট-উলভ্স চলে আসলে আমার পক্ষে আর ইহকালে এই গ্যারেজ থেকে বের হওয়া হবে না। কিছু করতে হলে এখনই করতে হবে।

দুঃখের বিষয় হলো, আমার পা জোড়া এখনও বাঁধা। খুলতে খুলতেই পার্কার কাছে চলে এসে আটকে দেবে। এই আহত অবস্থাতেও একটু আগেই ও ওর দ্বিগুন সাইজের একজনকে মেঝের সাথে অনায়াসে চেপে ধরেছিলো। আমি তো চুনোপুটি। ওর চোখে যখন নজর ফেলেছিলাম তখন ওখানে দেখেছি শুধু অন্ধকার। শুধু শক্তি না, মনের জোরও ওর ভয়াবহ। ওরকম হিংস্রতা আর কোথাও দেখিনি।

এক কাজ করতে পারি অবশ্য। ওর সাথে কথা বলে এমন একটা অবস্থা সৃষ্টি করতে পারি যাতে আমাকে মারার জন্য ও বেইসবল বেট আনতে যায় কিংবা আরও টেপ আনতে যায় যাতে আমার মুখ বন্ধ রাখতে পারে। আর ওসব আনতে গেলেই আমি পালাবার সময়টুকু পেয়ে যাবো। যেহেতু আর কোনো উপায় বের করতে পারলাম না কাজেই এই প্ল্যানটাই সফল করতে হবে। মাথাটা সামান্য উঁচু করলাম। 'মানুষের সাথে তো খুব একটা মিশেছো বলে মনে হয় না। বই-টই পরো?'

আমার গলা শুনে একটু চমকে উঠলো ও। মাথা ফিরিয়ে তাকালো আমার দিকে, তারপর পুরো একটা মিনিট তাকিয়েই থাকলো। তারপর মুখ

BanglaBook.org

খুললো: 'তাহলে বেঁচে আছো দেখা যায়।'

'ক্লান্ত হয়ে গিয়েছিলাম বেশি। ঘুমোতে দেয়ার জন্য ধন্যবাদ।'

দাঁত বের করে হাসলো ও। 'হা হা! আরও দু'ঘন্টা সময় দিলাম, যাও।'

আমি নিশ্চিত, আমার জায়গায় অন্য কেউ থাকলে এই কথা শুনে ভয়ে প্যান্ট ভিজিয়ে ফেলতো। কিন্তু আমি শুধু কাঁধ ঝাঁকালাম। 'সমস্যা নেই। তোমার লোকজনকে বলো বেশি শব্দ না করতে। ঘুমে ডিস্টার্ব হলে আমার মেজাজ খারাপ লাগে।'

পার্কার আবার হেসে উঠলো। 'তোমার দেখি এখনো গলায় বেশ জোর আছে। লানা আসুক। খুশি হবে খুব, এরকম শিকার কমই আসে।'

এভাবে হবে না। অন্য কথা বলতে হবে। নয়তো এভাবে হাসতে থাকলে এখান থেকে তো যাবেই না বরং আরও কথা বলতে চাইবে। 'হাঁটুর কী অবস্থা?' জিজ্ঞেস করলাম।

পার্কার চোখ সরু করে ফেলল। 'আগের চেয়ে ভালো। দিনের বেলা অবস্থার খুব একটা পরিবর্তন হয়নি। তবে চাঁদ উঠবার পর এক ঘণ্টার মধ্যেই সেরে যাবে আশা করি।'

'আরেকটু উপরে গুলি করা উচিত ছিল,' আমি বললাম।

'দেরি হয়ে গেছে, খোকা। খেলা শেষ।'

'যতো পারো মজা লুটে নাও,' আমি বললাম। 'বেশ বুঝতে পারছি তোমার দিন শেষ হয়ে আসছে। কবে যে লানা তোমাকে মেরে তোমার জায়গা দখল করে নেয়...'

পার্কার সোজা আমার মাথা বরাবর বুট দিয়ে লাথি মারলো একটা। 'আমাকে না রাগালে তোর হয় না, না?'

'আমার হারাবার তো কিছু নেই আর,' পাল্টা জবাব দিলাম। 'সত্য কথা সবসময় তেতোই হয়। আর–'

'চুপ, একদম চুপ,' পার্কার গর্জে উঠলো। চোখ থেকে আগুন ঝরছে, অন্ধকারেও সেটা বেশ বুঝতে পারছি। লাথি খেয়ে মাথাটা টনটন করছে। কিন্তু কথা থামালাম না।

'তোমার গায়ে আর আগের মতো জোরও নেই, পার্কার। ওই নাকবোঁচাটাকেই হারাতে পারবে শুধু। বাকিদের সাথে লাগতে যেও, দেখবে

BanglaBook.org

তোমারই ছাল তুলে নিয়েছে।'

প্ল্যানটা বেশ ভালোই কাজ করছে। এখন ও নিজেকে শান্ত করতে এখান থেকে চলে গেলেই হলো। আমিও হাওয়া হয়ে যাবো।

কিন্তু গেল না ও, মেঝে থেকে একটা রড তুলে আমাকে মারার জন্য উপরে তুলে ধরলো। 'মার্কোনের জন্য অনেক অপেক্ষা করেছি, আর না। তুই শেষ!'

আবছায়ার মধ্যেও দেখতে পেলাম টি-শার্টটা ওর পেশি ফুলে যাওয়ায় শরীরের সাথে টাইট হয়ে লেগে আছে, আরেকটু হলেই ছিঁড়ে যাবে। চোখে আগের মতো হিংস্রতা।

BanglaBook.org

অধ্যায় ২৩

ঝেড়ে একটা লাথি মেরে পা থেকে টেপের শেষ প্যাঁচটা খুলে ফেললাম। কিন্তু দৌড় দেবার মতো অবস্থা তখনও হয়ে ওঠেনি। আর বিষয়টা পার্কারের নজরে পড়েনি, ও সোজা আমার চোখের দিকে তাকিয়ে আছে। রডটা আরও একটু তুললো মারার জন্য। আমারও আর কিছু করার নেই, এই শরীর নিয়ে কোনক্রমেই ওই মার এড়াতে পারব না। হেরে গিয়েছি।

'মি. হেনড্রিক্স।' একদম শান্ত কিন্তু কঠিন একটা কণ্ঠস্বর ভেসে এলো। 'যদি মি. পার্কার দুই সেকেন্ডের মধ্যে ওই রডটা হাত থেকে ফেলে না দেয় তো দয়া করে আপনার পিস্তলের ম্যাগাজিনের শেষ গুলিটা পর্যন্ত ওর খুলিতে পুরে দেবে।'

'জি স্যার,' হেনড্রিক্স জবাব দিলো।

মার্কোনকে একেবারে সিনেমার নায়কের মতো লাগছে। ডানে ঘাড় ঘোরাতেই দেখতে পেলাম ওকে। ধূসর ইটালিয়ান বিজনেস স্যুট পরে এসেছে, হাতে একটা নলকাটা শটগান। বন্দুকটা সোজা পার্কারের মাথার দিকে তাক করা।

আমি যখন মাথা ঘুরিয়েছি ঠিক তখনই পার্কারও মাথা ঘুরিয়ে মার্কোনকে দেখলো। হাত থেকে এখনও রডটা নামায়নি।

'আমার হাতেরটা শটগান, মি. পার্কার,' মার্কোন বলে উঠলো। 'আপনার শক্তি সম্পর্কে ধারণা আছে আমার। তাও, শটগানের গুলি হজম করতে পারবেন কিনা ভেবে দেখুন। মি. হেন্ড্রিকসের হাতে যে পিস্তলটা আছে সেটাতে বুলেটগুলোও চড়া ক্যালিবারের। একটু সাবধান, হ্যা? আমি চাই না আপনার কোনো ক্ষতি হোক।' কথাটা বলে মুচকি হাসলো মার্কোন। 'রডটা নামিয়ে ফেলুন, প্লিজ।'

পার্কার আমার দিকে তাকালো একবার। ওর চোখে ঘৃণা আর হিংস্রতা দুটোই এখনও জ্বলজ্বল করছে। মার্কোন থাকা সত্ত্বেও ভয় লাগলো আমার। পার্কার আধপাগল, যুক্তি দিয়ে চিন্তা করে না। দুই বন্দুকের সামনে থাকলেও আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। হয়তো মরবে ঠিকই, কিন্তু আগে আমার ঘাড় মটকে দেবে।

BanglaBook.org

কিন্তু নিজেকে সামলে নিলো ও। হাত নামিয়ে আমার থেকে দু'কদম পিছিয়ে গেলো ধীরে ধীরে। হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম আমি। মজার ব্যাপার হলো, দু-জনের একজনও জানে না আমার হাত-পা আর বাঁধা নেই। এটার একটা সুযোগ নিতে হবে সময় মতো।

'আমার লোকজন আসছে,' পার্কার আহত বাঘের সুরে বললো। 'আর কিছু করে দেখো একবার, ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলবো তোমাকে।'

'ওরা আসছে,' মার্কোন একমত হলো। 'কিন্তু এখনো আসেনি। রহস্যজনকভাবে ওদের সবার মোটরসাইকেলের টায়ার ফেঁসে গেছে। আসতে সময় লাগবে। সেই ফাঁকে আমরা কিছু কথা সেরে ফেলতে পারি।' এগিয়ে এসে আমার দিকে তাকালো ও। চোখে কোনো দ্বিধা নেই। আমি হাসলাম। লোকটার সাহস আছে।

'কী অবস্থা, জন?' বললাম। 'বেশ ভালো টাইমিং তোমার।' আবার তুমিতে ফিরে গেছি।

মার্কোনও পালটা হাসলো। মাইন্ড করেনি। 'জাতি আপনাকে মরতে দিতে চায় না, ড্রেসডেন,' বললো ও। 'আপনার আমাকে আরেকটা সুযোগ দিতে হবে।'

'কীসের সুযোগ?'

'একটা ফোনকল পেয়েছিলাম আজ,' মার্কোন বললো। 'হার্লে ম্যাকফিন কোনভাবে আমার পার্সোনাল নাম্বার খুঁজে বের করেছে। ফোনে কণ্ঠস্বর শুনে বেশ রেগে আছে বলে মনে হলো। আমাকে বললো, ও নাকি বুঝে ফেলেছে ওর চক্র নষ্ট করে দিয়ে আমি ফাঁসাতে চাইছি ওকে। আজ রাতে নাকি আমাকে দেখে নেবে।'

'চিন্তার বিষয়, জন। হার্লে একটু বেশিই বিপজ্জনক।'

'আমি জানি। গতরাতে পুলিশ স্টেশনে কী করেছে বেশ ভালোভাবেই দেখিয়েছে টিভি চ্যানেলগুলো। ও তো লুপ-গারো, তাই না?'

আমি ভ্রু কুঁচকালাম। 'তুমি কিভাবে–'

মার্কোন হাত তুলে থামিয়ে দিলো আমাকে। 'লেফটেন্যান্ট মারফির কাছে আপনি একটা রিপোর্ট দিয়েছিলেন। ওটার একটা কপি জোগাড় করতে খুব বেশি খরচ করতে হয়নি আমাকে।'

আমি মাথা নাড়লাম। 'হার্লে ম্যাকফিনকে টাকা দিয়ে কিনতে পারবে না।'

BanglaBook.org

'জানি,' মার্কোন বললো। 'আর আপাতত মরবার কোনো ইচ্ছা আমার নেই। কোন জায়গা থেকে ম্যাকফিন জানতে পারলো আমি ওকে ফাঁসাতে চাই সেটা সে-ই ভালো জানে। কেউ একজন এখানে নিঃসন্দেহে আমাকেও ফাঁসিয়ে দিতে চাইছে। ম্যাকফিন লোকটা আমাকে এখন শুধু অবিশ্বাসই করে না, ঘৃণাও করে। আপনি ছাড়া আর কেউ আমাকে সাহায্য করতে পারবে না।' স্যুটের পকেটে হাত ঢুকিয়ে একটা ফোল্ডার বের করে আনলো ও।

আমি নীরবে তাকিয়ে থাকলাম।

'আগে যে প্রস্তাব দিয়েছিলাম মনে আছে সেটা? আবার দিচ্ছি,' মার্কোন বললো। 'আরেকটা ব্যাপারে আপনাকে কথা দিতে পারি। লেফটেন্যান্ট মারফির ওপর যে চাপ আসছে পুলিশ ডিপার্টমেন্ট থেকে, সেটা আমি সরাবার ব্যবস্থা করবো। মেয়রের অফিসে আমার কয়েকজন বন্ধু আছে। ওরা কোনো না কোনো ব্যবস্থা করে নেবে।'

'জাহান্নামে যাও!' বলে চেঁচিয়ে উঠতে চেয়েছিলাম কিন্তু সামলে নিলাম শেষমুহূর্তে। আমার অবস্থা এখন ফাঁদে পড়া ইঁদুরের মতো। পালাতে গেলে পার্কারের হাতে মারা পড়বো, নয়তো মার্কোনের হাতে।

আর যতোই ভুল বোঝাবুঝি হোক, মারফি আমার বন্ধু। ওর চাকরি বাঁচানো আমার দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। ওকে সাহায্য করলে মারফি আর আমার সম্পর্কও ঠিক হয়ে যেতে পারে।

না, ও ব্যাপারটা ভালোভাবে না-ও নিতে পারে। জাদু দিয়ে কিছু করলে হয়তো মেনে নেবে, কিন্তু কোনো পয়সাওয়ালা মানুষের থেকে সাহায্য নেয়া...বিশেষ করে মার্কোনের মতো পেশাদার অপরাধীর কাছ থেকে? মারফি'র এটা হজম করতে খুবই কষ্ট হবে।

একটা কাজ করা যেতে পারে এখন। হাত পা দুটোই মুক্ত আমার। আঙুল দিয়ে একটা চক্র বানিয়ে সেখানে যদি শক্তি জড়ো করি তাহলে হয়তো এই তিনজনকে শুইয়ে ফেলতে পারবো। ফুল মুন গ্যারেজের ভেতরটা বেশ বড়। লোহা লক্কড়সহ আরও নানা রকম জিনিস পড়ে আছে ফ্লোরের এখানে ওখানে। সবগুলো যদি এক করে ওদের তিনজনের দিকে ছুঁড়ে দেই তাহলেই কেল্লা ফতে।

মনোযোগ কেন্দ্রিভূত করতে শুরু করলাম। টের পেলাম এক রাশ হিমেল হাওয়া ঘরের ভেতর জড়ো হচ্ছে। এখন শুধু সব ছুঁড়ে দিতে হবে। বিড়বিড় করে বললাম: 'ভেন্টো সার্ভিটাস।'

BanglaBook.org

ঘরের ভেতর যতো জিনিসপত্র ছিলো সব মেঝে থেকে কয়েক ইঞ্চি ওপরে উঠে আবার মেঝেতে পড়ে গেলো।

মাথা ঘুরছে। কাজটা করতে গিয়ে শরীরের পুরো শক্তি প্রায় নিংড়ে নিয়েছি কিন্তু সফল হতে পারিনি। শরীরে আবার ব্যথা শুরু হয়ে গেছে। দ্রুত কয়েকটা দম নিয়ে শান্ত করলাম নিজেকে।

স্পেলটা কাজ না করলেও মার্কোনের দিকে এমনভাবে তাকালাম যেন কিছুই হয়নি। মার্কোনও ব্যাপারটা বুঝতে পারেনি। 'যাক, আপনার জাদু করার ক্ষমতাটা ঠিক আছে এখনও।' ও বলে উঠলো। 'কিন্তু তারপরও বলবো, আমার প্রস্তাবটা নিয়ে নিন। না নিলে বিপদে পড়বেন। তখন আপনাকে মি. পার্কার আর তার বন্ধুদের কাছে ছেড়ে চলে যাওয়া বাদে আর কোনো উপায় থাকবে না আমার কাছে।'

'ওকে আমি মারবোই,' পার্কার গর্জে উঠলো পাশ থেকে। 'শুনছো, মার্কোন? ছেড়ে দেয়ার জন্য ধরিনি ওকে।'

মার্কোনের মুখে আবার একটা মৃদু হাসি ফুটে উঠলো। 'আমার সাথে লাগতে আসবেন না, মি. পার্কার।' ও বললো। 'আমি যা চাই তা আমি নেবোই। এই কিন্তু শেষ সুযোগ, মি. ড্রেসডেন।' আমাকে তাড়া দিলো।

'এমন কোনো কথা দেইনি আমি তোমাকে।' পার্কার বললো মার্কোনকে। 'ওকে নিয়ে যেতে চাইলে লাশ নিয়ে যেতে হবে।' পার্কার এক হাত পিছে নিয়ে গেলো। পিছে তাকাতে দেখতে পেলাম অফিসের দরজার কাছে নাকবোঁচা ঘাপটি মেরে আছে।

'ড্রেসডেনকে নিয়ে আপনার আর মাথা ঘামাতে হবে না, মি. পার্কার।' মার্কোন বললো।

আমি সামান্য মাথা তুললাম। প্রায় ভাবলেশহীন স্বরে বললাম: 'আমি রাজি।'

মার্কোনের চোখ বড় বড় হয়ে গেলো। বিশ্বাস করতে পারছে না কথাটা। 'কী?'

'তোমার প্রস্তাবে আমি রাজি।' ঠাণ্ডা গলায় উচ্চারণ করলাম। পার্কারের দিকে চোখ রেখে বললাম: 'এই রাস্তার কুত্তাকে জিততে দেবো না আমি।'

মার্কোন এক মুহূর্ত আমার দিকে তাকিয়ে থেকে কলম বের করার জন্য পকেটে হাত ঢোকালো। চোখের দৃষ্টিতে আমাকে মেপে নিচ্ছে। ভাব দেখে মনে হলো না এখনও আমার কথা বিশ্বাস করতে পেরেছে।

BanglaBook.org

পার্কার হঠাৎ হুংকার দিয়ে উঠলো। পরমুহূর্তে ঝাঁপিয়ে পড়লো হেনড্রিকসের দিকে। হাতে ধরা রডটা চালালো হেনড্রিকসের হাত বরাবর। বিশাল শরীর হলেও হেনড্রিকস অসম্ভব ক্ষিপ্র। ঝট করে পিস্তলটা অন্য হাতে নিয়ে গেলো। অফিস রুমের দরজাতে যেন একটা বিস্ফোরণ হলো ঠিক তখনই। নাকবোঁচা ঢুকেছে। ও সোজা দৌড়ে এসে হেনড্রিকস ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো বাঘের মতো। দু-জনই একসাথে কংক্রিটের মেঝেতে পড়ে গেলো, দু-জনই পিস্তলটা দখল করার চেষ্টায় মত্ত।

'জাদুকরটা আমার!' পার্কার চিৎকার করে মার্কোনের দিকে ছুটে গেলো। মার্কোনও প্রস্তুত হলো অবিশ্বাস্য গতিতে। ওর হাতে একটা বাঁকা ছোড়া বের হয়ে এসেছে এরইমধ্যে। সেটা দিয়ে পার্কারের কব্জিতে কোপ বসালো ও। রক্ত বের হলো ছিটকে।

আমি উঠে দাঁড়িয়ে দরজার দিকে ঝেড়ে দৌড় লাগালাম। পা'জোড়া টলমল করছে। যে কোনো সময় আছাড় খেয়ে পড়ে যেতে পারি। কিন্তু থামলাম না আমি। পালাবার জন্য এর চেয়ে ভালো সুযোগ আর পাবো না। পেছনে শটগান গর্জে উঠলো, বেশ খানিকটা রক্ত ছিটকে এসে লাগলো সিলিংয়ে। কে মারা গেলো দেখার জন্য ঘুরেও তাকালাম না, সোজা এসে দরজা খুললাম। থামলেই মরবো।

বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে। সেটা খেয়াল করলাম না। কিন্তু আমার থেকে পাঁচ ফিট সামনে দাঁড়ানো মানুষটাকে খেয়াল করতেই হলো।

এজেন্ট ডেন্টন।

ওর পেছনে এজেন্ট উইলসন আর এজেন্ট বেন দাঁড়ানো। আমাকে দেখে বিস্ময় সবার মুখ হাঁ হয়ে গেলো।

তবে সামলে নিতে সময় বেশি সময় নিলো না ওরা। ডেন্টন চেঁচিয়ে উঠলো, 'পালাতে দিও না ওকে, মেরে ফেলো।'

বেনের চোখ জ্বলে উঠলো। সাপের মতো হিসিয়ে উঠে জ্যাকেটে পকেটে হাত দিলো ও। উইলসনও তাই করলো। কিন্তু দু-জনের একজনও পিস্তল বের করলো না।

তার বদলে ওদের শরীরের আকৃতি বদলাতে শুরু করলো। আঙুলগুলো বেঁকে, চ্যাপ্টা হয়ে যেন ঢুকে গেলো তালুর ভেতর। মুখের অংশটা ছুঁচলো হয়ে বেরিয়ে আসতে শুরু করলো চেহারা থেকে। কানদুটো লম্বা হতে লাগলো। লোমে ঢেকে গেলো পুরো শরীর।

BanglaBook.org

ওরা দু-জনই নেকড়ে হয়ে গেছে।

লেজসহ দু-জনই এখন ছয় ফুটের বেশি লম্বা হবে, উচ্চতায় ওরা আমার পেটের কাছাকাছি। পুরো শরীরটা নেকড়ের হলেও চোখজোড়া এখনও মানুষের মতো। নিষ্ঠুর, রক্তপিপাসু দৃষ্টি সে চোখে। ডেন্টন ওদের দু-জনের মাঝে দাঁড়িয়ে আছে, চোখে নীরব উল্লাস। আমার দিকে আঙুল তুলে হিসহিস করে কিছু একটা বললো, সাথে সাথে নেকড়েজোড়া এগিয়ে আসতে লাগলো সামনে।

গ্যারেজের দরজাটা সবে খুলেছিলাম বেরিয়ে যাবার জন্য, অবস্থা বেগতিক দেখে দড়াম করে আবার লাগিয়ে দিলাম। নেকড়ে দুটো ঝাঁপিয়ে পড়লো দরজার ওপর, একের পর এক আঘাত করে যেতে লাগলো পাল্লার গায়ে।

টের পেলাম আমার পেছনে কেউ নড়ছে। একটা যান্ত্রিক 'ক্লিক-চাক' শব্দ কানে এলো আমার। দ্রুত সরে গেলাম এক পাশে।

পরমুহূর্তে হেনড্রিকস ট্রিগারে চাপ দিলো। শটগানটা থেকে গুলি ছুটে এসে দরজায় আমার মুখের সমান বড় একটা গর্ত সৃষ্টি করলো। অন্ধকারে কোথাও থেকে এখনও পার্কারের গর্জন শুনতে পাচ্ছি। ধীরে ধীরে হামাগুড়ি দিয়ে কয়েকটা গাড়ির আড়ালে চলে এসে নিঃশব্দে গ্যারেজের পেছনদিকে ছুট লাগালাম।

সেখানে এসে একটা গাড়ির পেছনে একটা টুলবক্স দেখতে পেলাম। ওখান থেকে তুলে নিলাম একটা রেঞ্চ। ধাতব যন্ত্রটার ভালোই ওজন আছে। হাজার হোক, একদম নিরস্ত্র থাকার চেয়ে অন্তত একটা অস্ত্র থাকা ভালো। আমার জাদুক্ষমতা এখন প্রায় শূন্যের কোঠায়। কিছু একটা দিয়ে তো আত্মরক্ষা করতে হবে।

বাইরে হঠাৎ করেই অন্তত এক ডজন এঞ্জিনের শব্দ শুনতে পেলাম। পরমুহূর্তে আকাশভাঙা শব্দে শুরু হলো গোলাগুলি।

স্ট্রিট-উলভ্‌স দলের অন্যরা চলে এসেছে।

এক মুহূর্ত পর গ্যারেজের ভেতরে বাইরে পুরোটাই যেন কুরুক্ষেত্র হয়ে উঠলো। জানোয়ারগুলোর হিংস্র চিৎকারে ভারি হয়ে গেলো বাতাস, চলতে লাগলো একের পর এক গুলি।

এই নরক থেকে বের হবো কিভাবে?

BanglaBook.org

অধ্যায় ২৪

এরকম একটা পরিস্থিতিতেও হাসি এলো আমার। গত কয়েকদিন ধরে শুধু একটার পর একটা বিপদে পড়ছি, আর ভাবছি এর চেয়ে খারাপ আর কিছু হতে পারে না। কিন্তু বিধি প্রতিবারই ভুল প্রমাণ করছে আমাকে।

কোনো রাস্তা মাথায় আসছে না, কোনো বুদ্ধি পাচ্ছি না। মৃত্যু ওঁত পেতে আছে চারিদিকে। ঠিক আছে, সবাই মারা যায়। কেউ আগে, কেউ পরে। আমিও মরবো। তবে এখান থেকে বাঁচতে পারলে একটা জিনিস নিশ্চিত: শুধু জাদুর ওপর ভরসা করে কোনো বিপদে ঝাঁপ দিচ্ছি না আমি আর। আজ জাদু কোনো উপকারে আসছে না আমার। এই দুর্বল অবস্থায় জাদু করা সম্ভব নয়।

কিন্তু জাদু সরিয়ে নিলে আমার আর কী বাকি থাকে? আমি একজন জাদুকর। এটা শুধু একটা পেশা না, শুধু একটা পদবিও নয়। জাদু এমন একটা জিনিস যেটা আমার শরীরের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ছড়িয়ে আছে। অথচ–

মেঝেতে শুয়ে ছিলাম রেঞ্চ আঁকড়ে। হঠাৎ দেখতে পেলাম মার্কোন গ্যারেজের একটা ট্রাকের দিকে ছুটে গেলো। একটু পরে হেনড্রিকসও ওর পিছু নিলো। পরমুহূর্তে ইঞ্জিনের গর্জন ছেড়ে গ্যারেজের দরজা ভেঙে বেরিয়ে গেলো ট্রাকটা।

বাইরে স্ট্রিট উলভস অপেক্ষা করছিলো। ওদের দিকে হেনড্রিকস বেশ কয়েক রাউন্ড গুলি চালালো ওর শটগান থেকে। জবাবে স্ট্রিট-উলভ্‌সরাও গুলি ছুঁড়লো। মনে হলো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কোনো দৃশ্যে আটকে গেছি আমি, প্রচণ্ড শব্দে কানা তালা ধরে গেলো প্রায়।

মার্কোনদের ট্রাকটা গর্জন তুলে দৃষ্টিসীমার বাইরে চলে গেলো।

তারপর এফবিআই এজেন্ট আর স্ট্রিট উলভস গ্যাং ফিরলো একে অপরের দিকে।

ডেন্টনের হাতের অস্ত্রটা এফবিআই এজেন্টদের জন্য বিশেষভাবে বানানো। দূর থেকে দেখে উজি সাবমেশিনগান বলে মনে হচ্ছে। দরজা দিয়ে ঢুকতে ঢুকতে টানা গুলি চালিয়ে তিন স্ট্রিট উলফকে ছিন্নভিন্ন করে দিলো ও। আরও কয়েকজন স্ট্রিট উলভসের লাশ পড়ে আছে রাস্তার ওপর।

BanglaBook.org

এদেরকে দুই নেকড়ে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছে। আমার এখনও বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে যে এই নেকড়েরা কিছুক্ষণ আগেও এফবিআইয়ের দুই এজেন্ট ছিলো।

অন্ধকারে কোথাও থেকে পার্কার চিৎকার করে কিছু একটা আদেশ করলো। একইসময়ে ডেন্টন ওর উজি রিলোড করবার জন্য জ্যাকেটের পকেটে হাত ঢোকালো। নতুন ম্যাগাজিন বের করে আনবে। ওর পেটের কাছে একটা জিনিস দেখতে পেলাম। ভবিষ্যতের জন্য নোট করে রাখলাম সেটা মনে মনে। যদি কোনো ভবিষ্যত থেকে থাকে আমার আর কী।

লুকিয়ে থেকে একের পর এক মৃত্যু দেখে যেতে লাগলাম। মনে মনে প্রার্থনা করে চলেছি যেন একটা ফাঁক খুঁজে পাই। ডেন্টন আর পার্কারের চোখ এড়িয়ে গ্যারেজ থেকে বেরিয়ে চলে যেতে পারি। কিন্তু কোনো সুযোগ পেলাম না। যুদ্ধ চলতেই থাকলো। অনন্তকাল ধরে। অসীম সময় ধরে। যদিও আমি জানি, মাত্র কয়েক সেকেন্ড পেরিয়েছে এর মধ্যে।

গোড়ালির কাছে একটা শব্দ হলো। চমকে উঠলাম আমি। আবার হলো শব্দটা। একটু খেয়াল করতে টের পেলাম, মেঝে থেকে আসছে। মেঝের এক জায়গায় একটা বেশ বড়সড় ফাটল, ওখান থেকেই আসছে শব্দটা।

কিছু একটা মাটি ভেদ করে, কংক্রিট ভেঙে গ্যারেজে ঢুকতে চাইছে। তাও ঠিক আমার নিচে। ভয়ের একটা শিহরণ বয়ে গেলো শরীর জুড়ে। তবে অসহায়ত্ব থেকে মানুষের ভেতর এক ধরনের রাগ আসে। আমারও এলো। একটু সরে গিয়ে হাতের রেঞ্চটা তুলে ধরলাম। যে-ই বের হয়ে আসুক না কেন, বিনা লড়াইয়ে প্রাণ দিতে রাজি না আমি।

আবছায়ার মধ্যে দিয়ে একটা অবয়ব দেখতে পেলাম। অন্ধকার হলেও অবয়বটা কার চিনতে মোটেও সময় লাগলো না আমার। একটা থাবা, নিশ্চিত কোনো নেকড়ের। রেঞ্চটা আগেই তুলে ধরেছি, সোজা নামিয়ে আনলাম ওটার ওপর। কোনো ছাড় দেবো না কাউকে।

ব্যথা পেয়ে আবার থাবাটা গর্তে ঢুকে গেলো। মৃদু একটা গর্জন ছাড়ল জানোয়ারটা। আমি হিসিয়ে উঠলাম, 'আরেকবার শুধু চেষ্টা করে দেখো, খুন করে ফেলবো।'

এক মুহূর্ত নীরব কাটলো। তারপর তিরা ওয়েস্টের গলা ভেসে আসল নিচ থেকে। 'জাদুকর,' ফিসফিস করে বললো ও। 'উঠে আসতে দাও আমাকে।'

BanglaBook.org

আমার ভ্রু কুঁচকে উঠলো। আর কতোকিছু হবে এইটুকু সময়ের মধ্যে? 'তিরা? তুমি? আমি এখানে আছি জানলে কিভাবে?'

'তুমিই একমাত্র মানুষ যার সাথে আমার সরাসরি দেখা হয়েছে, কথা হয়েছে, কাজ করেছি,' তিরা মৃদু গর্জনের সুরে বললো। 'আর তুমি কিনা আমার হাত ভেঙে দিতে চাইছো?' বাইরে থেকে আরও কয়েক রাউন্ড গুলির শব্দ ভেসে এলো। 'আমার সাথে আরও কয়েকজন আছে। ওদের আবার মারতে যেও না।'

'কারা?'

উত্তর দিলো না ও। মাটি খুঁড়বার আওয়াজ শুরু হয়েছে আবার। পুরো ঘরটাতে একবার দৃষ্টি ঘুরিয়ে আনলাম। স্ট্রিট-উলভসসের কয়েকজন গ্যারেজের দরজার দিকে এগিয়ে আসছে। 'দরজা' বললে একটু বেশি হয়ে যায় অবশ্য এখন, মার্কোন ওদিকের দেয়াল ভেঙে বেরিয়েছে গাড়ি নিয়ে, দেয়ালের অর্ধেকটাই আর নেই এখন।

স্ট্রিট-উলভ্সের মধ্যে লানাকেও দেখতে পেলাম। ও এগিয়ে আসতে আসতে হঠাৎ থেমে গেলো। তারপর যেন কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগলো ওর শরীর। রক্তের ছোপ ফুটে উঠতে লাগলো লানার পোশাকে।

ডেন্টন। ও সাবমেশিনগান দিয়ে প্রায় ছিন্নভিন্ন করে দিলো লানাকে। লাশটা পড়ে যাবার পর ওকে দেখে চিনবার আর কোনো উপায় রইলো না।

এফবিআই এজেন্টরা গ্যারেজের ভেতর ঢুকে পড়েছে। আমার পায়ের নিচে খোঁড়াখুড়ির আওয়াজটা আসছে এখনও। একটু পর থেমে গেলো সেটা। মৃদু কয়েকটা গর্জন শুনতে পেলাম নিচে। গাল দিয়ে উঠলাম বিড়বিড় করে।

'তিরা,' ফিসফিস করে যতো জোরে বলা যায় ততো জোরেই বললাম। 'হচ্ছেটা কী?'

জবাবে আরেকটা গর্জন ভেসে আসল। আমি দ্রুত সরে গেলাম ওখান থেকে। সাথে সাথেই নিচ থেকে একটা ফ্ল্যাশলাইট ওপর দিকে তাক করলো কেউ একজন। 'ওই মাগীটাই এটা,' ডেন্টন গর্জে উঠলো। 'রজার বাইরে থেকে ধরেছে ওকে।'

চমকে উঠলাম আমি। তারমানে তিরা ধরা পড়ে গেছে এফবিআইয়ের হাতে। শিট! ডেন্টনের পাশ থেকে বেন বলে উঠলো এবার: 'পার্কার এখনও এখানে আছে। তারমানে জাদুকরটাও আছে। আমি ওদের গন্ধ পাচ্ছি বেশ ভালোমতোই।'

BanglaBook.org

'বাল!' ডেন্টন আবার গর্জে উঠলো। 'জাদুকরটা খুব বেশি জেনে ফেলেছে। উইলসন, রজারকে সাহায্য করতে যাও।'

'আর আমি কী করবো, ডার্লিং?' বেন আদুরে সুরে হেসে জিজ্ঞেস করলো। কণ্ঠস্বরে অদ্ভুত মাদকতা, যেন কামাচ্ছন্ন।

'তুমি আর আমি এখানেই থাকব। আমি দরজা কভার করছি। ওদেরকে আমার দিকে ধাওয়া করে নিয়ে আসবে তুমি।'

'আমার সাথে এসো,' বেন বললো। 'নেকড়ে হও তুমি। তোমাকে নেকড়ে হিসেবে খুব ভাল লাগে।'

ডেন্টনের মুখে একটা হাসি ফুটে উঠলেও ও না করলো। 'উহুঁ! কেউ একজন বন্দুক নিয়ে দরজা কভার করাটা ভালো হবে।'

'এতো ভালো লাগবে না।' বেন আগের মতোই আহ্লাদি সুরে বললো। 'এসো না আমার সাথে।'

আমি একটু উঠে দাঁড়িয়ে উঁকি দিলাম ওদের দিকে। বেন ডেন্টনের গলা জড়িয়ে ধরে চুমু খেতে শুরু করে দিয়েছে। দেখতে না পেলেও জানি উইলসন আশেপাশেই কোথাও দাঁড়িয়ে আছে।

চুমু শেষে বেন হেসে উঠলো। 'চলো, রূপ বদলাও।'

অন্ধকার এক কোণ থেকে হঠাৎ গর্জন ছেড়ে বের হয়ে এলো পার্কার। এক হাত আহতভাবে ঝুলছে একপাশে, আরেকহাতে একটা বড়সড় ছুঁড়ি ধরা। ডেন্টন আর বেন শুধু একবার চোখ তুলে তাকাল, পরমুহূর্তে দু-জনই একসাথে নেকড়েতে রূপান্তরিত হয়ে গেলো। তারপর পারকারের সাথে হানাহানি শুরু হয়ে গেল নেকড়েগুলোর।

বেশিক্ষণ টিকতে পারলো না পার্কার। বড়জোড় তিন মিনিট হবে। তারপর একটা রক্তভেজা মাংসপিণ্ড ছাড়া আর কিছুই দেখতে পেলাম না। পার্কারকে শুধু মেরেই শান্ত হলো না নেকেড়গুলো, ক্ষতবিক্ষত লাশটা খেতে শুরু করে দিলো। পুরো দৃশ্যটা দেখে তলপেটে একটা শূন্য অনুভূতি হলো আমার, মনে হলো এক্ষুণি বমি করে দেবো।

তবে সামলে নিলাম। ভাগ্য ভালো পেটে কিছু পড়েনি বেশ কিছুক্ষণ যাবত। নইলে আর সামলানো সম্ভব হতো না। হাতের রেঞ্চটা দিয়ে মেঝেতে করা গর্তটা বড় করতে শুরু করে দিলাম। নেকড়ের পেটে যাবার কোনো শখ নেই আমার।

বেশিক্ষণ লাগলো না গর্তটা বড় করতে। যখন মনে হলো এবারে বেরিয়ে যেতে পারবো, আর দেরি করলাম না। সুড়ঙ্গ দিয়ে গ্যারেজের

BanglaBook.org

বাইরে বেরিয়ে এলাম। আহত কাঁধটার জন্য একটু কষ্ট করতে হলো অবশ্য। বের হবার আগমুহূর্তে বেশ কয়েকটা হিংস্র গর্জন শুনতে পেলাম।

গর্তটা থেকে বের হতে নিজেকে আবিষ্কার করলাম গ্যারেজের পেছনের একটা অন্ধকার গলির ভেতর। দূরের রাস্তা থেকে সামান্য ল্যাম্প পোস্টের আলো ভেসে আসছে কেবল সেখানে।

গলিটার চতুর্দিকে শুধু নেকড়ে আর নেকড়ে।

তিনটা নেকেড়ে তিরা ওয়েস্টকে চারদিক থেকে ঘিরে রাখছে, যেন পাহারা দিচ্ছে। তিরা নগ্ন অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে ওদের মাঝে, হাতে একটা লম্বা পাইপের মতো কিছু একটা ধরা। এদের চেয়ে বড় একটা নেকড়ে, পুরো শরীর রক্তে মাখামাখি হয়ে আছে ওর–তিরাদের দিকে আগে বাড়ছে একটু একটু করে।

'বেশি সময় নিয়ে ফেলেছো, জাদুকর,' তিরা আমার দিকে না তাকিয়েই তিক্ত স্বরে বললো।

আমি উঠে দাঁড়িয়ে রেঞ্চটা হাতে শক্ত করে ধরলাম মাথা নাড়লাম। 'তিরা, ভাগতে হবে এখান থেকে। ডেন্টন আর ওর দুই চেলা যেকোনো মুহূর্তে চলে আসবে।'

'যাও তুমি,' জবাবে বললো ও। 'ম্যাকফিনকে সাহায্য করো, আমি ওদের আটকে রাখছি।' বড় নেকড়েটা অবিকল মানুষের মতো করে হেসে উঠলো। সাথে সাথে ছোট নেকেড়ে তিনটা ওটার দিকে ছুটে গেলো। বড় নেকড়েটাও একটা গর্জন করে এগিয়ে আসতে লাগলো। ছোট নেকড়ে তিনটা আর আগানোর সাহস পেলো না, দাঁড়িয়ে পড়লো ওখানেই।

'তুমি আটকাতে পারবে না সবাইকে,' আমি বললাম। 'এটার মতো আরও তিনটা আছে।'

'আমি এদেরকে ছেড়ে যেতে পারবো না,' কথাটা বলে মাটিতে পড়ে থাকা কয়েকটা আহত নেকেড়ের দিকে তাকালো ও।

আমি গাল দিয়ে উঠলাম। তিরাকে দরকার আমার। আর মেয়েটা কিনা আমাকে বাঁচাবার জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করতে চাইছে। ডেন্টন আর ওর চেলাদের খুব বেশি সময় আটকে রাখতে পারবে না ও কিন্তু আমাকে সময় দিতে পারবে। সেটাই চাইছে। কিন্তু আমি সেটা হতে দিতে পারি না। এরইমধ্যে যথেষ্ট মানুষকে নিজের চোখের সামনে মরতে দেখেছি, আমার জন্য আর কেউ মারা যাক সেটা হতে দিতে পারি না আমি।

BanglaBook.org

ভয়ের চেয়ে এখন আমার মাঝে রাগের পরিমাণ অনেক অনেক বেশি। অনেক হয়েছে ভাঁওতাবাজি, সবাই শুধু একের পর এক আমাকে ব্যবহার করে গেছে। আর নয়, এবার নিজের ইচ্ছায় চলব আমি। অনেক মানুষ মারা গেছে, অনেকেই আহত হয়েছে। অথচ আমার কাজ ছিল এসব যেন না হয় তা নিশ্চিত করা। এখন আর কিছু যায় আসে না তাতে, যা হওয়ার হয়ে গেছে, কিন্তু আর কিছু যেন না হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। হতে পারে আমার জাদুশক্তি এখন কাজে লাগাতে পারব না কিন্তু তাতে কী? অভিজ্ঞতা থেকে তো আর এতোদিন কম জিনিস জানতে পারিনি। আর একজন জাদুকরের মূল শক্তিই তো তাই।

অভিজ্ঞতা থেকে কয়েকটা জিনিস আমার জানা আছে ভালো করে।

জ্ঞানই শক্তি।

আর শক্তি মানেই দায়িত্ব।

পুরো বিষয়টা এখন অনেক বেশি সহজ মনে হচ্ছে। রেঞ্চটা হাতে ধরে বড় করে একটা শ্বাস নিয়ে সামনে এগিয়ে গেলাম। বড় নেকড়েটা সাথে সাথে টের পেল সেটা। মুহূর্তে উলটো ঘুরে আমার দিকে লাফ দিলো। চোখের পাতা ফেলবার আগেই আমার ওপর ঝাঁপিয়ে সোজা মাটিতে পড়ে আমার গলা কামড়াবার জন্য ওর ঝকঝকে দাঁতগুলো এগিয়ে আনল। তিরা চিৎকার করে উঠলো, একইসাথে অন্য নেকড়েগুলো আমাকে বাঁচাবার জন্য দৌঁড় শুরু করলো। তাতে অবশ্য কোন লাভ হবে না, ওরা পৌঁছাবার বহু আগেই আমার গলা ছিড়ে নেবে এই জানোয়ারটা। তবে আমার প্যান একটু অন্যরকম।

আমি রেঞ্চটা নিয়ে সোজা নেকেড়েটার দুই চোয়ালের মধ্যে ঢুকিয়ে দিলাম। নেকড়েটা গর্জন করে উঠে এক ঝটকায় আমার হাত থেকে রেঞ্চটা নিয়ে মুখ দিয়েই একদিকে ছুঁড়ে ফেলল।

আমার কাছে মনে হলো, পুরো দৃশ্যটা যেন স্লো মোশনে দেখতে পেলাম। নেকড়েটার শক্তি, গতি এতোটাই তীব্র যে চমকে উঠলাম। দূরের ল্যাম্পপোস্টের আলোয় আবার চকচক করে উঠতে দেখলাম নেকড়েটার দাঁতগুলো, আমার গলা বরাবর নেমে আসছে সেগুলো।

BanglaBook.org

অধ্যায় ২৫

নেকড়েটার দাঁতগুলোতে রক্ত লেগে আছে, মুখের লালা সেই রক্তের সাথে মিশে টুপ টুপ করে পড়ছে। নেকড়েটা আমার গলার দিকে দাঁতগুলো এগিয়ে আনতেই হাত দিয়ে ওটাকে আমার ওপর থেকে ঠেলে সরাবার ব্যর্থ প্রয়াসে লেগে গেলাম।

কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না, নেকড়েটার দাঁতগুলো আমার গলা বরাবর নেমে আসছেই। হাত দিয়ে আর আটকে রাখতে পারছি না জানোয়ারটাকে, পিছলে যাচ্ছে ওটার মসৃণ চামড়া। হঠাৎ করেই হাতে চামড়ার একটা বেল্ট এসে লাগল। সাথে সাথে যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল আমার শরীরে। এক টানে বেল্টটা নেকড়েটার গলা থেকে খুলে নিলাম।

পর মুহূর্তেই আমার শরীরের ওপর হামাগুড়ি দেয়া অবস্থায় এফবিআইয়ের ফরেনসিক স্পেশালিস্ট, রজার হ্যারিস'কে দেখতে পেলাম। বিস্মিত চোখে আমার দিকে তাকিয়ে থাকল ও, মুখ থেকে এখনো রক্ত ঝরছে।

'সরে যা আমার ওপর থেকে জানোয়ার,' গর্জে উঠে হাঁটু দিয়ে ওর গোপনাঙ্গের কাছে আঘাত করলাম।

চিৎকার করে আমার ওপর থেকে সরে গেলো ও, একইসাথে জ্যাকেটের ভেতর হাত ঢুকিয়ে দিয়েছে একটা। কিন্তু পিস্তল বের করতে দিলাম না। এক হাত দিয়ে চেপে ধরলাম। তলপেটে আর একটা লাথি দিয়ে দু'হাতে ওর দুই কান মুচড়ে ধরে মাথাটা নিচের পাথুরে রাস্তার সাথে বারংবার বাড়ি খাওয়াতে লাগলাম। একটু পর নিস্তেজ হয়ে গেল ও, জ্ঞান হারিয়েছে।

ওকে ছেড়ে দিয়ে পেছনে তিরা আর বাকি নেকড়েগুলোর দিকে তাকালাম। এগিয়ে আসছে ওরা সবাই, সবার চোখে যেন খুনের নেশা জ্বলজ্বল করে উঠছে। এরকম খুনেদের আমার দলে চাই না আমি।

'পিছু হটো সবাই,' গর্জে উঠলাম আমি।

'ওকে আমাদের কাছে ছেড়ে দাও,' তিরা বলে উঠলো। 'ওর প্রাপ্যটা ওকে বুঝিয়ে দিই।'

BanglaBook.org

'তারচেয়ে বরং আহতদের সাহায্য করতে যাও,' শান্ত স্বরে বললাম আমি।

'ওর মুখ থেকে আমাদের রক্ত ঝরছে,' তিরা জবাব দিলো, একইসাথে অন্য নেকড়েগুলো গর্জন করে উঠলো।

'এখন আর ঝড়াতে পারবে না। ওকে মারলেই তোমার আহত লোকগুলো সুস্থ হয়ে যাচ্ছে না।'

'তুমি বুঝতে পারছো না, জাদুকর,' তিরা গর্জে উঠলো এবার। 'আমরা এভাবেই কাজ করি।'

আমি আস্তে করে উঠে দাঁড়ালাম। 'আমি বুঝতে পেরেছি,' একদমই নিচু গলায় বললাম, 'তোমরা আমাকে আরও রাগিয়ে দিতে চাও।' তিরার দিকে কঠোর দৃষ্টিতে তাকালাম। 'যথেষ্ট খুনোখুনি ইতিমধ্যে হয়ে গেছে। ওকে যদি খুন করো তাহলে ওর আর তোমাদের মধ্যে পার্থক্যটা থাকল কী?'

'পার্থক্য থাকবে,' তিরা বললো। 'ও তখন মৃত থাকবে আর আমরা জীবিত।'

'সেক্ষেত্রে আগে আমার সাথে লড়তে হবে তোমাদের।'

দীর্ঘ একটা মুহূর্ত একে অপরের দিকে তাকিয়ে থাকলাম আমরা।

টের পেলাম রাগে ওর শরীর কাঁপছে কিন্তু নিজেকে সামলে নিল ও। 'তোমার যা ইচ্ছা, জাদুকর,' নীরবতা ভেঙে দিয়ে বললো ও। 'তোমার সাথে লড়বার মতো সময় আমার কাছে নেই। বাকিরা ছুটে আসছে, আমরা সবাই আহত। লড়বার মতো অবস্থা এখন আর নেই।'

আমি মাথা ঝাঁকিয়ে বাকি তিন নেকড়ের দিকে তাকালাম। 'আর কেউ?' ওদের উদ্দেশ্য করে বললাম। সবাই পিছিয়ে গেল, আমার দিকে তাকালোও না কেউ। 'ঠিক আছে তাহলে,' আমি বললাম। উলটো ঘুরে হ্যারিসের পিস্তল আর নেকড়ে-চামড়ার বেল্টটা নিয়ে নিলাম। 'আশেপাশে কোনো গাড়ি আছে তোমাদের?'

'আছে,' তিরা বললো। 'জর্জিয়া।'

একটা নেকড়ে উঠে দাঁড়িয়ে মানুষে রূপান্তর হয়ে গেল। বাদামি চুলের এক মেয়ে, অল্পবয়সি কিন্তু দেখতে বেশ সুন্দর। 'আমি উনাকে বলে ফোর্টি নাইন স্ট্রিটের কাছে গাড়ি নিয়ে আসছি। ওদের নিয়ে যেতে পারবেন রাস্তা পর্যন্ত?'

BanglaBook.org

'পারবো,' তিরা বললো। 'সবাই নিজেদের রূপে ফিরে এসো।' একে একে অন্য নেকড়েগুলোও মানুষে রূপান্তর হয়ে গেল। সবাই নগ্ন, কারও পরনে এমন কী একটা সূতোও নেই।

হ্যারিসের পিস্তলটা হাতে ধরে সবার দিকে নজর রাখলাম আমি। তিরা আর দুই জন ছেলে মিলে হ্যারিসের জ্ঞান ফেরাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। বেশিক্ষণ লাগলো না ছেলেটার জ্ঞান ফিরতে। জ্ঞান ফিরবার সাথে সাথেই হাঁটু গেড়ে ছেলেটার পাশে বসে মুখে বিরাশি সিক্কার একটা ঘুষি বসিয়ে দিলাম। তারপর একদম শান্ত কণ্ঠে বললাম, 'একদম চুপ, কোন নড়াচড়া করবে না।'

ছেলেটা বিস্মিত চোখে আমার দিকে তাকিয়ে থাকল।

'আমি কয়েকটা প্রশ্ন করবো খোকা। আমার ধারণা ঠিক থাকলে উত্তরগুলো আগেই পেয়ে গেছি, স্রেফ মিলিয়ে নেবো তোমার সাথে। যদি উলটোপালটা কিছু বলতে যাও তো পয়েন্ট ব্ল্যাংক রেঞ্জে তোমার পিস্তলের ম্যাগাজিনটা তোমার কপালেই শেষ করবো। বুঝতে পেরেছো?'

জবাব দেবার সময় হ্যারিসের মুখটা ব্যথায় বিকৃত হয়ে উঠলো। 'আমাকে খুন করলে ডেন্টন তোমাকে ছেড়ে কথা বলবে না।'

'বালের আলাপ বন্ধ করতে পারো, রজার,' আমি বললাম, কণ্ঠস্বরে বিরক্তি এনে রেখেছি ইচ্ছে করেই। 'ডেন্টন এমনিতেও আমাকে খুন করতে চায়। আমি তোমাকে এখন খুন করলেও সে একই জিনিসই চাইবে। কাজেই তোমাকে খুন করার মধ্যে আমি কোন বাঁধা দেখি না।'

রজার মুখটা আবার বিকৃত হয়ে গেল। 'বেল্টের ব্যাপারে কীভাবে জানতে পারলে?'

'অনুমানের কাজটা আমি খুব ভালো পারি। তোমরা নিজেদের রূপ বদলাবার আগে সবাইকে খুব ভালো করে লক্ষ্য করেছি আমি। সেরাতে এজেন্ট বেন যখন ওর পকেটে হাত ঢোকাচ্ছিল তখন ওই বেল্ট বের করতেই ঢুকিয়েছিল কিন্তু সবার সামনে সামলে নেয় নিজেকে, বেল্টের পরিবর্তে পিস্তল বের করে। ঠিক তো?'

হ্যারিস আস্তে করে মাথা ঝাঁকাল।

'তোমরা হেক্সেনউলফ,' আমি বললাম। 'তারমানে নিজেদের রূপান্তরের শক্তি যোগাড় করবার জন্য কারও সাথে চুক্তি করতে হয়েছে তোমাদের। কার সাথে?'

BanglaBook.org

'আমি জানি না,' হ্যারিস জবাব দিলো। 'ঈশ্বরের দোহাই! আমি আসলেই জানি না। পুরো ব্যাপারটা ডেন্টন সামলেছে।'

আমি চোখ ছোট ছোট করে তাকিয়ে পিস্তলটা ওর কপালে ঠেকালাম।

'প্লিজ,' মিনতি করলো ও। 'আমি কিচ্ছু জানি না এ ব্যাপারে। খোদার কসম। ডেন্টন এই ব্যাপারটা সামলিয়েছে। ও শুধু আমাদেরকে কাজটা করার অফার দিয়েছিল আর আমরা করেছি। এর ফল যে এরকম হবে আমি জানতাম না।'

'এরকম বলতে কী বোঝাতে চাচ্ছো, রজার?' আমি জিজ্ঞেস করলাম। 'শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যতোটুকু সম্ভব ছোট করে বলবে।'

'মার্কোন,' ও জবাব দিলো। 'ও মার্কোনের পিছে লেগেছিলো।'

'মানে ওকে খুন করতে চাইছিলো?'

'ও আমাদের বলেছিল এছাড়া আর কোনভাবে মার্কোনকে মারা সম্ভব না। আর মার্কোনের মতো বিষফোঁড়া এ শহরে আর একজনও নেই। কথাটা ভুল বলেনি ও। মার্কোন দিন দিন তার অপরাধের মাত্রা বাড়িয়েই চলেছে এমনকি জাতীয় পর্যায়েও ওর বেশ কিছু অপরাধ সংঘটিত করে ফেলেছে। ওকে স্বাভাবিকভাবে ধরতে পারা সম্ভব নয় এখন।'

'সেজন্য তোমরা বেল্ট ব্যবহার করে ওকে ধরতে চাইলে?'

রজার মাথা ঝাঁকালো। 'কিন্তু সেক্ষেত্রে প্রমাণ থেকে যেত। কেউ বিশ্বাস করতো না মার্কোনের মতো একজন বুনো কুকুরের কামড়ে মারা গিয়েছে। পুরোদমে তদন্ত হতো, আমরা ধরা পড়ে যেতাম।'

ব্যাপারটা বুঝতে পেরে ঘৃণায় আমার মুখ লাল হয়ে গেলো। 'সেজন্য তোমরা দোষটা অন্য কারও ঘাড়ে চাপাবার পরিকল্পনা করলে। স্ট্রিট-উলভসদের কী?'

'ওদের চেয়ে ভালো আর কে হতে পারতো?'

'মাছের তেলে মাছ ভাজা। কিন্তু এ কাজ করতে গিয়ে যে নিরপরাধ মানুষগুলো মারা পড়লো তাদের ব্যাপারে কী বলবে?'

'রূপান্তরটা হয়ে যাবার পর আমাদের মাঝে আর মনুষত্ব বলে কিছু থাকে না, মি. ড্রেসডেন। তখন আমরা স্রেফ হিংস্র পশু হয়ে যাই।'

'সেটাই দেখলাম।' তিক্ত স্বরে বললাম আমি।

'প্রথমে আমরা নিরপরাধ কাউকে মারতে চাইনি। অপরাধিদের পিছু নিয়ে কেবল তাদের মারতাম। কিন্তু হঠাৎ করে কয়েকজন আমাদেরকে

BanglaBook.org

দেখে ফেলল। আর কোন উপায় না পেয়ে ওদের খুন করলাম আমরা। বিষয়টা কতোটা রোমাঞ্চকর আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না, মি. ড্রেসডেন।'

'আর তারপর বারবার এই একই কাজ করে যেতে লাগলে,' আমি বললাম। 'নিষ্পাপ, নিরপরাধ মানুষগুলো বারবার ভুল জায়গায় চলে এলো আর তোমরা তাদের খুন করতে লাগলে।'

হ্যারিস অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে আস্তে করে মাথা ঝাঁকালো। 'ডেন্টন বলছিল আমরা এই খুনগুলোও স্ট্রিট-উলভ্‌সদের নামে চালিয়ে দিতে পারব। আমরা ওর কথামতোই কাজ করছিলাম।'

আমি মাথা নাড়লাম। 'কিন্তু এরমধ্যে ম্যাকফিন আসল কীভাবে?'

'ডেন্টন,' একই লোকের ওপর ও দোষ চাপিয়ে গেল। 'ডেন্টন বলেছিল আরও একজনের ওপর দোষটা চাপানো যেতে পারে, সেক্ষেত্রে কেউ আর সামান্যতম সন্দেহও করবে না আমাদের। সেই লোকটা ছিল ম্যাকফিন। আমরাই ওর বাড়িতে গিয়ে ওর চক্র নষ্ট করে দিয়ে আসি। পরদিন রাতে...পরদিন রাতে আরও মানুষ মারা যায় এর ফলে। আর আমরাও এক ফাঁকে মার্কোনের বিজনেস পার্টনারকে খুন করে আসি। ওর ওপর দোষ চাপানো খুব সহজ হয়ে যায় এর ফলে।'

'এরপর তোমরা এক মাসের মতো একদম চুপ থাকলে।'

হ্যারিস মাথা ঝাঁকালো। 'ডেন্টন বেল্টগুলো নিয়ে নিয়েছিল আমাদের থেকে। আমাদের অবস্থা এরপর দিনকে দিন খারাপ হতে লাগল। বেন তো প্রায় পাগলই হয়ে গিয়েছিল একারণে। উইলসনের অবস্থাও যে খুব একটা ভালো ছিল তা না। তবে এক মাসের মতো টিকে ছিলাম আমরা।'

'এরপর এসে ভার্সিটিতে মার্কোনের বডিগার্ডকে খুন করলে?'

হ্যারিসের চোখ উজ্জ্বল হলো আগের চেয়ে। 'মৃত্যুটা ওর প্রাপ্য ছিল। এমন কোন পাপ কাজে নেই যা ও করেনি। অথচ কোর্ট ওর কিচ্ছু করতে পারছিলো না।'

'হতে পারে অনেক খারাপ কাজ করেছে ও। কিন্তু তোমরা ওর বিচার করার কে?'

'আমরা না করলে করবেটা কে?' ও পালটা প্রশ্ন করলো। 'আমাদের হাতে ক্ষমতা ছিলো, আমরা স্রেফ সেই ক্ষমতার ব্যবহার করেছি।'

শরীরের ভর এক হাঁটু থেকে আরেক হাঁটুর ওপর নিলাম। 'আমি

BanglaBook.org

তোমার সাথে একমত নই। তোমরা যদি দোষটা অন্য কারও ওপর না চাপাতে তাহলে হয়তো মেনে নেয়া যেত।'

'এমনভাবে বলছো যেন ম্যাকফিন কোনো খুন করেনি। ও নিজেও তো খুন করেছে। করেনি? পুলিশ স্টেশনের ওই ঘটনার পর যে কেউ সাক্ষ্য দেবে ও একটা খুনি,' তিক্ত স্বরে বললো ও।

'কিন্তু আমি দেবো না,' আমি বললাম। 'তোমরা ওর চক্র নষ্ট করে না দিলে ও কখনোই খুন করতো না। পুরো দোষটা তোমাদের।'

'হ্যা,' হ্যারিস একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল। 'তুমি ছাড়া। এক তুমি বাদে আর কারই বা নাক গলানোর অভ্যাস আছে? তোমার ওই বালের রিপোর্টের জন্য মারফি পর্যন্ত বেল্টগুলোর ব্যাপারে জেনে গেছে। ডেন্টন এরপরই পুরো ব্যাপারটা সিরিয়াসলি নিয়েছে। এখন আমি কী বলব জানো? তোমার ঘটে যদি সামান্যতম বুদ্ধি থাকে তো ট্রিগারটায় চাপ দিয়ে ধরে বেরিয়ে যাও এখান থেকে। ডেন্টন আসছে।'

'আমাকে মারবার জন্য স্ট্রিট-উলভ্সদের পাঠানো হলো কেন?' গুলি না ছুঁড়ে প্রশ্নটা ছুঁড়ে দিলাম।

'ডেন্টন ভেবেছিল ওরা তোমাকে মেরে ফেলবে,' হ্যারিস বললো। 'আমাদের জন্য সুবিধাজনক হতো সেটা।'

আমি মাথা ঝাঁকালাম। গভীর ষড়যন্ত্র। সম্পূর্ণ অন্য একজন যে আমাকে খুন করতে চাইছে সেটা আমি টেরই পাইনি এ পর্যন্ত। 'প্রথমবার এদের থেকে পালাবার পর ও বুঝে ফেলেছিল এরা আমার পিছু লাগবে।'

'হ্যা। আর এরপর আমাকে পাঠানো হয়েছিল ওদেরকে ফলো করবার জন্য যাতে করে তোমার মৃত্যু হয়েছে কি না নিশ্চিত হতে পারে। তোমাকে গাড়ির ট্রাংকে ভরতে দেখে ভেবেছিলাম তুমি তখনই মরে গেছো। সেজন্য আজ রাতেই স্ট্রিট-উলভ্সদের শেষ করার জন্য এসেছিলাম এখানে যাতে করে ম্যাকফিন মার্কোনকে খুন করলে সন্দেহটা আর এদের ওপর না আসে।'

'ম্যাকফিন মার্কোনকে মারবে নিশ্চিত হলে কীভাবে?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'হারমজাদাটা ম্যাকফিনের থেকে বাঁচবার জন্য পুলিশ প্রোটেকশন চাইতে এসেছিল।'

আমি প্রায় হেসে ফেললাম। 'পেয়েছে?'

BanglaBook.org

'না! পায়নি!' হ্যারিস জবাব দিলো। 'আমার কথা শেষ। দুটো রাস্তা দিচ্ছি আপনাকে। আমাদের সাথে যোগ দিন আর তা না হলে পালান এখান থেকে। ট্রিগারটাও চেপে দিতে পারেন কিন্তু সময় নষ্ট করবেন না আর।'

'আমার কথা শেষ হয়নি,' আমি বললাম। পিস্তলটা এবার ছেলেটার গলায় চেপে ধরেছি। 'ডেন্টনকে আমার হয়ে একটা ম্যাসেজ দিবে তুমি। অনেক লুকোচুরি খেলেছি, আর না। চাঁদ উঠার পর মার্কোনের বাসায় আমার মুখোমুখি হতে বলবে ওকে।'

পিস্তলটা সরিয়ে নিতেই হ্যারিস উঠে দাঁড়ালো। মুখ থেকে রক্ত ঝরছে এখনও। 'আমার বেল্ট,' ও বললো। 'আমার বেল্ট ফেরত দিন।'

'ওটার কথা ভুলে যাও খোকা,' আমি বললাম। 'ভালো একটা বুদ্ধি দিই, পুরো ব্যাপারটা শেষ না হওয়া পর্যন্ত কোন একটা ঘরে নিজেকে আটকে রাখো। এই বেল্ট আর তোমার হাতে পড়বে না কখনো।'

রেগে গিয়ে আমার দিকে এক কদম এগিয়ে আসল ও। সাথে সাথে আবার পিস্তল তুললাম আমি, থমকে দাঁড়ালো ও। 'পালাতে পারবেন না আপনি,' হুমকির সুরে বললো ও।

'চন্দ্রোদয়ের সময়,' আমি বললাম। তারপর উলটো ঘুরে গলি থেকে বের হয়ে গেলাম। একটু পর ছায়ার মধ্য থেকে আমার পাশে তিরা এসে হাজির হলো। 'তুমি একটা ব্যাপারে ভুল, জাদুকর,' ও বললো।

মাথা ঘুরিয়ে ওর দিকে তাকালাম। 'কী?'

'ওরা জানোয়ার নয়,' তিরাও আমার দিকে তাকিয়ে কথাটা বললো। 'ওরা যা করেছে কোন জানোয়ার সেটা করতে যাবে না। জানোয়াররা নিজেদের জীবন বাঁচাতে, ক্ষুধার হাত থেকে বাঁচতে খুন করে। আর ওরা খুন করছে শুধু ওদের উদ্দেশ্য পূরণের জন্য। এই কাজটা স্রেফ মানুষই করতে পারে।'

কথাটা ভুল বলেনি ও। মাথা ঝাঁকিয়ে সম্মতি জানালাম। 'কথাটা ঠিক।'

'অবশ্যই ঠিক,' তিরা বললো। তারপর নিরবে হাঁটলাম কিছুক্ষণ।

'আমারে ফিঁয়াসে'কে সাহায্য করবে তুমি?'

'আমি চেষ্টা করব,' জবাবে বললাম। 'আমি চাই না ওর অভিশাপের জন্য আরও প্রাণ যাক।'

'ও নিজেও কখনো সেটা চায়নি।'

BanglaBook.org

'মানুষ হিসেবে ওকে বেশ ভালোই মনে হচ্ছে।'

তিরা কাঁধ ঝাঁকাল। 'আর ওরা, এফবিআই কিন্তু তোমাকে থামাবার চেষ্টা করবে।'

'জানি।'

'তখন কী করবে?'

'যেভাবে চলছে সেভাবে তো আর চলতে দেয়া যায় না। ওরা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গিয়েছে। আমার মনে হয় না ওরা নিজেদের এখন আর খুনোখুনি থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারবে।' তিরার দিকে তাকাতে গিয়েও তাকালাম না। 'ওরা যখন...,' আমি বললাম। 'ওরা যখন...আমি প্রত্যেকটা মানুষকে বাঁচাবার চেষ্টা করবো।'

BanglaBook.org

অধ্যায় ২৬

তিরা আর আমি লেক মিশিগানের পাড় ধরে হাঁটছি।

ফোর্টি নাইন স্ট্রিটের পাশে একটা বড় পুরনো ভ্যান দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম, ইঞ্জিনটা চালু আছে। আমরা আরেকটু কাছে এগিয়ে যেতেই হেডলাইট জ্বলে উঠলো। তারপর ড্রাইভিং সিট থেকে সুজান নেমে এসে সাইড ডোরটা খুলে ধরল।

'হ্যারি?' সুজান কোমল কণ্ঠে বলে উঠলো। 'ঈশ্বর! কী অবস্থা করেছে তোমার!' দ্রুত আমার দিকে এগিয়ে এসে আমার একটা হাত ওর কাঁধের ওপর তুলে নিল। আরামদায়ক একটা উষ্ণতায় ছেয়ে গেল আমার শরীরের একটা পাশ। ওর পরনে জিন্স আর গাঢ় লাল রংয়ের একটা জ্যাকেট, পেছনে চুল পনিটেইল করে বাঁধা। আমি ওর ওপর প্রায় শরীরের পুরোটা ভর ছেড়ে দিয়ে আছি।

'ওরা ওকে পিটিয়েছে,' সুজান আমার হয়ে জবাব দিলো। 'কিন্তু জানে মারেনি। তোমাকে তো আগেই বলেছি এমন কিছু করতে পারে।'

'তোমার মুখের ম্যাপ তো পুরো বদলে দিয়েছে ওরা,' সুজান আমার দিকে তাকিয়ে বললো।

'এতো সুন্দর করে না বললেও পারো,' আমি বিড়বিড় করে উঠলাম।

আমাকে কোনমতে ভ্যানের ভেতর ঢোকাল ওরা দু-জন। জর্জিয়া, বিলি আর অন্যান্য আলফারাও ভ্যানের ভেতর পড়ে আছে দেখতে পেলাম। নীলচোখা এক ছেলে আর বাদামি চুলের একটা মেয়ের অবস্থা খুব খারাপ। আহত জায়গাগুলোয় সাদা ব্যান্ডেজ প্যাঁচানো। জর্জিয়া করে দিয়েছে খুব সম্ভবত। প্রত্যেক আলফার পরনে কেবল বাথরোব। তা-ও ভালো জন্মদিনের পোশাকে নেই কেউ। এক ভ্যান ন্যাংটো মানুষের সাথে থাকার চেয়ে বাথরোব পরা মানুষের সাথে থাকা অনেক অনেক ভালো।

সিট বেল্ট লাগাবার সময় খেয়াল করলাম আমার হাতের অবস্থাও খুব বেশি ভালো না। কালচে বেগুনী বেশ কিছু দাগ হয়ে আছে জায়গায় জায়গায়। জানালার পাশে ডান হাত রেখে তার ওপর মাথা ফেলে শুয়ে পড়লাম।

BanglaBook.org

'এদের সাথে তুমি এখানে কী করছো?' সুজান ড্রাইভিং সিটে উঠে বসলে ওকে জিজ্ঞেস করলাম।

'ড্রাইভিং,' ও জবাব দিলো। 'গাড়ি ভাড়া নেবার মতো বয়স আর কারও হয়নি ওদের।'

'ওহ্!'

'এখন পুরো কাহিনী বলো,' গাড়ি সামনে চালানো শুরু করে বললো ও। 'তুমি গাড়ি থেকে লাফ দেবার পর আমার প্রায় হার্ট অ্যাটাকই হয়ে গেল। কোনমতে পুলিশকে ফোন করলাম তোমার কথামতো। এরপর তিরা তোমার খোঁজে বের হয়ে দেখে পুলিশ আসতে দেরি করে ফেলেছে। স্ট্রিট-উলভ্সদের কাছে ধরা পড়েছো তুমি। কিন্তু গাড়িটা ওভাবে ক্র্যাশ করলো কেন?'

'ব্যাড লাক। কেউ একজন সবগুলো টায়ার একসাথে ফাঁটিয়ে দিয়েছিল।'

সুজান আমার দিকে একটা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি হানল। 'ওই হারামজাদারা...আর কতো মিথ্যা বলবে, হ্যারি? তুমি ফাঁটিয়েছো বললেই তো হয়।' একটু থেমে আবার বললো ও, 'নিরাপদ কোন জায়গায় নিয়ে যেতে হবে।'

'খাবার,' আমি বললাম। 'উপবাস আর সহ্য হচ্ছে না। তিরা, চন্দ্রোদয় কখন হবে বলতে পারবে?'

'পারব,' ও জবাব দিলো। 'মেঘ সরে যাচ্ছে। তারা দেখতে পাচ্ছি।'

'ফ্যান্টাস্টিক,' আমি বিড়বিড় করে উঠলাম, পর মুহূর্তেই ভ্যানের ঝাঁকি আর ডিজেল পোড়া গন্ধ উপেক্ষা করে শান্তির একটা ঘুমে ঢলে পড়লাম। ঘুম ভাঙলো একটা ফাস্ট ফুডের দোকান থেকে ভেসে আসা মাংস আর চর্বি গ্রিল করবার সুগন্ধে। সুজান খাবারের প্যাকেটটা নিয়ে আসতেই আমি একরকম ঝাঁপিয়ে পড়ে একটা ব্যাগ ছিঁড়ে বার্গার বের করে বাচ্চা ছেলেদের মতো করে খেতে শুরু করে দিলাম। সুজান একবার ভ্রূ কুঁচকে আমার দিকে তাকিয়ে হাসতে শুরু করে দিলো।

'আই অ্যাম,' খেতে খেতেই বলে উঠলাম। 'দ্যা বার্গার কিং।' সুজান আরও হাসিতে ফেঁটে পড়লো। তিরা হাসলো না, সিরিয়াস ভঙ্গিতে তাকালো আমার দিকে। আমি মাথা ঘুরিয়ে আলফাদের অবস্থা দেখতে লাগলাম। সবচেয়ে বেশি যারা আহত তারাও নেকড়ের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে নিজেদের খাবার খাচ্ছে।

BanglaBook.org

তিরা আমার দিকে ঝুঁকে এলো। 'চিন্তার কিছু নেই,' কথাটা এমনভাবে বললো যেন সব সমস্যা সমাধান হয়ে গেছে। 'যতোটা ভেবেছিলাম ততোটা আহত হয়নি কেউ। সেরে উঠতে সময় লাগবে না। সুস্থ হবার পর একটা আঁচড়ের দাগও থাকবে না কারও শরীরে।'

'শুনে ভালো লাগল,' আমি বলতে বলতেই একহাতে কোল্ড ড্রিংকসের ক্যান খুলে আরেক হাতে মুখে কয়েকটা ফ্রেঞ্চ ফ্রাই পুরলাম। 'কিন্তু একটা জিনিস জানতে খুব ইচ্ছে করছে। গত পূর্ণিমার আগের রাতে মার্কোনের রেস্টুরেন্টে তোমার রক্ত আসল কীভাবে?'

তিরা অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিল। 'অন্য কোনো সময় জিজ্ঞেস করো।'

'অন্য সময় বেঁচে থাকবো কি না সেটাই তো জানি না। এখনই বলে ফেলো।'

তিরা কাঁধ ঝাঁকালো। 'আমার ফিঁয়াসে'কে যে ফাঁসানো হচ্ছিলো খুব ভালোভাবেই বুঝতে পেরেছিলাম। এরপর কাকে মারা হবে সেটাও বুঝতে পেরেছিলাম। তো ওকে বাঁচাতে ওখানে ছুটে গেলাম।'

'একাই?'

'যারা নেকড়ে হতে পারে তাদের মধ্যে মনুষত্বটা খুব কমই থাকে, জাদুকর। আমি যতোটুকু সম্ভব চেষ্টা করেছি। কিন্তু ওদের সাথে পারিনি। কাজেই আমি নিজেও মারা পড়বার আগে পালাতে হয়েছে।'

'আর এরা?' আলফাদের দিকে ইঙ্গিত করলাম।

তিরা একবার ওদের দিকে তাকাল। গর্বে ওর মুখ আর চোখ দুটোই উজ্জ্বল হয়ে গেছে। 'বয়স কম হতে পারে কিন্তু বাঘের বাচ্চা একেকটা। শিখতে চেয়েছিল, শিখিয়েছি। ওদের গল্প ওদের থেকেই শুনে নিও।'

'শুনব,' শেষ ফ্রেঞ্চফ্রাইটা গিলে নিয়ে বললাম। 'এখন কোথায় যাচ্ছি?'

'নিরাপদ কোন জায়গায়। নিজেদেরকে আবার প্রস্তুত করতে।'

'নিজেদেরকে নয়, আমাকে,' আমি কথার পিঠে বলে উঠলাম। 'আমি প্রস্তুত হয়ে আবার ফিরে আসছি। আর তোমাকে সাথে নিচ্ছি না তখন।'

'উহুঁ! সেটা হচ্ছে না,' তিরা বললো। 'আমি তোমার সাথে যাবো।'

'না।'

তিরার রাগন্বিত চোখজোড়া আমার চোখের ওপর এসে স্থির হলো। 'জাদুকর, মানছি তোমার অনেক শক্তি আছে। কিন্তু আমার কতোটুকু আছে সেটা তুমি দেখোনি। যার সাথে লড়তে যাচ্ছো সে আমার ফিঁয়াসেকে আমার থেকে সরিয়ে নিতে চায়। আমি সেটা হতে দিতে পারি না। আমি

BanglaBook.org

তোমার সাথে যাবই, আর যদি মনে করো আমাকে রেখে যাবে তো আমাকে খুন করে রেখে যেতে হবে।'

আরেকদিকে তাকিয়ে কোল্ড ড্রিংকসটায় একটা চুমুক দিলাম। প্রশ্নটা এখনই করবো কি না বুঝতে পারছি না। 'কে তুমি?' আর থাকতে না পেরে জিজ্ঞেস করে ফেললাম।

'এমন একজন যে তার পরিবারের অনেক মানুষ হারিয়েছে,' ও জবাব দিলো। তিরাও অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছে, বোঝাতে চাচ্ছে আর কথা বলতে চায় না।

'এমন একজন যে তার পরিবারের...' বিড়বিড় করে উঠলাম আমি।

নিরাপদ জায়গা বলতে ওরা যে জায়গার কথা বলেছে সেটা গোল্ড কোস্টের ধারে। মার্কোনের দুর্গ থেকে খুব বেশি দূরে নয় জায়গাটা। জায়গাটা আশেপাশের বাড়িগুলোর তুলনায় বড় হবে না। তবে বলে রাখা ভালো সাধারণ বাড়িগুলোকে পিঁপড়ে ধরা হলে এখানকার বাড়িগুলো হাতির সাইজের। সাদা ড্রাইভওয়ে ধরে ছয়টা গাড়ি রাখার মতো বড় একটা গ্যারেজে গাড়ি ঢোকাল সুজান।

গাড়ি থামাতেই আমি ভ্যান থেকে বের হয়ে এলাম। গ্যারেজে একটা মার্সিডিজ আর একটা সাবারবান মডেলের গাড়ি পার্ক করা। 'কোথায় আছি আমরা?' জিজ্ঞেস করলাম।

তিরা বের হয়ে এসে ভ্যানের সাইড ডোর খুলে ধরল। জর্জিয়া, বিলি আর আর একটা ছেলে, দুটো মেয়ে বের হয়ে বাকি দু-জন আহত মায়ানেকড়ে'কে বের হতে সাহায্য করলো। এরপর জর্জিয়া আমার দিকে তাকিয়ে মুখ খুলল। 'আমার বাসা এটা। আপাততো খালি। বাবা-মা এক সপ্তাহের জন্য ইতালিতে গিয়েছে।'

'বাড়িতে যে এনে রাখছো আমাদের রাগ করবেন না উনারা?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'রক্ত টক্ত সব মুছে ফেললে আর জানবে কিভাবে?' পালটা প্রশ্ন করলো ও। 'বিলি, চলো এদের দু-জনকে ভেতরে বিছানায় শুইয়ে দিই।'

'তুমি যাও,' বিলি জবাব দিলো। 'আমি আসছি এক মিনিটের মধ্যে।'

জর্জিয়ার চেহারা দেখে মনে হলো তর্ক করবে কিন্তু তা না করে মাথা ঝাঁকিয়ে আহত দু-জনকে নিজের দুপাশে নিয়ে ধরে ভেতরে চলে গেল। তিরা এখনও নগ্ন, ওর পিছু নিল ও। আমি সেদিকে এক নজর তাকাতেই

BanglaBook.org

সুজান আমার সামনে এসে দাঁড়ালো, ওর চোখ থেকে আগুন ঝরছে বলতে গেলে। 'পাঁচ মিনিট পর ভেতরে আসবে, ড্রেসডেন।'

'হু,' আমি বেজার মুখে বললাম। সুজানও ভেতরে ঢুকে গেল এরপর।

বাইরে এখন কেবল আমি আর বিলি দাঁড়িয়ে আছি। বিলির চোখে চশমা, হাত পরনের বাথরোবের পকেটে ঢোকানো। 'সব জাদুকরেরই কি– আমার দিকে তাকিয়ে বললো ও, 'এরকম বিধ্বস্ত চেহারার থাকে? নাকি শুধু বিশেষ বিশেষ দিনে?'

'সব মায়ানেকড়েই কি,' আমি পালটা জবাব দিতে লাগলাম, 'চশমা পরে? নাকি কেবল পূর্ণিমার রাতেই শুধু...'

খোঁচাটা গায়ে মাখলো না ও। 'আপনি মানুষ হিসেবে বেশ স্মার্ট!' হাত বাড়িয়ে দিলো ও। 'বিলি বোরডেন।'

আমি হাতটা ধরে ঝাঁকিয়ে দিলাম। 'হ্যারি ড্রেসডেন।'

'আপনাকে দেখে তো মনে হচ্ছে পিটিয়ে কিছু বাদ রাখা হয়নি, মি. ড্রেসডেন,' ও বললো। 'আবার ওদের পিছু ধাওয়া করে পারবেন এই অবস্থায়?'

'না,' আমি জবাব দিলাম।

বিলি কাঁধ ঝাঁকিয়ে চশমাটা নাকের ওপর আরেকটু ঠেলে দিলো। 'তাহলে আপনার আমাদের সাহায্য দরকার হবে।'

'না,' আমি বললাম। 'কোনো ভাবেই না।'

'কেন নয়?' ও বললো।

'দেখো খোকা, এই হেক্সেনউলফরা কীরকম তোমাদের ধারণাই নেই। মার্কোনের আচরণ সম্পর্কেও তোমার কোনো ধারণা আছে বলে আমার মনে হয় না। ওদের সাথে লড়বার ক্ষমতা তোমার আছে সেটা কোন অধিকারে মনে করছো?'

বিলিকে দেখে মনে হলো প্রশ্নটা সিরিয়াসলি নিয়েছে। 'যে অধিকারে আপনি এই লড়াইয়ে অংশ নিচ্ছেন, মি. ড্রেসডেন,' ও বললো।

আমি কিছু একটা বলতে গিয়ে মুখ খুলেও আবার বন্ধ করে ফেললাম।

'আমি জানি, আপনার তুলনায় আমি প্রায় কিছুই জানি না বলতে গেলে,' বিলি বললো। 'কিন্তু আমি আর যাই হই না কেন বোকা নই। আমার চোখ আছে, অন্য যে কারও চেয়ে কোন কিছু কম দেখি না। বরং বলা যায় একটু বেশিই দেখি। দেশে ভ্যাম্পায়ারদের দেমাগ কতোটা বেড়ে

BanglaBook.org

গেছে খেয়াল করেছেন কি? নৃশংস অপরাধের হার গত তিন বছরে চলিশ ভাগ বেড়ে গেছে। শুধু খুনের হারই বেড়ে দ্বিগুণ হয়েছে। অপহরণ আর হারিয়ে যাওয়ার মতো ঘটনা তো হিসেব ছাড়া, আগের তুলনায় অন্তত তিনগুণ বেড়েছে।'

ছেলেটার দিকে ভ্রু কুঁচকে তাকালাম। এতোটা হিসেব করিনি কখনো আমি। মারফি আর ওর আশেপাশের কয়েকজন পুলিশ অফিসার অবশ্য বলেছিল অবস্থা দিন দিন খারাপের দিকে যাচ্ছে, কিন্তু এতোটা ভাবিনি কখনো।

'মানুষ হিসেবে আমি হতাশাবাদিদের কাতারে পড়ব, মি. ড্রেসডেন। মানুষের পক্ষে এতো বেশি অপরাধ করা সম্ভব বলে আমার মনে হয় না। আই মিন, অপরাধিরা তাদের অপরাধের মাত্রা বাড়াতে পারে কিন্তু সেটা দ্বিগুন বা তিনগুণ করা সম্ভব না। আমার ধারণা, সুপারন্যাচারাল জগত একটা কামব্যাক করতে চাইছে।'

'সেক্ষেত্রে করণীয়?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

বিলি স্থির চোখে আমার দিকে তাকাল। 'কাউকে না কাউকে রুখে দাঁড়াতে হবে। আমার সেই ক্ষমতা আছে, কাজেই আমি দাঁড়াবো। সেজন্যই আমরা এই দলটা বানিয়েছি–অ্যালফা। নর্থওয়েস্ট প্যাসেজ প্রজেক্ট নিয়ে কাজ করার সময় তিরা আমাদের এই সুযোগটা করে দিতে চায়, আমরাও সেটা লুফে নিয়েছি।'

ছেলেটার দিকে তাকালাম। চাইলেই তর্ক করতে পারি, কিন্তু লাভটা কী তাতে? ও যা বলছে তা কোনো অংশেই ভুল বলা যাবে না। এরকম কিছু একটা যে হতে পারে সেটা আমি নিজেও ভেবেছি কয়েকবার। আমার বয়স যদি দশ বছর কম হতো, উচ্চতা এক ফুট কম হতো, ওজন আরেকটু বেশি হতো তাহলে হয়তো ওই ছেলেটার জায়গায় এখন আমিই এই কথাগুলো বলতাম। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, চোখের সামনে আমি এই ছেলেটাকে মরতে দেখতে চাইবো।

'আমার মনে হয় না তুমি এখনও এসবের জন্য রেডি, বিলি।'

'হতে পারে,' ও বললো। 'কিন্তু আর কে-ই বা এগিয়ে আসবে?'

অকাট্য যুক্তি। কিন্তু আমিও হাল ছেড়ে দেবার পাত্র নই। 'আমার মনে হয় তোমার এখানে থাকাটাই ভালো। হেক্সেনউলফগুলোর সাথে আমি না-ও জিততে পারি। তখন কিন্তু ওরা এদিকেই ছুটে আসবে। আহত দু-জনকে

BanglaBook.org

তখন কে দেখবে? তারচেয়ে তুমি এখানে থেকে ওদের সাহায্য করো।'

'তারচেয়ে আপনার সাথে গিয়ে ওদের হারাবার চান্স বাড়ানোটাই কি ভালো বুদ্ধি হবে না?'

আমি একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে ওর দিকে তাকালাম। ছেলেটার বুদ্ধি আর আত্মবিশ্বাস দুটোই বেশ প্রখর। সবচেয়ে বড় কথা, ছেলেটার মধ্যে একটা নিষ্পাপ সরলতা আছে। বিষয়টা ভালো লাগল খুব। কিন্তু তারপরও একে আমার সাথে নিয়ে যাওয়াটা ঠিক হবে না। আমার সাথে এদের নিয়ে যাওয়া মানে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয়া।

ছেলেটা একটা ব্যাপারে ঠিক, আমার সত্যিই খুব সাহায্যের প্রয়োজন।

'যদি শুধু আমার কথামতো চলতে রাজি থাকো, শুধু আমার,' আমি বললাম। আমার চোখের দিকে তাকালো ও, চোখজোড়া আনন্দে জ্বলজ্বল করছে। 'এমনকি তিরার কথাও না, স্রেফ আমার কথা মতো চলতে হবে। যদি আমি পালাতে বলি তো পালাবে, কোন প্রশ্ন চলবে না। রাজি আছো?'

'আছি,' বিলি সাথে সাথে বলে উঠলো। 'আপনি সত্যিই খুব স্মার্ট, মি. ড্রেসডেন।'

আমি মাথা দোলালাম, প্রায় সাথে সাথেই গ্যারেজের লাইট অফ হয়ে গেল। দরজা থেকে পায়ের আওয়াজ আসছে। একটু পরই আলো চলে এলো আবার। জর্জিয়া এসে দাঁড়িয়েছে দরজায়।

'বিলি বোর্ডেন,' চেঁচিয়ে উঠলো ও। 'এই অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকার কোনো আছে?'

বিলি অবশ্য শান্ত থাকলো একদম। 'সবাইকে বলে দে ড্রেসডেনকে লিডার মেনে নিতে পারলে ফাইট টিমে আসতে পারবে তা না হলে এখানে থেকে সিন্ডি আর এলেক্সকে পাহারা দিতে হবে।'

জর্জিয়া আমার দিকে প্রায় ছুটে এসে জড়িয়ে ধরলো, আহত কাঁধটায় ধাক্কা লাগায় ব্যথায় কুঁকড়ে উঠে প্রায় আর্তনাদ করে উঠতেই আমাকে ছেড়ে দিয়ে বিলির দিকে দৌড়ে গেলো ও। এবারে অবশ্য বিলি না জর্জিয়াই আগে আর্তনাদ করে উঠলো।

'এটা কী? হারামজাদা, ব্যথা পেয়েছিস যে একবারও তো বললি না আমাকে।'

বিলি কাঁধ ঝাঁকালো শুধু। 'ভালো হয়ে গেছে তো, আর তুই ব্যান্ডেজ করতে পারবি না এটা।'

BanglaBook.org

'ওই নেকড়েটার হাঁটু বরাবর ছুটে না গেলেও পারতি, ওর স্পিড খুব বেশি ছিল।'

'তো? আমি তো প্রায় কাবু করে ফেলেছিলাম ওকে।'

'প্রায় মারা পড়ছিলি তুই,' জর্জিয়া বললো, ওর কণ্ঠস্বর কোমল হয়ে গেছে আবার। আরেকবার বিলির বুকের ক্ষতটা পরীক্ষা করলো ও, তারপর দু-জনই চুপ করে থাকল একদম।

খোদা! বাচ্চা নেকড়ে দুটো একে অপরের প্রেমে পড়ে গিয়েছে! উলটো ঘুরে বাড়ির ভেতরে ঢোকার জন্য কোন শব্দ না করে সাবধানে হাঁটতে লাগলাম, পাছে যদি প্রেমে ব্যাঘাত ঘটে।

ঈশ্বরের প্রতি আমার খুব একটা বিশ্বাস যে আছে তা নয়। আসলে ব্যাপারটা ঠিক এরকমও না, ঈশ্বর আছেন এই বিশ্বাসটুকু আমার মাঝে আছে। খারাপ আছে বলেই তো ভালো আছে। কাজেই শয়তান থেকে থাকলে ঈশ্বরও আছেন। কিন্তু তাঁর সাথে আমার সেভাবে যোগাযোগ হয়নি কখনো।

যাই হোক। উপরের দিকে তাকালাম, ঈশ্বর শুনছেন কি না জানি না। শুধু মনে মনে একটাই প্রার্থনা করলাম, এই বাচ্চা ছেলেমেয়েগুলো যেন মারা না পড়ে।

BanglaBook.org

অধ্যায় ২৭

ভেতরে ঢোকার পর সুজানের পারফিউমের গন্ধ শুঁকে শুঁকে ওর কাছে পৌঁছানো খুব একটা কঠিন কাজ হলো না। দোতলার একটা বেডরুমে আমার জন্য অপেক্ষা করছিল। ওর পরনে জিন্স আর টি-শার্ট। টি-শার্টটা আমারই ছিলো। আমাকে দেখতে পেয়ে সুজান ওর মুখটা একটু উঁচু করে তুলে ধরল, চোখের পানি লুকাতে চাইছে মেয়েটা।

আমি ওর দিকে তাকালাম, চোখের দিকে না অবশ্য। মেয়েটার চোখের দিকে একবারই তাকিয়েছিলাম। জানি না ও কী দেখতে পেয়েছিল আমার ভেতর, আয়নায় নিজের দিকে ভালো করে তাকাইনি কখনো আমি। কিন্তু যা-ই দেখে থাকুক, মেয়েটা জ্ঞান হারিয়েছিল।

আর ওর ভেতর আমি দেখেত পেয়েছিলাম প্যাশন, এতোটা আকাঙ্খা আর কারও মাঝে দেখিনি আমি। এই একটা জিনিস ওকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছে। এই একটা জিনিসের জন্য ও সুপারন্যাচারাল জগতের একদম ভেতর থেকে আরকেইনের মতো একটা উঠলোতু ম্যাগাজিনের জন্য খবর তুলে নিয়ে এসেছে। বিনিময়ে একটা জিনিসই পেয়েছে শুধু, তাচ্ছিল্য। সুপারন্যাচারাল জগতের এই খবর কে-ই বা বিশ্বাস করবে? তবু ও হাল ছেড়ে দেয়নি, মানুষকে ভাবানোর মতো খবর ঠিকই বের করে এনেছে স্রেফ ওর মনের জোরে।

পেছনে দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে ওর দিকে এগিয়ে গেলাম আমি।

'ওরা তোমাকে মেরে ফেলবে,' ও বললো। 'যেও না, প্লিজ।' আমি কাছে এগিয়ে যেতেই ওর হাতজোড়া আমার বুকের ওপর রাখল, তারপর মাথা গুঁজল সেখানে।

'আমাকে যেতে হবে। ডেন্টন এখন আমাকে কোনমতেই বাঁচতে দিতে চাইবে না। কাজেই যা শুরু করেছি তা শেষ করতেই হবে, দেরি করলে পুরো ব্যাপারটা তখন আরও জটিল হয়ে যেতে পারে। আরও মানুষ মারা যেতে পারে। আজ রাতে যদি আমি না যাই তাহলে ডেন্টন মার্কোন'কে মেরে ফেলবে আর তখন ফেঁসে যাবে ম্যাকফিন। ডেন্টনের টিকিও আর কেউ ছুঁতে পারবে না। তখন বরং ও আমাকে শেষ করে দিতে আসবে, হয়তো তোমাকেও।'

BanglaBook.org

'আমরা চলে যেতে পারি এখান থেকে,' আস্তে করে বলে উঠলো ও। 'পালিয়ে যেতে পারি আমরা।' আমি চোখ বন্ধ করে ফেললাম। মেয়েটা বলেছে, "আমরা।" এই কাজটা আগে কখনো করেনি ও। আমিও নিজেও কখনো এভাবে ভাবিনি।

কিছু একটা বলতে পারতাম আমি। ও জানে আমি বিষয়টা খেয়াল করেছি, ও অপেক্ষাও করছিল আমার থেকে কিছু একটা শোনার জন্য। কিন্তু তা না করে বললাম, 'আমি লুকোচুরি খেলায় অভ্যস্ত নই, তুমিও না।'

প্রায় নিঃশব্দে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল ও একইসাথে আমাকে আরেকটু শক্ত করে জড়িয়ে ধরল। নিচে না তাকালেও বেশ বুঝতে পারছি আমার শার্টটা চোখের পানিতে ভিজে গিয়েছে।

'ঠিকই বলছো তুমি,' এক মুহূর্ত পর বললো ও। ওর কণ্ঠস্বর কেঁপে কেঁপে উঠছে। 'আর আমি জানি তুমি কে। কিন্তু আমি ভয় পাচ্ছি, হ্যারি। আই মিন, আমি জানি আমরা ওতোটা ক্লোজ হইনি কখনো। বন্ধু, প্রেমিক-প্রেমিকা, কিন্তু...'

'কাজ,' আমি বললাম। আবার চোখ বন্ধ করে ফেলেছি।

ও মাথা ঝাঁকালো। 'কাজ।' ওর আঙুলগুলো আরও শক্ত করে আমার শার্টটা চেপে ধরল, একইসাথে আমার দিকে মুখ তুলে তাকাল ও। চোখগুলো জলে ভেজা। 'আমি তোমাকে হারাতে চাই না, আমি চাই না শুধু কাজটাই আমাদের মাঝে বাকি থাকুক।'

কিছু একটা বলার জন্য শব্দ খুঁজতে লাগলাম। এমন কিছু যেটা শুনে ও আগের চেয়ে ভালো বোধ করবে, বুঝতে পারবে ওর জন্য আমার অনুভূতিটা কী। কিন্তু ওর জন্য আমার ঠিক কী অনুভূতি কাজ করে সেটা আমি নিজেও ঠিক বুঝে উঠতে পারলাম না, সেক্ষেত্রে একটা শব্দ খুঁজে পাওয়া তো আরও অনেক পরের ব্যাপার।

কোন কথা খুঁজে না পেয়ে একটু পর নিজেকে আবিস্কার করলাম ওকে চুম্বনরত। ওর কপালের নরম ত্বক ছুঁয়ে দিচ্ছে আমার রুক্ষ ঠোঁটজোড়া। প্রথমে কেঁপে উঠলো ও তারপর সাড়া দিলো ওর সত্তাটুকুও। দু'জোড়া ঠোঁট এক হলো। টের পেলাম বুকের ভেতরে হৃৎপিন্ড নামক যন্ত্রটা রীতিমতো দৌঁড়াচ্ছে, ওরটাও যে ব্যতিক্রম নয় সেটা বুঝতে ডাক্তার হতে হবে না আমাকে।

BanglaBook.org

কতোক্ষণ এভাবে চললো জানি না, কিন্তু যতোক্ষণে আমাদের ঠোঁটজোড়া একে অপরের থেকে সরে আসল ততোক্ষণে আমার দম ফুরিয়ে গেছে। আমার হাত ধরে আমাকে বিছানা পর্যন্ত টেনে নিয়ে গেল ও, কাঁধে হাত রেখে আমাকে সেখানে বসিয়ে বাথরুম থেকে গরম পানি, সবান আর একটা পরিস্কার কাপড় নিয়ে আসল।

আরেকবার আলতো একটা ধাক্কা মেরে বিছানায় শুইয়ে দিলো আমাকে। একটু পর আবিস্কার করলাম আমার পরনে এখন আর একটা সূতোও নেই। ব্যথায় কুঁকড়ে উঠবার সময় কপালে চুমু খেয়ে শরীরের প্রতিটা ব্যান্ডেজ বদলে দিলো ও।

চোখ বন্ধ থাকলেও টের পেলাম এরপর ও আমার খুব কাছে চলে এসেছে। ঝুঁকে আমার ঠোঁটে চুমু খেল ও, আমিও সাড়া দিলাম। এবারও কতোক্ষণ এভাবে চলল বলতে পারব না তবে এক মুহূর্ত পর টের পেলাম সুজানেরও আর পরনে কোন কিছু নেই। জানালা দিয়ে আসা চাঁদের আবছা আলোয় ওকে কতোই না সুন্দর লাগছে! কেবল কোন দেবীর সাথেই এখন ওর তুলনা চলে।

দেবীর আরাধনা শুরু হয় পা থেকে, আমিও তাই করলাম। একটু পর, দুটি দেহ এক করে একে অপরের আকাঙ্খার ডাকে সাড়া দিতে লাগলাম আমরা। দীর্ঘ এই সময়টায় কেউ একটিবারের জন্যও কোন কথা বললাম না। আদিম উলাসে মেতে উঠেছি দু-জনই, তারপর যখন সব শেষ দু-জন পাশাপাশি শুয়ে পড়লাম, দু-জনই হালকা হাঁপাচ্ছি।

আরও কয়েক মুহূর্ত নীরব কাটলো। তারপর ও মাথা সামান্য তুলে আমার বুকের ওপর রেখে নীরবতা ভাঙলো। 'কী বলবো বুঝতে পারছি না, হ্যারি। আমি হয়তো তোমাকে ভালোবেসে ফেলেছি।'

আমি চোখ খুলে তাকিয়ে মৃদু স্বরে উত্তর দিলাম। 'আমি তোমাকে কখনো কষ্ট দিতে চাইনি, সুজান। আমি জানি না এখন কোনটা আমাদের জন্য ঠিক।'

'কিন্তু আমার মনে হচ্ছে আমি জানি কোনটা ঠিক,' ও কথাটা বলে আবার আমার ঠোঁটে চুমু খেল। 'তুমি শুধু পৃথিবীর দুঃখটাই সবসময় দেখে গিয়েছো। আমি শুধু তোমাকে জানাতে চেয়েছি, শুধু দুঃখ নয়, তোমার জন্য আরও কিছু আছে।'

BanglaBook.org

মানুষ হিসেবে আমাকে কঠোরই বলা চলে। আই মিন, আমার তাই মনে হয়। যে কোন হিংস্রতার বিরুদ্ধে আমি রুখে দাঁড়াতে পারি। কিন্তু এখন এই কোমলতার বিরুদ্ধে আমি রুখে দাঁড়াতে পারলাম না। ঠিক কখন আমার চোখ বেয়ে জল নেমে এলো আমি নিজেও জানি না। যতোক্ষণ না আমার চোখ থেকে জল পড়া বন্ধ হলো সুজান খুব শক্ত করে আমাকে জড়িয়ে ধরে থাকলো।

আমার মনে হলো আমি ওখানেই থেকে যাই। কোন হানাহানি নেই, কোন দুঃখ নেই, নেই কোন রক্তের ছাপ কিংবা কোন জানোয়ারের জান্তব গর্জন, আমাকে খুন করবার জন্যও কেউ ওখানে দাঁড়িয়ে নেই। আমার মনে হলো, সুজানের হাতে হাত রেখে আমি অনায়াসে হাজার বছর কাটিয়ে দিতে পারব।

কিন্তু তা না করে মৃদু একটা ধাক্কা দিয়ে ওকে আমার ওপর থেকে সরিয়ে উঠে বসলাম।

আজকের চাঁদটা শুভ নয়।

সুজান বিছানা থেকে নেমে একটা ওভারনাইট ব্যাগ নিয়ে এসে ব্যাগ থেকে আমার জন্য কালো জিন্সের প্যান্ট, কালো স্নিকার্স, মোজা, ছাই রঙা একটা শার্ট বের করে দিলো। আমি ড্রেস আপ করার জন্য উঠে দাঁড়াতেই ও আমার কাঁধে আলতো করে হাত রেখে আবার বসিয়ে দিয়ে ও নিজে প্রতিটা কাপড় পড়িয়ে দিলো। এবারও দু-জনের মধ্যে কোন কথা হলো না।

একটু পর বাইরের হলরুমে পায়ের শব্দ শুনতে পেলাম, পর মুহূর্তেই দরজায় নক হলো। দরজার ওপাশ থেকে তিরা বলে উঠলো, 'জাদুকর, সময় হয়ে গেছে।'

আমি উঠে দাঁড়ালাম কিন্তু সুজান পেছন থেকে আমার হাত টেনে ধরল। 'হ্যারি,' ও বললো। 'এক মিনিট দাঁড়াও।' আবার ব্যাগটার ওপর ঝুঁকে পড়ে ভেতর থেকে একটা বড়, ভারি বাক্স বের করে আনল। 'তোমার জন্মদিনে উপহার দেবো বলে রেখে দিয়েছিলাম। কিন্তু আমার মনে হয় তারচেয়ে এখন দেয়াটাই ভালো হবে।'

বাক্সটা আমার হাতে তুলে দিলো ও। 'কী আছে এর ভেতর?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'খুলে দেখলেই তো পারো,' আমার দিকে তাকিয়ে বললো ও, মুখে

BanglaBook.org

একটা হাসি ফুঁটে উঠেছে। তা-ই করলাম। ভেতর থেকে একটা লেদারের ওভারকোট বের হয়ে আসল।

আমি ভ্রু কুঁচকে ওটার দিকে তাকিয়ে থাকলাম। 'প্রচুর দাম দিতে হয়েছে নিশ্চয়ই এটার জন্য।'

জবাবে হাসলো ও। 'হ্যা। জানো, আমি প্রতিদিন একবার হলেও নগ্ন হয়ে এই কোটটা পরতাম স্রেফ শরীরে এটার স্পর্শ পাবার জন্য।' আবছা অন্ধকারে দেখতে না পেলেও বেশ বুঝতে পারলাম লজ্জায় ওর গাল লাল হয়ে গেছে। উঠে দাঁড়িয়ে আমাকে কোটটা পরিয়ে দিলো ও।

কোটটা একদম মাপমতো হয়েছে আমার। মা'র দেয়া অ্যামুলেটটা শার্ট টার ভেতর থেকে বাইরে বের করে এনে রাখলাম। রিভলভারটা রাখলাম কোটের এক পকেটে। আর কোন ম্যাজিক্যাল টুল আমার কাছে নেই আপাতত, খুব বেশি জাদু হয়তো করতেও পারব না। পিস্তলটাই আমার শেষ ভরসা।

কিন্তু যা-ই হোক না কেন আমি এখন সবকিছুর জন্যই প্রস্তুত।

সুজানকে গুডবাই বলার জন্য উলটো ঘুরতেই দেখতে পেলাম ও দ্রুত হাতে কাপড় পরছে। 'কী করছো?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'কাপড় পরছি,' ও বললো।

'কেন?'

'কোনো একজনকে তো ভ্যানটা ড্রাইভ করতে হবে, ড্রেসডেন,' আগের টিশার্টটা পরে ওটার ওপর ওর জ্যাকেটটা পরে নিয়ে আমার পাশে এসে দাঁড়ালো ও। 'তাছাড়া, সম্ভবত এটা আমার দেখা সবচেয়ে বড়ো প্যারানরমাল ইভেন্ট হতে যাচ্ছে। এমন অবস্থায় একজন সাংবাদিক হিসেবে কিভাবে না যাই আমি?' এগিয়ে গিয়ে দরজা ও খুললো।

শিট!

শিট! শিট! শিট!

এখন আরও একজনকে নিয়ে চিন্তা করতে হবে আমাকে, আরও একজনকে রক্ষা করবার দায়িত্ব নিতে হবে। সুজান কোনো মায়ানেকড়ে না, এমন কি জাদুকর ও নয়, ওর কাছে একটা পিস্তল পর্যন্ত নেই। এমন অবস্থায় ওকে নিয়ে যাওয়া পাগলামি ছাড়া আর কিছুই না। কিন্তু তারপরও কেন যেন মনে হচ্ছে ওকে নিয়ে যাওয়াটাই ভালো হবে, অন্তত চোখের

BanglaBook.org

সামনে তো রাখা যাবে।

'ঠিক আছে,' আমি বললাম। 'কিন্তু বাচ্চাদের জন্য যে নিয়মটা ঠিক করে দিয়েছি তোমার জন্যও সেই নিয়মই প্রযোজ্য থাকবে। আমি ইনচার্জ, আমি যা বলব তা-ই করতে হবে। বসতে বললে বসবে, দাঁড়াতে বললে দাঁড়াবে, পালাতে বললে পালাবে। কোন প্রশ্ন করা চলবে না। মেনে নিলে সাথে চলো, নয়তো এখানেই থাকতে হবে।'

সুজান ওর ঠোঁটজোড়া চেপে ধরে চোখ সরু করে আমার দিকে তাকাল। 'তোমার স্পিরিট ভালো,' আমাকে টিজ করার ভঙ্গিতে বললো ও। 'ভালো লাগলো ব্যাপারটা!' তারপর হেসে উঠে পেছনের হলওয়েতে হাওয়া হয়ে গেলো।

আমিও ওর পিছু নিয়ে ভ্যানের কাছে এসে হাজির হলাম। বাকিরা এখানেই অপেক্ষা করছে।

খেলা শুরু হতে বেশি দেরি নেই আর।

BanglaBook.org

অধ্যায় ২৮

অক্টোবর মাসের আকাশ। সাদা মেঘ, তার মাঝে রূপালি চাঁদ। চাঁদ ঘিরে অসংখ্য ঝিকিমিকি তারা। সব মিলিয়ে অসাধারণ একটা দৃশ্য। মেঘগুলো দেখতে মোলায়েম তুলোর মতো লাগছে। এতো সুন্দর একটা রাত যে এতো নিষ্ঠুর হতে যাচ্ছে, সেটা তখনও জানতাম না আমি।

মার্কোনের দুর্গের চারপাশে নয় ফিট উঁচু দেয়াল। জায়গায় জায়গায় লাইট লাগানো। ওপরের অংশটাও প্রায় চোখা, যেন কেউ টপকে ঢুকতে না পারে।

'দেয়ালের ওপাশে যেতে হবে আমাদের,' চাপা গলায় আমার পাশের কালো নেকড়েটাকে বললাম। 'সিকিউরিটি ক্যামেরা থাকতে পারে, ইনফ্রারেড বিমও থাকতে পারে। ওগুলোতে ধরা পড়লেই আমাদের জারিজুরি শেষ। এরচেয়ে কঠিন সিকিউরিটিও থাকতে পারে। যা-ই থাকুক, তুমি ভেতরে ঢোকার সবচেয়ে সহজ রাস্তাটা খুঁজে বের করবে এখন।'

নেকড়েটা মৃদু একটা গর্জন করে অন্ধকারের মধ্যে মিলিয়ে গেলো।

অ্যালফারা যখন মায়ানেকড়েতে পরিণত হয়, তখন ওদের দেখতে ঠিক সাধারণ নেকড়েদের মতোই লাগে। এই ব্যাপারটা এখন আমাদের কাজে আসতে পারে।

সুজান নিজের মাইক্রোটা মার্কোনের বাড়ির পাশে একটা পাহাড়ের ওপর এনে থামিয়েছে। এমন একটা জায়গায় যেখান থেকে চাইলেই দ্রুত গেটওয়ে দিয়ে যাওয়া যাবে।

ভ্যান থামাতেই পেছন থেকে তিরা ওয়েস্ট আবার নগ্ন অবস্থায় নেমে এসেছে। পেছন পেছন নেমেছে তিনটা মেয়ে আর দুটো ছেলে। এদের পরনে কেবল একটা করে কালো রোব।

'উফ!' আমি অভিযোগের ভঙ্গিতে বললাম, 'আমরা একটা পাবলিক স্ট্রিটে আছি। এখানে নগ্ন না হলেই কি নয়?'

তিরা কোন জবাব না দিয়ে একটা বড়সড় নেকড়েতে রূপান্তর হয়ে গেল। ডেন্টন আর ওর সঙ্গি হেক্সেনউলফগুলোর তুলনায় ওকে দেখে আমার কোন অংশে কম মনে হলো না। স্রেফ ওর চোখটা আগের মতোই জ্বলজ্বলে রয়ে গেছে।

BanglaBook.org

বাকিদের দিকে তাকালাম আমি। 'তোমরা দেরি করছো কেন তাহলে?'

জর্জিয়া রোবটা খুলে ছুঁড়ে দিয়ে কয়েকে সেকেন্ডের ভেতর নেকড়েতে রূপান্তরিত হয়ে গেল। একইসাথে বিলিও। তারপর নিজেদের রোবগুলো দাঁত দিয়ে কামড়ে ভ্যানের ভেতর নিয়ে গিয়ে রাখল।

'মমম..' একটা লালচুলো মেয়ের গলা শোনা গেলো। 'একাজে আমরা এখনও অতোটা দক্ষ হয়ে উঠিনি।' এদের তিনজনের নেকড়েতে রূপান্তর হতে কিছুটা সময় লাগল। এদের রোবগুলোও ভ্যানে রেখে নিঃশব্দে মার্কোনের এস্টেটের চারদিকে একটা চক্কর লাগালাম আমরা।

পুরো বাড়িটা পাথরের উঁচু দেয়াল দিয়ে ঘেরা। এখানে কেউ ওর বাড়ির ভেতরটা কেমন সে সম্পর্কে কিছু জানে না। কাজেই সবাই বাড়িটার পেছনে এসে হাজির হলাম। সদর দরজা দিয়ে ঢোকাটা বোকামি হবে বলেই মনে হলো আমার কাছে। কাজেই তিরাকে ভেতরে ঢোকার একটা রাস্তা খুঁজতে পাঠিয়ে দিয়ে বাকিদের নিয়ে আমি পেছনেই থাকলাম।

বিলি হঠাৎ করে তিরা যেদিক গিয়েছে তার উলটোদিকে একটা থাবা তুলে হালকা একটা গর্জন করলো। জর্জিয়া পালটা গর্জন করে ওকে থামতে বললেও ও থামলো না, বরং আরেকটা যে ছেলে নেকড়ে আছে সে বিলির পিছু নিলো ।

বাহ্! আলফারা এখন নিজেদের মতো করে চলছে! আমাকে পাত্তা দিচ্ছে না।

'হেই,' আমি ডেকে উঠলাম আস্তে করে। 'কোথায় যাচ্ছো? ভেতরে যাবার কোন রাস্তা থাকলে তিরা সেটা খুঁজে বের করবে।'

সবগুলো নেকড়ে আমার দিকে মাথা ঘুরালো।

বিলি ছাড়া।

সে আবার ওইদিকে ওর থাবা তুলে গর্জে উঠলো।

'না, একদম না,' আমি বলে উঠলাম। 'বিলি, তুমি কিন্তু আমাকে কথা দিয়েছো আমার প্রতিটি কথা মেনে চলবে। এখন এটা এভাবে ঘুরে বেড়ানোর সময় না।'

'সবাই আমার সামনে এসে বসো,' আমি আবার বললাম। 'ভেতরে ঢোকার আগে তোমাদের কয়েকটা জিনিস বলে নেয়া দরকার।'

'তোমরা সবাই জানো আজ রাতে আমরা এখানে কেন এসেছি। আমরা সবাই এখানে মারা যেতে পারি। আমরা জানি, কিছু লোক তাদের জাদুশক্তিকে, নিজেদেরকে নেকড়েতে রূপান্তর করার শক্তিকে খারাপ কাজে

BanglaBook.org

ব্যবহার করছে। ওরা মানুষ খুন করছে, আর আমরা যদি ওদেরকে থামাতে না পারি তাহলে ওরা আরও খুন করবে। বিশেষ করে আমাকে, কারণ আমি ওদের সম্পর্কে অনেক বেশি জেনে ফেলেছি। এখন আমি ওদের জন্য বিপদ ছাড়া আর কিছুই না।

'কিন্তু আমি সেটা চাই না। আমি চাই না কেউ মারা যাক। হোক সেটা আমরা, বা তারা। হয়তো ওদের মৃত্যুটা প্রাপ্য কিন্তু তাও আমি চাই না ওরা মারা যাক। ওরা এখন আর নিজেদের নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না, ওদের নিয়ন্ত্রণ করছে ওদের ক্ষমতা। ওদের মতো যদি আমরাও খুনোখুনিতে মেতে উঠি তাহলে ওদের সাথে আমাদের পার্থক্য কোথায়?'

একটু কেশে গলা পরিস্কার করে নিয়ে আবার বলতে শুরু করলাম আমি। 'তোমাদের কাজ হলো ওদের বেল্টগুলো খুলে নেয়া। ওই গলিতে আমি যে কাজটা করেছিলাম। ওদের বেল্ট খুলে নিলে ওরা আর হিংস্র থাকবে না, তখন হয়তো ওদের সাথে কথাও বলতে পারব আমরা।' সবার দিকে একবার তাকালাম। 'আর একটা কথা, কেউ মারা পড়ো না। তোমাদের ফার্স্ট প্রায়োরিটি হবে নিজেদের জীবন বাঁচানো, তারপর ওদের পিছু লাগা। আর নিজেদের বাঁচাতে যদি ওদেরকে মারতে হয় তখন আমার কোন আপত্তি থাকবে না, আশা করি তোমরাও তখন কোন দ্বিধা করবে না।'

সবগুলো নেকড়ে একসাথে গর্জন করে উঠলো। মানুষ হয়ে থাকলে হয়তো হাততালি দিতো এখন।

'আরেকটু জোরে কথা বললে তো,' আমার পেছন থেকে তিরার কণ্ঠস্বর ভেসে এলো, 'আমরা সদর দরজা দিয়েই ঢুকতে পারি, জাদুকর।' পেছনে তাকাতেই তিরাকে দেখতে পেলাম, মানুষের রূপ নিয়েছে আবার।

'আশা করি সেটা তুমি করতে যাচ্ছো না,' হিসিয়ে উঠলাম আমি। 'কোন রাস্তা খুঁজে পেয়েছো?'

'পেয়েছি,' ও বললো। 'এক জায়গায় দেয়ালে ভাঙা আছে। কিন্তু জায়গাটা বেশ দূরে, হেঁটে যেতে সময় লাগবে প্রচুর। সময় মতো পৌঁছাতে হলে দৌড়াতে হবে।'

আমার মুখটা বিকৃত হয়ে গেল। 'আমার দৌড়াবার মতো অবস্থা নেই এখন।'

'আর কোন উপায়ও নেই। সদর দরজার আশেপাশে ক্যামেরা ছড়ানো।'

BanglaBook.org

'বাল!' আমি বিড়বিড় করে উঠলাম।

'চলে এসো, জাদুকর,' তিরা বললো। 'নষ্ট করার মতো সময় হাতে নেই। আমরা এটুকু দূরত্ব অনায়াসে পার করতে পারব কিন্তু তোমাকে দ্রুত আসতে হবে একটু।'

'তিরা, গত দু'দিনে যে পরিমাণ ধকল গেছে আমার ওপর দিয়ে তারপর আর দু'মিনিট দৌড়াতে গেলে আমি নিশ্চিতভাবেই মাটিতে লুটিয়ে পড়ব।'

ভ্রু কুঁচকে উঠলো ওর। 'কী বলতে চাইছো?'

'আমি এখান থেকেই ভেতরে ঢুকব। দেয়াল ডিঙিয়ে,' আমি বললাম।

'ওরা তো পার হতে পারবে না এখান দিয়ে।'

'তাহলে শুধু আমি পার হচ্ছি। তোমরা আমাকে খুঁজে নিতে পারবে তো?'

তিরা বিরক্তির সুরে একটা অদ্ভুত শব্দ করলো। 'তা তো পারবই, কিন্তু ওপাশে একা যাওয়াটা বোকামি হবে না? আর ক্যামেরায় যদি ধরা পড়ে যাও?'

'ক্যামেরার ব্যাপারটা আমাকেই সামলাতে দাও,' আমি বললাম। 'আগে উপরে উঠতে সাহায্য করো আমাকে। তারপর তুমি আর আলফারা ঘুরে ওপাশে এসে দেখা করো আমার সাথে।'

'কাজটা বোকামি হবে, জাদুকর। তোমার যদি দৌড়াবার মতো ক্ষমতা না থাকে তাহলে একা একা ওপাশে যাবার মতো ক্ষমতা কীভাবে থাকবে?'

'তর্ক করার সময় নেই এখন,' কথাটা বলে উপরে চাঁদের দিকে তাকালাম। 'আমাকে কি সাহায্য করবে?'

'ঠিক আছে,' তিরা বললো। 'আমি তোমাকে সবচেয়ে কাছের ক্যামেরাটা দেখিয়ে দিচ্ছি। ওপাশে গিয়ে যেখানে নামবে সেখানেই থাকবে, কোথাও যাবে না। ওপাশে কে কোথায় আছে আমরা কিন্তু কিছুই জানি না।'

'আমাকে নিয়ে চিন্তা না করলেও চলবে,' আমি বললাম। 'নিজেরা সাবধানে থেকো। দেয়ালে যদি একটা ফোকড় থেকে থাকে তো ডেন্টনরাও সে রাস্তা দিয়েই আসবে। ম্যাকফিনও আসতে পারে।'

'ম্যাকফিন,' কথাটা বলার সময় তিরার কণ্ঠস্বরে একটা গর্ব ফুটে উঠলো। 'ওসব ফোকড়ের পরোয়া সে করবে না। আসতে হলে দেয়াল ভেঙেই আসবে।'

BanglaBook.org

'আচ্ছা! ক্যামেরাটা কোথায় আছে দেখিয়ে দাও।'

গাছের আড়ালে এক জায়গায় ছোট একটা কালো খোপ দেখিয়ে দিলো আমাকে ও। ওটাই ক্যামেরা। আমি ঠোঁটে ঠোঁট চেপে ঝুঁকে ক্যামেরাটা পার হলাম।

বিক্ষিপ্ত চিন্তাভাবনাগুলো সরিয়ে দিয়ে সব মনোযোগ এক করতে লাগলাম। শরীরে খুব বেশি শক্তি অবশিষ্ট নেই। শরীরের প্রতিটা কোষে ব্যথা করছে। কিন্তু তাও আমাকে থামাতে পারছে না । শক্তি তৈরি হতে থাকল।

'ম্যালিভাসো,' ফিসফিস করে উঠে হাতজোড়া দিয়ে একটা চতুর্ভুজ আঁকলাম শূন্যের ওপর। জড়ো করা সব শক্তি ক্যামেরাটার দিকে ছুটে গেল। এক মুহূর্ত পর কানে এলো স্পার্কিংয়ের আওয়াজ, পর মুহূর্তেই ক্যামেরাটা থেকে ধোঁয়া বের হওয়া শুরু হলো।

এবারে দেয়ালটা পার হতে হবে। অন্য কোনো সময় হলে ব্যাপারই ছিলো না। কিন্তু এখন এই নয় ফুটের দেয়ালও আমার কাছে নব্বই ফুটের সমান। ভয়াবহ দুর্বল লাগছে, প্রচণ্ড ইচ্ছে করছে বাড়ি ফিরে বিছানায় একটা ঘুম দিতে। কিন্তু সেটা সম্ভব নয় এখন। যা করতে এসেছি তা আগে শেষ করতে হবে।

'ঠিক আছে তাহলে,' আমি বললাম। 'যাওয়া যাক।'

তিরা ওর হাতজোড়া এক করে সামনে ধরল, আমি ওখানে পা রাখতেই ওপর দিকে ছুঁড়ে দেয়া হলো আমাকে। পরমুহূর্তেই দেয়ালের ওপাশের কাদার ওপর গিয়ে পড়ল আমার শরীরটা।

আঘাতটা সয়ে নিতে বেশি সময় লাগল না। আমার পরনের কাপড় চোপড় সব কালো বা গাঢ় রংয়ের। কাজেই অন্ধকারের মধ্যে আমাকে অদৃশ্য বলাই চলে। কিন্তু তারপরও আমি কোন চান্স নিতে রাজি না। পকেট থেকে পিস্তলটা বের করে হাতে নিলাম।

BanglaBook.org

এখন অপেক্ষা করতে হবে ওদের জন্য, আর কোন কাজ নেই আপাতত। অপেক্ষা করতে লাগলাম, প্রতিটা মিনিটকে এখন মনে হচ্ছে এক ঘন্টার সমান। আপেক্ষিকতার এরচেয়ে বড় উদাহরণ বোধ হয় আর হয় না। সময় কাটাবার জন্য উলটো দিক থেকে একশ থেকে এক পর্যন্ত গুণতে লাগলাম।

মৃদু হাওয়া বয়ে যাচ্ছে, গাছ থেকে পাতা পড়ছে, পড়ছে একটু আগে হওয়া বৃষ্টির জন্য গাছে আটকে থাকা পানির ফোঁটাও। সব মিলিয়ে অদ্ভুত একটা পরিবেশ, একই সাথে সুন্দর।

এই সুন্দরের মাঝে আমি অপেক্ষা করতে লাগলাম।

কিন্তু কিছুই হলো না। কোন নেকড়ের খোঁজ নেই, কোন শব্দও নেই।

কিচ্ছু নেই।

এক পর্যন্ত গোণা শেষ হবার সাথে সাথে একটা ভয় জেঁকে বসল আমার মাঝে। কোথায় ওরা? এতোক্ষণে তো চলে আসবার কথা। টের পেলাম আমার শরীর ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। মানছি মার্কোনের দুর্গটা বিশাল বড়, কিন্তু এতো বড় না যে, আলফা বা তিরার আসতে এতো সময় লাগবে।

এখন আর কোনকিছুই সুন্দর মনে হচ্ছে না।

কোথাও একটা সমস্যা হয়ে গেছে। আমি এখন একদম একা।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

অধ্যায় ২৯

একাকি।

একদম ছোট একটা শব্দ অথচ অর্থটা কতোই না গভীর! আমি অবশ্য সবসময় একাই কাজ করে এসেছি। আমার মতো একজন জাদুকরের যে স্কিল (আমার মতো জাদুকর পুরো আমেরিকাতে আর হাফ ডজনও পাওয়া যাবে না) তাতে একা কাজ না করাটাই অস্বাভাবিক। কিন্তু একা কাজ করা আর হুট করে নিজেকে একাকি আবিষ্কারের মধ্যে প্রচুর তফাত। তার ওপর এখন আমি আহত।

মনের মধ্যে একটা ভয় জাঁকিয়ে বসেছে। যদিও ভয়ের সাথে আমার পরিচয় অনেক আগে থেকেই। ইচ্ছে হচ্ছে উলটো ঘুরে একটা দৌড় দিয়ে সোজা ভ্যানটায় চড়ে বসি, এরপর সুজানকে নিয়ে কোথাও হাওয়া হয়ে যাই। অবশ্য এখন পেছনের এই দেয়াল কারোর সাহায্য ছাড়া আমার একার পক্ষে পার হওয়া সম্ভব নয়।

তবে ভয়টাকে বেশিক্ষণ মনের মধ্যে থাকতে দিলাম না। যতো ভয় থাকবে মনের মধ্যে, লড়াই শুরু করার আগেই হেরে যাবার সম্ভাবনাও ততোই বাড়তে থাকবে। তারচেয়ে ভালো হবে এমন কিছু করা যেন জয় নিশ্চিত হয়। এমনও তো হতে পারে তিরা আর আলফারা বিপদে পড়েছে। আমি বাদে ওদের সাহায্য করবার মতো কেউ নেই এখানে।

উঠে দাঁড়িয়ে দেয়ালটাকে পেছনে রেখে হাঁটতে শুরু করলাম, এক হাতে পিস্তলটা ধরে রেখেছি। সামনে কিছুটা জঙ্গলের মতো, ওটার ভেতরে ঢুকে গেলাম আমি। যতো দ্রুত সম্ভব হাঁটছি। যদিও শব্দ হচ্ছে খুব কিন্তু থামলাম না। একটু পর জঙ্গলটা শেষ হয়ে গেল। উঁকি মারতেই মার্কোনের দুর্গটা দেখতে পেলাম ওপাশে।

বিশাল বড় একটা বাড়ি, এতো বড় বাড়ি কমই দেখেছি আমি। কম দেখেছি বললে ভুল হবে, দেখিইনি। পেছনের আঙিনাটা এতো বড় যে গলফ খেলা যাবে। আঙিনার ওপাশে মার্কোনের বিশাল বড় সাদা বাড়িটা দেখা যাচ্ছে। সাথে বাগান, ছোট্ট একটা পুকুর, সুইমিং পুল এরকম আরও হাজারো জিনিস তো আছেই। সুইমিং পুলের ওপর থেকে ধোঁয়াও উড়তে

BanglaBook.org

দেখলাম, তারমানে পানি গরম করার ব্যবস্থাও আছে। ঠিক কতো টাকা খরচ করলে এরকম বাড়ি বানানো সম্ভব সেটা কেবল যে বানিয়েছে সে-ই বলতে পারবে।

বাড়ির বামপাশে ছোট একটা মন্দিরের মতো দেখা যাচ্ছে। মার্বেল পাথরের কারুকার্য করা অসাধারণ সুন্দর এক স্থাপনা।

পুরো জায়গাটা আলোয় একদম ঝলমল করছে। চাঁদের আলোর সাথে ল্যাম্পপোস্টের হ্যালোজেন আলো মিশে মনেই হচ্ছে না এখন রাত। বাড়ির বাইরের বাগানটার মধ্যেও একটা আভিজাত্যের ছাপ দেখা যাচ্ছে। ভয়াবহ রকম খরচ করে একদল বাঘা মালি রাখা হলেই কেবল এরকম বাগান বানানো সম্ভব।

একটা গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে চারপাশে লক্ষ্য রাখতে শুরু করলাম। খুব বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না।

দূরে একটা গাছের আড়ালে নড়াচড়া দেখতে পেলাম। ভালোমতো লক্ষ্য করতে যে নেকড়েটাকে দেখতে পেলাম সেটাকে দেখে বিলি বলে মনে হলো আমার কাছে। ছুটে গিয়ে আমার থেকে প্রায় বিশ ফুট দূরের ঘাস আর ছায়ার মাঝে মিলিয়ে গেল ও।

উঠে দাঁড়িয়ে ওকে ডাকতে যাচ্ছিলাম এমন সময় আবার নেকড়েটাকে দেখতে পেলাম। ওর গায়ে লাল লেজার লাইটের একটা ফোঁটা পড়েছে। তারপরই একটা মৃদু কাশির শব্দ শুনতে পেলাম আমি। শব্দটা হওয়ার সাথে সাথেই ছিটকে মাটিতে পড়ে গেল নেকড়েটা। উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করলো, চোখের দৃষ্টি উদভ্রান্ত। মুহূর্তের জন্য মনে হলো আমার দিকে তাকিয়ে বাঁচাবার আকুতি করছে ও। পর মুহূর্তেই আবার পড়ে গেল।

'নাইস শট,' ভারি একটা কণ্ঠস্বর বলে উঠলো। পর মুহূর্তেই ডেন্টনকে দেখতে পেলাম। বিলির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। লোকটাকে দেখে এখন আর কোন মতেই মানুষ বলে মনে হচ্ছে না আমার কাছে। টাইয়ের নব ঢিলে করা, পরনের জ্যাকেটটার বোতাম খোলা, হাতা কনুই পর্যন্ত গুটিয়ে এনেছে, চোখেমুখে হিংস্র ভাব।

ওর পিছু পিছু বাকি হেক্সেনউলফগুলো উদয় হলো। প্রথমে দেখতে পেলাম বেন'কে। বেনের পরনে সাদা শার্ট আর ধূসর বিজনেস স্কার্ট। হ্যারিসকে দেখতে পেলাম এরপর। ওর কানগুলো দূর থেকেও দেখতে পেলাম লাল হয়ে আছে, চোখেমুখে ফুটে আছে একটা অদ্ভুত হিংস্রতা।

BanglaBook.org

সবার শেষে উদয় হলো উইলসন। ওর পরনে একটা স্যুট। এর চোখমুখেও হিংস্রতা ফুটে উঠেছে প্রকট হয়ে।

ডেন্টন বিলির কাছে গিয়ে থামল। 'ছয়টা,' বললো ও। 'ছয়টা হলো না?'

'হ্যাঁ, ছয়টা,' বেন জানালো। 'বাকিদের মেরে ফেলি এখন?' ডেন্টনের পাশে এসে দাঁড়ালো ও।

'এখন না,' ডেন্টন বললো। চারদিকে চিন্তিতভঙ্গিতে একবার নজর ফেরাল ও। এখানে ওখানে বেশ কয়েকটা ছায়া পড়ে থাকতে দেখতে পেলাম। গুণে দেখলাম ছয়টাই হয়েছে।

ঈশ্বর! এদের মধ্যে কোনটা তিরা কে জানে! আমাকে সাহায্য করতে এসে ওরাই লাশ হয়ে গেল।

'কাম অন,' হ্যারিস বললো। 'ম্যাকফিনের জন্য অপেক্ষা করে লাভ নেই। হারমাজাদা আসবে না আজ। তারচেয়ে আমরাই ভেতরে ওদের মেরে ফেলি, এরপর ড্রেসডেনের খোঁজে নামতে হবে।'

'তোমার বেল্ট আমরা খুঁজে এনে দেবো, খোকা,' উইলসন বললো। 'এতো তাড়াহুড়োর কিছু নেই। কিন্তু তুমি যে বোকামিটা করেছো!'

হ্যারিস গর্জে উঠলো, পরমুহূর্তেই ডেন্টন এসে দাঁড়ালো ওদের দু-জনের মধ্যে। 'থামো এখন। এটা ঝগড়াঝাটির সময় না। হ্যারিস, আমরা যতো দ্রুত সম্ভব ওই জাদুকরটার পিছু লাগব। তোমার চিন্তার কোন কারণ নেই। আর উইলসন, তোমার মুখটা আপাতত বন্ধ রাখো।'

ঠোঁটে ঠোঁট চেপে ধরলাম। টের পেলাম আমার পুরো শরীর কাঁপছে। হাতে ধরা পিস্তলটা ভারি হয়ে যাচ্ছে। ওরা তো মাত্র চারজন, মনে মনে ভাবলাম আমি। ত্রিশ ফুট দূরেও হবে না ওরা। এখন গুলি শুরু করলে সবাইকে মেরে ফেলতে পারব সহজেই। ওরা মামানেকড়ে হতে পারে, কিন্তু অদৃশ্য তো নয়।

পিস্তলের সেফটি ক্যাচ অফ করে দিয়ে দম আটকে ধরলাম আমি। জানি, কাজটা ভয়াবহ একটা বোকামি হবে। জীবন তো আর কোন সিনেমা নয় যে একাই চারজনকে মেরে ফেলব। কিন্তু আর কিই বা করার আছে?

ডেন্টন চারদিকে আবার একবার নজর ফিরিয়ে নিল। 'ঠিক আছে,' বললো ও। 'আর কেউ নেই। সবকটাকে ফেলে দিয়েছি।'

পরমুহূর্তেই মন্দিরটার ওপাশ থেকে মার্কোনের দেখা গেলো।

BanglaBook.org

মার্কোনের পরনে ফ্লানেল শার্ট, জিন্স আর হান্টার্স ভেস্ট। হাতে একটা টেলিস্কোপওয়ালা রাইফেল। পিছু পিছু হেন্ডরিকসেরও উদয় ঘটল এক মুহূর্ত পর। হ্যান্ডরিকসের পরনে কালো মিলিটারি ফ্যাটিগ। কোমরের বেল্টের সাথে ছুরিসহ আরও কয়েকটা গিয়ার লাগানো। হাতে ধরা পিস্তল।

মার্কোনের দিকে হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে রইলাম পুরো একটা মুহূর্ত। কাহিনী পুরোপুরি অন্যদিকে মোড় নিয়েছে। ডেন্টন নিশ্চিতভাবেই ওদের বুঝিয়েছে এই আলফারা আর ম্যাকফিন ওকে খুন করতে চায়।

এখন ম্যাকফিন এখানে আসলে ওকে মেরে যে কোন একটা কাহিনী বানিয়ে ফেলবে এরা। আর পুরো দুনিয়া তখন সেটাই বিশ্বাস করবে। আমি করবো না যদিও, কিন্তু তাতে কার কী এসে যায়?

'সবক'টাকে ফেলে দিইনি, মনিটরে যে ক'টাকে দেখতে পেয়েছি স্রেফ তাদের,' মার্কোন বলে উঠলো। 'ছয় নম্বর ক্যামেরাটা হঠাৎ নষ্ট হয়ে গেছে। আমার ধারণা ওটা মি. ড্রেসডেনের কাজ।'

শিট!

'আপনি শিওর ওই জাদুকর এই নেকড়েদের দলে নেই?' ডেন্টন জিজ্ঞেস করলো।

'আমার তা-ই মনে হয়,' মার্কোন জবাব দিলো। 'কিন্তু যে কোন কিছুই হতে পারে।'

'তাহলে ও এখানে নেই,' ডেন্টন বললো।

'ও যদি সত্যিই আপনাকে চ্যালেঞ্জ দিয়ে থাকে তাহলে এখানে ও অবশ্যই আছে,' মার্কোন বললো, কণ্ঠস্বর যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসী। 'আমি এ ব্যাপারে নিশ্চিত।'

'আর ও ওর মায়ানেকড়ে বন্ধুদের এভাবে মরতে দেখেও স্রেফ হাত পা গুটিয়ে বসে থাকল?' ডেন্টন জিজ্ঞেস করলো।

'নেকড়েরা মানুষের চেয়ে অনেক বেশি দ্রুত,' মার্কোন বললো। 'এমনও হতে পারে ও এখানে এসে পৌঁছাতে দেরি করেছে। হয়তো আমাদের ওপর নজর রাখছে এখন।'

'আপনি ওকে একটু বেশিই বড় করে দেখছেন,' ডেন্টন বললো।

'তাই কী?' মার্কোন হাসল। 'ট্রাংকুলাইজার গান এই জানোয়ারগুলোকে খুব বেশি সময় ঘুম পাড়িয়ে রাখতে পারবে না। কাজেই সিদ্ধান্ত খুব দ্রুত নিতে হবে আমাদের।'

BanglaBook.org

বেন যে হঠাৎ করেই চিন্তিত হয়ে পড়েছে সেটা মার্কোনের নজরে পড়েছে কি না বুঝতে পারলাম না। 'মেরে ফেলো এই কুত্তাগুলোকে,' নিচু স্বরে বললো ও। 'সন্ধ্যার চেয়ে এখন এদের মারা সহজ হবে।'

মার্কোন বাঁধা দিলো ওকে। 'ম্যাকফিনের জন্য অপেক্ষা করা যাক তারচেয়ে। ম্যাকফিন আসলে এদেরকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলবে। মেডিক্যাল এক্সামিনার তখন আর ট্রাংকুলাইজার পুশ করা হয়েছিল কি না দেখতে যাবে না। কিন্তু আপনারা খুন করলে ফরেনসিক থেকে কিন্তু প্রশ্ন উঠবে।'

আমি একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লাম। খোদা জানে কী হবে এখন! ছয় জনের বিরুদ্ধে একজন। এখন যদি আক্রমণ করি আমি তাহলে বেঁচে থাকার কোন সম্ভাবনাই আর থাকবে না আমার। যদি পিছু হটে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করি তাহলেও সমস্যা, টের পেয়ে যাবে এরা।

ডেন্টন একবার আমার দিকে তাকালো, যদিও অন্ধকারের ভেতর দেখতে পেলো না আমাকে। একটু পরই অন্যদিকে নজর ফেরালো অবশ্য। পুরোটা সময় আমি আমার দম আটকে রাখলাম। 'চিন্তা করবেন না, মার্কোন,' ও বললো। 'একবার ওই জাদুকরটাকে হাতে পেয়ে নিই, ঘাড় ধরে আপনার সামনে এনে হাজির করবো।'

'যাদি তা-ই করতে চান,' মার্কোন বললো, 'ওর খোঁজে লেগে পড়ুন। সেই ফাঁকে আমি মি. ম্যাকফিনের জন্য কিছু প্রস্তুতি নিয়ে রাখি। আর একটা কথা মনে রাখবেন, ড্রেসডেনকে আমার জীবিত অবস্থায় চাই।'

গলার কাছে কিছু একটা দলা পাকিয়ে উঠলো। দম আটকে না রাখলে এখন নিশ্চিতভাবেই বমি করে দিতাম আমি। জন মার্কোন আমার কাছে কী চায় আবার? ঘটনা জটিল থেকে জটিলতর হচ্ছে ক্রমেই।

'অবশ্যই, মি. মার্কোন,' ডেন্টন তেল দেবার ভঙ্গিতে বললো। 'কোন জায়গা থেকে খোঁজা শুরু করবো সে ব্যাপারে কিছু বলতে পারেন?'

মার্কোন তেল দেবার ভঙ্গিটাকে পাত্তা দিলো না। বরং রাইফেলের কোথাও একটা সুইচে চাপ দিয়ে লেজারটা অন করে বলতে গেলে আমার দিকেই তাক করলো। আড়চোখে দেখতে পেলাম লেজারের ফোঁটাটা আমার মাথা থেকে ঠিক ছয় ইঞ্চি দূরে।

উফফফ!

BanglaBook.org

অধ্যায় ৩০

এখন যদি দৌড়াতে যাই তো দেখে ফেলবে ওরা, সেক্ষেত্রে আমাকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করতে বেশি সময় লাগবে না ওদের। আবার এখানে যদি থেকে যাই তাহলেও একটু পর ধরা পড়ে যাবো। সেক্ষেত্রেও ফলাফল একই হবে। কিন্তু এ দুটো ছাড়া আর তো কোন উপায়ও দেখতে পাচ্ছি না। কী করবো ভেবে না পেয়ে শেষটায় এক পা দু'পা করে গাছগুলোর দিকে পিছাতে শুরু করলাম, হাতে সেমি অটোমেটিক পিস্তলটা ধরে রেখেছি।

'ওটা কীসের শব্দ?' ডেন্ট বলে উঠলো।

'কোনটা?' বেন জিজ্ঞেস করলো। এখান থেকেও টের পেলাম ওর কণ্ঠে একটা উদ্বেগ মিশে আছে। যেখানে আছি সেখানেই জমে গেলাম একদম। শালাদের কানেরও এতো ক্ষমতা!

'শশশস্,' ডেন্টন বললো, তারপরই চারদিকে একটা অসহ্যকর নীরবতা। নীরবতা বললে ভুল হবে, মৃদুমন্দ বাতাস আর হালকা বৃষ্টির শব্দ আছে। 'ওখানে,' ডেন্টন এক মুহূর্ত পর বলে উঠলো। 'ওখান থেকেই কোন একটা আওয়াজ এসেছে আমার কানে।'

'বেজি টেজি হবে,' উইলসন বললো। 'বেড়ালও হতে পারে।'

'বোকার মতো কথা বলবেন না,' মার্কোন বললো এবার। 'ড্রেসডেন ওই শব্দ করেছে।'

পিস্তল কক করার শব্দ ভেসে আসলো। 'আগে বাড়ো,' ডেন্টন আদেশের সুরে বললো। 'ওকে কব্জা করা বেশি কঠিন কাজ হবে না হয়তো কিন্তু তারপরও সাবধান থাকবে সবাই। ওর ক্ষমতা সম্পর্কে আপাতত কোন ধারণা আমাদের নেই, কাজেই কোন চান্স নেব না আমরা।' আরও কয়েকটা আগ্নেয়াস্ত্র লোড করা হলো এরপর।

তলপেটে একটা মোচড় দিয়ে উঠলো আমার। আর কোন উপায় নেই, উলটো ঘুরে দৌড় লাগালাম। মাথা যতোটুকু সম্ভব নিচু করে রেখেছি, একইসাথে চেষ্টা করছি যতো কম সম্ভব শব্দ করবার জন্য। কিন্তু লাভ হলো না কোন, পরমুহূর্তেই পেছনে হৈচৈয়ের শব্দ শুনতে পেলাম আর তারপরই গুলির শব্দ। জবাবে আমি ওপর দিকে কয়েক রাউন্ড ফাঁকা গুলি ছুঁড়লাম।

BanglaBook.org

ওদের দিকে পালটা গুলি করবার সাহস হলো না। তিরা বা আলফা'রা কেউই মারা যায়নি, কেবল অজ্ঞান হয়ে আছে। ওদের গায়ে গুলি লেগে যেতে পারে।

আমার কাছ থেকে হয়তো গুলির ব্যাপারটা আশা করেনি ওরা। এক মুহূর্তের জন্য হতভম্ব হয়ে গেল সবাই। পরক্ষণেই লুকানোর জায়গা খুঁজতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

আমিও যতোটা সম্ভব জঙ্গলের ভেতরে ঢুকে যেতে লাগলাম। গুলি দুটো করে কিছুটা সময় অর্জন করে নিয়েছি, তবে ঠিক কীসের জন্য সময়টা পাচ্ছি সেটা বুঝতে পারলাম না। দৌড়াতে দৌড়াতে যতো ভেতরে যাবো দেয়াল ততো কাছে এগিয়ে আসবে। মনে তো হয় না ওই দেয়াল ডিঙাবার ক্ষমতা আমার আছে। তাহলে একটা উপায়ই থাকল, জঙ্গলের ভেতর ধরা না খাওয়া পর্যন্ত এখান থেকে ওখানে ছুটে বেড়াতে হবে, খরগোশের মতো।

বেকুব! নিজেকেই নিজে গালি দিলাম।

পরক্ষণেই একটা জুয়া খেলার বুদ্ধি চলে এলো মাথায়। বেশ খানিকটা দূরে চলে এসেছি, এখন আর আমাকে দেখতে পাচ্ছে না কেউ নিশ্চিতভাবেই। চাইলে এখন শিকার থেকে শিকারি হওয়া যায় হয়তো। একদম নিঃশব্দে কয়েক কদম দূরে একটা বড় গাছের কাছে এসে ঠেস দিয়ে কভার নিয়ে দাঁড়ালাম। এখন আর কোনরকম নড়াচড়া করা চলবে না।

নার্ভের ওপর প্রচণ্ড চাপ গেল এসময়টুকুতে। ওরা এগিয়ে আসছে, প্রতি মুহূর্তে আমার ধরা পড়বার চান্স বেড়ে যাচ্ছে আবার জেতার সম্ভাবনাও বেড়ে যাচ্ছে একই হারে। ওরা প্রায় নিঃশব্দে এলেও আবছাভাবে পায়ের আওয়াজ শুনতে পেলাম। ছড়িয়ে আছে সবাই, সমান দূরত্বে। আমার অন্তত তাই মনে হলো।

কারও কাছে কোন আলো নেই, নিজেদের অবস্থান ফাঁস করতে চাইছে না। এটা ওদের চেয়ে আমার জন্য বেশি সুবিধাজনক। কারণ আমার পরনের পোশাক কালো আর দাঁড়িয়ে আছি এমন একটা জায়গায় যেখানে অন্ধকারের মধ্যে আমাকে গাছটা থেকে আলাদা করে বের করা প্রায় অসম্ভব। ওরা যদি এভাবে মানুষের রূপ নিয়েই আমাকে খুঁজতে থাকে তাহলে মনে হয় না খুঁজে পাবে এতো সহজে।

পেছনে, আমার থেকে সবথেকে কাছে যে, পায়ের আওয়াজ শুনে মনে

BanglaBook.org

হলো আর পনের ফুট দূরেও নেই। দশ ফুট...পাঁচ ফুট...চার ফুট...তিন ফুট...দুই ফুট...এক ফুট...হঠাৎ থেমে গেল ও। সাথে সাথে একটা হার্টবিট মিস হলো আমার। একইসাথে দম বন্ধ করে ফেলেছি। লোকটা এখন এতোই কাছে যে স্পর্শ করবার জন্য হাতও বাড়াতে হবে না বলতে গেলে।

হাজার বর্ষ পার হয়ে গেল এর মাঝে কিন্তু ও বা আমি কেউই নিজেদের জায়গা থেকে একচুল নড়লাম না। তারপর হঠাৎ করেই আবার এগিয়ে যেতে শুরু করলো ও, একইসাথে চেপে রাখা শ্বাসটুকু আস্তে করে ছেড়ে দিলাম আমি। এতোক্ষণ ভয়ে ভালোভাবে লক্ষ্য করবার সাহস হয়নি, এখন দেখতে পেলাম লোকটা আর কেউ নয় স্বয়ং পালের গোদা, ডেন্টন। ঠোঁটের কোণে একটা নীরব হাসি ফুটে উঠলো আমার।

'একদম চুপ,' ফিসফিসিয়ে বলে উঠলাম। 'এক চুলও নড়বে না।'

ডেন্টন হিসিয়ে উঠলেও নিজের জায়গায় একদম জমে গেল। 'ড্রেসডেন, হারামজাদা, আমি তোকে এখনই মেরে ফেলবো।'

'চেষ্টা করে দেখো,' আমি পালটা জবাব দিলাম, একইসাথে পিস্তলের হ্যামার টেনে নিলাম একবার।

ডেন্টনের হাতটা সামান্য একটু নড়ে উঠলো। 'আর এক চুল নড়বে তো গুলি বের হতে বিন্দুমাত্র সময় নেবে না। বেল্ট বের করবার কথা ভুলে যাও আপাতত তোমাকে খুন করতে আমার হাত সামান্যও কাঁপবে না, পিস্তলটা ফেলে দাও।'

কথা শুনল ডেন্টন, ফেলে দিলো পিস্তলটা। 'খারাপ নয়, ড্রেসডেন। কিন্তু লাভ হবে না কোনো। পিস্তলটা নামাও, আলোচনা করতে পারবে তাহলে আমার সাথে।'

'হা! হা! হা!' আমি হেসে উঠলাম। 'এই শিখেছো তাহলে এফবিআই থেকে?'

'যেটা পারবে না সেটা করতে চাও কেন, ড্রেসডেন?' ডেন্টন বললো। 'এসব করে পার পাবে ভেবেছো?'

'ওসব কথা পরে ভাবা যাবে।' কথাটা বলে আরেক হাত দিয়ে ওর কলার চেপে ধরলাম। 'আমার পিস্তল ধরা হাতটা না বড্ড চুলকাচ্ছে। এমন কিছু করো না যেন চুলকানিটা আরেকটু বেড়ে যায়, তাহলে কিন্তু ট্রিগারটা চেপে ধরতে বেশি সময় লাগবে না।'

BanglaBook.org

'কী করছো এসব, ড্রেসডেন?'

'আমরা দু-জন এখন উলটো ঘুরবো,' পিস্তলের নলটা ওর ঘাড়ে ঠেকিয়ে বললাম। 'তারপর তুমি তোমার লোকদের বলবে যেন ওরা এই জঙ্গল থেকে বের হয়ে আলোর মধ্যে যায়, যাতে আমরা ওদেরকে খুব ভালোভাবে দেখতে পারি।'

'এখান থেকে চাও কি তুমি?' ডেন্টন জিজ্ঞেস করলো।

ওকে উলটো ঘুরিয়ে খালি হাতটা দিয়ে একটু সার্চ করতেই নেকড়ে-চামড়ার বেল্টটা খুঁজে পেলাম। ওটা সরিয়ে নেবার সময় টের পেলাম ওর চোয়াল শক্ত হয়ে গিয়েছে। কিন্তু নড়ল না ও, হাতদুটো এখনো শূন্যে তুলে রেখেছে। 'একই প্রশ্ন তো আমারও,' আমি বললাম। 'এখন তোমার বন্ধুদের গাছের আড়াল থেকে বের হতে বলো তো চটজলদি।'

ডেন্টন খুনি হতে পারে, বিশ্বাসঘাতক হতে পারে কিন্তু আর যা-ই হোক, বোকা নয়। ঘাড়ে পিস্তল দিয়ে আরেকটা খোঁচা দিতেই অন্য তিন এজেন্টকে জঙ্গল থেকে বের হয়ে যেতে বললো ও।

'ডেন্ট?' উইলসন ডেকে উঠলো। 'ঠিক আছো তুমি?'

'যা বলছি তা করো,' ডেন্টন জবাব দিলো। 'এক মিনিট পর সব বুঝতে পারবে।'

এরপর আর কোন প্রশ্ন করলো না কেউ, আলোতে চলে এলো সবাই। 'হাঁটো এখন,' আমি বললাম। 'কোন চালাকি করতে গেলে তোমার মাথার খুলি উড়িয়ে দেবার জন্য দ্বিতীয়বার ভাবব না আমি।'

'সেফটি ক্যাচ'টা অন করে নিতে পারো,' ডেন্টন বললো। 'আমাকে খুন করবার পর এখান থেকে জীবিত বের হয়ে যাবার কথা স্বপ্নেও ভেবো না।'

কথাটা ভুল বলেনি ও, কিন্তু ওর সামনে স্বীকার করতে যাব কেন আমি? পিস্তলের নল দিয়ে আরেকটা খোঁচা দিলাম আমি। 'আগে বাড়ো।' তা-ই করলো ও। হাঁটতে হাঁটতে দু-জনই আলোতে এসে হাজির হলাম।

'হ্যালো!' আমি হাসিমুখে বলে উঠলাম। 'পালের গোদাটাকে তো ধরে ফেলেছি, এখন আপনার আর কীসের অপেক্ষায় আছেন? অস্ত্র আর বেল্ট দুটোই মাটিতে ফেলে সুন্দর করে পিছিয়ে যান যার যার জায়গা থেকে।' একজন এফবিআই এজেন্টকে হোস্টেজ করে ঠিক কয়টা আইন ভেঙেছি

BanglaBook.org

সেটা হিসেব করতে গিয়ে আনমনেই আমার মুখে হাসি ফুটে উঠেছে।

'নরকে যা তুই,' বেন গর্জে উঠলো। অবশ্য আমার আদেশ মানতে ভুলল না। হাতের অস্ত্রটা ফেলে দিয়ে প্রথমে শার্ট খুলে ফেলল। তারপর প্যান্টের বেল্ট খুলে মাটিতে ছুঁড়ে মারলো। 'তোর গলা আমি নিজে কামড়ে ছিঁড়ব।'

'কী করবি তুই, কুত্তা?' আমাকে উদ্দেশ্য করে হ্যারিস গর্জে উঠলো। 'ওই জাদুকর তোকে গুলি করবে গাধা,' আমার হয়ে উত্তর দিয়ে দিলো বেন।

'দু-জনই চুপ,' আমি ধমকে উঠলাম। 'অস্ত্র নামাও তোমাদেও, এখুনি।'

'গুলি করার মতো সাহস এখনো তোমার হয়নি, ড্রেসডেন,' হ্যারিস হিসিয়ে উঠলো।

'রজার,' ডেন্টন আস্তে করে বললো। 'বোকামি করো না, ও একদম কোণায় আছে। অস্ত্র নামাও তোমার।'

ভ্রু কুঁচকে উঠলো আমার। ডেন্টনের কাছ থেকে সহায়তা আশা করিনি। একইসাথে সন্দেহও শুরু হতে লাগল। মার্কোনকেও দেখতে পাচ্ছি না কোথাও, ওর কথাও ভোলা চলবে না। কোথায় ও? কোথাও লুকিয়ে আমার দিকে রাইফেল তাক করে নেই তো? চোখের কোণা দিয়ে লাল ফোঁটা খুঁজতে লাগলাম।

'অস্ত্রটা নামাও,' আবার বললাম আমি। 'উইলসন, তুমিও। আর বেন, তোমার উলফ বেল্ট বের করে ওটাও মাটিতে ফেলো।'

'যা বলছে তাই করো,' ডেন্টনও বলে উঠলো, ফলাফলস্বরূপ আমি আরও নার্ভাস হয়ে গেলাম। এই লোকটা একদম রিলাক্সড এখনো, যেরকম দৃঢ় স্বরে ওদেরকে আমার কথা মানতে বলছে তাতে নার্ভাস না হয়ে উপায় নেই। বেন ওর বেল্ট খুলে এমনভাবে মাটিতে রাখল যেন ওটা কোন ডায়মন্ডের নেকলেস। উইলসনও ওর অস্ত্র আর বেল্ট নামিয়ে রাখল। সবার পরে অস্ত্র নামালো হ্যারিস।

'এখন, পিছিয়ে যাও সবাই।'

'হ্যাঁ,' ডেন্টন বললো। 'হ্যারিস, উইলসন। পিছিয়ে গাছগুলোর কাছে চলে যাও। ওখানে কী রেখে দিয়েছি তোমরা খুব ভালো করেই জানো।'

BanglaBook.org

'হেই,' আমি চেঁচিয়ে উঠলাম। 'কীসের কথা বলছো তোমরা? নড়বে না কেউ।' হ্যারিস আর উইলসন আমার দিকে তাকিয়ে হেসে উঠে গাছগুলোর দিকে এগিয়ে যেতে শুরু করলো। 'যেখানে আছো সেখানেই দাঁড়িয়ে যাও,' আবার চেঁচালাম আমি।

'ওদের গুলি করো, মি. ড্রেসডেন' ডেন্টন বললো। 'তখন তো আমার মাথা থেকে পিস্তল সরাতে হবেই। দু-জনকে যদি মেরে ফেলতে পারোও আমার দিকে আবার পিস্তল ঘুরাবার আগে আমি কিন্তু ছেড়ে কথা বলব না। আর তুমি এখন আহত, কাজেই তোমাকে বাগে আনতেও যে খুব বেশি কষ্ট হবে আমার তাও কিন্তু না।'

ডেন্টন আর বাকি দু-জনের দিকে একবার করে তাকালাম। 'বাল,' চেঁচিয়ে উঠলাম আবারও। 'কী করতে চাইছো, ডেন্টন? এমন কিছু করতে যেও না যার ফল দেখার আগেই মারা পড়বে। জানো তো, একবার মরে গেলে কৃতকর্মের জন্য আর আফসোসটুকুও করতে পারবে না।'

'আমি একজন এফবিআই এজেন্ট। কাজেই তুমি কী করছো সেটা করার আগে একবার ভেবে নাও, মি. ড্রেসডেন।'

পেছন থেকে দেখতে না পেলেও বেশ বুঝতে পারছি ডেন্টনের মুখে একটা কুটিল হাসি ফুঁটে উঠেছে। 'এই বেল্টের সাথে কেন জড়িত হতে গেলে? কেন করছো এসব?' আমি জিজ্ঞেস না করে পারলাম না।

ডেন্টন কাঁধ ঝাঁকালো। 'অনেক বছর ধরেই দেখছি আমাদের দেখে মার্কোন নাক সিঁটকায়, মুখ টিপে হাসে। সহ্য হলো না আর।'

'তাই বলে এভাবে খুন করে?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'আমার কাছে ক্ষমতা ছিল, আমি তার ব্যবহার করেছি।' জবাব দিলো ডেন্টন।

'ওদের খুন করবার অধিকার তোমাকে কে দিয়েছে?'

'তাহলে কী করতে বলো, ড্রেসডেন?' ডেন্টন জিজ্ঞেস করলো। 'ক্ষমতা থাকার পরও হাত পা গুটিয়ে বসে থাকতে?'

রাগের একটা শিহরণ বয়ে গেল আমার শরীর জুড়ে। 'নিরীহ মানুষগুলোর ব্যাপারে কী বলবে?'

'দুর্ভাগ্য। ওটা স্রেফ একটা দুর্ঘটনা, আমি ওদের মারতে চাইনি কখনো।'

BanglaBook.org

'ওই বেল্টগুলো তোমার মনমানসিকতা পাল্টে দিয়েছে, ডেন্টন। শুধু তোমার একার না, তোমাদের সবার।'

'আমার লোকেদের ওপর আমার নিয়ন্ত্রণ আছে।'

'গতমাসেও নিশ্চয়ই ছিল?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

ডেন্টন কোন উত্তর না দিয়ে চুপ করে থাকলো।

'তুমি জানতে, তাই না? তুমি জানতে আমি ঠিকই সব সত্য বের করে ফেলব। এজন্যই তো আমাকে ফুল মুন গ্যারেজে পাঠিয়েছিলে?' আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম।

'আমাকে একজন সাবধান করেছিল, ম্যাজিক পুলিশ না কি যেন বলেছিল। হোয়াইট কাউন্সিল নিয়ে, তুমি নাকি ওদের হয়ে কাজ করো?'

আমি প্রায় হেসে উঠলাম। 'হ্যাঁ, করি তো। সেজন্যই বুঝি ম্যাকফিনের চক্র মুছে দিয়েছিলে? নিজের ওপর থেকে দোষ সরাবার চেষ্টায় ব্যস্ত ছিলে। ভেবেছিলে কাউন্সিল ম্যাকফিনকে ধরবে, তোমরা বেঁচে যাবে।'

'মাঝে মাঝে বলিদান দেবার প্রয়োজন হয়,' ডেন্টন বললো। 'নয়তো কাজ হয় না।'

'তাই নাকি? কিন্তু এরকম বলিদানের ব্যাপারে তো আমি তোমার সাথে একমত হতে পারছি না,' আমি বললাম। 'তুমি বলছো মার্কোন সব আইনের উর্ধ্বে, তাই তুমি এসব করছো। কিন্তু এসব করতে গিয়ে তুমি নিজেও যে আইনের উর্ধ্বে চলে গেছো। সেটা কি একবারও ভেবে দেখেছো?'

ডেন্টন সামান্য ঘাড় ঘুরিয়ে আমার দিকে দেখবার চেষ্টা করলো। জবাবে আমি পিস্তল দিয়ে ওর ঘাড়ে আরেকটা খোঁচা মারলাম। 'যে বেল্টগুলো তোমাদের দেয়া হয়েছো সেগুলো ভালো নয়, তোমরা ওই বেল্টগুলোকে পেলে নিজেদের নিয়ন্ত্রণ হারাও, নিজেদের স্বাভাবিক চিন্তাভাবনা লোপ পায় তোমাদের। কাম অন, ডেন্টন। মানছি তুমি সবার ভালো করতে চাও, কিন্তু সেজন্য এটা ছাড়া আরও অনেক ভালো পথ আছে।'

ডেন্টন দীর্ঘ সময় নীরব থাকল। হ্যারিস আর উইলসন পাইন গাছের সারির মাঝে হারিয়ে গেছে। বেন আমাদের দিকে তাকিয়ে আছো, ওর চোখ জোড়া জ্বলজ্বল কছে। চাঁদের আলোয় ওর নগ্ন বুক আরো কমনীয় লাগছে।

BanglaBook.org

সেদিকে অবশ্য ওর কোন খেয়াল নেই, ও একবার আমাদের দিকে আরেকবার মাটিতে পড়ে থাকা বেল্টগুলোর দিকে তাকাচ্ছে। 'ওর দিকে দেখো,' আমি বললাম। 'ওই বেল্টগুলো আসলে মাদকের মতো। ও কি আগে এরকম ছিল? ছিল না। তোমরা কেউই এরকম ছিলে না। কিন্তু এখন সবাই একেকটা জানোয়ারে পরিণত হয়েছো। তোমাদের এই অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসতেই হবে। দেরি করলে শেষটায় আর কোন উপায় থাকবে না।'

পেছন থেকেও টের পেলাম ডেন্টন ওর চোখ বন্ধ করে ফেলেছে। মাথা ঝাঁকাল একবার একটু পর। 'তুমি খুব ভালো একজন মানুষ, মি. ড্রেসডেন। কিন্তু এই দুনিয়া কীভাবে চলে সে সম্পর্কে কোন ধারণাই তোমার নেই। তুমি ভুল করে আমাদের মাঝে চলে এসেছো।' চোখ খুলল ও। 'বলিদান ছাড়া আর কোন উপায় নেই।'

'না!' আমি চেঁচিয়ে উঠলাম। 'তাতে কোনো লাভ হবে না সেটা কী একবারও ভেবে দেখেছো? আমাকে যদি মেরেও ফেলো তোমার কি মনে হয় মারফি ওর তদন্ত বন্ধ করবে?'

ডেন্টন পেছন ফিরে আমার দিকে তাকাল তারপর মন্ত্র জপবার মতো করে বিড়বিড় করে উঠলো, 'বলিদান ছাড়া আর কোন উপায় নেই।'

প্রায় সাথে সাথেই গাছের আড়াল থেকে হ্যারিস আর উইলসন এসে হাজির হলো। হাত পা বাঁধা এক মেয়েকে ধরে আনছে দু-জনে। দুজনের হাতেই ধারালো ছুরি। দূর থেকেও ওদের সাথে থাকা জিম্মিকে চিনতে ভুল হলো না আমার, মারফি।

'বেজন্মার দল!' দাঁতে দাঁত চেপে বলে উঠলাম। ডেন্টন কোন কথা বললো না। বেনের চোখ চাঁদের আলোয় রক্তপানের অভিলাসে যেন চকচক করে উঠলো।

মারফি বেশ কয়েকবার জোরাজুরি করলো ছাড়া পাবার জন্য। কিন্তু লাভ হলো না, শেষটায় উইলসনের হাঁটুতে একটা লাথি মেরে বসল। সাথে সাথে হ্যারিস ওর ছুরিটা মারফির গলায় চেপে ধরল। এবারে আর কিছু করবার চেষ্টা করলো না মারফি। এমনিতেও ওর হাত পা বাঁধা, এমনকি মুখেও কাপড় গুঁজে দেয়া হয়েছে যেন কথা বলতে না পারে।

'আমাকে মেরে ফেলো, মি. ড্রেসডেন,' ডেন্টন আস্তে করে বলে

BanglaBook.org

উঠলো। 'হ্যারিসও সাথে সাথে লেফটেন্যান্ট সাহেবার গলা কেটে নেবে। তারপর ওই নেকড়েগুলোর গলা কেটে তোমার সামনে হাজির করবে। তার আগে যদি আমাদের সব কটাকে শেষ করতে পারোও মারফিকে মনে হয় না বাঁচাতে পারবে, তখন কিন্তু তোমার হাতে যে অস্ত্রটা থাকবে সেটা দিয়ে চার চারজন এফবিআই এজেন্ট'কে খুন করা হয়ে গিয়েছে।'

'হারামজাদা...বেজন্মা,' আমি চিৎকার করে উঠলাম।

'কখনো কখনো বলিদান দিতে হয়, মি. ড্রেসডেন,' ডেন্টন বললো। 'পিস্তলটা ফেলে দাও এখন।'

'না,' আমি বললাম। 'আমি পিস্তল ফেলব না। ও আরেকজন পুলিশকে মারতে পারবে না। পারবে?'

'মারফিকে মেরেই দেখাক পারবে কি না,' ডেন্টন বললো। 'হ্যারিস।'

হ্যারিস ওর ছুরিটা মারফির গলার ওপর আরেকটু বসালো। দূর থেকেও দেখতে পেলাম মারফি চিৎকার করতে গিয়েও করতে পারছে না। আর কিছু করার নেই, পিস্তলটা ডেন্টনের হাতে তুলে দিলাম।

পিস্তলটা নিয়েই ডেন্টন সর্বপ্রথম আমার মাথায় বাঁট দিয়ে একটা বাড়ি মেরে আমাকে মাটিতে ফেলে দিলো। তারপর পিস্তলটা সোজা আমার কপাল বরাবর তাক করলো। 'যখন সুযোগ ছিল তখনই আমাকে গুলি করা উচিত ছিল তোমার, মি. ড্রেসডেন। বেশি কথা বলতে গিয়েই এই অবস্থা তোমার এখন।' মুখে একটা হাসি ফুটে উঠলো ওর। 'আজকের চাঁদটা বেশ সুন্দর। একটা গল্প মনে পড়ে যাচ্ছে...'

আমি কিছু একটা বলবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু গলা দিয়ে যে আওয়াজটা বের হলো সেটা আর যাই হোক কোন ভাব প্রকাশ করতে সক্ষম হলো না।

'চিন্তার কিছু নেই, তোমাকে মারবার পর তোমার বাড়িটাও আমি জ্বালিয়ে দেবো। বিদায়, জাদুকর,' ডেন্টন বলে উঠলো।

যাহ্! এভাবেই তাহলে মরণ লেখা ছিল কপালে?

BanglaBook.org

অধ্যায় ৩১

মাথায় ঠেকানো অবস্থায় ডেন্টনের পিস্তলটার নল বিশাল বড় সাইজের মনে হচ্ছে। আর কোন আশাই কি নেই তাহলে আমার? আমার দিকে ধূসর চোখ মেলে তাকিয়ে আছে ও। ট্রিগারে যে কোন সময় আঙুল চেপে ধরবে। ওর চোখের দিকে তাকালাম হঠাৎ করে। সাথে সাথে দু-জনে দু-জনের আত্মার মাঝে ঢুকে গেলাম।

এক মুহূর্ত একটা অস্বস্তিকর নীরবতা, দু-জনে নীরবে দু-জনের আত্মার গহীনে ঢুকে পড়ছি। ভেতরে ঠিক কী দেখতে পেলাম খুব ভালো করে বর্ণনা করা আমার পক্ষে সম্ভব না। খুবই সুন্দর করে সাজানো একটা জায়গার কথা কল্পনা করতে পারো। যেখানে সবকিছু ঠিক আছে, সবকিছু স্বাভাবিক, নিরাপদ। উপরে নীল আকাশে সাদা মেঘের খেলা, নিচে সবুজ ঘাস দৃষ্টিজুড়ে। বাচ্চা ছেলেমেয়েরা খেলছে, হৈ হুলোড় করছে।

এখন, কল্পনা করো হঠাৎ করেই আকাশটার রঙ বদলে বাদামি হয়ে গেছে, ঘাসগুলো শুকনো খড়ের মতো হয়ে গিয়েছে। বাচ্চা ছেলেমেয়েগুলো হুট করেই বড় হয়ে গিয়েছে। ছেলেগুলোর চেহারায় বুনো হিংস্রতা আর মেয়েদের চোখে ক্ষুধার্ত কামনা ঝড়ে পড়ছে। চারদিকে এখন কেবল রুক্ষতা।

ঠিক এই জিনিসটাই ডেন্টনের ভেতর দেখতে পেলাম। একজন ভালো মানুষ যে ক্ষমতার লোভে পড়ে জানোয়ারে রূপান্তর হয়ে গেছে। ডেন্টনের দুঃখ, বাধ্যতা বুঝতে পারলাম আমি এতোক্ষণে। কালো জাদুর খপ্পড়ে পড়ে নিজের সব ভালো গুণাগুণ হারিয়ে ফেলেছে ও, পরিণত হয়েছে একটা হিংস্র দানবে।

টের পেলাম আমার চোখ ভিজে এসেছে। একই সাথে আমার বেঁচে যাবার সম্ভাবনাও কি কিছুটা বেড়ে যায়নি? ওর আত্মার ভেতর ঢুকে পড়ার ফলে সে-ও তো আমার আত্মার ভেতর ঢুকে পড়ছে। কিছুটা হলেও তো সময় এনে দেবে সেটা আমাকে। ট্রিগারে চাপ দেয়া থেকে কয়েকটা সেকেন্ড বিরত থাকলেই হলো কেবল।

BanglaBook.org

দু-জন দু-জনের এই আত্মা দেখতে পাওয়াকে আমি সোলগেজ বলি। সোলগেজটা শেষ হয়ে যাবার পর ডেন্টন আমার দিকে তাকিয়ে থাকল। ভেতরে আমার অতীতের কোন অংশ দেখেছে ও সেটা ও-ই বলতে পারবে, দেখতে পেলাম সেটা দেখার পর ওর অবস্থা খুব একটা ভালো নেই, পুরো শরীর রীতিমতো কাঁপছে। এক হাতে কপাল থেকে ঘাম মুছল এই শীতের মধ্যেও।

'না,' ডেন্টন বিড়বিড় করে উঠলো। 'না, জাদুকর।' আবার পিস্তল তুলল ও। 'আমি নরকে বিশ্বাস করি না, আমি তোমাকে ছেড়ে দেবো না।' তারপর যতো জোরে সম্ভব চিৎকার করে উঠলো। 'আমি তোমাকে ছেড়ে দেবো না!' কিছু করার নেই আর, কপালে বুলেটের একটা ধাক্কা খাবার জন্য প্রস্তুত হতে থাকলাম।

'হ্যাঁ,' একদম শান্ত একটা কণ্ঠ বলে উঠলো। 'আপনি ওকে ছেড়ে দেবেন।' ডেন্টনের বুকের ঠিক মাঝখানটায় একটা লাল ফোঁটা এসে হাজির হলো। মাথা সামান্য ঘুরাতেই মার্কোনকে রাইফেল তাক করা অবস্থায় সামনে এগিয়ে আসতে দেখলাম। পাশেই মি. হেনড্রিকস। আমার চোখজোড়া চকচক করে উঠলো সাথে সাথে। দূরে আরেক পাশে মারফি পড়ে আছে। ওর কী অবস্থা কে জানে!

'মার্কোন,' ডেন্টন বলে উঠলো। 'বেজন্মা কোথাকার!'

মার্কোন দাঁত বের করে হাসলো। 'আমাদের চুক্তি ছিল আপনি ড্রেসডেনকে জীবিত অবস্থায় আমার সামনে হাজির করবেন, ওর লাশ নয়। তাছাড়া নিজের অস্ত্র ব্যবহার করবার আগে আরেকবার ভেবে নিন না, ম্যাকফিন আসলে তো এমনিতেও মরছে ও।'

'যদি ও আসে...' ডেন্টন গর্জে উঠলো।

'আমার স্পটাররা,' মার্কোন বললো, 'একটু আগে জানিয়েছে ওদের সাথে থাকা কুকুরগুলো অস্থির আচরণ করছে হঠাৎ করেই। এখান থেকে তিন মাইল পশ্চিমের ঘটনা এটা। এখানে ওর চলে আসতে খুব বেশি সময় লাগবার কথা না, মি. ডেন্টন।' মার্কোনের হাসিটা আরও বিস্তৃত হলো। 'এখন উনাকে ছেড়ে দিয়ে আমার সাথে বিজনেসটা শেষ করে ফেলুন তো চটজলদি।' রাইফেলটা নামিয়ে লেজার সাইট বন্ধ করে ফেললো ও।

ডেন্টন আমার থেকে মার্কোনের দিকে নজর ফেরালো, ওর চোখে

BanglaBook.org

শূন্যতা। 'মার্কোন,' আমি বললাম। 'গুলি করুন ওকে, এখনই।'

'আমার মনে হয় আপনি এর আগেও বেশ কয়েকবার এভাবে বিভাজন সৃষ্টি করে প্রতিপক্ষকে দুর্বল করবার চেষ্টা করেছেন, মি. ড্রেসডেন,' মার্কোন বললো। 'আপনি হেরে গেছেন, মেনে নিন ব্যাপারটা।'

ডেন্টনের মুখে একটা হাসি ফুটে উঠলো, পিস্তলটা এখনো আমার দিকে ধরে রেখেছে। 'জন, এই একটিবার বিশ্বাস করুন আমাকে। পুরো বিষয়টা স্রেফ আপনাকে খুন করবার জন্য করা একটা ষড়যন্ত্র,' আর্তনাদের মতো করে বললাম আমি।

'এজেন্ট ডেন্টন,' মার্কোন বললো। 'আপনার পিস্তল নামিয়ে রাখুন। আমাদের বিজনেসটা শেষ তো করি আগে।'

'অন্য কোনদিন করবো হয়তো,' ডেন্টন বললো। বলার সাথে সাথে পিস্তলটা তুলে হ্যান্ডরিকসের দিকে তাক করলো ও, একের পর এক গুলি করে যেতে লাগলো । এতো দ্রুত যে ঠিক কয়টা গুলি হলো তাও গুণতে পারলাম না।

হেনড্রিকস কয়েকটা ঝাঁকি খেয়ে কয়েক কদম পিছিয়ে গেল। তারপর সোজা কাটা গাছের মতো আছড়ে পড়ল মাটিতে। একটা আর্তনাদ বেরিয়ে এলো ওর গলা থেকে।

মার্কোন রাইফেল তুলতে শুরু করেছিল আবার, কিন্তু তার আগেই উইলসন আর হ্যারিস ছুটে এসে মাটিতে ফেলে চেপে ধরলো ওকে। ডেন্টন এবারে মার্কোনের দিকে পিস্তল তাক করলো।

'অনেক হয়েছে,' গলার স্বরে খুশির ভাব চেপে রাখতে পারছে না ডেন্টন। 'সবাইকে ধরে গর্তটায় নিয়ে যাও। ম্যাকফিন যে কোন সময় চলে আসবে এখানে।'

আমি নীরবে একবার কেটে পড়বার চেষ্টা করলাম, কিন্তু লাভ হলো না। আমাকেও ধরে ফেলা হলো। হুট করেই একের পর এক লাথি খেতে লাগলাম। একটু পর লাথি থামতে উপরে তাকাতে এজেন্ট বেন'কে দেখতে পেলাম। হিংস্র একটা হাসি ফুটে আছে ওর মুখে। মাটির ওপর দিয়ে এরপর ছেঁচড়ে নিয়ে যাওয়া হলো আমাকে কোথাও।

একটু পর বাধা দেবার জন্য সামান্য চেষ্টা করতেই আরও কয়েকটা লাথি খেয়ে গড়িয়ে গিয়ে একটা গর্ত গিয়ে পড়লাম। গর্তের ভেতরে বৃষ্টির

BanglaBook.org

তোড়ে মাটি নরম হয়ে কাদা হয়ে আছে চারদিকে, খুব বেশি ব্যথা পেলাম না তাই।

মারফি আমার পাশে কাদার মধ্যে হাঁটু গেড়ে বসল। 'ড্রেসডেন,' আস্তে করে বললো ও। 'ঠিক আছো তুমি?'

আমি চারদিকে ভালোভাবে তাকালাম। আমার চারপাশে একটা গভীর গর্ত। বর্গাকার হবে গর্তটা, বিশ ফুটের মতো গভীর, দৈর্ঘে তার দ্বিগুন হবে। কাদা আর পানিতে একাকার হয়ে আছে। ওপর থেকে একটা দড়ি নেমে এসেছে নিচে। মাথার ঠিক উপরে মেঘের আড়াল থেকে চাঁদটা বের হয়ে আসল। ফাঁদে আটকে ফেলা হয়েছে আমাদের।

'ড্রেসডেন,' আবার বললো মারফি। 'ঠিক আছো তুমি?'

'বেঁচে আছি,' ভ্রু কুঁচকে ওর দিকে তাকিয়ে থাকলাম কিছুক্ষণ। 'আমি ভেবেছিলাম ওরা তোমাকে খুন করে ফেলেছে।'

ওর নীল চোখ জোড়া জ্বলজ্বল করছে। জিন্সের প্যান্ট আর ফ্লানেল শার্টটা কাদায় মাখামাখি হয়ে আছে একদম। তারপরও অদ্ভুত সুন্দর লাগছে মেয়েটাকে। 'তখন ডেন্টন তোমাকে কব্জা করতে না পারলে তাই করতো। কিন্তু একটা জিনিস বুঝতে পারলাম না, ওরা আমাদের খুন না করে ম্যাকফিনের জন্য রেখে দিলো কেন?'

আমার মুখটা ঘৃণায় বিকৃত হয়ে গেলো । 'হোয়াইট কাউন্সিলের হাত থেকে বাঁচতে,' আমি বললাম। 'পুরো দোষটা ওরা ম্যাকফিনের ওপর চাপিয়ে দেবে।'

'তোমার সাথে সবসময় এরকম পরিস্থিতিতেই শুধু দেখা হয় কেন, ড্রেসডেন?'

'তোমাকে তো বেঁধে রাখা হয়েছিল,' আমি বললাম। 'বাঁধন ছিঁড়লে কীভাবে?'

'আমি সাহায্য করেছি,' গর্তের আরেকপাশ থেকে একটা ভারি কণ্ঠ ভেসে আসলো। ঘুরে তাকাতে তিরাকে দেখতে পেলাম। ওর নগ্ন দেহটাও কাদায় মাখামাখি হয়ে একাকার হয়ে গিয়েছে।

'একটা জিনিস বুঝলাম না,' আমি বললাম। 'মার্কোন ওর আঙিনায় এরকম একটা গর্ত খুঁড়ে রাখবে কেন?'

'মার্কোন চাইছিলো ম্যাকফিনকে এখানে সকাল পর্যন্ত আটকে রাখতে,'

BanglaBook.org

তিরা বললো। 'তারপর তো আর কোন বিপদ নেই।'

'এক মিনিট, এক মিনিট,' মারফি বললো। 'তোমরা বলতে চাইছো এই মৃত্যুগুলোর জন্য ডেন্টন দায়ি? সবগুলোর জন্যই?'

'যেদিক থেকেই দেখো না কেন দায়ি ও-ই হবে,' আমি বললাম। পুরো ঘটনা ওকে সংক্ষিপ্ত আকারে খুলে বললাম আমি।

সব শুনে বিস্ময়ে মারফির মুখ হা হয়ে গেল। 'আমি ব্যাপারটা এদিক থেকে ভেবেই দেখিনি কখনো! ডেন্টন পুরোটা সময় তোমাকে এই কেস থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে চেয়েছিলো। তখনই সন্দেহ করা উচিত ছিল আমার। প্রত্যেকটা ক্রাইম সিনে খুব দ্রুত পৌঁছে যাচ্ছিল ও কিন্তু কিছুতেই ধরতে পারছিলাম না ও জানলো কীভাবে। উফ! এটা কেন আগে ধরতে পারি নি!

ওপর থেকে হৈ চৈ শুনতে পেলাম। একটু পরই মার্কোনকে দড়িতে বেঁধে গর্তের ওপর ঝুলিয়ে রাখা হলো। মার্কোনের চোখ বন্ধ, জ্ঞান হারিয়েছে খুব সম্ভবত।

'কি হচ্ছে এখানে?' মারফি বলে উঠলো।

'টোপ ফেলছে ওরা,' চোখ বন্ধ করলাম আমি বললাম। 'ডেন্টন ওকে টোপ হিসেবে ব্যবহার করছে। ম্যাকফিন এসে ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লে দড়ি কেটে দেয়া হবে। তখন লুপ গারুটাও ভেতরে পড়ে যাবে, আর উঠতে পারবে না।'

'তারমানে লুপ গারুটা আমাদেরও মেরে ফেলবে,' মারফি আস্তে করে বললো।

'ডেন্টন বা ওর কোন সঙ্গির কাছে নিশ্চিতভাবেই সিলভার বুলেট আছে,' আমি বললাম। 'ম্যাকফিন নিচে নেমে আমাদের শেষ করার পর ওরা ম্যাকফিনকেও মারবে।' উপরের দিকে আরেকবার তাকালাম। 'বুদ্ধিটা ভালোই বলতে হবে।'

'এখন কী করা যায়?' মারফি জিজ্ঞেস করলো।

আমি মাথা নাড়লাম। 'জানি না।'

'কিছুই করার নেই,' তিরা আস্তে করে বলে উঠলো। মারফি আর আমি ওর দিকে ঘুরলাম। আরেকটা আলফার জ্ঞান ফিরে এসেছে, বিলি হবে খুব সম্ভবত। উঠে দাঁড়াতে গিয়ে আবার কাদাতে আছাড় খেয়ে পড়লো। 'কিচ্ছু

BanglaBook.org

করার নেই,' আবার বললো ও। 'আমরা হেরে গেছি।'

আমি চোখ বন্ধ করে চিন্তা করতে লাগলাম। কোন না কোন একটা বুদ্ধি তো পাওয়া যাবেই। মারফি আমার পাশে এসে কাঁধে মাথা রেখে বসে পড়ল। আমি আমার কোটটা খুলে ওকে পরিয়ে দিলাম। আমার দিকে চোখ সরু করে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল ও, তারপর আরও ভালোভাবে শরীরের সাথে জড়িয়ে নিল কোটটা।

এক মুহূর্ত পর নীরবতা ভাঙলো ও। 'ড্রেসডেন, ভেবে দেখলাম এই খুনগুলোর সাথে তোমার জড়িত থাকার সম্ভাবনা কম।'

আমি হেসে উঠলাম। 'মার্ফ, এতো সুন্দর ভাবতে পারো তুমি? ডেন্টন এতোকিছু করার পরও কি প্রমাণ হয় না আমি এসবের সাথে জড়িত না?'

জবাবে মার্ফও হেসে উঠে মাথা নাড়লো। 'না হ্যারি, হয় না । ও শুধু আমাদের খুন করতে চাইছে। তারমানে এই না যে, তুমি যা বলছো তার সবই সত্যি হবে।'

'ও আমাকে মেরে ফেলতে চায়, মার্ফ। সেটা কি আমাকে বিশ্বাস করার জন্য যথেষ্ট না?'

'আমার তা মনে হয় না,' ও বললো। 'ডেন্টন তো সবাইকেই মারতে চায়। আর তুমি এখনও আমার সাথে মিথ্যা বলে থাকতে পারো।'

'আমি মিথ্যা বলছি না, মার্ফ,' আস্তে করে বললাম আমি।

'আমি তোমার কথা আর শুনতে চাচ্ছি না, হ্যারি,' ও ফিসফিস করে বললো। 'অনেক মানুষ মারা গিয়েছে। আমার নিজের লোক। সিভিলিয়ান, যাদের রক্ষা করার দায়িত্ব ছিল আমার ওপর। এরপর আর কাউকে বিশ্বাস করা আমার পক্ষে সম্ভব না। আমি এখনো তোমাকে পছন্দ করি, ড্রেসডেন। কিন্তু বিশ্বাস করি না।'

মুখে একটা হাসি ফুটিয়ে তুলবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করলাম। বুকে যদিও পাথর চেপে বসে আছে। শারীরিক ব্যথার সাথে যোগ হলো মানসিক ব্যথা। আর কতো? আর সহ্য করতে পারছি না। অসহ্য লাগছে সবকিছু । চারদিকে একবার নজর বুলালাম। নাহ, কোনো উপায় নেই। আবার চিন্তা করতে বসলাম আমি। মার্ফির কথাই মনে হচ্ছে ঘুরেফিরে। মেয়েটা এমনই, সবকিছু নিজের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে চায়। মেয়ে বলে কারও থেকে বাড়তি সহায়তা আশা করে না। আমি কোটটা দেয়ার পর ও যে সেটা নেবে

BanglaBook.org

সেটা ভাবতেও পারিনি কখনো।

অন্যান্য আলফারাও উঠে বসছে এক এক করে। তবে লড়াই করবার মতো শক্তি কারও মাঝেই আর অবশিষ্ট নেই, সবার মাঝেই একটা পরাজিত ভাব প্রকট হয়ে ফুটে উঠেছে। পুরো দোষটাই আমার। আলফারা, তিরা, মার্কোন, মারফি সবাই আমার দোষে মরতে বসেছে। কারমাইকেল, ওই পুলিশগুলো এমনকি হেন্ডরিকসের মৃত্যুর জন্যও আমি দায়ি।

কাজেই আমাকেই কিছু একটা করতে হবে।

'আমাকে এখান থেকে বেরুতে হবে,' আমি মারফিকে বললাম। 'আমাকে বের করার একটা ব্যবস্থা করে দাও। কিছু একটা হয়তো করতে পারব তাহলে।'

মারফি আমার দিকে মাথা ঘুরাল। 'তুমি বলতে চাইছো...?' চোখ বড় বড় করে তাকালো ও আমার দিকে, এক হাতের আঙুলগুলো ঢেউয়ের মতো দোলাচ্ছে।

আমি মাথা ঝাঁকালাম। 'সেরকমই কিছু।'

'আচ্ছা। তো আমরা কীভাবে তোমাকে এখান থেকে বের করবো?'

'আমাকে বিশ্বাস করছো তো, মার্ফ?'

মারফি হেসে উঠলো। 'আর তো কোন উপায়ও নেই। আছে কি?'

জবাবে আমিও হাসলাম। 'দেয়ালের মাটি বৃষ্টিতে ভিজে নরম হয়ে আছে। উপরে উঠবার জন্য ছোট ছোট গর্ত হয়তো করা যাবে।'

'উপরে উঠবার সাথে সাথে গুলি খাবে খুব সম্ভবত,' মারফি বললো।

'না,' আমি বললাম। 'মনে হয় না ম্যাকফিন যখন আসবে তখন ওরা আশেপাশে থাকতে চাইবে। ওরা খুনে হলেও বোকা না।'

'তাহলে,' মারফি বললো, 'আমাদের এখন কাজ হলো তোমাকে গর্তের বাইরে বের করা যাতে তুমি চারজন এফবিআই এজেন্ট কাম মায়ানেকড়ের সাথে একাই লড়াই করে ওদেরকে হারাতে পারো, তারপর আমাদের একটা লুপ গারুর হাত থেকে বাঁচাতে পারো, যে কি না আমাদের চোখের সামনে এক বিল্ডিং ভর্তি পুলিশ অফিসার খুন করেছে।'

'ধরে নাও তাই,' আমি বললাম।

মারফি আমার দিকে তাকিয়ে কাঁধ ঝাঁকালো। 'ব্যাপারটা কিন্তু আরও খারাপ হতে পারে।' প্রায় সাথে সাথেই একটা আওয়াজ ভেসে আসল

BanglaBook.org

আমাদের পেছন থেকে, মারফি একদম জমে গেল নিজের জায়গায় একইসাথে, ধীরে ধীরে ওর চোখগুলো বড় হচ্ছে।

খুব আস্তে করে মাথা ঘুরালাম আমি।

লুপ গারুটা গর্তের এক কোণায় দাঁড়িয়ে আছে, ওটার ঠিক উপরেই চাঁদটা দেখতে পাচ্ছি। জানোয়ারটার দৃষ্টি সোজা মার্কোনের দিকে। আমি উঠে দাঁড়ালাম। সাথে সাথে আমার দিকে তাকাল ওটা, একইসাথে চোখগুলো সরু হয়ে আসল।

জানোয়ারটা আমাকে চিনতে পেরেছে।

আমার হার্টবিট বেড়ে গেল সাথে সাথে। আমাকে যখন চিনতে পেরেছে তখন নিশ্চয়ই এটাও মনে করতে পেরেছে আমি ওকে পুলিশ স্টেশন থেকে এক ধাক্কায় বহুদূরে ছিটকে ফেলে দিয়েছিলাম।

'কথাটা না বললে কি হতো না?' আমি মারফিকে বললাম, কণ্ঠস্বর কেঁপে কেঁপে যাচ্ছে। 'ব্যাপারটা আরও খারাপ হয়ে গেল। খুশি তো এখন?'

BanglaBook.org

অধ্যায় ৩২

'ব্যাপারটা খারাপ হয়ে গেলো খুব,' আমি বললাম, ভয়ে কণ্ঠস্বর দুর্বল হয়ে গেছে।

'আমার পিস্তলটা যদি থাকতো,' মারফি বললো, ওর কণ্ঠও ফিসফিসে শোনাচ্ছে । 'কথা বলার জন্য আর সামান্য সময় পেলেও চলতো।'

তিরার দিকে তাকালাম, একটা আলফার দিকে তাকিয়ে আছে ও। 'চোখ বন্ধ করে রাখো,' বলতে বলতেই এক হাত দিয়ে নেকড়েটার চোখ বন্ধ করিয়ে দিলো। তারপর আমার দিকে তাকাল। ওর চোখজোড়া নিষ্প্রাণ, কোন আশা বা ভরসা কিচ্ছু নেই।

এরা সবাই স্রেফ আমার জন্য মারা পড়তে যাচ্ছে। শিট! এদেরকে বাঁচাবার জন্য গত দু'দিনে কী করিনি আমি? তারপরও যদি এভাবে মরতে হয় তাহলে আর কী-ই বা বলার থাকে?

উপরের দিকে তাকিয়ে মার্কোনকে ডাক দিলাম। 'মার্কোন...জন মার্কোন! শুনতে পাচ্ছো?'

মার্কোন সামান্য নড়ে উঠলো। 'কী চান, মি. ড্রেসডেন?'

'নড়াচড়া করতে পারছেন?' আমি জিজ্ঞেস করলাম। লুপগারুটা গর্জে উঠে পুরো গর্তটার চারদিকে একটা চক্কর লাগালো।

'একটা হাত নড়াতে পারছি শুধু,' মার্কোন কয়েক সেকেন্ড পর বলে উঠলো।

'আপনার সাথে লুকানো ছুরি থাকে না একটা?'

'ডেন্টনের চেলারা সার্চ করে নিয়ে নিয়েছে,' মার্কোন আস্তে করে জবাব দিলো।

'ওই হারামজাদা ডেন্টনের সাথে ডিল করতে গিয়েছেন কোন দুঃখে?'

'ভুল মানুষেরই হয়, মি. ড্রেসডেন,' কথাটা বলা শেষ হতেই নড়তে শুরু করলো ও।

'কী করছেন?' আমি জিজ্ঞেস করলাম, দৃষ্টি লুপ গারুটার ওপর নিবদ্ধ।

'আরেকটা ছুরি আছে। এটা খুঁজে পায়নি ওরা,' মার্কোন জবাব দিলো। পরক্ষণেই চকচকে কিছু একটা উঠে আসলো ওর হাতে।

'ওর কথা ভুলে যাও,' মারফি আস্তে করে বললো। 'ও শুধু নিজেকেই

BanglaBook.org

মুক্ত করবে। নিচে আমরা ঠিকই পঁচে মরব।'

'পঁচার সুযোগটুকুও পাবো না আমরা,' আমি বললাম। যদিও ভুল বলেনি মারফি, লুপ গারুটা আমাদের মারবার পর এখানে ঠিকই পঁচে মরতে হবে।

মার্কোন দড়িটা থেকে দুলতে শুরু করলো একটু পর। একই সাথে বিড়বিড় করে কথা বলতে শুরু করলো। 'আমি চেয়েছিলাম লুপ গারুটা গর্তে পড়লে উপরে নেট দিয়ে ঢেকে দিয়ে সকাল পর্যন্ত আটকে রাখব। এখন নিজের ফাঁদে নিজেরই পড়তে হচ্ছে।'

'লুপ গারুটা আপনার ঠিক উপরে, জন,' আমি বললাম।

'মি. ড্রেসডেন,' মার্কোন তীক্ষ্ণ স্বরে বললো। 'আমি আপনাকে ওই নামে ডাকতে বারণ করেছি।'

'যাই হোক,' আমি বললাম।

'আমার এই জায়গাটা এমনই এক জায়গা এখান থেকে বাইরে একটা শটগানের আওয়াজ পর্যন্ত পৌঁছায় না,' হতাশ সুরে বললো ও। এখনো দুলে চলেছে।

'বাহ্! ভালো তো,' আমি বললাম।

'হু,' মার্কোন একমত হলো। 'বেশ কাজে লাগে জায়গাটা আমার।'

এরপর কোন কথা হলো না বেশ কিছুক্ষণ। দড়ি ধরে দুলবার হার আরেকটু বাড়ালো মার্কোন। একটু পর হাতের ছুরিটা দিয়ে দুল্যমান অবস্থায় এক কোণা কেটে দিতেই ছিটকে গিয়ে উপরে পড়লো ও।

আমি ভ্রু কুঁচকে সেদিকে তাকিয়ে থাকলাম। 'ও পেরেছে!' মারফি বিস্ময় ধ্বনি করলো।

'অপেক্ষা করার মতো সময় নেই, মি. ড্রেসডেন,' মার্কোন বললো। উঠে দাঁড়িয়ে লুপ গারুটার দিকে তাকালো ও। দড়িটা সোজা গর্তে নেমে এসেছে। মার্কোন সেটা খেয়াল করেছে কি না জানি না। সেদিকে কোন মনোযোগই নেই তার।

বেঁচে থাকার আশা জাগ্রত হলো কিছুটা। দু'হাতে দড়িটা শক্ত করে ধরে দেয়ালে পা ঠেকিয়ে উপরে উঠতে শুরু করে দিলাম। বেশিক্ষণ লাগল না উপরে উঠে আসতে। মাটিতে উঠে বসেছি সবে এমন সময় মার্কোন চেঁচিয়ে উঠলো। 'ড্রেসডেন, সাবধান!'

পালাবার ধান্দায় এতোটাই ব্যস্ত ছিলাম যে লুপগারুটার দিকে আর নজর দেয়া হয়নি। মাথা ঘুরাতেই দেখতে পেলাম লুপ গারুটা আমার দিকে

BanglaBook.org

ঝাঁপ দিয়েছে। সাথে সাথে গড়িয়ে সরে গেলাম ওটার সামনে থেকে। তবে ভারসাম্য রাখতে পারলাম না, এক পা ফস্কে গর্তে পড়ে যেতে লাগলাম। হাঁচড়ে পাঁচড়ে কোনমতে পড়ে যাওয়া থেকে আটকালাম নিজেকে। মার্কোন শিস বাজিয়ে লুপ গারুটার দৃষ্টি নিজের দিকে ফেরাল। লুপ গারুটা ওর দিকে ছুটে যেতেই আরেকদিকে ডাইভ দিলো ও। চার কী পাঁচ ইঞ্চির জন্য বেঁচে গেল ও কোনমতে।

সেদিক থেকে নজর ফিরিয়ে উঠে দাঁড়ালাম আবার। হৈ চৈ শুনে কোথা থেকে ডেন্টন আর ওর চেলারাও এসে হাজির হয়েছে। ওদের দিকে নজর দেবার সময় নেই আপাতত। ওদের চেয়ে বড় সমস্যা এখন আমার সামনে।

এক মুহূর্ত পর দড়ি বেয়ে তিরাও উপরে উঠে এলো। 'জাদুকর, যাও তুমি,' উপরে উঠেই গর্জে উঠলো ও। 'ডেন্টন আর ওর চেলাদের থামাও। ম্যাকফিনকে আমি দেখছি।'

'পারবে না,' আমি বললাম।

'আমি ওকে জানি,' ও বললো। পরক্ষণেই নেকড়েতে রূপান্তর হয়ে গেল ও। চোখের পলক ফেলবারও আগে দেখতে পেলাম দুটো নেকড়ে একে অপরের ওপর চড়াও হয়ে গেছে।

তিরা আর অন্যান্য আলফাদের মধ্যে এ জায়গাতেই পার্থক্যটা দেখতে পেলাম। তিরা ডেন্টনের মতো হেক্সেনউলফ-ও না। ওদের সাথেও তিরার বেশ পার্থক্য আছে। ওরা যদি দ্রুততর হয়ে থাকে, তিরা একইসাথে দ্রুততর এবং স্টাইলিশ। ওর একটা ধাঁচ আছে যেটা অন্যদের মধ্যে দেখিনি। ওর তুলনায় এখন বাকিদের বরং অ্যামেচার বলে মনে হচ্ছে।

লুপ গারুটা ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তেই ও বাতাসের চেয়ে দ্রুত আরেকদিকে সরে গেলো। লুপ গারুটা মাটিতে আছড়ে পড়লেও সামলে নিলো নিজেকে। উলটো ঘুরে আবার আক্রমণ করতে গেলেও ততোক্ষণে তিরা অন্যদিকে ছুটে গিয়েছে।

এমন এক সময়ে পেছন থেকে গুলির আওয়াজ শুনতে পেলাম। একইসাথে বেনের অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ, ঘুরে তাকাবার আগেই সেই গালিগালাজ গর্জনে রূপান্তর হয়ে গেলো। ওরা আসছে।

আর একটা উপায়ই তাহলে আমার হাতে থেকে গেলো । যদিও এই কাজটা করতে চাইনি কখনো, কিন্তু এটা ছাড়া আর তো কোন উপায়ও দেখি না এখন। শার্টের ভেতর হাত দিয়ে উলফ বেল্টটা বের করে আনলাম। ফুল

BanglaBook.org

মুন গ্যারেজে এজেন্ট হ্যারিসের থেকে এই বেল্টটা ছিনিয়ে নিয়েছিলাম।

বেল্টটা হাতে নিতেই ভাইব্রেশনের মতো করে কাঁপতে শুরু করলো ওটা। শক্তি তার নিজের অস্তিত্বের জানান দিচ্ছে। জিনিসটা এখনো ব্যবহার না করেই ওটার একটা মাদকতা টের পেতে শুরু করলাম। গলায় পরবার সময় শক্তিটা আমার শরীর ভেদ করে ভেতরে ঢুকতে লাগলো। আমি চোখ বন্ধ করলাম। শরীরে প্রতিটি ব্যথা, দুঃখ, দুর্দশা সরে গিয়ে স্রেফ শক্তির আভাস পাচ্ছি।

শক্তি! আহ!

'লুপাস!' বিড়বিড় করে বললাম। 'লুপাস, লুপ্যারা, লুপ্যারসো।'

একটু পর টের পেলাম সবকিছু বদলে গিয়েছে। আমার করা অন্য যে কোন জাদু স্পেলের চেয়ে এটা হাজার গুণ বেশি সহজ ছিল। চোখ খুলতেই চারদিক আগের চেয়ে অনেক বেশি উজ্জ্বল লাগতে শুরু করলো। দৃষ্টি শক্তি বেড়ে গিয়েছে আগের চেয়ে হাজার গুণ। একইসাথে বেড়েছে শ্রবণ আর ঘ্রাণশক্তিও।

এতো দূর থেকেও মার্কোনের কয়টা চুল আছে গুণতে পারবো এখন। ওর হার্টবিট, বাতাস বয়ে চলার শব্দ সব শুনতে পাচ্ছি। পাচ্ছি ওর গন্ধও। বাতাসে রক্তের গন্ধ ভেসে আসছে, হিংস্র একটা অনুভূতি হচ্ছে নিজের মাঝে। তাই বলে আমার শত্রু কে সেটা খুঁজে বের করে নিতে ভুল করলাম না।

বেন বোকার মতো ছুটে আসছে আমার দিকে। ভাবছে আসা মাত্রই খুন করতে পারবে আমাকে। আমি অবশ্য ওকে এতোটা সহজভাবে নিলাম না। আমার আরও কাছে আসতেই ঘাসের আড়াল থেকে ওর গলা লক্ষ্য করে ঝাঁপিয়ে পড়লাম। বেচারা কল্পনাও করেনি আমি ওখানে থাকতে পারি। নিজের রূপ যে বদলে ফেলেছি সেটা জানা তো আরও পরের ব্যাপার।

গলায় লাগলো না ঠিক কামড়টা। তবে যেখানেই লাগুক আহত হলো ও। টের পেলাম উত্তেজনায় আমার শরীর কেঁপে উঠছে। রক্তের নেশা চড়ে বসছে মনে প্রাণে। হারামজাদিকে বাগে পেয়ে গিয়েছি। ওর বাঁচা-মরা সব এখন কেবল আমারই সিদ্ধান্ত। ওকে বাঁচিয়ে রাখার মতো ভুল সিদ্ধান্ত না নিয়ে মেরে ফেলবার জন্য আগে বাড়তে যাবো এমন সময় উইলসন ছুটে এলো।

উইলসন ছুটে আসলো বললে ভুল হবে, উইলসনের নেকড়ের রূপটা ছুটে এলো। আমি চট করে একপাশে সরে দাঁড়ালাম। বেন আহত স্বরে

BanglaBook.org

সাহায্যের আকুতি জানালো। কিন্তু সাহায্য না করে উলটো কাজটা করলো ও। ওর গলায় কামড়ে ধরল। রক্তের গন্ধ সহ্য করতে পারছে না। সাথে সাথে আমার পুরো শরীর যেন রাগে ফুঁসে উঠলো। ওই মাগীটা আমার শিকার ছিল, উইলসন সেখানে বাগড়া দিতে আসে কোন সাহসে?

'ওই নেকড়েগুলো!' হ্যারিস চেঁচিয়ে উঠলো। 'ওই নেকড়েগুলো বেড়িয়ে এসেছে! ওরা বেনকে ধরে ফেলেছে!' গাছের আড়াল থেকে একটা পিস্তল নিয়ে ছুটে আসতে লাগলো। মোটামুটি কাছে চলে আসতেই পিস্তল তুলে উইলসনের দিকে গুলি ছুঁড়লো ও। উইলসন বেনের গলা ছেড়ে দিয়ে একটা লাফ দিয়ে সরে গেলো। কিন্তু শেষ রক্ষা করতে পারলো না। হ্যারিসের গুলি বৃষ্টির কাছে হার মেনে লুটিয়ে পড়লো মাটিতে। প্রায় সাথে সাথেই ওর দেহটা মানুষে রূপান্তর হয়ে গেলো। সারা শরীর রক্তে জবজব করছে।

'হলোটা কী...' হ্যারিস চমকে উঠলো সাথে সাথে। কী করেছে এখনো বুঝে উঠতে পারছে না। 'জর্জ? ঈশ্বর! না! না! না! আমি ভেবেছিলাম তুমি ওদের একজন। তুমি কেন...'

উইলসন কোন জবাব দিলো না ওর কথার। জ্যাকেটের ভেতর থেকে নিজের পিস্তলটা বের করে এনে একের পর এক গুলি করতে লাগলো।

অন্ধকারে মানুষরূপে নিজেদেরকে ভালো ভাবে দেখে চিনতে পায়নি হয়তো, আমি ভাবলাম। দু'পাশ থেকে বারবার মাজল ফ্ল্যাশ জ্বলে উঠতে লাগলো । বাতাসে রক্তের নেশা মাখানো গন্ধটা আরও বেড়ে উঠেছে। টের পেলাম আমার মুখে অদ্ভুত একটা হাসি ফুটে উঠছে। শালারা নিজেরাই নিজেদের শেষ করে দিলো এভাবে!

তারপরই মনে পড়ল, ঝামেলা এখনো শেষ হয়নি, ভেন্টন বাকি আছে।

সাথে সাথে আরও উত্তেজনা জেঁকে ধরল আমাকে। উলটো ঘুরে জঙ্গলের দিকে দৌড়াতে শুরু করে দিলাম। ওদের সর্বশেষ সদস্য কে শেষ না করা পর্যন্ত শান্তি নেই আমার ।

জঙ্গলের মধ্যে বৃত্তাকার একটা ফাঁকা জায়গায় পরস্পরের মুখোমুখি হলাম আমরা। চাঁদের আলোয় ওর শরীরের প্রতিটা পশম দেখতে পাচ্ছি এখান থেকে। লড়াই হলো সেয়ানে সেয়ানে। এমনটাই চেয়েছিলাম। ওর গায়ের জোর আমার চেয়ে অনেক বেশি হতে পারে, কিন্তু আমার ক্ষিপ্রতা ওর চেয়ে অনেক বেশি।

একটা হুংকার দিয়ে ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লাম আমি। একে অপরকে

BanglaBook.org

খুন করবার প্রবল লড়াইয়ে মেতে উঠেছি। একটু পর ওর কানের কাছে কামড়ে ধরে রক্ত বের করে নিতে জিতবার আকাঙ্খা আর নেশা দুটোই আরও প্রবল হয়ে উঠলো আমার।

একটু পিছিয়ে পড়ে আবার দ্বিগুণ উদ্যোমে ঝাঁপিয়ে পড়লাম ওর ওপর। আবারও প্রবল লড়াই হলো। ক্ষতবিক্ষত হলাম দু-জনই। টিকে থাকার একটাই নিয়ম এই লড়াইয়ে, হয় মারো নয় মরো। লড়াই শেষে একজন বিজয়ি বেশে জঙ্গল ছেড়ে বেরিয়ে যাবে, অপরজন মরে পড়ে থাকবে ঘাসের ওপর।

প্রতিটা আক্রমণের পর দু-জন দু-জনের থেকে সরে যাচ্ছি, আবার এগিয়ে এসে প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করবার লড়াই করছি। মনের অগোচরে আমার মাঝে কিছুটা তাড়া আছে যদিও দ্রুত লড়াই শেষ করবার জন্য। তিরা কতোক্ষণ ওই লুপ গারুটাকে আটকে রাখতে পারবে কে জানে! অবশ্য এখন এই লড়াই জেতাটাই আমার কাছে মুখ্য।

যেভাবে আমরা একে অপরের সাথে লড়াই করে যাচ্ছি তাতে যে কোন একজনের জেতার সম্ভাবনা খুবই কম যদি না প্রতিপক্ষ কোন ভুল করে। সেটাই করলো ও। যেখানে ওর পিছিয়ে যাবার কথা সেখানে ও এগিয়ে আসল। সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে ভুল করলাম না আমি। এগিয়ে গিয়ে ওর সামনের পায়ের হাঁটুর জোড়ায় কামড় বসিয়ে দিলাম। ব্যথায় গর্জে উঠলো ও। ছাড়াবার জন্য গা ঝাড়া দিলো বেশ কয়েকবার। অবশেষে ছেড়ে দিলাম।

কাজ হয়েছে। মুখে যেমন রক্তের স্বাদ পেয়েছি তেমন রক্তের স্বাদ পেয়েছে পায়ের নিচের মাটিও। ওর পা থেকে রক্ত পড়ছে দরদর করে।

এর পরও আমাকে হারাতে পারতো ও যদি না আমি বোকা হতাম। কিন্তু আমি আর যাই হই, বোকা নই। আহত পায়ের জন্য ওর গতি অনেক কমে গিয়েছে। এমন অবস্থায় ওর কাছে গিয়ে লড়াই করবার চেয়ে চটজলদি বেশ কয়েকটা আক্রমণ করা যে অনেক সুবিধাজনক সেটা আমি বেশ ভালো করেই জানি।

দূর থেকে বার বার ছুটে গিয়ে ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে আবার সরে যেতে লাগলাম আমি। বারবার জিভে রক্তের স্বাদ পাচ্ছি। বুঝে গিয়েছি জিত আমারই হবে। উন্মুক্ত এক নেশা পেয়ে বসেছে আমাকে।

শেষটায় পালাবার চেষ্টা করলো ও। কতো বড় বোকা! ওর জায়গায় আমি থাকলে অন্তত মরবার আগে প্রতিপক্ষকে যতোটুকু সম্ভব আহত

BanglaBook.org

করবার চেষ্টা করতাম, অন্তত এভাবে হার সুনিশ্চিত জেনে পালাতাম না।

পালাতে দিলাম না, তার আগেই ধরে ফেললাম। এমনিতেই আমার গতি ওর চেয়ে বেশি, তার ওপর এখন ও আহত। ওকে ধরে ফেলতেই গাধাটা আরেকটা বোকামি করলো, গলা থেকে বেল্টটা খুলে ফেলল। সেকেন্ডেরও কম সময়ে মানুষ ডেন্টনকে সামনে পড়ে থাকতে দেখলাম, রক্তভেজা স্যুট পরা অবস্থায়।

আকুতি করলো ও। 'আমাকে মেরো না।'

জবাবে আমি আরেকটা গর্জন করলাম। একই বোকামি মানুষ বার বার করে না। আগেরবার ও আমার প্রতি কোন দয়া দেখায়নি। তবে এখন আমি কেন ওর প্রতি দরদ দেখাতে যাব? ওর করুণ অবস্থা দেখে হাসি পেলো খুব। ওর গলায় কামড় বসাবার জন্য এক পা সামনে আগালাম।

'হ্যারি?' এমন সময় পেছন থেকে একটা ভীত কণ্ঠস্বর ডেকে উঠলো।

কামড়টা না বসিয়ে পেছনে তাকালাম। সুজান দাঁড়িয়ে আছে, হাতে ধরা ক্যামেরা। ওর চোখের দিকে তাকালাম। রাজ্যের যতো ভয় এসে জড়ো হয়েছে ওখানে।

মেয়েটা আমাকে দেখে ভয় পাচ্ছে।

'ঈশ্বর!' সুজান বিড়বিড় করে উঠলো। 'হ্যারি!' হাঁটু গেড়ে মাটিতে বসে পড়লো ও, এখনও আমার চোখের দিকে তাকিয়ে আছে।

অদ্ভুত একটা দোটানায় পড়ে গেলাম। ভেতরের একটা সত্ত্বা আমাকে বারবার বলে চলেছে উলটো ঘুরে ডেন্টনের গলাতে একটা কামড় বসবার জন্য। কারও কাছে জবাবদিহি করতে হবে না আমার!

কিন্তু ভেতরের আরও একটা সত্ত্বা বলে উঠলো, সাবধান! ওকাজ করলে তুমি আর কখনো হ্যারি ড্রেসডেন হয়ে থাকতে পারবে না।

ক্ষমতা কী একটা জিনিস এই বেল্টটা পরার পর থেকে বুঝতে পারছি। আর থাকতে পারলাম না, ডেন্টনের গলায় দাঁত বসালাম। কিন্তু কামড় দিতে পারলাম না আমি, তার আগেই সরে আসলাম এক পা। সামনের পা জোড়া দিয়ে গলা থেকে বেল্টটা খুলে নিলাম।

'হারামজাদা বেজন্মা!' ডেন্টনকে উদ্দেশ্য করে গালি দিয়ে উঠলাম। এক পাশে পড়ে ব্যথায় কোঁকাচ্ছে এখন হারামজাদা।

সুজান আমাকে জড়িয়ে ধরবার জন্য ছুটে এলো, কিন্তু আমি সরে দাঁড়ালাম ওখান থেকে। 'আমাকে স্পর্শ করো না,' নিষেধ করলাম ওকে। 'এখন আমাকে স্পর্শ করো না।'

BanglaBook.org

সুজান এমনভাবে পিছিয়ে গেলো যেন আমার কথাগুলো ওর সত্ত্বাকে পুড়িয়ে দিয়েছে। 'হ্যারি,' ফিসফিস করে বললো ও। 'ঈশ্বরের দোহাই হ্যারি! চলো আমাদের এসব থেকে বেরিয়ে যেতে হবেই।'

দূরে গাছপালার আড়ালে একটা শব্দ শুনে ঘুরে তাকাতে মারফি আর আলফাদের দেখতে পেলাম। মারফি বাদে কারও পরনে কোন কাপড় নেই। মারফির হাতে একটা পিস্তল, উইলসন বা হ্যারিস যে কোন একজনেরটা তুলে নিয়েছে।

'বেরিয়ে যাবো,' আমি বললাম। তারপর সুজানের দিকে পিঠ দিয়ে মারফির দিকে ঘুরলাম। সুজানকে আমার মুখটাও আর দেখাতে ইচ্ছে করছে না এখন। 'মারফি, তুমি আর সুজান এই ছেলেমেয়েগুলোকে নিয়ে বেরিয়ে যাও এখান থেকে।'

'না,' মারফি বললো। 'আমি থাকছি।' ডেন্টনের দিকে তাকাল ও, রাগে ওর চোখ জ্বলছে।

'তুমি ম্যাকফিনকে কিচ্ছু করতে পারবে না,' আমি বললাম।

'তুমি বোধহয় খুব পারবে?' পালটা জবাব দিলো ও। 'ঈশ্বর! তোমার মুখে রক্ত এলো কোত্থেকে, ড্রেসডেন?'

আমি গর্জে উঠলাম, 'বাচ্চাগুলোকে নিয়ে এখান থেকে বেরিয়ে যাও, ক্যারিন। এখানটা আমি দেখছি।'

জবাবে মারফি পিস্তলের সেফটি ক্যাচ অফ করলো। 'এখানে আমি পুলিশ,' ও বললো। 'তুমি না। এর শেষ না দেখে আমি এখান থেকে যাচ্ছি না।' হেসে উঠলো ও। 'অন্তত ততোক্ষণ পর্যন্ত তো নয়ই যতোক্ষণ না জানতে পারছি কে আসল অপরাধি।'

আমি কটমট কওে উঠলাম। অবশ্য কাউকে উদ্দেশ্য করে না। 'তোমার সাথে তর্ক করার সময় নেই আমার হাতে। সুজান, তুমি এদের নিয়ে ভ্যানের কাছে চলে যাও।'

'কিন্তু হ্যারি...' ও বলতে শুরু করলো।

এবার আর স্থির রাখতে পারলাম না নিজেকে। খেঁকিয়ে উঠলাম. 'ইতিমধ্যে অনেক রক্ত ঝরেছে। ঈশ্বরের দোহাই, এই বাচ্চাগুলোকে এখান থেকে নিয়ে যাও।'

আর কোন প্রতিবাদ করলো না ও। মুখ দেখেই বুঝতে পারলাম কষ্ট পেয়েছে, কিন্তু আর তো কিছু করারও নেই। ওর সবচেয়ে কাছে জর্জিয়া দাঁড়িয়ে, জর্জিয়ার হাত ধরে বাকিদের পিছু পিছু আসার ইঙ্গিত করে জঙ্গলের

BanglaBook.org

ভেতর হারিয়ে গেলো ও।

ওরা জঙ্গলের ভেতর চলে যাবার পরপরই উলটোদিক থেকে একটা আর্তনাদ ভেসে আসলো। নিশ্চিতভাবেই ওটা তিরার আর্তনাদ। যদিও নেকড়ের গর্জন শুনে কোনটা কে বের করা প্রায় অসম্ভব, কিন্তু এটা যে তিরা বুঝতে কোন সমস্যাই হলো না আমাদের। আমি আর মারফি দু-জনে একসাথে ছুটতে শুরু করে দিলাম।

'ওটা আসছে,' মারফি বললো। 'পুরোটা ঘুরে তারপর আমাদের ধরতে আসবে।'

'হু,' আমি বললাম। 'তিরা নিশ্চয়ই মারা গিয়েছে এতোক্ষণে। এখন সামনে যাকে পাবে তাকেই ছিঁড়েখুড়ে নেবে।'

'কী করবো এখন আমরা?' মারফি জিজ্ঞেস করলো।

'যতোটুকু সম্ভব সুজান আর বাচ্চাগুলোকে পালাতে দেবার জন্য সময় করে দেবো,' আমি বললাম। 'মার্কোনের ব্যাপারে কী হবে?'

'ওর ব্যাপারে আবার কী?'

'ও আমাদের জীবন বাঁচিয়েছে,' আমি বললাম, মারফির ভাব ভঙ্গি দেখে অবশ্য মনে হলো না কথাটা মেনে নিতে পেরেছে ও। 'ওকে বাঁচানোও তো আমাদের দায়িত্ব।'

'ওকেও পালাতে দিতে চাও এখান থেকে?'

'আমি চাই না আর কেউ ওটার হাতে মারা পড়ুক,' আমি বললাম। 'তুমি কী করবে?'

চোখ বন্ধ করে একটা নিঃশ্বাস নিল ও। 'ঠিক আছে,' অবশেষে মুখ খুলল। 'কিন্তু আমার কেন যেন মনে হচ্ছে তুমি আমাকে আসলে ফাঁসিয়ে দিতে চাইছো। আমি যদি মারা পড়ি তাহলে এখানে কী হয়েছে সাক্ষি দেবার জন্য কেউ থাকবে না। থাকবে?'

'বাঁচতে চাইলে তোমার উচিত হবে সুজানের পিছু নেয়া,' আমি সাথে সাথে বললাম। 'দু-জন বাঁচতে না পারি অন্তত একজনের তো বাঁচা উচিত।'

'যাচ্ছি,' মারফি তিক্ত স্বরে বললো। 'মারা খাও তুমি, ড্রেসডেন।'

যাক, ঝামেলামুক্ত হতে পারলাম তাহলে।

লুপ গারুটার মুখোমুখি হওয়ার সময় হয়ে গিয়েছে তাহলে।

BanglaBook.org

অধ্যায় ৩৩

গাছগুলোর আড়াল দিয়ে ঘুরে হ্যারিসের লাশের কাছে এসে হাজির হলাম। ছেলেটার মুখে দুটো গুলি লেগেছে, হাতে এখনো সেমিঅটোমেটিক পিস্তলটা ধরা। মারফির কাছে তাহলে নিশ্চয়ই উইলসনের পিস্তলটা আছে। উইলসনের লাশ হ্যারিসের লাশ থেকে খুব বেশি দূরে পড়ে নেই, বুক থেকে রক্ত পড়ছে। ওর পাশেই পড়ে আছে বেনের লাশ, শরীরের ওপরাংশ নগ্ন। পরনের বিজনেস স্কার্টটা রক্তে ভিজে জবজব করছে। হাতের কাছে এখনও লোমশ হয়ে আছে, সম্ভবত উলফ বেল্টের প্রভাব কাটেনি এখনো। ওর লাশটা থেকে দূরে থাকবার চেষ্টা করলাম যতোটুকু সম্ভব। নিজের উলফ বেল্টের জন্য অদ্ভুত একটা হিংস্র অনুভূতি হচ্ছে।

আস্তে করে লাশ গুলো পার হয়ে গেলাম। বাতাসের মৃদু গুণগুণ ছাড়া পুরো রাত্রি হঠাৎ করেই নিস্তব্ধ হয়ে গেছে। মার্কোন একপাশে পড়ে আছে। চেহারা দেখতে পাচ্ছি না যদিও তবে সেটা কেমন রূপ ধারণ করে আছে বেশ বুঝতে পারছি। হাজার হোক, সবাই তো আর প্রতিদিন কারও ডিনার হবার জন্য এভাবে ক্রুসিফাইড হয় না।

ওকে দেখে হাত নাড়লাম আমি। জবাবে ও নীরবে মাথা ঝাঁকালো সামান্য। চোখের ইশারায় জিজ্ঞেস করলাম লুপ গারুটা কোথায় আছে। কিন্তু এবার জবাবে মাথা নাড়লো ও। হয়তো আমার প্রশ্ন বুঝতে পারেনি কিংবা ও জানে না লুপ গারুটা কোথায় আছে।

হয়তো লুপ গারুটাকে কব্জা করতে পারবো আমি। সেক্ষেত্রে মার্কোন আর মারফিকে নিয়ে এখান থেকে বেরিয়ে যাওয়াটা আর কোন সমস্যাই হবে না। কিন্তু সেটা অনেক পরের কথা, আগে তো লুপগারুটাকে খুঁজে বের করতে হবে।

এমন সময় একটা অদ্ভুত চিন্তা মনের মধ্য জাঁকিয়ে বসল। আচ্ছা এমন হতে পারে না যে মারফি যেদিক গিয়েছে লুপ গারুটাও সেদিকেই আছে। হয়তো মারফিকে নীরবে খুন করেছে জানোয়ারটা। এখন হয়তো আমার দিকে ছুটে আসছে...

BanglaBook.org

চিন্তাটা শেষ করতে পারলাম না, তার আগেই মার্কোন হঠাৎ করে হিসিয়ে উঠলো। 'ড্রেসডেন! ওই গর্তে!'

গর্তটার কাছে যেতেই লুপ গারুটাকে ওটার ভেতর দেখতে পেলাম। জানোয়ারটা আমার দিকে জ্বলজ্বলে চোখ মেলে তাকিয়ে থাকলো কিছুক্ষণ। তারপর উপরে উঠে আসবার চেষ্টা করতে লাগলো । আমি এক পা পিছিয়ে ওটার দিকে একটা হাত বাড়িয়ে দিয়ে চিৎকার করে উঠলাম, 'ফুয়েগো!'

হাত থেকে সামান্য ধোঁয়া বের হওয়া ছাড়া আর কিছুই হলো না। লুপ গারুটাও একটা গর্জন ছেড়ে উপরে উঠে আসলো। ওটার হাত থেকে বাঁচবার জন্য একদিকে ডাইভ দিলাম। কিন্তু লাভ হলো না। লুপ গারুটা থাবা দিয়ে আমার ওভারকোট ধরে ফেলেছে।

কোটটা আমার বেশ পছন্দ ছিল, কিন্তু তাই বলে এতোটাও পছন্দ হয়নি যে ওটা ফিরে পাবার জন্য নিজের জীবনকে বিসর্জন দেবো। চোখের পলক ফেলার আগেই ওভারকোটের ভেতর থেকে নিজেকে বের করে আনলাম।

সত্যিকার অর্থে আমি এখন একজন মৃত মানুষ। আমি ছেলেমেয়েগুলোকে সুজানের সাথে এখান থেকে পালাবার ব্যবস্থা করে দিয়েছি, ডেন্টন আর ওর চেলাদেরও একহাত দেখিয়ে দিয়েছি। এখন সময় হয়েছে এসবের মূল্য চুকাবার। ওভারকোটটা খুলবার সাথে সাথেই ঠাণ্ডায় শরীর শিউরে উঠলো। শরীরটা এখন আর আমার আদেশ মানতে চাইছে না।

লুপ গারুটার জ্বলজ্বলে লাল চোখের দিকে তাকাতেই দেখতে পেলাম ওটা ছুটে আসছে আমার দিকে। মরতে যখন হবেই তখন বীরের মতোই মরবো। একজন জাদুকর যেভাবে মারা যায় আমারও সেভাবেই মরা উচিত। গর্বিত, নিজের কাজের ওপর সন্তুষ্ট এবং প্রাণ দিয়ে হলেও ভালোর জন্য লড়াইরত। তাই তো করছি আমি।

BanglaBook.org

হঠাৎ কি মনে করে মা'র দেয়া অ্যামুলেটটা হাতে নিলাম। পরক্ষণেই বৈদ্যুতিক শক খাবার মতো চমকে উঠলাম আমি।

আমার মা'র অ্যামুলেট।

জিনিসটা রূপার।

মা'র উত্তরাধিকার হিসেবে আমি পেয়েছি।

উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া রূপা।

আশার আলো দেখতে পেলাম সাথে সাথেই। আরও আগেই এই জিনিসটা ভাবা উচিত ছিল আমার। এরকম একটা জিনিস হাতের কাছে থাকা সত্ত্বেও কেন ব্যবহার করলাম না?

অ্যামুলেটটা চেইন থেকে খুলে নিলাম। সাথে সাথে রাতের অন্ধকারেও আমার চারপাশে বিদ্যুতের চমকের মতো করে একটা চক্র সৃষ্টি হলো, পুরো চক্রটা একটা শক্তির আধার। যদিও খুব বেশি শক্তি আর আমার মাঝে অবশিষ্ট আছে বলে মনে হয় না।

লুপ গারুটা কী মনে করে থেমে গেছে নিজের জায়গায়। আমাকে কিছু একটা করতেই হবে এখন। এমন একটা জাদু করতে হবে যেন এই খুনোখুনি বন্ধ হয়ে যায় চিরতরে।

একটা অনুভূতি দরকার। নিজের ভেতরে খুঁজতে শুরু করে দিলাম কোন একটা অনুভূতির জন্য, কিন্তু ক্লান্তি আর অসাড়তা বাদে আর কিছু পেলাম না। জাদু তৈরি হয় জাদুকরের অনুভূতি থেকে, তার আকাঙ্খা থেকে। কালো জাদু করা সেজন্য খুবই সহজ। কারণ কালো জাদু আসে মানুষের রাগ, ভয় বা এ জাতীয় অনুভূতি থেকে। কিন্তু আমি যে জাদু করি সে জাদু আসে আমার বিশ্বাস থেকে, আমার স্বকীয় ধর্ম থেকে।

হ্যাঁ, পেয়েছি। আমি আমার বিশ্বাস খুঁজে পেয়েছি। এই ক'দিনে এতোসবকিছুর পরও আমি স্রেফ এমন একটা পৃথিবীর স্বপ্ন দেখেছি যেখানে এরকম হানহানি নেই। সেই বিশ্বাস থেকেই আসবে আমার জাদু। চিন্তাটা শেষ করতে পারলাম না, তার আগেই আমাকে ঘিরে থাকা চক্রটার সব আলো এসে জড়ো হলো অ্যামুলেটটায়।

'ভেন্টো,' ফিসফিস করে উঠলাম আমি, তারপর আরও জোরে জোরে বলতে লাগলাম, 'ভেন্টো সার্ভিটাস। ভেন্টাস, ভেন্টো সার্ভিটাস!' ঘাসের মধ্যে লুপগারুটাকে দেখতে পেলাম ভয়ে সিঁটকে গিয়েছে। পরক্ষণেই আমার দিকে ছুটে আসতে শুরু করলো জানোয়ারটা।

এরই মাঝে কোনরূপ জানান ছাড়াই আমার আর জানোয়ারটার মাঝে মারফি এসে হাজির হলো, দু'হাতে দুটো পিস্তল ধরা ওর। 'হ্যারি,' একদম শান্ত স্বরে বললো ও। 'মাটিতে শুয়ে পড়ো, এক্ষুণি।'

আমার চোখজোড়া যেন বিস্ফোরিত হলো। জানোয়ারটা এখন মারফির

BanglaBook.org

দিকে ছুটে আসছে অথচ আমার সামনে মারফি থাকায় আমি কিচ্ছু করতে পারছি না। কোন কথা বলতে পারলাম না, রক্ষাকবচটায় জড়ো হওয়া শক্তিটুকুরও কোন ব্যবহার করতে পারলাম না। শরীরের প্রতিটি শক্তির ফোঁটা নিংড়ে বের করে নিয়ে এসে শেষটায় এরকম পরিস্থিতিতে পড়তে হবে কে ভেবেছিল?

'হ্যারি, আমি যা বলছি তাই করো,' মারফি বললো। 'তুমি কী করছো আমি জানি না কিন্তু এখন শুয়ে পড়ো।' আমার দিকে পিস্তল তুলল ও।

বিশ্বাস! কেউ একজন ওর বিশ্বাস ভেঙে দিয়েছে। যে কারণে ও ভাবছে আমিই ওর শত্রু, ও আমাকে আবারও গ্রেফতার করতে চাইছে। ও ভাবছে আমি বিশ্বাসঘাতকতা করেছি! লুপ গারুটা আরও কাছে চলে এসেছে। মনে হয় না সুজান বা আলফারা গাড়ি পর্যন্ত পৌঁছাতে পেরেছে। সেক্ষেত্রে আমার সামনে লুপ গারুটা সবার আগে মারফিকে খুন করবে তারপর আমি, সুজান আলফারা সবাইকে এক এক করে খুন করবে।

'হ্যারি,' মারফি এবার প্রায় খেঁকিয়ে উঠলো। 'হ্যারি, শুয়ে পড়ো।'

লুপ গারুটা একদম কাছে চলে এসেছে, মারফিও গুলি করবার জন্য দম আটকে ফেললো একইসাথে। আমি এখনও অ্যামুলেটটা নামিয়ে নিইনি, আমার হাতে ওটার শক্তি এখনও জ্বলজ্বল করছে। মনে মনে কী করবো ভেবে নিয়েছি। শুধু একটাই প্রার্থনা, মারফির হাতে গুলি খাবার আগেই যেন জানোয়ারটাকে শেষ করতে পারি।

লুপ গারুটা মারফির পেছন থেকে লাফ দিলো, ভ্রু কুঁচকে উঠলো মারফির, পিস্তল ধরা হাতটা আগেই তুলে ধরা ছিলো। বিকট একটা আওয়াজের পর মাজল ফ্ল্যাশের আলো দেখতে পেলাম।

'ভেন্টো সার্ভিটাস!' একই সময়ে আমি চিৎকার করে উঠে স্পেলটা ছুঁড়ে দিলাম, ছুঁড়ে দিলাম আমার হাতে থাকা রক্ষাকবচটাও। স্পেলটা আমার শরীরে সব শক্তি একদম নিংড়ে নিয়ে গেলো ।

পেন্টাকলটা একটা ধুমকেতুর মতো করে উড়ে গেলো জানোয়ারটার দিকে। ফলাফলস্বরূপ আলোর বিশাল এক ছটায় ধাক্কা খেয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লো জানোয়ারটা। সাথে সাথেই ওটার রূপ পরিবর্তন হতে লাগলো। মানুষ ম্যাকফিনে পরিণত হতে আধ সেকেন্ডও লাগল না লুপ গারুটার।

রক্ষাকবচটা ওর ঠিক বুকে গিয়ে বিঁধেছে, একহাতে ওটা ধরে রাখলো

BanglaBook.org

ও। দরদর করে রক্ত পড়ছে সেখান থেকে। চোখমুখে মৃত্যুযন্ত্রণা। আমার দিকে শেষবারের মতো তাকালো ও, মুখে ফুটে উঠলো অদ্ভুত প্রশান্তিময় একটা হাসি। সে হাসি থেকে অনেক কিছুই বুঝে নেয়া যায়।

মুখে না বললেও আমি জানি, আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছে ও, বুঝতে পেরেছে কেন ওকে মারতে হলো আমার।

অন্যদিকে মাথা ঘুরিয়ে নিল ও, পরমুহূর্তেই চোখ বন্ধ করে শেষ নিঃশ্বাসটা ছাড়ল।

আমার আর শরীরে কোন অনুভূতি থাকলো না এরপর, কাটা কলাগাছের মতো ধপ করে মাটিতে পড়ে গেলাম। চারদিকে এখন কেবল এক শূন্যতা...

BanglaBook.org

অধ্যায় ৩৪

জ্ঞান ফিরে আসায় নিজেই বিস্মিত হয়ে গেলাম।

মাথার ওপর এখনো চাঁদটা আছেই, কপালে মারফির হাতের স্পর্শ পাচ্ছি। 'কাম অন, হ্যারি,' ফিসফিস করে বলছে ও। 'আমার সাথে এরকম করো না।'

আমি কয়েকবার চোখ পিটপিট করলাম, তারপর ফিসফিসিয়ে বলে উঠলাম, 'তুমি আমাকে গুলি করেছো, মার্ফ। আমার এখনো বিশ্বাস হচ্ছে না, তুমি আমাকে গুলি করেছো।'

মেয়েটার দিকে তাকিয়ে বেশ বুঝতে পারছি চোখের পানি আটকাতে বেশ কষ্ট করতে হচ্ছে ওর। 'তুমি, বোকার হদ্দ একটা,' অভিযোগের সুরে বললো ও। 'যখন বলেছিলাম তখনই তোমার শুয়ে পড়া উচিত ছিল।'

'আমি ব্যস্ত ছিলাম।'

কাঁধের ওপর দিয়ে মাথা ঘুরিয়ে ম্যাকফিনের লাশটার দিকে একবার তাকাল ও। 'হু, পরে দেখেছি।' আবার আমার দিকে মাথা ঘুরাল ও, কিন্তু চোখের দিকে তাকাল না।

'ঠিক আছে,' আমি বললাম। 'আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিচ্ছি।' কথাটা বলে নিজেরই কেমন গর্ব লাগতে শুরু করলো। ক'জন পুরুষের এমন একটা মুহূর্ত ঘটাবার মতো সৌভাগ্য ঘটে?

মারফি এবার আমার চোখের দিকে ঠিকই তাকাল। তারপর তীক্ষ্ণ গলায় বলে উঠলো, 'কীসের জন্য?'

'আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিচ্ছি, মার্ফ। আমাকে গুলি করার জন্য। তোমার চাকরি আর বাকিসব...আমি বুঝতে পেরেছি ব্যাপারটা।'

মারফির চোখজোড়া ভয়ঙ্কর রকম সরু হয়ে আসল। 'তোমার মনে হয়...' প্রচণ্ডরকম বিরক্তি নিয়ে বলে উঠলো ও। 'তোমার মনে হয় আমি তোমাকে গুলি করেছি কারণ আমি মনে করতাম তুমি একটা খারাপ লোক? তোমার মনে হয়, আমি তোমাকে গুলি করেছি কারণ তুমি আত্মসমর্পণ করোনি?'

তর্ক করতে ইচ্ছে করলো না। 'ঠিক আছে ঠিক আছে, বুঝেছি

BanglaBook.org

ব্যাপারটা। তোমাকে ওসব নিয়ে চিন্তা করতে হবে না।'

'তুমি কিছুই বোঝো না।' মারফি কাটা কাটা স্বরে জবাব দিলো। 'উঠে বসো গাধা কোথাকার।'

আমি চোখ পিটপিট করলাম। 'আমি...আহ্..কী বললে?'

'উঠে বসো, গাধা কোথাকার,' মারফি আবার বললো। 'পিছনে একবার তাকিয়ে দেখো।'

উঠে বসলাম, খুব একটা ব্যথা হলো না। অথচ সন্ধ্যায় ব্যথায় অসহ্যকর একটা অবস্থা হয়েছিল। পেছনে তাকাতে ডেন্টনকে দেখতে পেলাম, এক হাতে একটা গাছের ডাল ধরে আছে। ভুল বললাম একটু, ডেন্টনের লাশের হাতে একটা ডাল ধরা, কপালে একটা বুলেটের ছিদ্র। লাশটা দেখে ভ্রু কুঁচকে উঠলো আমার।

'কিন্তু...ও কীভাবে...?'

'আমি ওকে গুলি করেছি। তিরা ওয়েস্ট নামের ওই মহিলাকে ফার্স্ট এইড দিয়েছি সবে এমন সময় দেখি তোমার পিছু পিছু দৌড়ে আসছে। তোমার জন্য গুলি করতে পারছিলাম না, বারবার লাইন অব সাইটে আসছিলে। লুপ গারুটাও যে আমার পেছন থেকে আসছে তাও তো জানতাম না।' মারফি উঠে দাঁড়ালো। 'আমার এখনো বিশ্বাস হচ্ছে না,' চলে যেতে যেতে বললো ও, 'যে তুমি ভাবছো, আমি তোমাকে গুলি করেছি!'

'মার্ফ,' আমি ডেকে উঠলাম। 'মার্ফ, আমাকে একটু সময় দাও। মানে, আমি ভেবেছিলাম...'

কাঁধের ওপর দিয়ে মুখ ঘুরিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে নাক দিয়ে একটা অদ্ভুত শব্দ করলো ও। 'তুমি কিছুই ভাবো না, ডেসডেন,' মুখের ওপর থেকে একটা চুল সরিয়ে পেছনে নিতে নিতে বললো ও। 'নাটকীয় মৃত্যু দৃশ্য। আত্মত্যাগ, তাই না? ট্রাজেডিক্যাল ভুল বোঝাবুঝি? হাহ্! তুমি আসলে একটা ফাজিল, ইতর, হারামি, গর্দভ...' থামল না ও, একটার পর একটা বকা দিতে দিতে পুলিশ আর অ্যাম্বুলেন্সকে ফোন করবার জন্য এগিয়ে যেতে লাগল।

আমি ঘাসের ওপর শুয়ে পড়লাম, ক্লান্তিতে শরীর জেঁকে বসলেও মুখে একটা হাসি ফুঁটে উঠেছে। মারফি আর আমার সম্পর্কটা আবার আগের মতো হয়ে গিয়েছে।

BanglaBook.org

মার্কোনের বাড়িতে পুলিশ প্রচুর সময় নিয়ে তল্লাশি চালালো। প্রত্যেকটা উলফ বেল্ট যেন ওদের হাতে গিয়ে পড়ে সে দিকটা আমি নিশ্চিত করলাম, মারফিও অবশ্য এ কাজে প্রচুর সাহায্য করলো। তারপর সব এক করে পুড়িয়ে দিলাম। পরে মারফির সাথে কারমাইকেলের শেষকৃত্যতে হাজির হলাম, মার্ফও আমার সাথে কিম ডিলানির শেষকৃত্যে এসেছিল।

মি. হেন্ডরিকসের কালো ফ্যাটিগের নিচে বুলেট প্রুফ ভেস্ট পরা ছিল। কাজেই পাঁজড়ের হাড় ভেঙে যাওয়া বাদে আর কোন ক্ষতি হয়নি তার। এটুকু ক্ষতিও অবশ্য কোন অংশে কম বলা যাবে না। আমাকে আর ওকে একই অ্যাম্বুলেন্সে তোলা হয়েছিল। অ্যাম্বুলেন্সে আমাকে দেখতে পেয়ে অক্সিজেন মাস্ক পরা অবস্থাতেই যে গর্জনটা ও ছেড়েছিল তা বলার মতো না। আমি অবশ্য ওর বেঁচে যাওয়াতে খুশিই হয়েছি।

এরকম একটা ঘটনার পর মার্কোনের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করা পুলিশের পক্ষে খুব বেশি কঠিন কাজ হলো না। ওকে গ্রেফতারও করা হয়েছিল। কিন্তু শুনতে পেয়েছি ওর উকিলের দল তিন ঘন্টারও কম সময়ে ওকে ছাড়িয়ে নিয়ে এসেছে।

এর কয়েকদিন পর মার্কোন আমাকে ওর বাড়িতে ডেকে নিলো।

'মি. ড্রেসডেন, আপনার জীবনটা কিন্তু আমার কাছে পাওনা থাকলো।'

জবাবে আমি বললাম, 'বিষয়টা আমি অন্যদিক থেকে দেখেছি, জন। আপনার জীবনটাই বরং আমার কাছে পাওনা থাকে। আর যাই হোক, আমি না থাকলে আপনি বেঁচে থাকতেন না এখন।'

'তা বটে,' মার্কোন অসন্তুষ্টির স্বরে বললো। 'কিন্তু আমার মনে হয় আপনি আমার কথা বুঝতে পারেননি। যাকগে বাদ দিন, হ্যারি'।

'আমাকে হ্যারি বলে ডাকবেন না,' বলেই আমি উলটো ঘুরে চলে এলাম।

সুজান পঞ্চাশ গজেরও কম দূরত্ব থেকে পুরো ঘটনাটা জুম লেন্স আর স্পেশাল লাইট সেন্সেটিভ ফিল্ম ব্যবহার করে ভিডিও করেছিলো। আমার অ্যামুলেটটা থেকে যে আলোটা ঠিকরে বেরুচ্ছিলো ওটা পুরো ঘটনাটা আরও স্পষ্ট করে দেখবার জন্য সুবিধা করে দিয়েছিলো। ভিডিওতে আমাকে অবশ্য কেবল পেছন থেকে দেখা যায়। স্পেলটা রিলিজ করার কিছুক্ষণ পর এতো দূর থেকেও ওর ক্যামেরাটা নষ্ট হয়ে যায়।

BanglaBook.org

তবে তার আগে ভিডিওতে একটা জিনিস বেশ স্পষ্ট দেখা গিয়েছে। মারফি ডেন্টনকে আমার পেছনে বাড়ি মারার সাথে সাথেই গুলি করে সিনেমার নায়কের মতো করে উলটো ঘুরে লুপগারুটার দিকেও একটা গুলি ছুঁড়ে দিয়েছে। অবশ্য আমার সেদিকে কোন খেয়ালই ছিল না, গুলির শব্দটা পর্যন্ত শুনতে পাইনি।

মার্ফ আর আমি দু-জনই যদিও জানি গুলির কারণে ওর তেমন কিছুই হয়নি কিন্তু ক্যামেরার দৃশ্য ওকেই হিরো বানিয়ে দিয়েছে। আমারও অবশ্য তাতে কোন আপত্তি নেই।

পরদিন সকাল থেকে পরবর্তি দু'দিন চ্যানেল নাইনে কেবল সুজানের ওই ভিডিওটা চলতে লাগলো। এর ফলে মার্ফ সাধারণ মানুষের কাছে এতোটাই জনপ্রিয় হয়ে উঠলো যে পলিটিশিয়ানরা মারফির ওপর থেকে ইন্টারনাল অ্যাফেয়ারের সব ধরনের ঝামেলা সরিয়ে নিতে বাধ্য হলো।

দু'দিন পর হুট করে চ্যানেল নাইনের স্টোর থেকে ভিডিও টেপটা গায়েব হয়ে গেল। কেউ বলতে পারল না ঠিক কীভাবে হারিয়েছে ওটা, ভিডিও টেপটার সাথে চ্যানেল নাইনের ফিল্ম টেকনিশিয়ানও গায়েব। ক'দিন পর একটা টেপ পাওয়া গেল বটে তবে ওই টেপটার ভিডিও কোয়ালিটি এতোটাই খারাপ যে এক্সপার্টরা দাবি করে বসলো ওই ভিডিওটা ফেইক।

কিছু লোক এই ধরনের অতিপ্রাকৃত জিনিস কখনোই মেনে নিতে পারে না। সরকারও সেরকমই। আমি নিশ্চিত সরকারি লোকেই এই কাজটা করেছে। আরও ভালো করে বলতে গেলে, কাজটা এফবিআইয়ের।

তবে ভিডিও টেপটা হারালেও আরকেইন ম্যাগাজিনে সুজানের প্রমোশন কেউ আটকাতে পারলো না। ল্যারি কিংয়ের টিভি টক শো-তেও একদিন ডাক পেলো ও। সেইসাথে আরকেইনে নিয়মিত কলাম লেখা তো চলতে থাকলোই। ওর বিশ্বাস আর বড়জোর একশো বছর, তারপর সব মানুষই অতিপ্রাকৃতে বিশ্বাস করতে বাধ্য হবে।

আমার অবশ্য যথেষ্ট সন্দেহ আছে এ ব্যাপারে।

সুজানের সাথে এরপর বেশ কয়েকদিন কোন যোগাযোগ করিনি। ওর সাথে ডেট করতে গিয়ে একবার এক দানবের হাতে তাড়া খাবার পর আর ওকে নিয়ে ডেটে যাবার সাহস হয় না। এসময়টাতে সুজান বিভিন্নভাবে ওর উপস্থিতি আমাকে জানান দিয়ে গিয়েছে। কখনো বাসায় ফুল পাঠিয়ে আবার

BanglaBook.org

কখনো অফিসে অনেক সময় পর্যন্ত কাজ করলে পিজ্জা পাঠিয়ে। অদ্ভুত একটা মেয়ে।

তিরা অনেক বাজেভাবে আহত হয়েছিলো, কিন্তু ঠিক হয়ে গিয়েছে। এজন্য মারফির ফার্স্টএইডকে ধন্যবাদ দিতে হবে। কয়েক সপ্তাহ পর একবার উলফ লেক পার্কে দেখা করতে গেলাম ওর সাথে।

'তুমি যা করেছো তা ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না,' বললো ও। 'আমি বুঝতে পেরেছি ব্যাপারটা। আমার বিদায় নেবার সময় চলে এসেছে।' পরনের গাউনটা খুলে ফেলে আবার নগ্ন হয়ে গেলো ও। আগের মতোই আকর্ষণীয় শরীর, কেবল কয়েকটা আঁচড় আর কাঁটা ছেড়ার দাগ পড়েছে এখন।

'কোথায় যাবে তুমি?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

ওর চোখজোড়া আমার চোখের ওপর এসে স্থির হলো। একসময় অবশ্য ওই চোখজোড়ায় আমি কেবল একটা বুনোভাবই দেখেছি, আজ সৌন্দর্য টাও দেখতে পেলাম। 'আমার একটা পরিবার আছে,' ও বললো। 'অনেকদিন দেখি না ওদের। সেখানেই ফেরত যাব।'

'যোগাযোগ রেখো।'

ওর চোখজোড়া কেমন যেন মলিন হয়ে গেল, মুখেও একটা মলিন হাসি ফুটে উঠেছে একইসাথে। 'না, হ্যারি ড্রেসডেন। আমরা কখনো যোগাযোগ রাখি না। যদি দেখা করতে খুবই ইচ্ছে হয় উত্তরপশ্চিমের পর্বতগুলোর কাছে চলে এসো কোন এক শীতে। হয়তো দেখা পাবে আমার।'

সূর্যাস্তের সময় হয়ে গিয়েছে। আর দেরি করলো না ও। হারিয়ে গেল উলফ লেক পার্কের গহীণ জঙ্গলে।

এ ক'দিনে অনেক মানুষকে দেখেছি, এছাড়াও অনেক মানুষের গল্প শুনেছি যারা নিজেদেরকে নেকড়েতে রূপান্তর করতে পারে। এক তিরাকে দেখলাম যে নেকড়ে হয়ে নিজেকে মানুষে রূপান্তর করতে পারে। তিরা চলে যাবার পর ওর গাউনটা তুলে নিয়ে বাসায় ফিরে আসলাম। জিনিসটা ওর কথা বারবার মনে করিয়ে দেবে আমাকে।

আলফারা এই ঘটনার পর থেকে আমাকে গুরু মানতে শুরু করলো। একবার ওদের একটা পার্টিতেও যেতে হলো আমার। সেখানে আমার প্রতি যে হৃদ্যতা দেখানো হলো অতোটা আন্তরিকতা খুব কম মানুষের থেকেই পেয়েছি।

BanglaBook.org

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

এভাবে বেশ কয়েকদিন পার হয়ে যাবার পর পুরো ব্যাপারটা নিয়ে আবার ভাবতে শুরু করলাম। এফবিআইয়ের ওই চার এজেন্ট নিজেরা নিজেরাই ওই বেল্ট হাতে পায়নি, কেউ ওদের হাতে তুলে দিয়েছে। কেউ ওদের শিখিয়ে দিয়েছে কীভাবে কী করতে হবে। শুধু এটুকু হলেও একটা কথা ছিল, আমার ব্যাপারেও ওদেরকে সাবধান করে দেয়া হয়েছিল। হবে হয়তো কোন কালো জাদুকর, আমার কোন শত্রুও হতে পারে। সেক্ষেত্রে হোয়াইট কাউন্সিলের কেউ একজন হওয়ার সম্ভাবনা সবচাইতে বেশি। কিন্তু সেটা কে তা আর কখনো জানা হয়নি আমার, কখনো হবে কি না তাও জানি না।

'একটা কথা জানিস কি?' একদিন রাতে বাসার ফায়ারপ্লেসের পাশে বসে মিস্টারকে বললাম। 'কথাটা শুনে মনে হতে পারে আমি পাগল হয়ে গিয়েছি কিন্তু কেউ একজন যে আমাকে মেরে ফেলতে চাইছে সে ব্যাপারে আমি নিশ্চিত।'

মিস্টার আমার দিকে মুখ তুলে তাকালো। ওর মুখের ভঙ্গিতেই বোঝা যাচ্ছে আমাকে সত্যি সত্যি পাগল ঠাওরাচ্ছে। ওর আরেকটু কাছে এগিয়ে বসলাম, শীতটা একটু বেশিই পড়েছে এবার। কোন একজন বিশেষ মানুষ থেকে দূর আছি বলেই হয়তো এসব অদ্ভুত চিন্তা মাথায় খেলে বেড়াচ্ছে। দু'সপ্তাহ তো হলো, আর চলতে দেয়া না। নতুন করে সব শুরু করতে হবে আবার।

মিস্টারকে রেখে ফোনটা কোলে তুলে নিয়ে সুজানের নাম্বারে ডায়াল করতে শুরু করে দিলাম। মিস্টারের মুখে এবারে একটা সন্তুষ্টি ফুটে উঠলো সাথে সাথে।

'আবার একটা দানব এসে সব ভেস্তে দেবে না তো, হু?' ওকে লক্ষ্য করে বললাম।

মি. ভেঙচি কাটল আমার দিকে তাকিয়ে। আমি সুজানকে সোজা আমার বাসায় চলে আসতে বলে আগুনের কাছে আরও একটু এগিয়ে এলাম। মনে হয় না কেবল এই আগুনে শীত ঘুচবে, উষ্ণতার জন্য সুজানকে একটু বেশিই দরকার।

...